চারি প্রশ্ন

[৬ এপ্রিল ১৮২২ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত]

শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত, জন্ ক্লার্ক মার্শম্যান্ সম্পাদিত 'সমাচার দর্পণ' পত্রের ২৫ চৈত্র ১২২৮ (৬ এপ্রিল ১৮২২) তারিখের সংখ্যায় "ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী" প্রেরিত চারি প্রশ্ন সম্বলিত এই পত্রখানি প্রকাশিত হয়। পত্রের শেষে 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক এইরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন :—

> "এই পত্র অনেক বিশিষ্ট লোকের অনুরোধে দর্পণে অর্পণ করিলাম কিন্তু আমরা পরস্পর বিরোধের সহকারী নহি এবং যদ্যপি কেহ ইহার উপযুক্ত শাস্ত্রীয় উত্তর পাঠান তাহাও আমরা দর্পণে স্থান দিব।"

প্রেরিত পত্র ॥—শ্রীযুত সমাচার দর্পণ প্রকাশক মহাশয়েষু এই পশ্চাদ্বর্ত্তী কএক পংক্তি ধর্ম্মপ্রশ্ন দর্পণে অর্পণ করিয়া মনের মালিন্য দূর করিয়া উপকৃত করিবেন।

ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী সকলজনহিতৈষী ব্যক্তি প্রেরিত প্রশ্নপত্রমিদং।

সংপ্রতি যুগধর্ম্মপ্রযুক্ত নানা প্রকার দুরাচার কুব্যবহার দেখিয়া ধর্ম্মহানি পাপবৃদ্ধি জানিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া প্রশ্ন চতুষ্টয় করিতেছি ইহাতে কোন ব্যক্তির নিন্দা কিম্বা দ্বেষ উদ্দেশ্য নহে কেবল বিশিষ্ট লোকের পাপকর্ম্ম নিবারণ এবং তৎসংসর্গজ দোষ নিরাকরণ তাৎপর্য্য অতএব ইহা প্রকাশ করণে লোকহিত ব্যতিরেকে দোষলেশও নাই।

প্রথম প্রশ্নঃ। ইদানীন্তন ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিবিশেষেরা এবং তদনুরূপ অভিমানী তৎসংসর্গী গড্ডরিকাবলিকাবৎ গতানুগতিক অনেক ধনিলোকেরা কি নিগূঢ় শাস্ত্রাবলোকন করিয়া স্বস্বজাতীয় ধর্ম্ম কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক বিজাতীয় ধর্ম্ম কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছেন এতাদৃশ সাধু সদাশয় বিশিষ্ট সন্তান সকলের সহিত সংসর্গ যোগবাশিষ্ঠ বচনানুসারে ভদ্রলোকের অবশ্য অকর্ত্তব্য কি না। যথা সংসারবিষয়াসক্তং ব্রহ্মজ্ঞোস্মীতিবাদিনং। কর্ম্মব্রহ্মোভয়ভ্রষ্টং তং ত্যজেদন্ত্যজং যথা॥

দ্বিতীয় প্রশ্নঃ। যাহারা বেদস্মৃতি পুরাণাদ্যুক্তস্বস্বজাতীয় সদাচার সদ্ব্যবহারবিরুদ্ধ কর্ম্ম করেন অথচ ভ্রমাত্মক বুদ্ধিতে আপনাকে আপনিই ব্রহ্মজ্ঞানী করিয়া মানেন তাহারদিগের তবে অনাদর পুরঃসর যজ্ঞসূত্র বহন কেবল বৃদ্ধব্যাঘ্র মার্জ্জার তপস্বীর ন্যায় বিশ্বাসকারণ অতএব এতাদৃশাচারবন্ত ব্যক্তিরদিগের স্কান্দ ও মহাভারতবচনানুসারে কি বক্তব্য। যথা। সদাচারো হি সর্ব্বার্হো নাচারাদ্বিচ্যুতঃ পুনঃ॥ তস্মাদ্বিপ্রেণ সততং ভাব্যমাচারশীলিনা। দুরাচাররতো লোকে গর্হণীয়ঃ পুমান্ ভবেৎ। তথাচ। সত্যং দানং ক্ষমা শীলমানৃশংস্যং তপো ঘৃণা। দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥ যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্র ইতি নির্দ্দিশেৎ॥

তৃতীয় প্রশ্নঃ। ব্রাহ্মণসজ্জনের অবৈধ হিংসাকরণ কোন ধর্ম্ম বিশেষতঃ সর্ব্বভূতহিতে রত অহিংসক পরম কারুণিক আত্মতত্ত্বজ্ঞানীরদিগের আত্মোদর ভরণার্থে পরমহর্ষে প্রত্যহ চ্ছাগলাদিচ্ছেদন করণ কি আশ্চর্য্য এতাদৃশ সাধু সদাচার মহাশয় সকলের স্কন্দপুরাণবচনানুসারে ঐহিক পারত্রিক কি প্রকার হয়। যথা। যো জন্তুনাত্মপুষ্ট্যর্থং হিনস্তি জ্ঞানদুর্ব্বলঃ। দুরাচারস্য তস্যেহ নামুত্রাপি সুখং ক্বচিৎ॥

চতুর্থ প্রশ্নঃ। অনেক বিশিষ্ট সন্তান যৌবন ধন প্রভুত্ব অবিবেকতা প্রযুক্ত কুসংসর্গগ্রস্ত হইয়া লোকলজ্জা ধর্ম্মভয় পরিত্যাগ করিয়া বৃথা কেশচ্ছেদন সুরা পান যবন্যাদি গমনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহার শাসন ব্যতিরেকে এই সকল দুষ্কর্ম্মের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে তত্তৎকর্ম্মানুষ্ঠাতৃ মহাশয়েরদিগের কালিকাপুরাণ মৎস্যপুরাণ মনুবচনানুসারে কি বক্তব্য। যথা গঙ্গায়াং ভাস্করক্ষেত্রে পিত্রোশ্চ মরণং বিনা। বৃথা ছিনত্তি যঃ কেশান্ তমাহুর্ব্রহ্মঘাতকং। তথাচ। যো ব্রাহ্মণোঽদ্যপ্রভৃতীহ কশ্চিৎ মোহাৎ সুরাং পাস্যতি মন্দবুদ্ধিঃ।

তপোপহা ব্রহ্মহা চৈব স স্যাদস্মিন্ লোকে গর্হিতঃ স্যাৎ পরে চ। অপিচ যস্য কায়গতং ব্রহ্ম মদ্যেনাপ্লাব্যতে সকৃৎ। তস্য ব্যপৈতি ব্রাহ্মণ্যং শূদ্রত্বঞ্চ স গচ্ছতি॥ তথাচ॥ চাণ্ডালান্ত্যস্ত্রিয়ো গত্বা ভুক্ত্বা চ প্রতিগৃহ্য চ। পতত্যজ্ঞানতো বিপ্রো জ্ঞানাৎ সাম্যন্তু গচ্ছতি। অন্ত্যা ম্লেচ্ছযবনাদয়ঃ। ইতি কুল্লুকভট্টঃ॥—'সমাচার দর্পণ', ৬ এপ্রিল ১৮২২। ২৫ চৈত্র ১২২৮।

চারি প্রশ্নের উত্তর

[১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে প্রথম প্রকাশিত]

॥ ভূমিকা ॥

চৈত্র মাসের সম্বাদ লিপিতে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী চারি প্রশ্ন করিয়াছিলেন যদ্যপি বিশেষ বিবেচনা করিলে তাহার উত্তরের প্রয়োজন থাকে না তথাপি সাধারণ নিয়মানুসারে ঐ চারি প্রশ্নের উত্তর আপন বুদ্ধিসাধ্যে লিখিলাম এখন ইহার প্রত্যুত্তরের প্রত্যাশায় এবং আমার প্রশ্ন সকলের উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিলাম যেহেতু ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী আপনাকে সর্ব্বজনহিতৈষী নামে প্রসিদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার ঐ চারি প্রশ্নকে এবং তাহার এই উত্তরকে ঈশ্বরের ইচ্ছায় ভাষান্তরেও ত্বরায় প্রকাশ করা যাইবেক ইতি ॥

॥ সম্যগনুষ্ঠানাক্ষম তজ্জন্যমনস্তাপবিশিষ্ট ॥

॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥

কোন এক ব্যক্তি আপনাকে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী এবং সর্ব্বজনহিতৈষী জানিয়া চারি প্রশ্ন করিয়াছেন। তাহার প্রথম প্রশ্ন এই যে "ইদানীন্তন ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিবিশেষেরা এবং তদনুরূপ অভিমানী তৎসংসর্গী গড্ডরিকা-বলিকাবৎ গতানুগতিক অনেক ধনিলোকেরা কি নিগূঢ় শাস্ত্রাবলোকন করিয়া স্বস্বজাতীয় ধর্ম্ম কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক বিজাতীয় ধর্ম্ম কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছেন এতাদৃশ সাধু সদাশয় বিশিষ্ট সন্তান সকলের সহিত সংসর্গ যোগবাশিষ্ঠবচনানুসারে ভদ্রলোকের অবশ্য অকর্ত্তব্য কি না। যথা সংসারবিষয়াসক্তং ব্রহ্মজ্ঞোস্মীতি-বাদিনং। কর্ম্মব্রহ্মোভয়ভ্রষ্টং তং ত্যজেদন্ত্যজং যথা" ॥ উত্তর।—কি ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী কি অভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী কি তাঁহার সংসর্গী কি তাঁহার অসংসর্গী যে কোন ব্যক্তি স্বস্বজাতীয় ধর্ম্ম কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক বিজাতীয় ধর্ম্ম কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন তাঁহাদের সহিত সংসর্গ ভদ্রলোকের অর্থাৎ স্বধর্ম্মানুষ্ঠায়ী ব্যক্তিদের যোগবাশিষ্ঠ-বচনানুসারে এবং অন্য২ শাস্ত্রানুসারে সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য। কিন্তু এক ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী ও এক ভাক্তকর্ম্মী উভয়েই স্বস্বধর্ম্মের লক্ষাংশের [২] একাংশও অনুষ্ঠান না করিয়া পরধর্ম্মানুষ্ঠানেই বহুকাল ক্ষেপ করে আর যদি তাহার মধ্যে ওই ভাক্তকর্ম্মী সেই ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানীকে আপন অপেক্ষাকৃত নিন্দিত জানিয়া তাহার সংসর্গে পাপ জ্ঞান করে তবে সে ভাক্ত কর্ম্মীর নিন্দা কেবল হাস্যাস্পদের নিমিত্তে এবং পাপের নিমিত্তে হয় কি না। যেহেতু তত্ত্বজ্ঞান ও কর্ম্মানুষ্ঠান এই দুইকে যদি সমানরূপে স্বীকার করা যায় আর ঐ দুইয়ের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত দুই ব্যক্তি স্বস্বধর্ম্ম পালন না করে তবে দুই ব্যক্তিকেই তুল্যরূপে স্বধর্ম্মচ্যুত পাপী কহা যাইবেক। তাহাতে যদি ঐ দুইয়ের এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে স্বধর্ম্মচ্যুত কহিয়া নিন্দা ও তাহার গ্লানি করে তবে সে এইরূপ হয় যেমন এক অন্ধ অন্য অন্ধকে অন্ধ কহিয়া এবং এক খঞ্জ অন্য খঞ্জকে খঞ্জ কহিয়া নিন্দা ও ব্যঙ্গ করিতে প্রবৃত্ত হয়। পক্ষপাতরহিত ব্যক্তি সকলে ঐ ব্যঙ্গকর্ত্তা অন্ধকে ও খঞ্জকে লজ্জাহীন এবং স্বদোষ দর্শনে অপারক জ্ঞান করিবেন কি না। যোগবাশিষ্ঠে ভাক্ত জ্ঞানীর বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহা যথার্থ বটে যে ব্যক্তি সংসারসুখে আসক্ত হইয়া আমি ব্রহ্মজ্ঞানী ইহা কহে সে কর্ম্ম ব্রহ্ম উভয়ভ্রষ্ট অতএব ত্যজ্য হয়। সেইরূপ ভাক্ত কর্ম্মীর প্রতিও বচন দেখিতেছি। মনুঃ "শূদ্রান্নং শূদ্রসম্পর্কঃ শূদ্রেণ চ সহাসনং। শূদ্রাদ্বিদ্যাগমঃ কশ্চিজ্জ্বলন্তমপি পাতয়েৎ" ॥ অর্থাৎ শূদ্রের অন্ন গ্রহণ শূদ্রের সহিত সম্পর্ক

শূদ্রাসনে বসা এবং শূদ্র হইতে কোন বিদ্যা শিক্ষা করা ইহাতে জ্বলন্ত ব্রাহ্মণও পতিত হয়েন। “উ[ত]দিতে জগতীনাথে যঃ কুর্য্যাদ্দন্তধাবনং। স পাপিষ্ঠঃ কথং ব্রূতে পূজয়ামি জনার্দ্দনং”॥ অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পর যে ব্যক্তি দন্তধাবন করে সে পাপিষ্ঠ কি প্রকারে কহে যে আমি বিষ্ণু পূজা করি। অত্রিঃ। “আসনে পাদমারোপ্য যো ভুঙ্‌ক্তে ব্রাহ্মণঃ ক্বচিৎ। মুখেন চান্নমশ্নাতি তুল্যং গোমাংস-ভক্ষণৈঃ”॥ অর্থাৎ আসনের উপরে পা রাখিয়া যে ব্রাহ্মণ ভোজন করে এবং হস্ত বিনা গবাদির ন্যায় কেবল মুখের দ্বারা ভোজন করে সে ভোজন গোমাংসাহার তুল্য হয়। “উদ্ধৃত্য বামহস্তেন যত্তোয়ং পিবতি দ্বিজঃ। সুরাপানেন তুল্যং স্যান্মনুরাহ প্রজাপতিঃ”॥ অর্থাৎ বামহস্তকরণক পাত্র উঠাইয়া জল পান করিলে সুরাপানতুল্য হয় ইহা মনু কহিয়াছেন। অতএব জ্ঞান সাধনে কোন অংশে ত্রুটি হইলে সে সাধক ত্যজ্য হয় এমৎ যে জ্ঞান করে অথচ কর্ম্মানুষ্ঠানে সহস্র২ অংশে স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়াও আপনাকে পবিত্র ও অন্যকে ত্যজ্য জ্ঞানে সে স্বধর্ম্মচ্যুত ও স্বদোষ দর্শনে অন্ধকে কি কহিতে পারা যায়। যে ব্যক্তি স্বয়ং এবং পিতা ও পিতামহ তিন পুরুষ ক্রমশঃ ম্লেচ্ছের দাসত্ব করে সে যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি যে নিজে ম্লেচ্ছের চাকরি করিয়াছে তাহাকে স্বধর্ম্মচ্যুত ও ত্যজ্য কহে তবে তাহাকে কি কহি। যদি এক ব্যক্তি যবনের কৃত মিসি প্রায় নিত্য দন্তে ঘর্ষণ করে ও যবনের চোয়ান গোলাব ও আতর এসকল জলীয় দ্রব্য সর্ব্বদা আহারাদিকালে ও অন্য সময়ে শরীরে ম্রক্ষণ করে কিন্তু অন্যকে কহে যে তুমি যবন স্পর্শ করিয়া থাক [৪] অতএব তুমি স্বধর্ম্মচ্যুত ত্যজ্য হও এরূপ বক্তাকে কি কহা যায়। ও এক ব্যক্তি নিজে যবন ও ম্লেচ্ছের নিকটে যাবনিক বিদ্যার অভ্যাস করে ও মনু মহাভারতাদির বচনকে সমাচারচন্দ্রিকা ও সমাচারদর্পণ যাহা সে ব্যক্তির জ্ঞাতসারে অনেক ম্লেচ্ছে লইয়া থাকে তাহাতে ছাপা করায় কিন্তু অন্যকে কহে যে তুমি যবনশাস্ত্র পড়িয়াছ ও শাস্ত্রের অর্থকে ছাপা করাইয়াছ সুতরাং স্বধর্ম্মচ্যুত ত্যজ্য হও তবে তাহাকে কি শব্দ কহিতে পারি। যদি এক ব্যক্তি শূদ্র স্বস্থানে ব্রাহ্মণকে দেখিয়া গাত্রোত্থান না করে ও স্বতন্ত্র আসন প্রদান না করিয়া আপনার আসনে বসাইয়া সেই ব্রাহ্মণের পাতিত্য জন্মায় কিন্তু সে অন্য শূদ্রকে কহে যে তুমি ব্রাহ্মণকে মান না তবে তাহাকেই বা কি কহি। আর যদি এক ব্যক্তি বহুকাল ম্লেচ্ছ সেবা ও ম্লেচ্ছকে শাস্ত্র অধ্যাপনা করিয়া এবং ন্যায়দর্শনের অর্থ ভাষাতে রচনাপূর্ব্বক ম্লেচ্ছকে তাহা বিক্রয় করিতে পারে সে আস্ফালন করিয়া অন্যকে কহে যে তুমি ম্লেচ্ছের সংসর্গ কর ও দর্শনের অর্থ ভাষায় বিবরণ করিয়া ম্লেচ্ছকে দেও অতএব তুমি স্বধর্ম্মচ্যুত

হও তবে সে ব্যক্তিকে কি কহা উচিত হয়। বিশেষতো দুই স্বধর্ম্মচ্যুতের মধ্যে একজন আপনার ত্রুটি স্বীকার ও আপনাকে সাপরাধ অঙ্গীকার করে ও দ্বিতীয় ব্যক্তি আপনাকে পবিত্র জানিয়া অন্যকে প্রাগলভ্যপূর্ব্বক স্বধর্ম্মরাহিত্য দোষ দেখাইয়া ত্যজ্য কহে তবে ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রতি কি শব্দ প্রয়োগ কর্ত্তব্য হয়॥ যদি ধর্ম্ম[৫]সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী কহেন যে পূর্ব্বোক্ত বচন সকল অর্থাৎ শূদ্রান্ন গ্রহণ ইত্যাদি দোষে জ্বলন্ত ব্রাহ্মণও পতিত হয়। ও সূর্য্যোদয়ানন্তর মুখ প্রক্ষালন করিলে সে পাপিষ্ঠের পূজাধিকার থাকে না। আর আসনে পা রাখিয়া ভোজন করিলে গোমাংস ভোজন হয় আর বাম হস্তে পাত্র উঠাইয়া জল পান করিলে সুরাপান হয়। এ সকল নিন্দার্থবাদ মাত্র ইহার তাৎপর্য্য এই যে শূদ্রান্ন গ্রহণাদি করিবেক না। তবে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী যোগবাশিষ্ঠের এই বচন যে সংসার বিষয়ে আসক্ত হইয়া আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞানী কহে সে অন্ত্যজের ন্যায় ত্যজ্য হয়। তাহাকে নিন্দার্থবাদ না কহিয়া কি প্রকারে যথার্থবাদ কহিতে পারেন। সংসারের বিষয়ে আসক্ত হওয়া এবং আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞানী অঙ্গীকার করা জ্ঞাননিষ্ঠের জন্যে নিষিদ্ধ হয় ইহা কেন না ওই বচনের তাৎপর্য্য হয়। এ কথা যদি কহেন্ যে পূর্ব্ব২ বচনকে নিন্দার্থবাদ না কহিলে তাঁহার নিজের নিস্তার হয় না আর যোগবাশিষ্ঠের বচনকে যথার্থবাদ না মানিলে জ্ঞানীদের প্রতি নিন্দা করিবার উপায় দেখেন না তবে তিনি ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী সুতরাং আমরা কি কহিতে পারি। বস্তুতঃ যোগবাশিষ্ঠের যে শ্লোক ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী লিখিয়াছেন তাহার অর্থ বিশেষরূপে সেই যোগবাশিষ্ঠের শ্লোকান্তরের দ্বারা অবগত হওয়া উচিত তথাচ যোগবাশিষ্ঠে "বহির্ব্ব্যাপারসংরম্ভো হৃদি সংকল্পবর্জ্জিতঃ। কর্ত্তা বহিরকর্ত্তান্তরেবং বিহর রাঘব"॥ অর্থাৎ [৬] বাহ্যেতে ব্যাপারবিশিষ্ট মনেতে সংকল্প ত্যাগ আর বাহিরেতে আপনাকে কর্ত্তা দেখাইয়া ও মনেতে অকর্ত্তা জানিয়া হে রামচন্দ্র লোকযাত্রা নির্ব্বাহ কর। অতএব জ্ঞানাবলম্বী অথচ বিষয়ব্যাপারযুক্ত ব্যক্তিকে দেখিয়া দুই অনুভব হইতে পারে এক এই যে মনেতে আসক্ত হইয়া ব্যাপার করিতেছে দ্বিতীয় এই যে আসক্তি ত্যাগপূর্ব্বক ব্যাপার করিতেছে যেহেতু মনের যথার্থ ভাব পরমেশ্বরই জানেন তাহাতে দুর্জ্জন ও খল ব্যক্তিরা বিরুদ্ধ পক্ষকেই গ্রহণ করিয়া থাকেন অর্থাৎ কহিবেন যে আসক্তিপূর্ব্বকই বিষয় করিতেছে আর সজ্জন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উত্তম পক্ষকেই গ্রহণ করেন অর্থাৎ কহিবেন যে এ ব্যক্তি জ্ঞান সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে তবে বুঝি যে আসক্তি ত্যাগপূর্ব্বকই বিষয় করিতেছে যেমন জনকাদির রাজ্য শাসন ও শত্রু দমন ইত্যাদি বিষয়ব্যাপার দেখিয়া দুর্জ্জনেরা তাঁহাদিগকে বিষয়াসক্ত

জানিয়া নিন্দা করিত এবং ভগবান্ কৃষ্ণ হইতে অর্জ্জুন জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধ এবং রাজ্য করিলে পর দুর্জ্জনেরা তাঁহাকে রাজ্যাসক্ত জানিয়া নিন্দিতরূপে বর্ণন করিত ইহা পূর্ব্বে২ও দৃষ্ট আছে। এ উদাহরণ দিবার ইহা তাৎপর্য্য নহে যে জনকাদির ও অর্জ্জুনাদির তুল্য এ কালের জ্ঞানসাধকেরা হয়েন অথবা ইদানীন্তন জ্ঞানসাধকের বিপক্ষেরা তাঁহাদের মহাবলপরাক্রম বিপক্ষের তুল্য হয়েন তবে এ উদাহরণের তাৎপর্য্য এই যে সর্ব্বকালেই দুর্জ্জন ও সজ্জন আছেন আর [৭] দুর্জ্জনের সর্ব্বকালেই স্বভাব এই যে কোন ব্যক্তির প্রতি দোষ ও গুণ এই দুইয়েরি আরোপ করিবার সম্ভাবনা থাকিলে সেখানে কেবল দোষেরি আরোপ করে আর সজ্জনের স্বভাব তাহার বিপরীত হয় অর্থাৎ দোষ গুণ দুইয়ের সম্ভাবনা সত্ত্বে গুণেরি আরোপ করিয়া থাকেন। ঐ ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর লিখিত যোগবাশিষ্ঠবচনে প্রাপ্ত হইতেছে যে যে ব্যক্তি বিষয়সুখে আসক্ত হয় আর কহে যে আমি ব্রহ্মকে জানি সুতরাং সে ত্যজ্য কিন্তু ইহা বিবেচনা কর্ত্তব্য যে ব্রহ্মনিষ্ঠ কদাপি এমত কহেন না যে ব্রহ্মকে আমি জানি অতএব যে এমত কহে সে অবশ্যই কর্ম্ম ব্রহ্ম উভয়ভ্রষ্ট এবং ভাক্ত কর্ম্মীর ন্যায় অধম হয়। কেনশ্রুতিঃ। “অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাং” ॥ অর্থাৎ যাঁহারা ব্রহ্মের অগোচর স্বরূপ নিশ্চয় করিয়াছেন তাঁহারা অবশ্যই কহেন. যে ব্রহ্ম-স্বরূপ জ্ঞেয় আমাদের নহে আর যাঁহারা ব্রহ্মকে না জানেন তাঁহারা কহেন যে ব্রহ্ম আমাদের জ্ঞেয় হয়েন। তবে দুর্জ্জন ও খলে অপবাদ দেয় যে তুমি আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞানী কহিয়া অভিমান কর এ পৃথক্ কথা। কোন এক বৈষ্ণব যে আপন বৈষ্ণব ধর্ম্মের লক্ষাংশের একাংশ অনুষ্ঠান করে না ও বিপরীত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে সে যদি কোন শাক্তের স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে ত্রুটি দেখিয়া তাহাকে ভাক্তশাক্ত কহে ও ব্যঙ্গ করে এবং কোন ব্রহ্মনিষ্ঠের স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে ত্রুটি দেখিয়া তাহাকে ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী ও নিন্দিত কহে কিন্তু আপনাকে ভাক্ত বৈষ্ণব না মানিয়া ধর্ম্মসংস্থাপনা-[৮] কাঙ্ক্ষী এবং সর্ব্বজনহিতৈষী বলিয়া অভিমান করে তাহাকে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা নিন্দকের মধ্যে অতিশয় নিন্দিত করিয়া জানিবেন কি না। জ্ঞান ও কর্ম্ম এই দুইকে সমান-রূপে স্বীকার করিয়া এই পূর্ব্বের পঙ্‌ক্তি সকল লেখা গেল বস্তুতঃ কর্ম্ম ও জ্ঞান এ দুইয়ের অত্যন্ত প্রভেদ যেহেতু কর্ম্মের সম্যক্ অনুষ্ঠায়ী হইলেও জ্ঞাননিষ্ঠের মধ্যে অপ্রতিষ্ঠিত যে ব্যক্তি তাহার তুল্যও সে হয় না। তথাচ মুণ্ডকশ্রুতিঃ। “প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম। এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়াঃ জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপিযন্তি” ॥ অষ্টাদশাঙ্গ যে যজ্ঞরূপ কর্ম্ম তাহা সকল বিনাশী হয় ঐ বিনাশী কর্ম্মকে যে সকল ব্যক্তি শ্রেয় করিয়া জানে তাহারা পুনঃ২ জন্মজরা

মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়। "অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানা বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ। যৎ কর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে"॥ অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি অজ্ঞানরূপ কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানে বহু প্রকারে নিযুক্ত থাকিয়া অভিমান করে যে আমরা কৃতকার্য্য হই সে অজ্ঞান লোকেরা কর্ম্মফলের বাসনাতে অন্ধ হইয়া তত্ত্বজ্ঞান জানিতে পারে না অতএব সেই সকল ব্যক্তি কর্ম্মফল ক্ষয় হইলে দুঃখে মগ্ন হইয়া স্বর্গ হইতে চ্যুত হয়। আর অপ্রতিষ্ঠিত জ্ঞানীর বিষয়ে ভগবদ্গীতা কহেন। "অর্জ্জুন উবাচ। অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ। অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি॥ কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি। অপ্রতিষ্ঠো [৯] মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি"॥ অর্জ্জুন কহিতেছেন যে ব্যক্তি প্রথমতঃ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া জ্ঞানাভ্যাসে প্রবৃত্ত হয় পশ্চাৎ যত্ন না করে এবং জ্ঞানাভ্যাস হইতে বিরত হইয়া বিষয়াসক্ত হয় সে ব্যক্তি জ্ঞানফল যে মুক্তি তাহা না পাইয়া কি গতি প্রাপ্ত হইবেক। সে ব্যক্তি কর্ম্মত্যাগপ্রযুক্ত দেবস্থান পাইলেক না এবং জ্ঞানের অসিদ্ধতা-প্রযুক্ত মুক্তিকে না পাইয়া নিরাশ্রয় ও ব্রহ্মপ্রাপ্তিতে বিমূঢ় হইয়া ছিন্ন মেঘের ন্যায় নষ্ট হইবেক কি না। ভগবান্ কৃষ্ণ এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। "ভগবানুবাচ। পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে। নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি॥ প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ। শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে"॥ তথা। "তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকং। যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন"॥ হে অর্জ্জুন সেই ব্যক্তির ইহলোকে পাতিত্য ও পরলোকে নরক হয় না যেহেতু শুভকারী ব্যক্তির দুর্গতি কদাপি হয় না সেই জ্ঞানভ্রষ্ট ব্যক্তি কর্ম্মীদের প্রাপ্য যে স্বর্গলোক সকল তাহাতে বহুকাল পর্য্যন্ত বাস করিয়া শুচি ধনবান্ ব্যক্তিদের গৃহে জন্ম লয় পরে ঐ জন্মেই পূর্ব্বদেহাভ্যস্ত জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া তাহার দ্বারা মুক্তির প্রতি অধিক যত্ন করে। মনুঃ "সর্ব্বেষামপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতং। তদ্ধ্যগ্র্যং সর্ব্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ"॥ এই সকল ধর্ম্মের মধ্যে আত্মজ্ঞানকে পরম ধর্ম্ম কহা যায় যেহেতু সকল [১০] ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ যে আত্মজ্ঞান তাহা হইতে মুক্তি হয়। অন্যের সংসর্গাধীন জ্ঞানাবলম্বনের নিমিত্তে যত্ন করিলে তাহাকে গড্ডরিকাবলিকার ন্যায় লিখিয়াছেন অতএব ইহার প্রয়োগ-স্থান বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যেমন অগ্রগামী মেষ দেখিয়া পশ্চাতের মেষ ভদ্রাভদ্র বিচার না করিয়া তাহার অনুগামী হয় সেইরূপ যুক্তি ও শাস্ত্র বিবেচনা না করিয়া পূর্ব্ব২ ব্যক্তির ধর্ম্ম ও ব্যবহার অনুষ্ঠান যদি কোন ব্যক্তি করে তবে তাহার প্রতি ঐ গড্ডরিকাপ্রবাহ শব্দের প্রয়োগ পণ্ডিতেরা করিয়া থাকেন কিন্তু এ স্থলে দুই

প্রকার ব্যক্তি সকল দেখিতেছি এক এই যে বেদ ও বেদশিরোভাগ উপনিষদ্ তাহার সম্মত ও মনু প্রভৃতি তাবৎ স্মৃতিসম্মত এবং মহাভারত পুরাণ তন্ত্র সকল শাস্ত্র-সম্মত আত্মোপাসনা হয় ইহা জানিয়া আর ইন্দ্রিয়ব্যাপ্য যে২ বস্তু এবং বিভাগযোগ্য যে২ বস্তু সে সকল নশ্বর অতএব তাহা হইতে ভিন্ন পরমেশ্বর হয়েন ইহা যুক্তিসিদ্ধ জানিয়া অন্য২ নশ্বর মনঃকল্পিত উপাসনা হইতে বিরত হইয়া সেই অনির্ব্বচনীয় পরমেশ্বরের সত্তাকে তাঁহার কার্য্যের দ্বারা স্থির করিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে তাহার প্রতি গড্‌ডরিকাবলিকা শব্দের প্রয়োগ করা উচিত হয় কি যে ব্যক্তি এমত কোনো কল্পিত উপাসনা যাহা বেদ ও মন্বাদি স্মৃতি এবং মহাভারত ইত্যাদি সর্ব্বসম্মত প্রসিদ্ধ গ্রন্থে কোন মতে প্রাপ্ত হয় না কেবল অন্য কেহ২ করিতেছে এই প্রমাণে তাহা পরিগ্রহ[১১] করে এবং যুক্তি হইতে এককালে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দুর্জ্জয় মানভঙ্গ যাত্রা ও সুবলসম্বাদ এবং বড়াই বুড়ীর উপাখ্যান যাহা কেবল চিত্তমালিন্যের ও মন্দ সংস্কারের কারণ হয় তাহাকে পরমার্থসাধন করিয়া জানে ও আপন ইষ্ট দেবতার সঙকে সম্মুখে নৃত্য করায় কেবল অন্যকে এ সকল ক্রিয়া করিতে দেখিয়া সেই প্রমাণে অনুষ্ঠান করে এমত ব্যক্তির প্রতি গড্‌ডরিকাবলিকা শব্দের প্রয়োগ উচিত হয় এ দুয়ের বিবেচনা বিজ্ঞ ব্যক্তিরা করিবেন।

আর ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী প্রথম প্রশ্নে লিখেন যে ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানীরা এবং তাঁহার সংসর্গীরা কি নিগূঢ় শাস্ত্রাবলোকন করিয়াছেন। উত্তর প্রণব গায়ত্রী উপনিষৎ মন্বাদি স্মৃতি এই সকল শাস্ত্র নিগূঢ় হউক কি অনিগূঢ় হউক ইহারি প্রমাণে তাঁহারা জ্ঞানাবলম্বনে প্রবৃত্ত হয়েন কিন্তু বেদবিধির অগোচর গৌরাঙ্গ ও দুটি ভাই ও তিন প্রভু এই সকলের সাধকেরা কোন্ শাস্ত্রপ্রমাণে অনুষ্ঠান করেন জানিতে বাসনা করি। ইতি।

ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে "যাঁহারা বেদ স্মৃতি পুরাণাদ্যুক্ত স্বস্বজাতীয় সদাচার সদ্ব্যবহারবিরুদ্ধ কর্ম্ম করেন অথচ ভ্রমাত্মক বুদ্ধিতে আপনাকে আপনিই ব্রহ্মজ্ঞানী করিয়া মানেন তাঁহাদিগের তবে অনাদর পুরঃ[১২]সর যজ্ঞসূত্র বহন কেবল বৃদ্ধ ব্যাঘ্র মার্জ্জার তপস্বীর ন্যায় বিশ্বাসকারণ অতএব এতাদৃশাচারবন্ত ব্যক্তিদিগের স্কান্দ ও মহাভারতবচনানুসারে কি বক্তব্য। "যথা। সদাচারো হি সর্ব্বার্হো নাচারাদ্বিযুতঃ পুনঃ। তস্মাদ্বিপ্রেণ সততং ভাব্যমাচারশীলিনা। দুরাচার-রতো লোকে গর্হণীয়ঃ পুমান্ ভবেৎ॥ তথাচ। সত্যং দানং ক্ষমা শীলমানৃশংস্যং তপো ঘৃণা। দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥ যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্র ইতি নির্দ্দিশেৎ"॥ উত্তর। ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী সদাচার সদ্ব্যবহারহীন

অভিমানীর যজ্ঞোপবীত ধারণ নিরর্থক হয় লিখিয়াছেন এ স্থলে সদাচার সদ্ব্যবহার শব্দের দ্বারা তাঁহার কি তাৎপর্য্য তাহা স্পষ্ট বোধ হয় না। প্রথমত যদি ইহা তাৎপর্য্য হয় যে তাবৎ উপাসকের ও অধিকারীর যে আচার ও ব্যবহার তাহাই সদাচার ও সদ্ব্যবহার হয় এবং তাহা না করিলে যজ্ঞোপবীত ধারণ বৃথা হয় তবে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীকে জিজ্ঞাসা করি যে তিনি তাবৎ উপাসকের ও অধিকারীর আচার ও ব্যবহার করিয়া থাকেন কি না অর্থাৎ বৈষ্ণবের আচার যে মৎস্য মাংস ত্যাগ এবং অধীনতা ও পরনিন্দারাহিত্য ইত্যাদি ধর্ম্ম তাহার অনুষ্ঠান করেন কি না এবং তত্তৎকালে কৌলের ধর্ম্ম যে নিবেদিত মৎস্য মাংসাদি ভোজন ও মৎস্য মাংস যে আহার না করে তাহার প্রতি পশু শব্দ প্রয়োগ ইহাও করিয়া থাকেন কি না। আর ব্রহ্মনিষ্ঠের ধর্ম্ম যাহা মনু কহিয়াছেন যে। "জ্ঞানেনৈবাপরে বিপ্রা যজন্ত্যে[১৩]তৈর্ম্মখৈঃ সদা। জ্ঞানমূলাং ক্রিয়ামেষাং পশ্যন্তো জ্ঞানচক্ষুষা॥ তথা। যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাৎ বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্"॥ অর্থাৎ কোন২ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থেরা গৃহস্থের প্রতি যে যজ্ঞ শাস্ত্রে বিহিত আছে তাহা সকল কেবল ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা নিষ্পন্ন করেন তাঁহারা জ্ঞানচক্ষু দ্বারা জানিতেছেন যে পঞ্চ যজ্ঞাদি সকল ব্রহ্মাত্মক হয়েন অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থদের ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা সমুদায় সিদ্ধ হয়। পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মসকলকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্রাহ্মণ আত্মজ্ঞানে ইন্দ্রিয়নিগ্রহে প্রণব উপনিষদাদি বেদের অভ্যাসে যত্ন করিবেন। এই সকলেরও অনুষ্ঠান ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী করিয়া থাকেন কি না। এই তিন পৃথক্২ ধর্ম্মানুষ্ঠানের আচার যাহা পরস্পর বিরুদ্ধ হয় তাহা করিয়া থাকেন এমত কহিতে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী বুঝি সমর্থ হইবেন না যেহেতু ধর্ম্মবুদ্ধিতে মৎস্য মাংস ত্যাগ ও মৎস্য মাংস গ্রহণ এবং গ্রহণাগ্রহণে সমান ভাব এই তিন ধর্ম্ম কোন মতে এককালে এক ব্যক্তি হইতে হইবার সম্ভাবনা নাই অতএব যদি সকল উপাসকের আচার ও ব্যবহার ইহাই সদাচার সদ্ব্যবহার শব্দের দ্বারা ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর তাৎপর্য্য হইল তবে তাঁহার ব্যবস্থা-নুসারে সদাচার সদ্ব্যবহারের অনুষ্ঠানে অক্ষমতাহেতুক যজ্ঞোপবীত ধারণ তাঁহারি আদৌ বৃথা হয়। দ্বিতীয়ত। যদি আপন২ উপাসনাবিহিত যে সমুদায় [১৪] আচার তাহাই সদাচার সদ্ব্যবহার শব্দে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর অভিপ্রেত হয় তবে তাঁহাকেই মধ্যস্থ মানি যে তিনি আপন উপাসনার সমুদায় আচার করিয়া থাকেন কি না যদি শাস্ত্রবিহিত সমুদায় আচার করিয়া থাকেন তবে যথার্থরূপে তিনি অন্য ব্যক্তি যে আপন উপাসনার সমুদায় ধর্ম্ম না করিতে পারে তাহাকে ত্যাজ্য কহিতে পারেন এবং

তাহার যজ্ঞোপবীত বৃথা ইহাও আজ্ঞা করিতে পারেন আর যদি তিনি আপন উপাসনাবিহিত ধর্ম্মের সহস্রাংশের একাংশও না করেন তবে তাঁহার এই যে ব্যবস্থা যে স্বধর্ম্মের সমুদায় অনুষ্ঠান না করিলে যজ্ঞোপবীত ধারণ বৃথা হয় ইহার অনুসারে অগ্রে আপন যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিয়া যদি অন্যকে কহেন যে তুমি স্বধর্ম্মের সমুদায় অনুষ্ঠান করিতে পার না অতএব কেন বৃথা যজ্ঞোপবীত ধারণ করহ তবে এ কথা শোভা পায়। তৃতীয়ত সদাচার সদ্ব্যবহার শব্দের দ্বারা আপন২ উপাসনাবিহিত ধর্ম্মের যথাশক্তি অনুষ্ঠান করা ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর যদি অভিপ্রেত হয় ও যে২ অংশের অনুষ্ঠানে ত্রুটি হয় তন্নিমিত্ত মনস্তাপ এবং স্বধর্ম্মবিহিত প্রায়শ্চিত্ত যে করে তাহার যজ্ঞসূত্র ধারণ বৃথা হয় না তবে এ ব্যবস্থানুসারে কি ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর কি অন্য ব্যক্তির যজ্ঞোপবীত রক্ষা পাইল। চতুর্থ যদি ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী কহেন যে মহাজন সকল যাহা করিয়া আসিতেছেন তাহার নাম সদাচার ও সদ্ব্যবহার হয় ইহাতে [১৫] প্রথমত জিজ্ঞাসা করি যে মহাজন শব্দে কাহাকে স্থির করা যায় যেহেতু দেখিতে পাই যে গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ এবং কবিরাজ গোঁসাই ও রূপদাস সনাতনদাস জীবদাস প্রভৃতিকে গৌরাঙ্গীয় সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা মহাজন কহিয়া তাঁহাদিগের গ্রন্থানুসারে পরম্পরায় আচার করিতে উদ্‌যুক্ত হয়েন এবং শাক্ত সম্প্রদায়ের কৌলেরা বিরূপাক্ষ ও নির্ব্বাণাচার্য্য এবং আগমবাগীশ প্রভৃতিকে মহাজন কহিয়া তাঁহাদিগের ব্যবহার ও তাঁহাদের গ্রন্থানুসারে আচার করিতে প্রবৃত্ত আছেন সেইরূপ রামানুজ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা রামানুজ ও তৎশিষ্য প্রশিষ্যকে মহাজন কহিয়া তাঁহাদিগের ব্যবহার ও আচারকে সদাচার সদ্ব্যবহার জানিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিতে এ পর্য্যন্ত যত্ন করিতেছেন যে শিবলিঙ্গ দর্শনকে পাপ কহিয়া শিবমন্দিরে প্রবেশ করেন না এবং নানকপন্থী ও দাদূপপন্থী প্রভৃতিরা পৃথক্২ ব্যক্তিকে মহাজন জানিয়া তাঁহাদের ব্যবহার ও আচারানুসারে ব্যবহার ও আচার করিতে যত্ন করেন এবং শাস্ত্রেও অধিকারিবিশেষে বিশেষ২ অনুষ্ঠান লিখিয়াছেন। অধিকারিবিশেষেণ শাস্ত্রাণ্যুক্তান্যশেষতঃ॥ কিন্তু একের মহাজনকে অন্যে মহাজন কি কহিবেক বরঞ্চ খাতকও কহে না এবং ঐ সকল মহাজনের অনুগামীরা পরস্পরকে নিন্দিত ও অশুচি কহিয়া থাকেন। অতএব ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর এরূপ তাৎপর্য্য হইলে সদাচার সদ্ব্যবহারের [১৬] নিয়মই রহে না সুতরাং একের মতে অন্য সদাচার সদ্ব্যবহারহীন ও বৃথা যজ্ঞোপবীতধারী হয়েন। পঞ্চম যদি ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর ইহা তাৎপর্য্য হয় যে আপন পিতৃপিতামহাদি যে আচার করিয়াছেন সে সদাচার হয় তথাপিও সদাচারের নিয়ম রহিল না পিতা পিতামহ অযোগ্য কর্ম্ম করিলে সে ব্যক্তি অযোগ্য কর্ম্ম করিয়াও

আপনাকে সদাচারী কহিতে পারিবেক এবং ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর মতে পিতৃপিতামহের মতানুসারে সেই অযোগ্য কর্ম্মকর্ত্তার যজ্ঞোপবীত রক্ষা পায়। বস্তুত আপন২ উপাসনানুসারে শাস্ত্রে যাহাকে সদাচার কহিয়াছেন তাহা শাস্ত্রের অবহেলাপূর্ব্বক পরিত্যাগ যে করে অথবা বাধকপ্রযুক্ত তাহার সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানে ত্রুটি হইলে মনস্তাপ ও তত্তৎশাস্ত্রবিহিত প্রায়শ্চিত্ত যে না করে তাহার যজ্ঞোপবীত ব্যর্থ হয় এবং যে আপনি স্বধর্ম্মহীন হইয়া অন্য স্বধর্ম্মহীনকে বৃথা যজ্ঞোপবীতধারী বলে এমতরূপ নিন্দকের এবং স্বদোষ দর্শনে অন্ধের যজ্ঞসূত্র ধারণ বৃথাও হইতে পারে। ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী বৃদ্ধ ব্যাঘ্র বিড়াল তপস্বীর যে দৃষ্টান্ত লিখিয়াছেন তাহা কাহার প্রতি শোভা পায় ইহা বিজ্ঞ ব্যক্তি সকলে বিবেচনা করুন। নাসিকাতে সবিন্দু তিলক যাহার সেবাতে প্রায় অর্দ্ধ দণ্ড ব্যয় হয় ও ভূরি কাল হস্তে মালা যাহাতে যবনাদির স্পর্শাস্পর্শ বিচার নাই এবং লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে অত্যন্ত বিনয় পরোক্ষে আপন জ্ঞাতিবর্গ [১৭] পর্য্যন্তেরও নিন্দা এবং সর্ব্বদা এই ভাব দেখান যেন এইক্ষণে পূজা সাঙ্গ করিয়া উত্থান করিলাম ও বাহ্যেতে কেবল দয়া ও অহিংসা এই সকল শব্দ সর্ব্বদা মুখে নির্গত হয় কিন্তু গৃহমধ্যে মৎস্যমুণ্ড বিনা আহার হয় না। আর এক ব্যক্তি মহানির্ব্বাণের এই বচনে নির্ভর করেন। "যেনোপায়েন দেবেশি লোকঃ শ্রেয়ঃ সমশ্নুতে। তদেব কার্য্যং ব্রহ্মজ্ঞৈরেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ" ॥ অর্থাৎ যে২ উপায় দ্বারা লোকের শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি হয় তাহাই কেবল ব্রহ্মনিষ্ঠের কর্ত্তব্য এই ধর্ম্ম সনাতন হয়। এবং তদনুসারে বাহ্যে কোন প্রতারকতা কি বেশে কি আলাপে কি ব্যবহারে যাহাতে হঠাৎ লোকে ধাম্মিক ও সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব জ্ঞান করিয়া থাকে তাহা না করিয়া অন্যের বিরুদ্ধ চেষ্টা না করে এবং তন্ত্রাদিবিহিত মৎস্য মাংসাদি ভোজন যাহা দেখিলে অনেকের অশ্রদ্ধা হয় তাহাও স্পষ্টরূপে করিয়া থাকে এই দুইয়ের মধ্যে কে বিড়ালতপস্বী হয় ইহা কিঞ্চিৎ প্রণিধান করিলেই সুবোধ লোকেরা জানিবেন।

ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর তৃতীয় প্রশ্ন। ব্রাহ্মণ সজ্জনের অবৈধ হিংসাকরণ কোন ধর্ম্ম বিশেষতঃ সর্ব্বভূতহিতে রত অহিংসক পরম কারুণিক আত্মতত্ত্বজ্ঞানীদিগের আত্মোদর ভরণার্থে পরমহর্ষে প্রত্যহ ছাগলাদি ছেদনকরণ কি [১৮] আশ্চর্য্য এতাদৃশ সাধু সদাচার মহাশয় সকলের স্কন্দপুরাণবচনানুসারে ঐহিক পারত্রিক কি প্রকার হয়। "যথা। যো জন্তুনাত্মতুষ্ট্যর্থং হিনস্তি জ্ঞানদুর্ব্বলঃ। দুরাচারস্য তস্যেহ নামুত্রাপি সুখং ক্বচিৎ" ॥৩॥ উত্তর ধর্ম্মাধর্ম্ম খাদ্যাখাদ্য শাস্ত্রবিহিত হইয়াছে দেখ পূজার্থে কুন্দশেফালিকা জবা মহাদেবকে দান করিলে শাস্ত্রনিষিদ্ধপ্রযুক্ত পাতক

হয় আর দেবতাকে রুধির প্রদানেতেও পুণ্য হয় যেহেতু শাস্ত্রে বিধি আছে সেই শাস্ত্রে কহিতেছেন। "দেবান্ পিতৃন্ সমভ্যর্চ্চ্য খাদন্ মাংসং ন দোষভাক্"। মনুঃ "নাত্তা দুষ্যত্যদন্নাদ্যান্ প্রাণিনোঽহন্যহন্যপি। ধাত্রৈব সৃষ্টা হ্যাদ্যাশ্চ প্রাণিনোঽত্তার এব চ"॥ "অনিবেদ্য ন ভুঞ্জীত মৎস্যমাংসাদিকঞ্চন"॥ অর্থাৎ দেবতা পিতৃলোককে নিবেদন করিয়া মাংস ভোজন করিলে দোষভাগী হয় না। ও ভক্ষ্য প্রাণিসকলকে প্রতি দিন ভোজন করিয়া তাহার ভোক্তা দোষ প্রাপ্ত হয় না যেহেতু বিধাতাই এককে ভক্ষক অপরকে ভক্ষ্য করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং মৎস্য মাংসাদি কোন দ্রব্য নিবেদন না করিয়া ভোজন করিবেক না। অতএব বিহিত মাংসাদি ভোজনে ছাগলাদির হনন ব্যতিরেকে মাংসের সম্ভাবনা হইতে পারে না যেহেতু অপ্রোক্ষিত মৃত পশু খাদ্য নহে কিন্তু ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী কিরূপে জানিয়াছেন যে অনিবেদিত ভোজন ও পরম হর্ষে ছেদন কেহ২ করিয়া থাকেন তাহার বিশেষ লিখেন নাই তিনি কি ছাগহননকালে বিদ্যমান [১৯] থাকিয়া নৃত্য কিম্বা উৎসাহ করিতে দেখিয়াছেন কি ভোজনকালে বসিয়া স্ব স্ব উপাসনার অনুসারে অনিবেদিত ভোজন করিতে দৃষ্টি করিয়াছেন। দোষোল্লেখ করিবার জন্য ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী সত্যকে এককালেই জলাঞ্জলি দিয়াছেন ইহাতে আশ্চর্য্য কি যাঁহারা পরমেশ্বরকে জন্ম মরণ চৌর্য্য পরদারাভিমর্ষণ ইত্যাদি দোষকে যথার্থ জানিয়া অপবাদ দিতে পারেন তাঁহারা যে কেবল অনিবেদিত ভোজনের অপবাদ মনুষ্যকে দিয়া ক্ষান্ত থাকেন ইহাও আহ্লাদের বিষয়। মহানির্ব্বাণ "বেদোক্তেন বিধানেন আগমোক্তেন বা কলৌ। আত্ম-তৃপ্তঃ সুরেশানি লোকযাত্রাং বিনির্ব্বহেৎ"॥ জ্ঞানে যাঁহার নির্ভর তিনি সর্ব্বযুগে বেদোক্ত বিধানে আর কলিযুগে বেদোক্ত কিম্বা আগমোক্ত বিধানে লোকাচার নির্ব্বাহ করিবেন অতএব আগমবিহিত মাংস ভোজন স্ব স্ব ধর্ম্মানুসারে নিবেদন-পূর্ব্বক করিলে অধর্ম্মের কারণ হয় ও গৌরাঙ্গীয় বৈষ্ণবেরা স্বহস্তে মৎস্য বধ করিয়া বিষ্ণুকে নিবেদন না করিয়া খাইলেও ধর্ম্ম হয় ইহা যদি ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর মত হয় তবে তিনি অপূর্ব্ব ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী হইবেন। মৎসরতা কি দারুণ দুঃখের কারণ হয়। লোকে কেন খায় কেন সুখে কাল যাপন করে ইহাই মৎসরের মনে সর্ব্বদা উদয় হইয়া তাহাকে ক্লেশ দেয়। মাংস ভোজন শাস্ত্রে অবিহিত ইহা যদি না কহিতে পারে অন্ততও লোকের নিন্দা করিবার উদ্দেশে কহিবেক যে নিবেদন করিয়া [২০] খায় না কিম্বা আচমনে অধিক জল কি অল্প জল লইয়াছিল কিন্তু মৎসরের তুষ্টির নিমিত্তে কে আপন শাস্ত্রবিহিত আহার ও প্রারব্ধনির্ম্মিত ভোগ পরিত্যাগ করে ইহাতে মৎসরের অদৃষ্টে যে দুঃখ তাহা কে নিবারণ করিতে পারিবেক ইতি॥৩॥

চতুর্থ প্রশ্ন। অনেক বিশিষ্টসন্তান যৌবন ধন প্রভুত্ব অবিবেকতাপ্রযুক্ত কুসংসর্গগ্রস্ত হইয়া লোকলজ্জা ধর্ম্মভয় পরিত্যাগ করিয়া বৃথা কেশচ্ছেদন সুরাপান যবন্যাদি গমনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহার শাসন ব্যতিরেকে এই সকল দুষ্কর্ম্মের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে তত্তৎকর্ম্মানুষ্ঠাতৃ মহাশয়দিগের কালিকাপুরাণ মৎস্যপুরাণ মনুবচনানুসারে কি বক্তব্য। "যথা গঙ্গায়াং ভাস্করক্ষেত্রে পিত্রোশ্চ মরণং বিনা। বৃথা ছিনত্তি যঃ কেশান্ তমাহুর্ব্রহ্মঘাতকং॥ তথাচ। যো ব্রাহ্মণোঽদ্যপ্রভৃতীহ কশ্চিৎ মোহাৎ সুরাং পাস্যতি মন্দবুদ্ধিঃ। তপোপহা ব্রহ্মহা চৈব স স্যাদস্মিন্ লোকে গর্হিতঃ স্যাৎ পরে চ॥ অপিচ যস্য কায়গতং ব্রহ্ম মদ্যেনাপ্লাব্যতে সকৃৎ। তস্য ব্যপৈতি ব্রাহ্মণ্যং শূদ্রত্বঞ্চ স গচ্ছতি॥ তথাচ। চাণ্ডালান্ত্যস্ত্রিয়ো গত্বা ভুক্ত্বা চ প্রতিগৃহ্য চ। পতত্যজ্ঞানতো বিপ্রো জ্ঞানাৎ সাম্যন্তু গচ্ছতি॥ অন্ত্যা ম্লেচ্ছযবনাদয় ইতি কুল্লূকভট্টঃ" [২১]॥ উত্তর। যৌবন ধন প্রভুত্ব অবিবেকতাপ্রযুক্ত লজ্জা ও ধর্ম্মভয় পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা বৃথা কেশচ্ছেদন সুরাপান যবন্যাদি গমন করেন তাঁহারা বিরুদ্ধকারী অতএব শাসনার্হ অবশ্য হয়েন সেইরূপ যাঁহাদের পিতা বিদ্যমান আছেন এ নিমিত্ত ধন ও প্রভুতা নাই কেবল যৌবন ও অবিবেকতা প্রযুক্ত ধর্ম্মকে তুচ্ছ করিয়া বৃথা কেশচ্ছেদ সুরাপান ও যবন্যাদি গমন করেন তাঁহারাও শাসনযোগ্য হয়েন অথবা কেশে অন্ত্যজরচিত কলপের ছোপ প্রায় প্রত্যহ দেন ও সর্ব্বদা যাহা সুরাতুল্য হয় তাহার পান এবং স্বভৃত্য যবনস্ত্রী ও চণ্ডালিনী বেশ্যা ভোগ করেন সে২ ব্যক্তিও বিরুদ্ধকারী ও শাসনার্হ হয়েন। যে হেতু পিতা অবিদ্যমানে ধন ও প্রভুত্ব এ দুই অধিক সহকারী হইলে তাঁহাদের কি পর্য্যন্ত অসৎ প্রবৃত্তির সম্ভাবনা না হইবেক? ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীকে জানা উচিত যে প্রয়াগ ও পিতৃবিয়োগ ব্যতিরিক্ত বৃথা কেশচ্ছেদ করিবেক না ইহা নিষেধ আছে অতএব বৃথা শব্দের দ্বারা নৈমিত্তিক কেশচ্ছেদের নিষেধ ইহাতে বুঝায় না। বিশেষত বৃথা কেশচ্ছেদ অত্রিকচ্ছ পরিধান ও হাঁচি হইলে জীব ইহা না বলা এবং ভূমিতে পতিত হইলে উঠ এ শব্দ প্রয়োগ না করা যাহাতে ব্রহ্মহত্যা পাপ হয় এরূপ ক্ষুদ্র দোষে মহাপাতকশ্রুতি যে সকল বিষয়ে আছে তাহার ক্ষয়ের নিমিত্তে ওইরূপ অল্পায়াসসাধ্য অন্ন হিরণ্যাদি দানরূপ উপায়ও [২২] আছে। "ব্রহ্মহত্যাকৃতং পাপমন্নদানাৎ প্রনশ্যতি। সম্বর্ত্তঃ। হিরণ্যদানং গোদানং ভূমিদানং তথৈব চ। নাশয়ন্ত্যাশু পাপানি মহাপাতকজান্যপি॥ কুলার্ণবে। ক্ষণং ব্রহ্মাহমস্মীতি যৎ কুর্য্যাদাত্মচিন্তনং। তৎ সর্ব্বপাতকং নশ্যেৎ তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা"॥ অর্থাৎ অন্ন দান করিলে ব্রহ্মহত্যাপাপ নষ্ট হয়। স্বর্ণদান গোদান ভূমিদান

ইহাতে মহাপাতকও নষ্ট হয়। ব্রহ্ম ও জীব এই দুইয়ের অভেদ চিন্তা ক্ষণমাত্র করিলেও যেমন সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার যায় তদ্রূপ সকল পাতক নষ্ট হয়। অতএব সাধারণ দোষের সাধারণ প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্ব২ শাস্ত্রকারেরাই লিখিয়াছেন। ধর্ম্ম-সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী বচন লিখিয়াছেন যে ব্রাহ্মণ সুরাপান করিলে ব্রহ্মহত্যাপাপগ্রস্ত এবং ব্রাহ্মণ্যহীন হয়েন এবং অন্য স্মৃতিবচনেও কলিতে ব্রাহ্মণের মদ্যপান নিষিদ্ধ দেখিতেছি এ সকল সামান্য বচন যেহেতু ইহাতে বিশেষ বিধি দেখিতে পাই শ্রুতিঃ "সৌত্রামণ্যাং সুরাং গৃহ্ণীয়াৎ"। সৌত্রামণী যজ্ঞে সুরাপান করিবেক। ভগবান্ মনুঃ "ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে নচ মৈথুনে"। অর্থাৎ প্রবৃত্তি হইলে যে প্রকার মদ্যপানে ও মাংস ভোজনে এবং স্ত্রীসংসর্গে বিধি আছে তাহা করিলে দোষ নাই। কুলার্ণব ও মহানির্ব্বাণতন্ত্রঃ। "কলৌ যুগে মহেশানি ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ। পশুর্ন স্যাৎ পশুর্ন স্যাৎ পশুর্ন স্যাৎ মমাজ্ঞয়া॥ অতএব দ্বিজাতীনাং মদ্যপানং বিধীয়তে। দ্বেষ্টারঃ কুলধর্ম্মাণাং বারুণীনিন্দকাশ্চ যে। শ্বপচাদধমা জ্ঞেয়া মহাকিল্বিষকারিণঃ"॥ [২৩] কলিকালে বিশেষত ব্রাহ্মণেরা কদাপি পশু হইবেক না এই হেতু ব্রাহ্মণ প্রভৃতির মদ্যপান বিহিত হয়। যে সকল ব্যক্তি কুলধর্ম্মের দ্বেষ এবং মদিরার নিন্দা করে সে সকল মহাপাতকী চণ্ডাল হইতেও অধম হয়। পূর্ব্বোক্ত স্মৃতিবচনে সামান্যত সুরাপানে নিষেধ বুঝাইতেছে আর পশ্চাতের লিখিত শ্রুতিস্মৃতিতন্ত্রবচনে বিশেষ২ অধিকারে সুরাপানে বিধি প্রাপ্ত হইতেছে অতএব দুই শাস্ত্রের পরস্পর বিরোধ হইল তাহাতে ভগবান্ মহেশ্বর আপনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। "অসংস্কৃতঞ্চ মদ্যাদি মহাপাপকরং ভবেৎ"। অর্থাৎ সংস্কারহীন যে মদ্যাদি তাহার পান ভোজনে মহাপাতক জন্মে। অতএব সংস্কৃত মদ্য ভিন্ন যে মদ্য তাহার পানে ঐ স্মৃতিবচনানুসারে অবশ্যই মহাপাতক হয় আর সংস্কৃত মদিরা পানে পাপ কি হইবেক বরঞ্চ তাহার নিন্দকের মহাপাতক জন্মে পূর্ব্বোক্ত বচন ইহার প্রমাণ হয়। এইরূপ বিরোধ যখন বেদে উপস্থিত হয় অর্থাৎ এক বেদে কহিয়াছেন যে কোন প্রাণীর হিংসা করিবেক না আর অন্য বেদে কহেন যে বায়ু দেবতার নিমিত্তে শ্বেত ছাগল বধ করিবেক এমত স্থলে মীমাংসকেরা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে যে২ হিংসাতে বিধি আছে তদ্ভিন্ন হিংসা করিবেক না যেহেতু এক শাস্ত্রের কিম্বা এক শ্রুতির অমান্যতা করিলে কোন শাস্ত্র এবং কোন শ্রুতি সপ্রমাণ হইতে পারেন না। মদ্যপান বিষয়ে পরিসংখ্যাবিধি অর্থাৎ অধিক বারণও দেখিতেছি। "যথা। [২৪] অলিপানং কুলস্ত্রীণাং গন্ধস্বীকারলক্ষণং। সাধকানাং গৃহস্থানাং পঞ্চপাত্রং প্রকীর্ত্তিতং। পানপাত্রং প্রকুর্ব্বীত ন পঞ্চতোলকাধিকং। মন্ত্রার্থস্ফুরণার্থায়

ব্রহ্মজ্ঞানস্থিরায় চ। অলিপানং প্রকর্ত্তব্যং লোলুপো নরকম্ব্রজেৎ॥ পানে ভ্রান্তির্ভবেৎ যস্য সিদ্ধিস্তস্য ন জায়তে। গোপনং কুলধর্ম্মস্য পশোর্বেশবিধারণং॥ পশ্বন্নভোজনং দেবি বিজ্ঞেয়ং প্রাণসঙ্কটে।" কুলার্ণব ও মহানির্ব্বাণ। কুলবধূর মদ্যপান স্থানে আঘ্রাণ মাত্র বিহিত হয়। আর গৃহস্থ সাধকেরা পঞ্চ পাত্রের অধিক গ্রহণ করিবেক না। পাঁচ তোলার অধিক পানপাত্র করিবেক না। মন্ত্রার্থের স্ফূর্ত্তি হইবার উদ্দেশে এবং ব্রহ্মজ্ঞানের স্থিরতার উদ্দেশে মদ্য পান করিবেক লোলুপ হইয়া করিলে নরকে যায়। যাহাতে চিত্তের ভ্রম হয় এমত পান করিলে সিদ্ধি হয় না। কুলধর্ম্মের গোপন ও পশুর বেশ ধারণ এবং পশুর অন্ন ভোজন প্রাণসঙ্কটে জানিবে। অতএব আপন২ উপাসনানুসারে সংস্কৃত ও পরিমিত মদ্য পান করিলে হিন্দুর শাস্ত্র যাঁহারা মানেন তাঁহারা শাসন করিতে প্রবর্ত্ত হইবেন না। যদিস্যাৎ ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী স্বীয় মৎসরতার জ্বালাতে যবনশাস্ত্রের কিম্বা চৈতন্যমঙ্গলাদি পয়ারের অবলম্বন করেন যাহাতে কোনো মতে মদিরা পানের বিধি নাই তবে শাসনের ক্ষমতা হইলে বৈধ মদ্য পানে দোষ কহিয়া শাসন করিতে পারগ হইবেন। কিন্তু যাঁহাদের উপাসনাতে মদ্য ও মাদক দ্রব্য বিন্দুমাত্রও সর্ব্বথা নিষিদ্ধ হয় তাঁহারা যদি [২৫] লোকলজ্জা ও ধর্ম্মভয় ত্যাগ করিয়া মদ্য কিম্বা সম্বিদা কি অন্য মাদক দ্রব্য গ্রহণ করেন তবে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর লিখিত বচনের বিষয় তাঁহারা হইয়া পাতকগ্রস্ত এবং ব্রাহ্মণ্যহীন হইবেন। যবনী কি অন্য জাতি পরদার মাত্র গমনে সর্ব্বথা পাতক এবং সে ব্যক্তি দস্যু ও চণ্ডাল হইতেও অধম কিন্তু তন্ত্রোক্ত শৈব বিবাহের দ্বারা বিবাহিতা যে স্ত্রী সে বৈদিক বিবাহের স্ত্রীর ন্যায় অবশ্য গম্যা হয়। বৈদিক বিবাহের স্ত্রী জন্ম হইবা মাত্রেই পত্নী হইয়া সঙ্গে স্থিতি করে এমত্ নহে বরঞ্চ দেখিতেছি যাহার সহিত কোন সম্বন্ধ কল্য ছিল না সেই স্ত্রী যদি ব্রহ্মার কথিত মন্ত্রবলে শরীরের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী অদ্য হয় তবে মহাদেবের প্রোক্ত মন্ত্রের দ্বারা গৃহীতা যে স্ত্রী সে পত্নীরূপে গ্রাহ্য কেন না হয়? শিবোক্ত শাস্ত্রের অমান্য যাঁহারা করেন সকল শাস্ত্রকে এককালে উচ্ছন্ন তাঁহারা করিতে পারগ হয়েন এবং তন্ত্রোক্ত মন্ত্র গ্রহণ ও অনুষ্ঠান তাঁহাদের বৃথা হইয়া পরমার্থ তাঁহাদের সর্ব্বথা বিফল হয়। খাদ্যাখাদ্য ও গম্যাগম্য শাস্ত্রপ্রমাণে হয় গোশরীরের সাক্ষাৎ রস যে দুগ্ধ সে শাস্ত্রবিহিত হইয়াছে অতএব খাদ্য হইল আর গৃঞ্জনাদি যাহা পৃথিবী হইতে জন্মে অথচ স্মৃতিতে নিষেধপ্রযুক্ত স্মার্ত্ত মতাবলম্বীদের তাহা ভোজনে পাপ হয় সেইরূপ স্মৃতির বচনে সত্য ত্রেতা দ্বাপরে ব্রাহ্মণ চতুর্ব্বর্ণের কন্যা বিবাহ করিয়াও সন্তান জন্মাইয়াও

পাতকী হইতেন না সেইরূপ সা[২৬]ক্ষাৎ মহেশ্বরপ্রোক্ত আগমপ্রমাণে সর্ব্ব জাতি শক্তি শৈবোদ্বাহে গ্রহণ করিলে পাতক হয় না এ সকল বিষয়ে শাস্ত্রই কেবল প্রমাণ। "যথা বয়োজাতিবিচারোঽত্র শৈবোদ্বাহে ন বিদ্যতে। অসপিণ্ডাং ভর্ত্তৃহীনামুদ্বহেচ্ছম্ভু-শাসনাৎ"॥ মহানির্ব্বাণ। শৈব বিবাহে বয়স ও জাতি ইহার বিচার নাই কেবল সপিণ্ডা না হয় এবং সভর্ত্তৃকা না হয় তাহাকে শিবের আজ্ঞাবলে শক্তিরূপে গ্রহণ করিবেক। কিন্তু যাঁহারা স্মার্ত্তমতাবলম্বী ও যাঁহাদের উপাসনামতে শৈব শক্তি গ্রহণ হইতে পারে না অথচ যবনী কিম্বা অন্য অন্ত্যজ স্ত্রীকে গমন করেন তাঁহারাই পূর্ব্বোক্ত স্মৃতিবচনের বিষয় হয়েন অর্থাৎ সেই২ জাতি প্রাপ্ত অবশ্যই হয়েন। ইতি বৈশাখ ৩০ শক ১৭৪৪॥

পাষণ্ডপীড়ন

[১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে প্রথম প্রকাশিত]

'চারি প্রশ্নের উত্তর' প্রকাশিত হইলে "ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী" এই উত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া প্রত্যুত্তর-স্বরূপ ১ ফেব্রুয়ারি ১৮২৩ (২০ মাঘ ১২২৯) তারিখে 'পাষণ্ডপীড়ন' প্রকাশ করেন। ইহাতে "ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী"র চারি প্রশ্ন, "ভাক্তভত্ত্বজ্ঞানী"র উত্তর, এবং "ধর্ম্ম-সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী"র প্রত্যুত্তর একত্র মুদ্রিত হইয়াছে। 'চারি প্রশ্ন' এবং 'চারি প্রশ্নের উত্তর' ইতিপূর্ব্বে মুদ্রিত হওয়ায় আমরা এখানে কেবল ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর প্রত্যুত্তরটি পুনর্মুদ্রিত করিলাম। এই তর্কবিতর্কে কোন পক্ষই স্বনামে যোগদান করেন নাই। 'পাষণ্ডপীড়ন' প্রসঙ্গে রামমোহনের জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন :—

> উহাতে…'পাষণ্ড', 'নগরান্তবাসী ভাক্তভত্ত্বজ্ঞানী' ইত্যাদি মধুর বাক্যে তাঁহাকে [রামমোহনকে] সম্বোধন করা হইয়াছিল। 'নগরান্তবাসী'র দুই অর্থ ; নগরের অন্তে যিনি বাস করেন ; অর্থাৎ রামমোহন রায় মাণিকতলায় বাস করিতেন। উহার আর এক অর্থ, চণ্ডাল।—৩য় সং, পৃ. ১৪৩।

'পাষণ্ডপীড়ন' উমানন্দন (বা নন্দলাল) ঠাকুরের নির্দ্দেশে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন কর্ত্তৃক লিখিত হয়। উমানন্দন ঠাকুর পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর-গোষ্ঠীর হরিমোহন ঠাকুরের পুত্র। পুস্তকে গ্রন্থকার-রূপে কাশীনাথের নাম না থাকিলেও, রামমোহনের 'চারি প্রশ্নের উত্তর' পুস্তকে তাহার ইঙ্গিত আছে। কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন এই সময়ে উইলিয়ম কেরীর অধীনে কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের এক জন সহকারী পণ্ডিত ছিলেন এবং বিলাত হইতে আগত সিভিলিয়ানদিগকে বাংলা শিখাইতেন। তিনি ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে 'ন্যায়দর্শন' প্রকাশ করেন ; তাঁহার অনুরোধে কলেজ-কাউন্সিল ইহার দশ খণ্ড ৫০৲ মূল্যে কলেজ-লাইব্রেরির জন্য গ্রহণ করেন। নিম্নোদ্ধৃত অংশে রামমোহন এই সকল কথারই ইঙ্গিত করিয়াছেন :—

> আর যদি এক ব্যক্তি বহুকাল ম্লেচ্ছসেবা ও ম্লেচ্ছকে শাস্ত্র অধ্যাপনা করিয়া এবং ন্যায়দর্শনের অর্থ ভাষাতে রচনাপূর্ব্বক ম্লেচ্ছকে তাহা বিক্রয় করিতে পারে সে আস্ফালন করিয়া অন্যকে কহে যে তুমি ম্লেচ্ছের সংসর্গ কর ও দর্শনের অর্থ ভাষায় বিবরণ করিয়া ম্লেচ্ছকে দেও অতএব তুমি স্বধর্ম্মচ্যুত হও তবে সে ব্যক্তিকে কি কহা উচিত হয়।

কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের জীবনী ১৪ সংখ্যক 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'য় দ্রষ্টব্য।

শ্রীশ্রীদুর্গা ॥—

জয়তি ॥—

(পাষণ্ডপীড়ন নামক প্রত্যুত্তর)

A

REPLY, ENTITLED

"A TORMENT TO THE IRRELIGIOUS"

কোন ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষি কর্ত্তৃক কোন পণ্ডি-
তের সহায়তায় স্বদেশীয় লোক হিতার্থ
প্রস্তুত ও প্রকাশিত হইল

PREPARED AND PUBLISHED WITH THE
ASSISTANCE OF A PUNDIT,

*By a Person, wishing to defend and disseminate
Religious principles.*

FOR THE BENEFIT OF HIS COUNTRYMEN.

সমাচার চন্দ্রিকা মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল ॥

[Printed at] the Sumachara Chundrica Press.
CALCUTTA,
1823.

কলিকাতা সন ১২২৯ ২০ মাঘ।

॥ প্রয়োজন ॥

—০—

অব্যক্তভাক্তুতত্ত্বব্যক্তীনাং ব্যক্তকারণাৎ। প্রকাশিতশ্চতুঃপ্রশ্নঃ পূর্ব্বমুত্তরদর্শনাৎ ॥ তদুত্তরস্বরূপেণ পাশেন পাশবেন চ। বুদ্ধাবরুদ্ধা পাষণ্ডান্ পণ্ডান্ ভণ্ডান্ ক্ষণেন চ ॥ দুষ্টানাং নিগ্রহার্থায় শিষ্টানাং ত্রাণহেতবে। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় স্বর্গারোহণসেতবে ॥ শ্রুতিস্মৃতি-পুরাণানি তন্ত্রাণি বিবিধানি চ। শ্রুতিস্মৃত্যবিরুদ্ধানি প্রকৃতানি শুভানিচ ॥ এবম্বিধানি চান্যানি শাস্ত্রাণি চ তথাপরান্। সাধূনাং ব্যবহারাংশ্চ সদাচারাংশ্চ শাশ্বতান্ ॥ বিলোক্যা-শক্যশক্যার্থমালোক্য শুদ্ধয়া ধিয়া। বিমৃশ্য তত্ত্বমাকৃষ্য যত্নাৎ রত্নং সুচিন্তয়া ॥ কর্ম্মব্রহ্মো-ভয়াসক্তা যুক্তিযুক্তা বিনির্ম্মিতা। মুক্তাসূক্তামৃতাসিক্তা ধর্ম্মাণাং সংহিতা হিতা ॥ শোধ্যা বোধ্যা কৃপাবদ্ভির্বিদ্বদ্ভিঃ সা হি সাম্প্রতি। নলিনী মলিনী তত্র যত্র নো ভাতি ভাপতিঃ ॥৮॥*॥

(নমো ধর্ম্মায় মহতে)

(পাষণ্ডপীড়ন নামক প্রত্যুত্তর)

—:০:—

জয়তি জয়তি ধর্ম্মঃ পাতু বিশ্বস্য শর্ম্ম,

হসতু নটতু নিত্যং ধাম্মিকঃ সচ্চ কর্ম্ম।

ভজতু ভজতু লজ্জাশ্চীর্ণপাষণ্ডধর্ম্ম-,

স্তপতু দহতু তূর্ণং পূর্ণপাষণ্ডমর্ম্ম ॥

———

শ্লোকের ভাষা ॥

জয় জয় জয় ধর্ম্ম, বিতর বিশ্বের শর্ম্ম, ধার্ম্মি-

কের কর লজ্জা ছেদ। বিপক্ষ পক্ষের গর্ব্ব,

অবিলম্বে কর খর্ব্ব, পাষণ্ডের কর মর্ম্মভেদ ॥

(পরমাত্মনে নমঃ)

॥ ভাক্তত্ত্বজ্ঞানীর ভূমিকা ॥

চৈত্র মাসের সম্বাদলিপিতে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী…মনস্তাপবিশিষ্ট।

[২]

॥ ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর ভূমিকা ॥

অবিরত মনস্তাপতাপিত ভাক্তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিবিশেষদিগের এবং প্রতারক-প্রতারণাস্বরূপ মহাধূমান্ধকারে জন্মান্ধের ন্যায় অন্ধ তৎসংসর্গী জীববিশেষদিগের জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রথম দিবসে প্রেরিত, চিরচিন্তিত, স্বকপোলকল্পিত নানাবাগাড়ম্বরিত, মন্বাদিবচনতাৎপর্য্যার্থবহিষ্কৃত, স্বানুচরজীবসমাজসন্তোষার্থ রচিত, অন্তঃসাররহিত, অল্পবুদ্ধিজনগণের আপাততঃ শ্রবণমধুর নয়নধূলিপ্রক্ষেপসদৃশ, উত্তরাভাস প্রাপ্ত হইবামাত্র হৃষ্টচিত্ত কৃতকৃত্য হইলাম ॥

উত্তরাভাসের বচনরচনার বিবেচনা তৎপ্রত্যুত্তরপ্রদান দ্বারা তদ্ব্যক্তির যন্ত্রণা, মর্ম্মান্তিক বেদনা, পশ্চাৎ ধর্ম্মের প্রভাবে বিধিবোধিতরূপেই হইবেক। এবং সুরসিক সুচতুর জনসন্নিধানে সুব্যক্ত বচনরচনাপেক্ষা সব্যঙ্গবচনরচনায় মাধুর্য্যের প্রাচুর্য্য বিনা অপ্রাচুর্য্য কদাচ হইবেক না।

[৩] ইদানীন্তন সুবুদ্ধি সুপণ্ডিত সদ্বিবেচক গতানুগতিক অনেক সজ্জন সৎসন্তানদিগের দেহান্তরকৃত বহুবিধ কর্ম্মবিশেষার্জ্জিত গুরুতরাদৃষ্টবিশেষবলতঃ তাঁহারা ইহ জন্মে জন্মাবধি কর্ম্মক্লেশলেশাভাবেও অপ্রাকৃত অপ্রতারক পরমকারুণিক দৈবাৎসমাগত সদ্গুরুসন্নিধানে অনির্ব্বচনীয় অচিন্তনীয় সদুপদেশ প্রাপ্ত হইবামাত্র অপূর্ব্বদিব্যজ্ঞানপ্রভাবে কেহ চতুষ্পাদ্, কেহ ত্রিপাদ্, কেহ দ্বিপাদ্, কেহ একপাদ্, কেহ ব্যক্ত, কেহ অব্যক্ত, কেহ বা ব্যক্তাব্যক্ত, অকস্মাৎ এইরূপ অদৃষ্ট অশ্রুত অদ্ভুত আস্তিক হইয়া স্বস্ব জাতীয় বর্ণাশ্রমবিহিত, পূর্ব্বপুরুষকৃত ধর্ম্ম কর্ম্ম আচার ও ব্যবহার জলাঞ্জলিপূর্ব্বক বিসর্জ্জন করিয়া অত্যানন্দে অহোরাত্র অপূর্ব্ব বেদ স্মৃতি পুরাণবিহিত সৎকর্ম্ম সদাচার সদ্ব্যবহার সদনুষ্ঠান সৎসঙ্গ সদালাপে সদা আসক্ত ও অনুরক্ত হইতেছেন, তাঁহারদিগের এতাদৃশ সদাচার সৎকর্ম্মাদিকরণ নিষ্প্রয়োজন নহে, এই এক [৪] অতি প্রয়োজন দেখিতেছি যে, যাবজ্জীবন পুত্রপৌত্রাদিক্রমে অত্যল্প ধনব্যয়ে অনায়াসে পরম সুখে দিব্য যানারোহণ, দিব্য বসন ভূষণ পরিধান, বারাঙ্গনাসেবন, স্বোদর পূরণ সুসম্পন্ন হইবেক, সে যাহা হউক, এ অতি আশ্চর্য্য, যে তাঁহারা কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য শোক সন্তাপ পরনিন্দা পরহিংসা পরদ্বেষাদিগুণপরায়ণ, অথচ পরোপদেশে নিপুণ, বিশেষতঃ দেশবিদেশের জাতিবিশেষের ক্ষণিক মনোরঞ্জনার্থ অনর্থ অম্লান বদনে স্বজাতীয় ধর্ম্ম নিন্দা করণ ততোধিক সাধু লক্ষণ, হায়২ কিবা পাপ কালমাহাত্ম্য, কিবা কলিপ্রেরিত সদ্গুরুর সদুপদেশ, কিবা গতানুগতিক সচ্ছিষ্যদিগের সদ্বোধ, কিবা সৎসঙ্গের গুণ, কলিকালের উদয় মাত্রেই পাষণ্ড দণ্ড কাক সন্তোষার্থ পাপমহামহীরুহ প্রায়ঃ শাখাপল্লবিত, মুকুলিত, পুষ্পিত, ফলিত হইতেছে, তাহাতে পুরাতন সনাতন ধর্ম্মকর্ম্ম লুপ্তপ্রায়ঃ এবং [৫] বেদস্মৃতিসদাচারবিরুদ্ধ

বিবিধ অভিনব অপূর্ব্ব ধর্ম্ম কর্ম্মের প্রাবল্য বাহুল্যের উপক্রম তদ্রূপ দৃষ্ট হইতেছে, যদ্রূপ পূর্ব্বকালীন বহুবিধ নাস্তিকের নাস্তিকতারম্ভে এবং মহাপুণ্যশীল বেণ রাজার রাজ্যশাসন প্রথমে পূর্ব্বে পুরাণাদিতে শ্রুত আছে।

পরন্তু ধর্ম্মবিপ্লবকারক, প্রতারক, গড্ডলিকাবলিকাপালক, নগরান্তবাসী, মাংসাশী, বকাণ্ডপ্রত্যাশাবৎ পশুপ্রত্যাশী, স্বরাচার্য্যের কিবা আশ্চর্য্য পাণ্ডিত্যপ্রাচুর্য্য এবং তন্মতাবলম্বী তৎসংসর্গী অপূর্ব্বধর্ম্মশাস্ত্রপ্রকাশক গোপাল আচার্য্যেরাও স্বরাচার্য্যসংসর্গে স্বরাচার্য্যকল্প, এ অত্যাশ্চর্য্য নহে, অঙ্গারের আসঙ্গে গৌরাঙ্গও শ্যামাঙ্গ হন॥

সর্ব্বজনহিতৈষী ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীদিগের সর্ব্বজনগোচর সমাচারপত্রের দ্বারা প্রশ্নচতুষ্টয় প্রকাশ করণের তাৎপর্য্য এই যে, [৬] সর্ব্বজনের সর্ব্ব অনর্থের মূলীভূত ব্যক্তিবিশেষদিগকে বিশেষ বিজ্ঞাত হইয়া তৎসংসর্গ পরিত্যাগ করণ ও বিশিষ্ট সন্তানসকলের কুকর্ম্মনিবারণ, নগরান্তবাসীর প্রেরিত উত্তরাভাস দর্শন মাত্রেই তাঁহারদিগের তাৎপর্য্য বিষয় সিদ্ধ হইয়াছে, যদি নগরান্তবাসী, ভাক্তজ্ঞানী না হইতেন, তবে তাবল্লোকের মধ্যে কেবল তেঁহ প্রশ্নচতুষ্টয় দর্শনে ক্রোধাকুল হইয়া এতাদৃশ দোষাকাশ উত্তরাভাস প্রকাশ করিতেন না এবং উত্তরদান বিষয়ে নিজভূমিকালিখিত তদীয় সাধারণ নিয়মানুসারেই তেঁহ, আপনার ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানিত্ব আপনিই স্বমুখে স্বহস্তে সুস্পষ্ট সুব্যক্ত করিয়াছেন, যদি কহেন যে, আমার এই সাধারণ নিয়ম, পরমতখণ্ডনপূর্ব্বক স্বমতসংস্থাপনার্থ নহে, কিন্তু প্রশ্নকর্ত্তার সন্দেহভঞ্জনার্থ, সে কেবল প্রতারণা, তাহা সুবোধলোকদিগের অবোধের বিষয় কি, যেহেতু তৎপ্রেরিত উত্তর, কেবল পরনিন্দা পরদ্বেষ [৭] আত্মপ্রশংসা বিজিগীষা ক্রোধ অহঙ্কারাদি দোষে পরিপূরিত ও দুরাত্মার চিহ্নেতে চিহ্নিত। দুরাত্মার লক্ষণ এই। মনস্যন্যদ্বচস্যন্যৎ কর্ম্মণ্যন্যদ্দুরাত্মনামিত্যাদি। অর্থাৎ দুরাত্মার মনে এক প্রকার বাক্যে অন্য প্রকার কর্ম্মে তদ্বিপরীত। কিন্তু সম্প্রতি কর্ম্মের যাহা হউক্, ধর্ম্মের প্রভাবে বাক্যমনের ব্যবহারের ঐক্য অবশ্যই হইবেক, কুন্দযন্ত্রের মুখে কাষ্ঠের বক্রভাব কি নিরাকরণ হয় না। সে যাহা হউক্ অহো ধর্ম্মস্য মাহাত্ম্যং কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং। দেখ, ধর্ম্মের নাম শ্রবণমাত্রেই এতাদৃশ দুর্দ্দান্ত দুর্জ্জীবেরো সম্প্রতি পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধাদিরূপ কর্ম্মকাণ্ডে প্রবৃত্তি হইয়াছে, যে দুর্জ্জীব পূর্ব্বে অনেক অবোধ জীবকে অসদুপদেশদ্বারা মুক্তিকারণ গঙ্গাদিতে অভক্তি ও অশ্রদ্ধা জন্মাইয়া অট্টালিকোপরি দিব্যাসনে অপূর্ব্বতত্ত্বজ্ঞানে প্রাণ বিয়োগপূর্ব্বক অপূর্ব্ব সুখসম্ভোগস্থানে প্রস্থান করাইয়াছেন, তবে যে, প্রচ্ছন্নভাবে কাপট্যরূপে তত্তৎকালে স্থানান্তরে [৮] প্রস্থান করিয়া তত্তৎকর্ম্মকরণ, সে কেবল স্বানুচর অবোধ জীবদিগের অনর্থের নিমিত্ত এবং আপনার পূর্ব্বভাব ও কাপট্যের অপ্রকাশযুক্ত, তাহা কি, সে অবোধ জীবদিগের মধ্যে এক জীবেরো বোধগম্য হইবে না।

—০—

এ কি আশ্চর্য্য, দুষ্টান্তঃকরণ দুর্জ্জনদিগের শিষ্টাচরণ প্রিয়বচন খেদোক্তি ও নম্রোক্তি কেবল স্বকার্য্যসাধনার্থ ও বিশ্বাসজননার্থ মৌখিকমাত্র, আন্তরিক নহে, ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্ট মহাশয়েরাই তাহার সাক্ষী, যেহেতু, তাঁহারা প্রথমতঃ নিজ অপূর্ব্ব ধর্ম্মসংহিতাতে আপনারদিগের

সম্যগনুষ্ঠানাক্ষম তজ্জন্য মনস্তাপবিশিষ্ট এই নাম প্রকাশ করিয়া, * শনৈঃ শনৈঃ ক্ষিপেৎ পাদং প্রাণিনাং বধশঙ্কয়া। পশ্য লক্ষ্মণ পম্পায়াং বকঃ পরমধার্ম্মিকঃ॥ এই শ্লোকের প্রতিপাদ্য পরমধার্ম্মিক বকের ন্যায় বিশ্বাস জন্মাইয়া পশ্চাৎ অভোজ্য ভোজন অপেয় পান অগম্যা গমন ইত্যাদির প্রমাণান্বেষণে প্রাণপণে যত্ন করিয়াছেন ও অদ্যাপি [৯] করিতেছেন। ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীদিগের প্রশ্নচতুষ্টয়ের উত্তর ত্বরায় ভাষান্তরে প্রকাশ করণ, নগরান্তরবাসীর অত্যাবশ্যক বটে, যেহেতু, তাহাতে সতের নিন্দা, অসতের প্রশংসা, অভক্ষ্য ভক্ষণ, অপেয় পান ও অগম্যা গমন ইত্যাদির যথাশ্রুত যথাদৃষ্ট বিরুদ্ধ শাস্ত্রানুসারে প্রকাশের দ্বারা দেশাধিপতিদিগের মনোরঞ্জনস্বরূপ তাঁহার ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানের ফল সম্পূর্ণ হইবেক, যদ্যপি উত্তরাভাসের প্রত্যুত্তর প্রদানে প্রয়োজনাভাব তথাপি সর্ব্বজনহিতৈষী ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীদিগের অপূর্ব্ব আস্তিকমত-খণ্ডনে পূর্ব্বাবধি বিশেষ নিয়ম সন্দর্শনে প্রত্যুত্তর প্রদান অবশ্যই কর্ত্তব্য হয়, অতএব শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদির যথার্থ তাৎপর্য্যার্থের অনুসারে এবং শাস্ত্রসিদ্ধ লোকপ্রসিদ্ধ যুক্তিদৃষ্টান্তদৃষ্টিতে প্রত্যুত্তর লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম, অপক্ষপাতী ধার্ম্মিক সদ্বিবেচক মধ্যস্থ মহাশয়দিগের স্থানে অসদ্বিচার [১০] ও পক্ষপাতের বিষয় কি, তন্মতাবলম্বী পক্ষপাতী ব্যক্তাব্যক্ত গূঢ়াভিমানী মহাশয় সকলকে বিনয়পূর্ব্বক নিবেদন যে, বিনা পক্ষপাতে ধৈর্য্যাবলম্বনে সদ্বোধ সদ্বিবেচনা সন্মনোযোগপূর্ব্বক উত্তর প্রত্যুত্তরের সদসদ্বিবেচনা করিবেন, কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের নামশ্রবণ মাত্রেই ভাবে গদ্‌গদ হইবেন না, ইত্যলমতিবিস্তরেণ॥

শ্রীমদ্ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষিসর্ব্বজনহিতৈষিণঃ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ।

শরণং।

ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীদিগের প্রকাশিত প্রশ্নচতুষ্টয় দৃষ্টি করিয়া মর্ম্মপীড়া প্রাপ্ত হইয়া পণ্ডিতাভিমানী ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী, স্বানুচরজীবগণমনোরঞ্জনার্থ স্বীয় বিদ্যাপ্রভাবে প্রথমতঃ অগত্যা আত্মদোষ স্বীকার করিয়া পশ্চাৎ দোষাকর উত্তর দ্বারা নির্দ্দোষে দোষপ্রক্ষেপপূর্ব্বক তদ্দোষ নিরাকরণার্থ অপূর্ব্ব বুদ্ধি সৃষ্টি করিতেছেন, যেমন এক ব্যক্তি, প্রথমতঃ মহাপঙ্কহ্রদে নিমগ্ন হইয়া পশ্চাৎ স্বশরীরে লিপ্ত পঙ্কের কণিকা, করদ্বয়ের দ্বারা স্থানে২ প্রক্ষেপ করিয়া অত্যল্প সমল সলিলকরণক প্রক্ষালন করিতে যত্ন করে।

[২] ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষার প্রথম প্রশ্ন।

ইদানীন্তন ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিবিশেষেরা,…ত্যজেদন্ত্যজং যথা॥*॥

ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর উত্তর।—কি ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী কি অভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী…অপারক জ্ঞান করিবেন কি না।

[…৪] **ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর প্রত্যুত্তর।**

স্বদোষ স্বীকারে সুতরাং সজ্জনেরা অক্রোধ ও অনুত্তর হয়েন। ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী শব্দে স্বধর্ম্মের লক্ষাংশের একাংশেরো অনুষ্ঠান করে না কিন্তু বাহ্যে লোকপ্রতারণার্থ জ্ঞানীর ন্যায় ব্যবহার করে, অর্থাৎ ভণ্ডতত্ত্বজ্ঞানী, যেমন ভণ্ডতপস্বী, ভাক্তকর্ম্মী শব্দেরো সেইরূপ অর্থ। কি আশ্চর্য্য, পণ্ডিতাভিমানী স্বয়ং ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী, অথচ ভাক্ত শব্দের অর্থ জানেন না, যেহেতু, ইদানীন্তন কর্ম্মীদিগের সন্ধ্যা বন্দনাদি, নিত্যপূজা হোমাদি, পিতৃমাতৃকৃত্য, যাত্রা মহোৎসব, জপ, যজ্ঞ, দান, ধ্যান, অতিথিসেবা প্রভৃতি, শ্রুতিস্মৃতিবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক, কাম্য কর্ম্ম, সর্ব্বদা দর্শন ও শ্রবণ করিতেছেন, তথাপি [৫] স্বয়ং প্রকৃত লক্ষণাক্রান্ত ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী হইয়া সম্পূর্ণ কিম্বা অসম্পূর্ণ কর্ম্মিসকলকে কোন্ শাস্ত্রদৃষ্টিতে নিরপরাধে ভাক্তকর্ম্মী কহিয়া নিন্দা করেন, উত্তমের নিন্দায় কেবল নিন্দাকর্ত্তা পাপী হয়েন, এমৎ নহে, যাঁহারা শ্রোতা তাঁহারাও তদ্রূপ, অতএব অপক্ষপাতী ভদ্রলোকেরা, তাঁহাকেই অন্ধ, বধির, পরনিন্দক, ও পরদ্বেষী কহিবেন কি না। কিম্বা তেঁহ, ভাক্ত শব্দের অর্থ অবগত আছেন, কিন্তু বুঝি, অন্য ভদ্রলোক সকলকেও আপনার সমান দোষী করিবার বাঞ্ছায় অপবাদ দিতেছেন, দুষ্টের স্বভাব এইরূপই বটে, কিন্তু যুগসহস্রেও সে অপবাদ যথার্থবাদ হইবে না, কোন্ চোর, তিরস্কৃত ও তাড়িত হইলে ভদ্রলোকের অপবাদ না জন্মায়, তাহাতে কি তাহার চৌর্য্যদোষ খণ্ডন ও ভদ্রলোকের চৌর্য্যাবধারণ হয়, যে চোর, সে চোরই, যে সাধু, সে সাধুই, তাহার অন্যথা কদাচ হয় না। যদি বল, ন্যায়ার্জ্জিত ধনেই যজ্ঞাদি কর্ম্ম সিদ্ধ হয়, অন্যায়ার্জ্জিত ধনে কর্ম্ম সিদ্ধ [৬] হয় না অতএব অন্যায়ার্জ্জিত ধনদ্বারা কর্ম্মকরণপ্রযুক্ত ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীরা, কর্ম্ম করিলেও ভাক্তকর্ম্মী হয়েন, সেও অশাস্ত্র, যেহেতু, মীমাংসাদর্শনে লিপ্সাসূত্রে তৃতীয় বর্ণকে গুরু, এতদ্বিষয়ের পূর্ব্বপক্ষ করিয়া পশ্চাৎ অন্যায়ার্জ্জিত ধনেও কর্ম্ম সিদ্ধ হয়, এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যথা নিয়মাতিক্রমঃ পুরুষস্য ন ক্রতোরিতি। অস্য চার্থ এবং বিবৃতো গুরুণা। যদা দ্রব্যার্জ্জননিয়মানাং ক্রত্বর্থত্বং তদা নিয়মার্জ্জিতেনৈব দ্রব্যেণ ক্রতুসিদ্ধির্নিয়মাতিক্রমার্জ্জিতেন দ্রব্যেণ ন ক্রতুসিদ্ধিরিতি, ন পুরুষস্য নিয়মাতিক্রমদোষঃ পূর্ব্বপক্ষে সিদ্ধান্তে তু অর্জ্জননিয়মস্য পুরুষার্থত্বাৎ তদতিক্রমেণার্জ্জিতেনাপি দ্রব্যেণ ক্রতুসিদ্ধির্ভবতি পুরুষস্যৈব নিয়মাতিক্রমদোষ ইতি। অর্থাৎ ধনার্জ্জনের শাস্ত্রীয় যে২ নিয়ম, সে যজ্ঞার্থ, কি পুরুষার্থ, যদি ধনার্জ্জনের শাস্ত্রীয় নিয়মসকল যজ্ঞার্থ হয়, তবে নিয়মার্জ্জিত [৭] ধনেই যজ্ঞসিদ্ধি হইতে পারে নিয়মাতিক্রমার্জ্জিত ধনে যজ্ঞসিদ্ধি হয় না অতএব পুরুষের নিয়মাতিক্রমনিমিত্ত দোষাভাব এই পূর্ব্বপক্ষের অনন্তর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ধনার্জ্জনের শাস্ত্রীয় নিয়মসকল পুরুষার্থ হয়, অতএব নিয়মাতিক্রমার্জ্জিত ধনেও যজ্ঞসিদ্ধি হয়, কিন্তু পুরুষের নিয়মাতিক্রমনিমিত্ত দোষভাগিতামাত্র, ফলতঃ নিয়মাতিক্রমার্জ্জিত ধনে পুরুষের স্বত্ব জন্মে না এবং তৎপুত্রাদিরো তদ্ধন দায়পদার্থ হয় না এমত নহে, অতএব অর্জ্জকের নিয়মাতিক্রমনিমিত্ত দোষের প্রায়শ্চিত্ত কহিয়াছেন মনু। যথা। যদ্গর্হিতেনার্জ্জয়ন্তি কর্ম্মণা ব্রাহ্মণা ধনং। তস্যোৎসর্গেণ শুধ্যন্তি জপ্যেন তপসৈব চ॥ অর্থাৎ গর্হিত কর্ম্মে ফলতঃ অসৎপ্রতিগ্রহ কৃষিবাণিজ্যাদির দ্বারা ব্রাহ্মণ, যে ধন অর্জ্জন করেন, সেই ধনের উৎসর্গে এবং

জপে ও তপস্যায় তেঁহ শুদ্ধ হয়েন। এবং ব্রাহ্মণভিন্ন জাতিরো গর্হিত কর্ম্মের দ্বারা ধনার্জ্জনে এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত [৮] হইবেক, যেহেতু, একত্র নির্দ্দিষ্টঃ শাস্ত্রার্থোঽন্যত্রাপি তথা বাধকাভাবাৎ। অর্থাৎ এক স্থানে নির্দ্দিষ্ট যে শাস্ত্রার্থ, তাহা অন্য স্থানেও গ্রাহ্য হয়, যদি বাধক না থাকে, এই ন্যায় আছে। চৌর্য্যধনে এবং চোরনিকটে প্রাপ্ত ধনে স্বত্ব জন্মে না, যেহেতু লোকব্যবহার-বিরুদ্ধ এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ। অতএব চোর হইতে যাজনাদিদ্বারাও ধন গ্রহণ করেন যে ব্রাহ্মণ, তাঁহারো দণ্ড বিধান করিয়া চোরের চৌর্য্যধনে এবং ব্রাহ্মণের যাজনাদিপ্রাপ্ত চৌরধনে স্বত্বাভাব সিদ্ধ করিয়াছেন মনু। যথা। যোঽদত্তাদায়িনো হস্তাল্লিপ্সেত ব্রাহ্মণো ধনং। যাজনাধ্যাপনেনাপি যথা স্তেনস্তথৈব সঃ॥ অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ, চোর হইতে যাজন ও অধ্যাপনার দ্বারাও ধন গ্রহণ করেন, তেঁহ চোরের ন্যায় দণ্ডভাগী হয়েন।

পরন্তু, যে ব্যক্তি স্বয়ং নিরন্তর পরধর্ম্মানুষ্ঠানমাত্রে নিরত, অথচ স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের সাবকাশ-সময়ে স্মৃতিশাস্ত্রপ্রমাণানুসারে সাময়ি-[৯]ক ধর্ম্ম ও রাজকৃত ধর্ম্মের অনুষ্ঠানকর্ত্তাকে নিরন্তর পরধর্ম্মানুষ্ঠাতা কহিয়া নিন্দা করেন, সে স্বধর্ম্মচ্যুত সজ্জননিন্দক পাপিষ্ঠের কি গতি হইবেক। যথা। স্মৃতিঃ। নিজধর্ম্মাবিরোধেন যস্তু সাময়িকো ভবেৎ। সোঽপি যত্নেন সংরক্ষ্যো ধর্ম্মো রাজকৃতশ্চ যঃ॥ অর্থাৎ স্বধর্ম্মানুষ্ঠায়ী সজ্জনেরা, স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের সাবকাশসময়ে অন্য যে সাময়িক ধর্ম্ম ও রাজকৃত ধর্ম্ম তাহাও অতিযত্নপূর্ব্বক প্রতিপালন করিবেন। অথবা, তুষ্যতু দুর্জ্জনঃ অর্থাৎ দুর্জ্জন সন্তুষ্ট হউক, যদি পূর্ব্বোক্ত ভাক্তলক্ষণাক্রান্ত এক ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী ও এক ভাক্তকর্ম্মী উভয়েই স্বস্ব ধর্ম্মাদির অনুষ্ঠানাদিতে তুল্যরূপ অন্ধ, খঞ্জ, বধির ও বামন হয়, কিন্তু তাহার মধ্যে ঐ ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী দ্রব্যগুণবশতঃ কিম্বা চিত্তবিকারবলতঃ কহেন যে, আমি পদ্মচক্ষুর্দ্বারা চন্দ্রসূর্য্য দর্শন করিতেছি কিম্বা সমুদ্রলঙ্ঘনে প্রবৃত্ত হয়েন, কিম্বা দৈববাণী শ্রবণ করিয়া অন্য২ ব্যক্তিকে উপদেশ করেন, অথবা অত্যুচ্চ বৃক্ষশিখরস্থ ফল গ্রহণ করিতে অ-[১০]ঙ্গুলি মাত্রের দ্বারা ভূমি স্পর্শপূর্ব্বক ঊর্দ্ধবাহু হয়েন, তবে ঐ অকিঞ্চন ভাক্তকর্ম্মী ঐ অন্ধ, খঞ্জ, বধির ও বামন, ভাক্ত-তত্ত্বজ্ঞানীকে উপহাস ও ব্যঙ্গ করিতে পারেন কি না, এবং অপক্ষপাতী মহাশয়েরাও ঐ নির্লজ্জ প্রতারক দুরাশয়কে কি শব্দ উচ্চারণ না করিতে পারেন।

ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর উত্তর।—যোগবাশিষ্ঠে ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর বিষয়ে···কি কহিতে পারা যায়॥

[১১] **ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর প্রত্যুত্তর।**—পণ্ডিতাভিমানীর লিখিত বচনসকল, ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানিত্বপ্রকা-[১২]শক যোগবাশিষ্ঠবচনের ন্যায় ভাক্তকর্ম্মিত্ববোধক প্রমাণ নহে, কেবল অসম্বদ্ধ প্রলাপদ্বারা বাগাড়ম্বরমাত্র, মনুবচনে শূদ্রান্ন শব্দে শূদ্রের আমান্ন, যেহেতু, পক্কান্নগ্রহণ অসম্ভব, আমান্ন গ্রহণে অসৎপ্রতিগ্রহ মাত্র। অসৎপ্রতিগ্রহের ও সুরাপানাদির মহদ্বৈষম্য-প্রযুক্ত সুরাপান জবনীগমনাদিনিমিত্ত পাতিত্য ও শূদ্রান্নগ্রহণনিমিত্ত পাতিত্য উভয়ের বিস্তর বৈলক্ষণ্য, যেমন, অশ্বমেধাদি যাগের পুস্তকাধ্যয়নজন্য ফল ও অশ্বমেধাদি যাগকরণজন্য ফল উভয়ের বৈলক্ষণ্য এবং প্রতিমাসলভ্য আত্মজন্মনক্ষত্রে ও পুষ্যা নক্ষত্রে গঙ্গাস্নানে ত্রিকোটি কুলোদ্ধার এবং অতি দুষ্প্রাপ্য মহামহাবারুণীতে গঙ্গাস্নানে ত্রিকোটি কুলোদ্ধার এ স্থানে

উদ্ধারের মহদ্বৈলক্ষণ্য এবং যেমন, মশকাদি বধের ও গবাদি বধের পাপের অত্যন্ত তারতম্য।

শূদ্রসম্পর্ক শব্দে, যাজকত্ব যজমানত্বাদিরূপ সম্বন্ধ, ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীদিগের মধ্যে কে [১৩] শূদ্রযাজক এবং শূদ্রের সহিত ব্রাহ্মণের একাসনে উপবেশনে পাপ শ্রবণে ব্রাহ্মণের বহুত্ব আপনার একত্বপ্রযুক্ত বিশিষ্ট শূদ্রেরা, আপনিই পৃথক্ আসনে উপবিষ্ট হয়েন। অধিকন্তু শূদ্রযাজনাদি করণে যে সকল দোষশ্রুতি আছে, সে তাবৎ অসৎ শূদ্র অন্ত্যজাদিপর, যেহেতু চারি বর্ণ, চারি যুগেই প্রসিদ্ধ আছেন, তাঁহারদিগের ক্রিয়াকর্ম্ম, ষট্‌কর্ম্মশালী ব্রাহ্মণসকল চিরকাল করিয়া আসিতেছেন, এবং অদ্যাবধি সৎশূদ্রযাজী ও অশূদ্রযাজী বিপ্রদিগের পরস্পর তুল্যরূপে মান্যমানকতা কুটুম্বতা ও আহার ব্যবহার সর্ব্বদেশেই হইতেছে, কিন্তু অন্ত্যজযাজী ব্রাহ্মণের সহিত এতাদৃশ ব্যবহার বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ দূরে থাকুন, সৎশূদ্রেরাও করেন না, অতএব তাঁহারা কেবল অন্ত্যজবর্ণ যাজনদ্বারা পতিত ও অব্যবহার্য্য হইয়া সর্ব্বত্র আছেন, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। এবং ব্রাহ্মণের শূদ্রমাত্রের সহিত একাসনে উপবেশন পাতিত্যজনক নহে, যেহে[১৪]তুক, অন্ত্যজ জাতি বৈষ্ণব হইলে সেও বিশ্বপবিত্রকারক হয় এবং তীর্থগণ, আত্মপাপক্ষয়ার্থ তাহার-দিগের সঙ্গ বাঞ্ছা করেন। যথা পাদ্মে। অন্ত্যজাঃ শ্বপচাস্তাশ্চ জবনাদ্যাস্তথৈবচ। যদি তে বিষ্ণুভক্তাশ্চ বিশ্বং পবিত্রয়ন্তি বৈ॥ অর্থাৎ জবনাদিশ্বপচপর্য্যন্ত অন্ত্যজ জাতিসকল বিষ্ণুভক্ত হইলে তাহারাও বিশ্বপবিত্রকারক হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে। সদা বাঞ্ছন্তি তীর্থানি বৈষ্ণবস্পর্শ-দর্শনে। পাপিদত্তানি পাপানি তেষাং নশ্যন্তি সঙ্গতঃ॥ অর্থাৎ তীর্থগণেরা বৈষ্ণবের স্পর্শন ও দর্শন সর্ব্বদা বাঞ্ছা করেন, যেহেতু, বৈষ্ণবের স্পর্শমাত্রেই তীর্থগণের পাপিকর্তৃক দত্ত যে সকল পাপ, তাহা নষ্ট হয়।

কোন্ ব্রাহ্মণ শূদ্র হইতে বিদ্যাভ্যাস করেন, কেবল অনুপনীতকালে শূদ্রশিক্ষকস্থানে বর্ণমালাদি শিক্ষা দেখিতেছি ও দেখিতেছেন, কিন্তু এতদ্বিষয়ে মনু বিশেষ কহিয়াছেন। যথা। শ্র-[১৫]দ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি। অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥ অর্থাৎ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শূদ্র হইতেও উত্তম বিদ্যা এবং অন্ত্যজ হইতেও পরম ধর্ম্ম এবং কুৎসিত কুল হইতেও স্ত্রীরত্ন গ্রহণ করিবেক।

উদিতে জগতীনাথে ইত্যাদি বচনের এ তাৎপর্য্য নহে যে, সূর্য্যোদয়ানন্তর দন্তধাবনকর্ত্তা বিষ্ণুপূজাদিরূপ কর্ম্মে অনধিকারী হয়, যেহেতু দন্তধাবন, স্নান ও আচমন, তাবৎ কর্ম্মের কর্তৃসংস্কাররূপ অঙ্গ, তাহার যথোক্ত কাল ও মন্ত্রাদির বৈগুণ্যে অনধিকারিকৃত কর্ম্মের ন্যায় যথোক্তকালমন্ত্রাদিরহিত দন্তধাবনাদিকর্ত্তার কৃত দৈব ও পৈত্র কর্ম্ম অসিদ্ধ হয় না এবং প্রতিদিনকর্ত্তব্য সন্ধ্যাবন্দনাদি বিষ্ণুপূজাদি কর্ম্ম যথাকথঞ্চিদ্রূপে কৃত হইলেও সিদ্ধ হয়। বস্তুতঃ উদিতে জগতীনাথে ইত্যাদি বচনের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, অশাস্ত্রীয় দন্তধাবনাদিকর্ত্তা অসম্পূর্ণ অধিকারী, এ কারণ অসম্পূর্ণ ফল[১৬] প্রাপ্ত হয়। অতএব তীর্থস্নানাদিতে সংযতহস্তপাদাদি ব্যক্তির সম্পূর্ণ ফল, অসংযতহস্তপাদাদি ব্যক্তির অসম্পূর্ণ ফল শাস্ত্রে কথিত হয়। যথা। স্কান্দে। যস্য হস্তৌ চ পাদৌ চ মনশ্চৈব সুসংযতং। বিদ্যা তপশ্চ কীর্ত্তিশ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে॥ অর্থাৎ

যে ব্যক্তির হস্ত, পাদ ও মনঃ সংযত, ফলতঃ অসৎপ্রতিগ্রহাদি, অগম্য দেশগমনাদি ও পরস্ত্রী-লোভাদি হইতে নিবৃত্ত হয় এবং যেঁহ বিদ্বান্ তপস্বী ও যশস্বী, তেঁহ তীর্থের সম্পূর্ণ ভলভাগী হয়েন, অন্য অসম্পূর্ণফলভাগী হয়, এবং কর্ম্মের আরম্ভে কর্ত্তার শুদ্ধ্যর্থ মন্ত্র ও তৎপাঠের ব্যবহারো দৃষ্ট হইতেছে। যথা। অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাঙ্গতোপি বা। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ॥ অর্থাৎ কি পবিত্র, কি অপবিত্র, কি সর্ব্বাবস্থাপ্রাপ্ত, যে পুণ্ডরীকাক্ষ বিষ্ণুর স্মরণ করে, সে অন্তঃশুদ্ধ ও বহিঃশুদ্ধ হয় এবং কর্ম্মান্তেও পূর্ব্বাবধি ব্রহ্মাদিরো কর্ম্মবৈগুণ্যসমাধানার্থ ম-[১৭]ন্ত্রপাঠের ব্যবহার লোকপরম্পরা শ্রুত আছে ও অদ্যাপি লোকে দৃষ্ট হইতেছে। যথা। যদসাঙ্গং কৃতং কর্ম্ম জানতা বাঽপ্রজানতা। সাঙ্গং ভবতু তৎ সর্ব্বং শ্রীহরের্নামানুকীর্ত্তনাৎ॥ অজ্ঞানাৎ যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ। স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ॥ অর্থাৎ অজ্ঞানতঃ কিম্বা জ্ঞানতঃ যে২ কর্ম্ম অঙ্গরহিত কৃত হইয়াছে, সে সকল কর্ম্ম, শ্রীহরির নামানুকীর্ত্তনে অঙ্গসহিত হউক্। এবং এই যজ্ঞে যে২ কর্ম্ম অজ্ঞানপ্রযুক্ত কিম্বা মোহপ্রযুক্ত অসম্পূর্ণ হইয়াছে, সেই সকল কর্ম্ম, সেই বিষ্ণুর স্মরণ মাত্রেই সম্পূর্ণ হয়, শ্রুতিও এই প্রকার।

প্রায়শ্চিত্তবিশেষ ব্যতিরেকে কেবল মুখের দ্বারা কে ভোজন করে, এবং কোন্ বিশিষ্ট লোক আসনারূঢ়পাদপূর্ব্বক ভোজন এবং দক্ষিণহস্ত স্পর্শ বিনা বাম হস্তে জলপাত্র গ্রহণ করিয়া জল পান করেন, পরন্তু ভোজনাসনোপরি চরণরক্ষণপূর্ব্বক ভোজন ও বামহস্তকরণক জলাধার ধা-[১৮]রণপূর্ব্বক জলপান, ধনী ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীদিগের প্রায়ঃ হয় না, কারণ, তাঁহারা দিব্য কাষ্ঠাসনে উপবেশন ও ভূমিতলে চরণ বিন্যাসপূর্ব্বক দিব্যকাষ্ঠাধারোপরি দিব্যপাত্র-বিশেষস্থ অন্ন ভোজন এবং দক্ষিণহস্তদ্বারা ধারণপূর্ব্বক দিব্য পানপাত্রকরণক দিব্য জল পান প্রায়ঃ করেন, কিন্তু নির্ধন ও অল্পধন ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীদিগের ধনব্যয়ে অসামর্থ্যপ্রযুক্ত সুতরাং অগত্যা প্রায়ঃ মাংসবিশেষের ও পেয়বিশেষের অনুকল্প স্বীকার করিতে হয়। সে যাহা হউক, অত্রিবচনে তাদৃশ অন্নের গোমাংসতুল্যত্ব ও তাদৃশ জলের সুরাতুল্যত্ব কীর্ত্তন, যেমন তর্পণস্থলে স্বর্ণ রজতের তিলপ্রতিনিধিত্ব কথনদ্বারা তিলতুল্যত্ব কীর্ত্তন। যথা। তিলানামপ্যভাবে তু সুবর্ণরজতান্বিতং। অর্থাৎ তিলের অভাবে স্বর্ণরজতযুক্তজলকরণক তর্পণ করিবেক।

বস্তুতঃ ইত্যাদি দোষে শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তবিশেষের প্রায়ঃ বিশেষরূপে অকথনপ্রযুক্ত [১৯] ইত্যাদি দোষ, অতি ক্ষুদ্র কিম্বা অতি মহান্ হউক, কিন্তু যদি ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়দিগের সন্ধ্যা গায়ত্রী ও গায়ত্রীর স্তব কবচাদির সংস্কার লোপ না হইত, তবে কর্ম্মীদিগের প্রতি ইত্যাদি দোষের উল্লেখও করিতেন না অতএব জ্ঞানসাধনের একাংশেরো অনুষ্ঠান, কি প্রমাদে, কি ভ্রমে, কি স্বপ্নে জন্মাবধি কস্মিন্ কালেও করেন না, অথচ কর্ম্মানুষ্ঠানের অতি ক্ষুদ্র দোষে তিলপ্রমাণকে তালপ্রমাণ করিয়া নিরপরাধে অপূর্ব্ব জ্ঞানীর ধর্ম্ম রক্ষার্থে কর্ম্মিসকলকে স্বধর্ম্মচ্যুত ও পতিত বলিয়া নিন্দা করেন, এতাদৃশ পরদোষান্বেষক স্বধর্ম্মচ্যুত পতিত দুরাশয়দিগের প্রতি অপক্ষপাতী মহাশয়েরা, মুখে স্পষ্ট কোন উক্তি না করুন, কিন্তু মনে মনেও কি করিবেন না॥

ভাক্তৃতত্ত্বজ্ঞানীর উত্তর।—যে ব্যক্তি স্বয়ং এবং পিতা ও পিতামহ···কি শব্দ প্রয়োগ কর্ত্তব্য হয়॥

[২২] **ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর প্রত্যুত্তর।**—ভাক্তৃতত্ত্বজ্ঞানীর জ্ঞানিত্ব সংস্থাপন এবং দুরাচারের সদাচারত্ব প্রমাণ, এই সকল উন্মত্তপ্রলাপ দ্বারা হয় না। তিন পুরুষের অপেক্ষা কি, যে স্বয়ং ম্লেচ্ছের দাসত্ব করে, তাহাকেও স্বধর্ম্মচ্যুত কি জাত্যন্তরো কহিলে কহা যায়, যদি পণ্ডিতাভিমানীর মন্বাদিবচন, শুকপক্ষীর ন্যায় শ্রুত কিম্বা পঠিত না হইত এবং দাস শব্দের অর্থ কর্ণকুহরে প্রবেশ করিত, তবে ইদানীন্তন দেশাধিপতিদিগের রাজকীয় ব্যাপারে নিযুক্ত ব্যক্তিসকলকে ম্লেচ্ছের দাস বলিয়া নিন্দা করিতেন না। মিতাক্ষরাতে নারদ, দাসের বিবরণ করিয়াছেন। যথা। শুশ্রূষকঃ পঞ্চবিধঃ শাস্ত্রে দৃষ্টো মনীষিভিঃ। চতুর্ব্বিধঃ কর্ম্মকরস্তেষাং দাসাস্ত্রিপঞ্চকাঃ॥ শিষ্যান্তেবাসিভৃতকাশ্চতুর্থস্ত্বধিকর্ম্মকৃৎ। এতে কর্ম্মকরাঃ জ্ঞেয়া দাসস্তু গৃহজাদয়ঃ॥ কর্ম্মাপি দ্বিবিধং জ্ঞেয়মশুভং শুভমেবচ। অশুভং দাস[২৩]কর্ম্মোক্তং শুভং কর্ম্মকৃতাং স্মৃতং॥ গৃহদ্বারাশুচিস্থানরথ্যাবস্করশোধনং। গুহ্যাঙ্গস্পর্শনোচ্ছিষ্টবিন্মূত্রগ্রহণোজ্ঝনং॥ অশুভং কর্ম্ম বিজ্ঞেয়ং শুভমন্যদতঃ পরং। গৃহজাতস্তথা ক্রীতো লব্ধো দায়াদুপাগতঃ॥ অনাকালভৃতস্তদ্বদাহিতঃ স্বামিনা চ যঃ। মোক্ষিতো মহতশ্চর্ণাদ্ যুদ্ধপ্রাপ্তঃ পণে জিতঃ। তবাহমিত্যুপগতঃ প্রব্রজ্যাবসিতঃ কৃতঃ॥ ভক্তদাসশ্চ বিজ্ঞেয়স্তথৈব বড়বাহৃতঃ। বিক্রেতা চাত্মনঃ শাস্ত্রে দাসাঃ পঞ্চদশ স্মৃতাঃ॥ অর্থাৎ শাস্ত্রে শুশ্রূষক পঞ্চপ্রকার দৃষ্ট হয়, শিষ্য, অন্তেবাসী, ভৃতক, অধিকর্ম্মকৃৎ ও দাস, তাহার মধ্যে প্রথম চারিপ্রকার, কর্ম্মকর, অন্তিম যে দাস, তাহারা গৃহজাত প্রভৃতি পঞ্চদশপ্রকার হয়। শিষ্য শব্দে বেদবিদ্যার্থী, অন্তেবাসী শব্দে শিল্পশিক্ষার্থী, যে বেতনার্থে কর্ম্ম করে তাহার নাম ভৃতক, অধিকর্ম্মকৃৎ শব্দে কর্ম্মকরদিগের অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ ভৃতকেরা যাহার আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করে। কর্ম্মও দুই [২৪] প্রকার, শুভ ও অশুভ, কর্ম্মকরদিগের শুভ কর্ম্ম, দাসদিগের অশুভ কর্ম্ম। গৃহদ্বার, অশুচিস্থান, অর্থাৎ উচ্ছিষ্ট প্রক্ষেপ, মূত্রত্যাগাদিস্থান, রথ্যা অর্থাৎ অপকৃষ্ট স্থানবিশেষ, অবস্কর অর্থাৎ গৃহের মার্জ্জিত ধূলি প্রভৃতির সঞ্চয়স্থান, এই সকল স্থানের শোধন এবং গুহ্য অঙ্গের স্পর্শন উচ্ছিষ্ট মার্জ্জন বিষ্ঠা মূত্রের গ্রহণ ও ত্যাগ ইত্যাদি অশুভ কর্ম্ম, এতদ্ভিন্ন শুভ কর্ম্ম। গৃহজাত, ক্রীত, লব্ধ, পৈতৃক, অনাকালভৃত, আহিত অর্থাৎ ধন গ্রহণার্থ উত্তমর্ণের নিকট স্বামী যাহাকে বন্ধক দিয়াছেন। মোক্ষিত অর্থাৎ ঋণ মোচনার্থ যে স্বয়ং উত্তমর্ণের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে, যুদ্ধপ্রাপ্ত, পণে জিত, স্বয়ংস্বীকৃতদাস্য, ভক্তদাস, বড়বাহৃত অর্থাৎ দাসীলোভে স্বয়ংস্বীকৃতদাস্য, আত্মবিক্রেতা, এই পঞ্চদশপ্রকার দাস। অতএব এই সকল দেদীপ্যমান শাস্ত্র সত্ত্বেও ইদানীন্তন রাজকীয় ব্যাপারে নিযুক্ত লোকসকলকে ভৃতক কিম্বা অধিকর্ম্মকৃ[২৫]ত্ না কহিয়া ম্লেচ্ছের দাস শব্দ প্রয়োগকর্ত্তাকে অপূর্ব্ব পণ্ডিত কহা যায় কি না। নগরান্তবাসীই ম্লেচ্ছের প্রকৃত দাস হইবেন, যেহেতু, তেঁহ নিজ অপূর্ব্ব ধর্ম্মসংহিতাতে, সে যদি, যে নিজে ম্লেচ্ছের চাকরি করিয়াছে তাহাকে স্বধর্ম্মচ্যুত ও ত্যাজ্য কহে এই বাক্যের দ্বারা আপনিই আপনার ম্লেচ্ছদাসত্ব ব্যক্ত করিয়াছেন, অতএব নগরান্তবাসী, নিজে জ্ঞানী, অকিঞ্চন কর্ম্মী লোকেরা

তাঁহাকে কি কহিতে পারেন, কিন্তু শাস্ত্রেও তাঁহার ম্লেচ্ছদাসত্ব সম্ভব হয়, তাহার বারণ কিরূপে করা যায়। যথা নারদঃ। বর্ণানাং প্রাতিলোম্যেন দাসত্বং ন বিধীয়তে। স্বধর্ম্মত্যাগিনোঽন্যত্র দারবদ্দাসতা মতা ॥ অর্থাৎ অধম উত্তমের দাস হইতে পারে উত্তম অধমের দাস হইতে পারেন না, যেমন, ব্রাহ্মণ শূদ্রাদির কন্যা বিবাহ করিতে পারেন, শূদ্র ব্রাহ্মণাদির কন্যা বিবাহ করিতে পারে না, কিন্তু স্বধর্ম্মত্যাগী লোক আপনা হইতে অধমেরো দাস হইতে পারে এ[২৬]ই বচনে নারদ, সামান্যতঃ স্বধর্ম্মত্যাগী মাত্রের প্রতি স্বাপেক্ষা অধমমাত্রের দাসত্ব বিধান করিয়াছেন, কিন্তু স্বধর্ম্মত্যাগীর অপরাধিত্বপ্রযুক্ত দণ্ডাধিকারী রাজার দাসত্বই যুক্তিসিদ্ধ। অতএব স্বধর্ম্মচ্যুত যতির প্রতি যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন। যথা। প্রব্রজ্যাবসিতো রাজ্ঞো দাস আমরণান্তিকঃ। অর্থাৎ সন্ন্যাসধর্ম্মচ্যুত যতিকে রাজা আপনার দাস করিবেন, যাবৎ তাহার মৃত্যু না হয়। অতএব কলির স্বধর্ম্মচ্যুত ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীদিগের কলির ম্লেচ্ছরাজের দাসত্বই উচিত হয় ॥

জবনের কৃত মিশী কি, গোলাব আতরই বা কি, রোগশান্তির নিমিত্ত অভক্ষ্যও ভক্ষ্য হয়, অপেয়ও পেয় এবং অস্পৃশ্যও স্পৃশ্য হয়, যেহেতু, শাস্ত্রে তাহার বিধি দৃষ্ট হইতেছে। যথা সুমন্তুঃ। লশুনপলাণ্ডুগৃঞ্জনকুম্ভীশ্রাদ্ধান্নসূতিকান্নাভোজ্যান্নমধুমাংসমূত্ররেতোঽমেধ্যাভক্ষ্যভক্ষণে গায়ত্র্যষ্টসহস্রেণ মূর্দ্ধ্নি সম্পাতা[২৭]নবনয়েৎ উপবাসশ্চ এতানি ব্যাধিতস্য ভিষকৃক্রিয়ায়ামপ্রতিষিদ্ধানি ভবন্তি যানি চান্যান্যেবংবিধানি তেষপ্যদোষ ইতি। রশুন, পলাণ্ডু অর্থাৎ পেয়াজ, গৃঞ্জন অর্থাৎ গাজর, কুম্ভী কর্থাৎ পানা, প্রেতশ্রাদ্ধান্ন, সূতিকান্ন, অভোজ্যান্ন, মধু, মাংস, মূত্র, রেতঃ, অমেধ্য অর্থাৎ অশুদ্ধ, অভক্ষ্য, এই সকল দ্রব্যের ভক্ষণে অষ্টাধিকসহস্র গায়ত্রীকরণক মস্তকে জলবিন্দু প্রক্ষেপ ও উপবাস করিবেক, কিন্তু ব্যাধিত ব্যক্তির ভিষক্‌ক্রিয়াতে এই সকল দ্রব্য অনিষিদ্ধ হয় এবং এই প্রকার অন্য যে২ দ্রব্য তাহাতেও দোষাভাব, যাহারা জবনী নর্ত্তকীর নৃত্যদর্শনসময়ে গোলাব আতর ব্যবহার করেন, তাহারা কার্য্যানুরোধে সময়ক্রমে জবন স্পর্শ করিলে যেরূপ শুদ্ধ্যর্থ হস্তপাদাদি প্রক্ষালন বস্ত্রত্যাগ ও বিষ্ণুস্মরণাদির ব্যবহার আছে তাহাতেও সেইরূপ করিয়া থাকেন। যদি কোন সত্যবাদী দিব্যচক্ষুঃ মনুষ্য, ভোজনকালেও কোন ব্যক্তিকে গো[২৮]লাব আতর ব্যবহার করিতে দেখিয়া থাকেন তবে তাঁহাকে রোগী বিনা তাঁহার কি বোধ হয়। দন্তরোগ শান্তির নিমিত্ত বৈদ্যকশাস্ত্রেও মিশী লিখিয়াছেন, যাহার নাম মঞ্জন লোকপ্রসিদ্ধ এবং ব্রাহ্মণাদিকৃত গোলাব আতর, বারাণস্যাদি হইতে এতদ্দেশেও আসিয়া থাকে তাহাও কি তেঁহ না দেখিয়াছেন ও না শুনিয়াছেন, কিন্তু পরের গ্লানির নিমিত্ত শ্রুতমশ্রুত ন্যায় এইরূপেই কি পরের গ্লানি করিতে হয়, রোগাদি ব্যতিরেকে যে কেহ ঐ সকল নিষিদ্ধ দ্রব্য ব্যবহার করেন, তেঁহ ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী হইতেও নরাধম অতএব ভদ্রলোকের অস্পৃশ্য ও অসম্ভাষ্য হয়েন, নগরাস্তবাসী মহাশয়কে জবন স্পর্শ করিয়া থাক বলিয়া কোন্ ভদ্রলোকে নিন্দা করিয়া থাকেন, যদি কেহ করেন, সেও অনুচিত, যেহেতু অত্যল্পপাপৈর্ব্বিপদঃ শুচীনাং পাপাত্মনাং পাপশতেন কিম্বা। অর্থাৎ শুচি ব্যক্তির অত্যল্প পাপেই বিপদ্ হয়। পাপাত্মার [২৯] শত২ পাপেও সমুদ্রের জলের ন্যায় হ্রাসবৃদ্ধি

হয় না, কি জানি, কে দেখিয়াছে, পরমেশ্বরই জানেন, কিন্তু অনেকেই জবনান্নভোক্তা বলিয়া মহাপুরুষকে নিন্দা করিয়া থাকেন, লোকপরম্পরা শুনিতে পাই, ন হ্যমূলা জনশ্রুতিঃ, বহু জনের বাক্য প্রায়ঃ অমূল হয় না, সুবোধ লোকেরাই বিবেচনা করিবেন।

যে ব্যক্তি বাল্য অবধি অহোরাত্র জবনমাত্রের সহিত আলাপ পরিচয় একাসনে সহবাস ও অন্য২ তাবদ্ব্যবহার করিতেছেন, তেঁহ সুতরাং আত্মবন্মন্যতে জগৎ ইহার ন্যায় অন্য ব্যক্তিকেও জবনজ্ঞান করিতে পারেন, সে যাহা হউক, তাঁহার এইরূপ জবনজ্ঞানে পরমাপ্যায়িত হইলাম, বুঝিলাম যে, ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতাভিমানীর বহু কালে বহু পরিশ্রমে এক্ষণে ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানের ফল সম্পূর্ণ হইবার উপক্রম হইতেছে, ভাল ভাল, ঈশ্বর মঙ্গল করুন, ক্রমে সর্ব্বত্রই জবনজ্ঞান হইবেক, যেমন যথার্থ তত্ত্ব[৩০]জ্ঞানের ফল, ব্রহ্মমাত্রে তদ্গতমানসপ্রযুক্ত ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মাণ্ডই ব্রহ্মময় দর্শন করেন, এবং আপনিও ব্রহ্মস্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়েন, তেমন ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানের ফল, জবনমাত্রে তদ্গতচিত্ততাপ্রযুক্ত ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী, ব্রহ্মাণ্ডই জবনময় দর্শন করেন এবং আপনিও জবন জাতি প্রাপ্ত হয়েন, যে নিতান্ত তদ্গতচিত্ত হয়, সে স্বপ্নেও তাহাকেই দর্শন করে এবং এক ক্ষুদ্র কীটবিশেষ, অন্য এক ক্ষুদ্র কীটবিশেষে তদ্গতচিত্ত হইয়া তৎকীটজাতি প্রাপ্ত হয়, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে ও লোকেও দৃষ্ট হইতেছে, অতএব মৃত্যুকালে ভগবদ্গীতাও কহিতেছেন। যথা। অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরং। যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥ যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং। তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥ তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ। ময্যর্পিতমনোবুদ্ধি-র্মামেবৈষ্য[৩১]স্যসংশয়ং॥ অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, অন্তকালে যে জীব কেবল আমাকে স্মরণ করতঃ দেহত্যাগ করে, সে মদ্ভাব প্রাপ্ত হয়, ইহা নিশ্চয়। যে২ ভাব স্মরণ করতঃ জীব অন্তকালে শরীর ত্যাগ করে সর্ব্বদা সেই ভাবে ভাবিত হইয়া সেই ভাব প্রাপ্ত হয়। অতএব তুমি সকল কালে আমাকে স্মরণ কর ও যুদ্ধও কর, যে আমাতে মনঃ ও বুদ্ধি সমর্পণ করে, সে নিশ্চয় আমাকেই পায়। যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানীর যে ব্রহ্মস্বরূপত্বপ্রাপ্তি ও ব্রহ্মাণ্ডকে ব্রহ্মময় দর্শন, তাহার শ্রুতিপ্রমাণ নগরান্তবাসীর পুণ্যপ্রতাপে সম্প্রতি ম্লেচ্ছেরাও বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যরূপে জ্ঞাত আছেন, পণ্ডিতাভিমানীর ন্যায় ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীদিগের এরূপ বাঞ্ছা নাই যে, আমি অনেক শ্রুতি জানি এই প্রকারে সর্ব্বসাধারণ লোকের নিকটে আপনার নাম প্রকাশ কিরূপে হইবেক, সামান্য জাতির নিকটে অগত্যা মন্বাদিবচন প্রকাশ করণেই ধর্ম্ম-সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীরা যে প্রকার কুণ্ঠি[৩২]ত ও দুঃখিত আছেন, তাহা কি কহিতে পারেন।

বিষয় ব্যাপারের নিমিত্ত জাবনিকাদি বিদ্যাভ্যাস, তত্তজ্জাতি ব্যতিরেকে তাহা কিরূপে হইতে পারে। ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীদিগের সর্ব্বজনগোচর সমাচার পত্রে মন্বাদিবচনসহিত প্রশ্নচতুষ্টয় প্রকাশ করণ, পণ্ডিতাভিমানীর বেদান্ত প্রকাশের ন্যায় ম্লেচ্ছদিগের বোধার্থ নহে, কিন্তু সকলের অনর্থের মূলীভূত ব্যক্তিবিশেষকে জ্ঞাত হইয়া সকলের তৎসংসর্গ পরিত্যাগার্থ ও জগতের মঙ্গলার্থ তাহা ক্রমে হইতেছে ও হইবেক, তবে যে, ম্লেচ্ছের বোধে উদ্দেশ্যতার অভাবেও পাপের আশঙ্কা, সে অবোধ মাত্র, মহাপুণ্যজনক কর্ম্মেও কি অল্প দোষ ক্ষতিকর হয়। এবং জাবনিক বিদ্যা অভ্যাস

করিয়াছ বলিয়া নগরান্তবাসী মহাশয়কে কে নিন্দা করে, ইত্যাদি বিষয় লিখনে লিপি-পরিষ্কারক ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের হস্তবেদনামাত্র * এ কি দ্রব্য[৩৩]গুণবশতঃ, কি চিত্তবিকারনিমিত্ত, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি *

দৈবাৎ সমাগত, কদাচিদাগত ও সদাগত অতিমান্য, মান্য ও সামান্য, কোন্ যুগে না ছিলেন ও না আছেন, কোন্ যুগেই বা যে লোক যদ্রূপ, তাঁহার তদ্রূপ সম্মান না হইয়াছে ও না হইতেছে, দৈবাৎ সমাগত, অতিমান্য নারদাদির কোন্ স্থানে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অভ্যর্থনা পৃথক্ আসন প্রদান পাদ্য অর্ঘ্য আচমনীয়করণক পূজা না হইয়াছে, কদাচিদাগত মান্য রাজ-পুরোহিত বশিষ্ঠ ধৌম্য প্রভৃতির দশরথ যুধিষ্ঠির প্রভৃতির নিকটে কি বিশিষ্ট সমাদর না হইয়াছে, এবং সদাগত সামান্য ব্যক্তিরো সর্ব্বকালেই কি উত্তমের কি অধমের নিকটে যথোচিত সামান্যাদরের কি কুত্রাপি অভাব আছে। যো যত্র সততং যাতি ভুঙ্‌ক্তে চাপি নিরন্তরং। স তত্র লঘুতাং যাতি যদি শক্রসমো ভবেৎ॥ অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে স্থানে সতত গমনাগমন করেন, সে ব্যক্তির সে স্থানে [৩৪] লঘু সমাদর অবশ্যই হয়, যদ্যপি তেঁহ ইন্দ্রতুল্যও হয়েন, কিন্তু তাহাতে না তাঁহার উত্তমতার অল্পতা, না সম্বর্দ্ধক ব্যক্তির দোষভাগিতা হয়, দৈবাৎ আবাহিত ইন্দ্রাদি দেবতারো ষোড়শোপচারে পূজা হয়, প্রতিনিয়ত শালগ্রামশিলারো গন্ধপুষ্পমাত্রেই পূজা হয়, দেখ, সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীশ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে ব্রাহ্মণদিগের পাদপ্রক্ষালনোদক দানার্থ নিযুক্ত ছিলেন, তাহাতে কি তাঁহার অনুত্তমতা ও অমান্যতা হইয়াছে, কি যুধিষ্ঠির নিন্দিত ও পাপী হইয়াছেন, এই সকল দৃষ্টিতে কার্য্যবশতঃ কিম্বা সম্প্রীতিবশতঃ নিয়ত গমনাগমনকারী অতি বিশিষ্ট ব্রাহ্মণেরো সতত সমাগমনপ্রযুক্ত সমাদরের তারতম্যে শূদ্র ও ব্রাহ্মণের কিরূপে জঘন্যতা ও দোষভাগিতা সম্ভব হয়, শূদ্রস্থানে ব্রাহ্মণের আগমনে শূদ্রকর্তৃক গাত্রোত্থানপূর্ব্বক স্বতন্ত্রাসন প্রদান বিনা একাসনে সহোপবেশনে ব্রাহ্মণের পাতিত্যবিধায়ক যে বচন, তাহার এই [৩৫] তাৎপর্য্য যুক্তিসিদ্ধ হয় কি না যে, স্বস্থানে দৈবাৎ সমাগত বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ দর্শনে এইরূপ বিশেষ সম্বর্দ্ধনার অকরণে শূদ্র, পাতিত্য জন্মান ও ব্রাহ্মণ পতিত হয়েন। পরন্তু, জাতিব্রাহ্মণ কর্ম্মশূদ্রের দোষক্ষালন শূদ্রনিন্দা দ্বারা হয় না এবং এমৎ কোন্ শূদ্র আছে যে, সর্ব্বারাধ্য ভূদেব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাদিকে দেখিয়া অভ্যুত্থান ও ভিন্নাসন প্রদান না করে এবং যুগধর্ম্মপ্রযুক্ত বিষয় ব্যাপারে নিযুক্ত অহরহ অবিরত সমাগত দ্বিজের প্রতি পৌনঃপুন্য গাত্রোত্থানাসম্ভবেও তাহারা প্রয়োজনাধীন স্বতন্ত্রাসনে উপবেশন করেন এবং তাবৎ ধনী মানী বিশিষ্ট শূদ্রগৃহে প্রতিনিয়ত ও কর্ম্মোপলক্ষ্যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের পৃথক্ পৃথক্ আসন হইয়া থাকে, তাহা ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর জ্ঞানের বিষয় কি, যেহেতুক, স্বয়ং দুচার ও স্বদেশে বিদেশে অব্যবহার্য্য এ প্রযুক্ত ভদ্রলোকের বাটীতে ও সভাতে তাঁহার গমনের প্রসক্তি কি, এবং পণ্ডিতাভিমানীর পূর্ব্বোক্ত মনু পদ্মপুরাণ ও ব্রহ্ম[৩৬]বৈবর্ত্ত পুরাণের বচন জানিবারি বা সম্ভাবনা কি, সুতরাং দ্রব্যগুণবশতঃ যাহা চিত্তমধ্যে উদয় হয়, তাহাই অনর্গল জল্পন করেন।

স্ববিদ্যার্জ্জিত ধনদ্বারা অবশ্য পোষ্য কুটুম্ব ভরণ ও ধনসাধ্য স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের উদ্দেশে বিদ্যাভ্যাসকালে তৎপ্রতিবন্ধক অবশ্য পোষ্য পরিবার পোষণ নিমিত্ত দুশ্চিন্তানিরাকরণার্থ

মনুবচনপ্রমাণে অগত্যা কিয়ৎকাল অল্পায়াসসাধ্য দেশভাষাধ্যাপনে কি পাপ হয়। যথা—মনুঃ। বৃদ্ধৌ চ মাতাপিতরৌ সাধ্বী ভার্য্যা সুতঃ শিশুঃ। অপ্যকার্য্যশতং কৃত্বা ভর্ত্তব্যা মনুরব্রবীৎ॥ অর্থাৎ বৃদ্ধ মাতা ও বৃদ্ধ পিতা সাধ্বী ভার্য্যা এবং শিশুসন্তান এই সকলকে শত সহস্র অসৎকর্ম্ম স্বীকার করিয়াও ভরণ করিবেক, ইহা মনু কহিয়াছেন। অতএব মাতৃপোষণ পারদার্য্যেও দোষাভাব, জীমূতবাহনাদির গ্রন্থে উক্ত আছে, তাহা যদ্যপি দৃষ্ট না হয়, তথাপি শ্রুত হইতে পারিবেক * ভাষাপরিচ্ছেদে দ্রব্যাদি [৩৭] পদার্থের নিরূপণ, তাহার ভাষা বিক্রয়ে ন্যায়দর্শনের ভাষা বিক্রয় কিরূপে হইতে পারে, তাহাতেই বা কি পাপ * যদ্যপি পণ্ডিতাভিমানীর মতে ভাষাপরিচ্ছেদও ন্যায়দর্শন হয়, তবে তাহার ভাষা প্রকাশের ও সর্ব্বসাধারণ লোকের নিকটে তাহার বিক্রয়ের এই অভিপ্রায় কেন বোধ না করেন যে, আশু মনোরঞ্জক, প্রতারক, নাস্তিকপথগমনে উদ্যত অজ্ঞাননিবিড়তিমিরাবৃতনয়ন জনগণের নাস্তিকপথপ্রস্থান নিরাকরণার্থ ও মুদ্রাকরণের ব্যয়ার্থ তাহার ভাষারচন ও বিক্রয়করণ, যেহেতু, গোতম মুনি, দুঃখপঙ্কনিমগ্ন জগদুদ্ধরণ ও নাস্তিকমত খণ্ডন নিমিত্ত ন্যায়দর্শনের প্রকাশ করিয়াছেন, ম্লেচ্ছসংসর্গের উত্তর ২৮ পৃষ্ঠে ১৩ পঙ্‌ক্তিতে পূর্ব্বেই করিয়াছি, কিন্তু ম্লেচ্ছনিকটে ভাষারচিত বেদান্তদর্শনের প্রদানে অনেকে স্বধর্ম্মচ্যুত কহিয়া তাঁহাকে নিন্দা করিয়া থাকেন সে তাহারদিগের অনুচিত, যেহেতু, প্রয়াগে মূত্রিতং যেন তস্য গঙ্গা বরাটিকা [৩৮] অর্থাৎ গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গম হয় যে প্রয়াগে তাহাতে দণ্ডায়মান হইয়া মূত্রত্যাগ করিয়াছেন যে পুণ্যবান্‌, তাঁহার কেবল গঙ্গায় মূত্রত্যাগ কি আশ্চর্য্য। অর্থসহিত বেদমাতা গায়ত্রীই ম্লেচ্ছহস্তে সমর্পণ করিয়াছেন যে সজ্জন সৎসন্তান তাঁহার ভাষারচিত বেদান্তদর্শন ম্লেচ্ছনিকটে সমর্পণ কোন্‌ বিচিত্র। অতএব দোষাকর শশধরের, মাসবিশেষের তিথিবিশেষে তদ্দর্শক নির্দ্দোষে স্বদোষ সমর্পণের ন্যায়, স্বয়ং প্রকৃত খ্যাত স্বধর্ম্মচ্যুত ব্যক্তি, তদ্দোষপ্রকাশক অধর্ম্মচ্যুত ব্যক্তিসকলে স্বীয় স্বধর্ম্মচ্যুত দোষ সমর্পণ করিলে যদ্যপি তাঁহাকে স্বধর্ম্মচ্যুত কহিলে কলঙ্কীকে কলঙ্কী কথনের ন্যায় স্বরূপকথন দোষ না হয় তথাপি তাঁহার স্বধর্ম্মচ্যুতত্ব দোষের সাধনে সিদ্ধসাধনদোষ অবশ্যই হইবেক॥

[৩৯] **ভাক্তভত্ত্বজ্ঞানীর উত্তর**।—যদি ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী কহেন যে পূর্ব্বোক্ত বচনসকল…কি কহিতে পারি।

[…৪০] **ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর প্রত্যুত্তর**।—পণ্ডিতাভিমানী ভাক্তভত্ত্বজ্ঞানী, ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীদিগের নিন্দাকরণার্থ, শূদ্রান্নং শূদ্রসম্পর্ক ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত বচনসকলকে যে নিন্দার্থবাদ কহিয়াছেন, সে যথার্থ, কিন্তু যেমন ভাক্তভত্ত্বজ্ঞানী আপনার যথার্থবাদকে নিন্দার্থবাদ জ্ঞান করিয়া আপনাকে আপনিই অনিন্দিত জ্ঞান করিয়াছেন, তেমন ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীরা অত্যল্প নিন্দাবাদেও অত্যন্ত পাপবোধে আপনাকে অনিন্দিত জ্ঞান করেন না, যেহেতু, গোমূত্রমাত্রেণ পয়ো বিনষ্টং তক্রেণ গোমূত্রগতেন কিম্বা। অর্থাৎ গোমূত্রকণিকামাত্র স্পর্শেই দুগ্ধ দুষ্ট হয়, কিন্তু গোমূত্র বর্ষণেও তক্রের পূর্ব্বেও যে ভাব পরেও [৪১] সেই ভাব, অতএব তাঁহারা ২৯ পৃষ্ঠে ২ পঙ্‌ক্তিতে পূর্ব্বেই আত্মনিন্দাদোষের পরিহরণ করিয়াছেন, পরের নিন্দাবাদে আপনার যথার্থবাদ কি অযথার্থবাদ হয় বরঞ্চ সেই যথার্থবাদ অপূর্ব্ব না হইয়া অতিপূর্ব্বই হয়। সে যাহা

হউক্, পণ্ডিতাভিমানীর এ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, কোন্ বচন নিন্দার্থবাদ ও কোন্ বচন বা যথার্থবাদ হইতে পারে, যে যে বচনে পাপবিশেষ ও প্রায়শ্চিত্তবিশেষ এবং নরকবিশেষ উক্ত নাই, কেবল কর্ত্তার ভয়প্রদর্শনমাত্র, সেই সেই বচন নিন্দার্থবাদ হয়। যথা। অজ্ঞাত্বা ধর্ম্মশাস্ত্রাণি প্রায়শ্চিত্তং বদন্তি যে। প্রায়শ্চিত্তী ভবেৎ পূতস্তৎ পাপং তেষু গচ্ছতি॥ অর্থাৎ ধর্ম্মশাস্ত্রানভিজ্ঞ লোক প্রায়শ্চিত্তোপদেশক হইলে পাপী কদাচিৎ পাপমুক্ত হইবেক, কিন্তু তেঁহ তৎপাপভাগী হইবেন। ব্রহ্মঘ্নে চ সুরাপে চ স্তেয়ে চ গুরুতল্পগে। নিষ্কৃতির্ব্বিহিতা সদ্ভিঃ কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ॥ অর্থাৎ ব্রহ্মঘ্ন সুবর্ণচোর ও গুরুপত্ন্যাদিগামী, ই[৪২]হারদিগেরও নিষ্কৃতি মন্বাদি কহিয়াছেন, কিন্তু কৃতঘ্নের নিষ্কৃতি নাই। বহুশত্রুঃ পটোলে স্যাদ্ধনহানিস্তু মূলকে। অর্থাৎ তৃতীয়াতে পটোল ভক্ষণে বহু শত্রু হয় এবং চতুর্থীতে মূলক ভক্ষণে ধনহানি হয় ইত্যাদি। এবং কুশুম্ভং নালিকাশাকং বৃন্তাকং পূতিকাং তথা। ভক্ষয়ন্ পতিতশ্চ স্যাদপি বেদান্তগো দ্বিজঃ॥ অর্থাৎ কুশুম্ভশাক নালিকাশাক ক্ষুদ্রবার্ত্তাকী ও পূতিকা এই সকল দ্রব্য ভক্ষণে পতিত হয়, যদ্যপি তেঁহ বেদের পারদর্শী ব্রাহ্মণও হয়েন। এবং যে২ বচন, কর্ত্তার নরক প্রায়শ্চিত্তবিশেষ ও ত্যাগাদির প্রতিপাদক, সেই সেই বচন যথার্থবাদ হয়। যথা। স্ত্রীতৈলমাংসসম্ভোগী পর্ব্বস্বেতেষু বৈ পুমান্। বিণ্মূত্রভোজনং নাম প্রয়াতি নরকং মৃতঃ॥ অর্থাৎ এই পঞ্চ পর্ব্বে স্ত্রীসঙ্গী তৈলাভ্যঙ্গী মাংসভোজী পুরুষ, বিষ্ঠামূত্রভোজননামক নরকে গমন করে। আচার্য্যপত্নীং স্বসুতাং গচ্ছংস্তু গুরুতল্পগঃ। ছিত্বা লিঙ্গং বধস্তস্য সকামায়াঃ স্ত্রিয়াস্তথা॥ অ[৪৩]র্থাৎ আচার্য্যপত্নীগমন কিম্বা কন্যাগমন করে যে, তাহার নাম গুরুতল্পগ, তাহার লিঙ্গচ্ছেদপূর্ব্বক বধ করিবেন, সকামা স্ত্রীরও সেইরূপ দণ্ড। হীনবর্ণোপভোগ্যা যা ত্যজ্যা বধ্যাপি বা ভবেৎ। অর্থাৎ নীচজাতির ভুক্তা যে স্ত্রী সে পতির ত্যজ্যা কিম্বা বধ্যা হয়। এবং মহাপাতকী প্রভৃতি অধিকার করিয়া কহিয়াছেন। ত্যজেদ্দেশং কৃতযুগে ত্রেতায়াং গ্রামমুৎসৃজেৎ। দ্বাপরে কুলমেকন্তু কর্ত্তারন্তু কলৌ যুগে॥ অর্থাৎ সত্যযুগে মহাপাতকী প্রভৃতির দেশ পরিত্যাগ করিবেক, ত্রেতাযুগে সে গ্রাম, দ্বাপর যুগে পাপী ব্যক্তির কুল এবং কলিযুগে পাপকর্ত্তাকে ত্যাগ করিবেক, যেহেতু পাপীর সংসর্গে তত্তুল্য পাপ হয়, পণ্ডিতাভিমানী মহাশয় এই সকল বচনকে নিন্দার্থবাদ কহিবেন, কি যথার্থবাদ কহিবেন, অবশ্যই যথার্থবাদ কহিবেন, অন্যথা গুরুতল্পগ প্রভৃতির বধাদি এবং কলিযুগে পাপকর্ত্তার পরিত্যাগ হইতে পারে না এবং পাপীর সংসর্গে প্রা[৪৪]য়শ্চিত্তবিধিরো বৈয়র্থ্য হয়। এবং পূর্ব্বোক্ত অজ্ঞাত্বা ধর্ম্মশাস্ত্রাণি ইত্যাদি বচনসকলকেও অবশ্যই নিন্দার্থবাদ কহিবেন, অন্যথা ধর্ম্মশাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তের উপদেশ করিলে পাপী ব্যক্তির তৎপাপের প্রায়শ্চিত্ত উপদেশক ব্যক্তিকেও করিতে হয়, ইহা কোন শাস্ত্রে কোন নিবন্ধকর্ত্তা লিখেন নাই, অতএব ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীদিগের নিন্দার্থ ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর প্রকাশিত, শূদ্রান্নং শূদ্রসম্পর্ক ইত্যাদি বচনসকলকে তেঁহ নিন্দার্থবাদ কহিয়াছেন ও এক্ষণেও কহিবেন, কিন্তু ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীদিগের প্রতি ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীদিগের লিখিত যে, সংসারবিষয়াসক্তং ইত্যাদি তং ত্যজেদন্ত্যজং যথা ইত্যন্ত যোগবাশিষ্ঠবচন, তাহাকে তেঁহ এক্ষণে যথার্থবাদ কহিবেন কি না কি জানি, তেঁহ নিজে

পণ্ডিতাভিমানী, যদ্যপি স্বানুচর জীবগণের নিকটে অভিমানভঙ্গভয়ে না কহেন ও সে জীবেরাও কিঞ্চিদ্বোধ করিতে না [৪৫] পারেন, তথাপি অপক্ষপাতী মধ্যস্থ মহাশয়েরাও কি বোধ করিবেন না এবং ভাক্তভত্ত্বজ্ঞানী কহেন যে, ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর লিখিত যোগবাশিষ্ঠবচনের এই তাৎপর্য্য যে, সংসার বিষয়ে আসক্ত হওয়া ও আপনাকে জ্ঞানী স্বীকার করা জ্ঞানীর জন্যে নিষিদ্ধ এতাবন্মাত্র অর্থাৎ অন্ত্যজসংসর্গের ন্যায় ভাক্তভত্ত্বজ্ঞানীর সংসর্গ ভদ্রলোকের অকর্ত্তব্য, সে বচনের এ তাৎপর্য্য নহে, এ অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য প্রকাশ, কারণ, তাঁহার মতে বুঝি গুরুতল্পগ-দিগের বিষয়ে যে২ পূর্ব্বোক্ত বচন, তাহারও এইরূপ তাৎপর্য্য যে গুরুতল্পগ প্রভৃতির বধাদি হইবে না, কেবল আচার্য্যপত্নীগমনাদিই নিষিদ্ধ, কি আশ্চর্য্য, আত্মদোষক্ষালনার্থ কি শাস্ত্রের যথার্থাপলাপও করিতে হয়, পণ্ডিতাভিমানীর কি ধর্ম্মই এই, এক্ষণে মধ্যস্থ মহাশয়েরা এরূপ জ্ঞান করিবেন কি না যে, ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর নিকটেই ভাক্তভত্ত্বজ্ঞানীর নিস্তার পাওয়া ভার ইহাতে ধর্ম্মের নি[৪৬]কটে কিরূপে নিস্তার পাইবেন এবং ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীরা, তাঁহার-দিগের নিন্দা করিবার এক্ষণে কোন উপায় দেখিতে পান্ কি না? এবং অপূর্ব্বজ্ঞানিসকলকে কোন শব্দ কহিতে পারেন কি না? ইহাতে নিরুত্তর হইবেন না, স্বরূপ কথনে যদ্যপি নিরুত্তর হইতে হয়, তথাপি পরের আরোপিত দোষোৎকীর্ত্তনে বিশিষ্ট মহাশয়দিগের অবশ্যই অত্যন্ত উৎসাহবৃদ্ধি হইবেক।

ভাক্তভত্ত্বজ্ঞানীর উত্তর।—বস্তুত যোগবাশিষ্ঠের যে শ্লোক···গুণেরি আরোপ করিয়া থাকেন।

[···৪৮] **ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর প্রত্যুত্তর**।—ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর লিখিত যে সংসার-বিষয়াসক্তং ইত্যাদি যোগবাশিষ্ঠবচন, তাহার প্রকৃত অর্থই এই যে, সাংসারিক সুখে আসক্ত, অথচ আপ[৪৯]নাকে ব্রহ্মজ্ঞানী কহে, অর্থাৎ যে লোক, সুগন্ধি সুকুসুমরচিত মাল্য চন্দন দিব্য বসন ভূষণ ধারণ স্বাভিলষিত ভোজন দিব্যাঙ্গনা সম্ভোগজন্য সুখে সতত অত্যন্ত অনুরক্তচিত্তনিমিত্ত সর্ব্বদাই ব্রহ্মজ্ঞানের অনুষ্ঠানে অসক্ত ও বিরক্ত হয়, যেমন নবযুবকের রতিরসাস্বাদনে নবযুবতি বৃদ্ধ পতির প্রতি বিরক্তা, ফলতঃ যেমন নবযুবকে আসক্ত নবযুবতির বৃদ্ধ পতির প্রতি মৌখিক প্রীতি, তেমন সাংসারিক সুখে আসক্ত ভাক্তভত্ত্বজ্ঞানীর ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি মৌখিক প্রীতি মাত্র। এবং কর্ম্মকাণ্ডের অকরণার্থ আমি ব্রহ্মজ্ঞানী আমার কর্ম্মকাণ্ডে প্রয়োজন কি এই কথা কহিয়া লোকসকলকে প্রতারণা করে এতাদৃশ পাপিষ্ঠ নরাধমেরা কর্ম্ম ও ব্রহ্ম হইতে ভ্রষ্ট ও অন্ত্যজের ন্যায় ত্যজ্য অর্থাৎ উভয়বর্জ্জিত না স্বর্গ, না ব্রহ্ম পায়, ক্লীবের ন্যায় পণ্ড হয়, না পুংধর্ম্ম না স্ত্রীধর্ম্ম, অতএব সুতরাং ম্লেচ্ছাদির সংসর্গের ন্যায় তাঁহারদিগের সংস[৫০]র্গও বিশিষ্ট লোকের অকর্ত্তব্য, যেহেতু, সাংসারিকসুখাসক্তং ব্রহ্মজ্ঞোস্মীতি বাদিনং। কর্ম্মব্রহ্মোভয়ভ্রষ্টং তং ত্যজেদন্ত্যজং যথা॥ কুলার্ণবে এই প্রকার পাঠ দেখিতেছি। এবং ভাক্তভত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়ও পূর্ব্বে আপনার অপূর্ব্ব ধর্ম্মসংহিতার ২ পৃষ্ঠের ১৬ পঙ্‌ক্তিতে যোগবাশিষ্ঠবচনের তাৎপর্য্যার্থ লিখিয়াছেন, যে ব্যক্তি সংসারসুখে আসক্ত হইয়া ইত্যাদি। অতএব পূর্ব্বলিখনের বিস্মরণে যোগবাশিষ্ঠবচনের পুনর্ব্বার স্বমত রক্ষার্থ অন্যার্থ কল্পনা করিয়া যোগবাশিষ্ঠের বচনান্তর

কথনে ও নিরর্থ নানাবাক্যোচ্চারণে উন্মত্তপ্রলাপ এবং তাঁহার বস্তুতঃ অবস্তুতঃ হয় কি না? যদ্যপি প্রলাপের উত্তর প্রদানে উত্তরকর্ত্তার বাক্যও তদ্রূপ হয়, তথাপি প্রথমাবধিই অগত্যা তদ্দোষ স্বীকারে প্রলাপেরো শান্তি করা কর্ত্তব্য হয়। সে যাহা হউক, যেমন যোগবাশিষ্ঠের বহির্ব্ব্যাপারসংরম্ভ ইত্যাদি শ্লোকের উত্থাপন করিয়া জনকার্জ্জুনের দৃষ্টান্ত [৫১] দ্বারা আসক্তি ত্যাগপূর্ব্বক আপনারদিগের বৈষয়িক ব্যাপার করণ সুসিদ্ধ করিতেছেন, তেমন তন্ত্রোক্ত বচনান্তরের দ্বারা ঐ জনকার্জ্জুনের লৌকিকাচার দৃষ্টিতে কলির জ্ঞানী মহাশয়দিগের লৌকিকাচার কর্ত্তব্য, কি সন্ধ্যাবন্দনাদি পরিত্যাগ ও সাবানের দ্বারা মুখ প্রক্ষালন ক্ষুরিকর্ম্ম, ইত্যাদি লোকবিরুদ্ধ কর্ম্মই কর্ত্তব্য হয়। যথা। শিবতুল্যোঽপি যো যোগী গৃহস্থশ্চ যদা ভবেৎ। তথাপি লৌকিকাচারং মনসাপি ন লঙ্ঘয়েৎ॥ অর্থাৎ গৃহস্থ যোগী যদ্যপি শিবতুল্যও হয়েন তথাপি লৌকিকাচারের লঙ্ঘন মনেতেও করিবেন না। যদি কহেন যে, কর্ম্মীদিগের বিপরীত কর্ম্ম না করিলে কলির জ্ঞানী হওয়া হয় না, তবে যেমন জবনেরা ব্রাহ্মণাদি জাতির বিপরীত তাবৎ কর্ম্ম করে, তেমন মুক্তকচ্ছ হওয়া, দণ্ডায়মান হইয়া মূত্রত্যাগ করা ও মলমূত্রত্যাগানন্তর জলশৌচ না করা, ইত্যাদি কর্ম্মীদিগের বিপরীত কর্ম্ম করিয়া কলির সম্পূর্ণ জ্ঞানী হওয়া [৫২] তাঁহারদিগের উচিত হয় কি না? ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়েরা এ সকল কর্ম্ম বুঝি না করিয়া থাকেন, কি তাহাতেও বা পরমেশ্বরকে সাক্ষী করেন? মনের যথার্থ ভাব পরমেশ্বরই জানেন, এ অতিযথার্থ বটে, যেহেতু তেঁহ সর্ব্বান্তর্ব্বর্ত্তী, কিন্তু মনুষ্যেও বাহ্য চিহ্নের দ্বারা সে ভাব বোধ করিতে পারেন। নতুবা দুষ্ট ও শিষ্ট কিরূপে বোধ হইতেছে, হস্তপাদাদির কোন বৈলক্ষণ্য নাই, সকলেই দুষ্ট কি সকলেই শিষ্ট কেন না হয়। অতএব দুষ্টের লক্ষণ যাহাতে মনের যথার্থ ভাব বোধ হয়, তাহা শাস্ত্রে কহিতেছেন। যথা পরাশরঃ। বাহ্যৈর্বিভাবয়েল্লিঙ্গৈর্ভাবমন্তর্গতং নৃণাং। স্বরবর্ণেঙ্গিতাকারৈশ্চক্ষুষা চেষ্টিতেন চ॥ অর্থাৎ সুবোধ লোকেরা বাহ্য চিহ্নের দ্বারা দুষ্টের অন্তর্গত ভাব বোধ করিবেন, সেই বাহ্য চিহ্ন, গদ্গদস্বর বৈবর্ণ্য ইঙ্গিত আকার চক্ষুঃ ও চেষ্টা। এবং কলির জ্ঞানীদিগের অন্তর্গত ভাব যোগবাশিষ্ঠের বচনান্তরের দ্বারাও বোধ হইতেছে। [৫৩] যথা। সর্ব্বে ব্রহ্ম বদিষ্যন্তি সম্প্রাপ্তে চ কলৌ যুগে। নানুতিষ্ঠন্তি মৈত্রেয় শিশ্নোদরপরায়ণাঃ॥ অর্থাৎ পাপ কলিকাল প্রবল হইলে সকলেই মুখে আমি ব্রহ্ম জানি এই কথামাত্র কহিবেক, হে মৈত্রেয়, কিন্তু কেহ ব্রহ্মজ্ঞানের অনুষ্ঠান করিবে না, যেহেতু সকল লোক শিশ্নোদরপরায়ণ হইবেক, অর্থাৎ বেশ্যাসেবন ও স্বোদরপূরন মাত্রকেই স্বর্গসাধন করিয়া জানিবেক। এ বচনের যথার্থ লক্ষণাক্রান্ত কলির জ্ঞানী মহাশয়েরা, তাহা অপক্ষপাতী মহাশয়দিগের অগোচর কি, যদি বিশেষ অনুধাবন না করিয়া থাকেন, তবে কিঞ্চিন্মনোযোগ করিলেই অবগত হইবেন। অতএব পরমেশ্বরকে মনের যথার্থভাবে সাক্ষী করিয়া সামান্য মনুষ্যকেই প্রতারণা করা অসাধ্য ইহাতে সর্ব্বান্তর্ব্বর্ত্তী জগৎসাক্ষী যে পরমেশ্বর, তাঁহাকে কিরূপে তাঁহারা প্রতারণা করিতে ইচ্ছা করেন, এ প্রকার দুর্ব্বোধ কেবল ঈশ্বরের বিড়ম্বনা বিনা কি বোধ হইতে পারে। এবং কলির জ্ঞানী মহাশ[৫৪]য়েরা বিষয় ব্যাপারে আসক্ত, কি অনাসক্ত, এই দুয়ের অনুভবের সম্ভাবনা কি, প্রথম পক্ষেরি বিলক্ষণ অনুভব

হইতেছে, দুর্জ্জনেরা সজ্জনকে চিরকালই দুর্জ্জন কহিয়া থাকে, তাহাতে কি দুর্জ্জনের দুর্জ্জনত্ব ও সজ্জনের সজ্জনত্ব দূর হয়। উভয়ভ্রষ্ট মহাশয়েরাই চিরকাল সজ্জননিন্দক, যেমন জবনেরাই ব্রাহ্মণাদির নিন্দক, ভাক্তত্বজ্ঞানী মহাশয়ের কি দুর্বুদ্ধি, জনকাদির বৈষয়িক ব্যাপারে নিজমনঃকল্পিত নিন্দকের উল্লেখ করিয়া আপনারদিগেরো জ্ঞানিত্ব সিদ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন, যেমন সচ্চিদানন্দ শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা দৃষ্টান্ত দিয়া পরদারগমনেও দোষাভাব সিদ্ধ করিয়া থাকেন, ভাল, জিজ্ঞাসা করি, কোন গুণসাগর উত্তমের দৃষ্টান্তে কোন দোষসাগর অধমের কি দোষরাশি খণ্ডন হয়, এবং রত্নাকর সমুদ্রের সহিত ও সুধাকর চন্দ্রের সহিত কি কূপের ও জ্যোতিরিঙ্গনের কোন অংশে দৃ[৫৫]ষ্টান্ত হয়, আর ইদানীন্তন জ্ঞানীদিগের বিষয়ে জনকাদির দৃষ্টান্তের এ তাৎপর্য্য নহে যে, এঁহারা তাঁহারদিগের তুল্য, এই বাক্যের দ্বারা শিষ্টাচরণে এইরূপ বোধ হয় কি না যে, ভাক্তত্বজ্ঞানী মহাশয়দিগের মনে২ এইরূপ অভিমান আছে যে, সকল লোক আমারদিগ্‌কে জনকাদির তুল্য জ্ঞান করিয়া থাকেন, এ প্রকার ভ্রান্ত কে আছে যে, ভাক্তত্বজ্ঞানী মহাশয়দিগ্‌কে জনকাদির তুল্য জ্ঞান করে, যদ্যপি অশ্বলোম অতি নির্ম্মল এবং শূকর কুশমূলাহারীও হয়, তথাপি মলিন শ্বেত চামরের এবং অভক্ষ্যভক্ষক গোর কোন অংশে কি কথন তুল্য হইতে পারে? এবং যথার্থজ্ঞানীর বিপক্ষ কে আছে, ভাক্তত্বজ্ঞানীর বিপক্ষ সর্ব্বকালেই আছে, কিন্তু অন্য যুগের ন্যায় ক্ষত্রিয় রাজা হইলে দুর্ব্বল বিপক্ষ, কি প্রবল বিপক্ষ, তাহা বিলক্ষণরূপেই বোধ করিতেন, এবং সুজন ও দুর্জ্জন সর্ব্বকালেই আছে, সে সত্য, কিন্তু যে মহাশয়রা নারদকে দাসীপুত্র, ব্যাস[৫৬]দেবকে ধীবরকন্যাজাত, পঞ্চ পাণ্ডবকে জারজ, ব্রহ্মাকে কন্যাগামী, মহাভারতকে উপন্যাস, দেবপ্রতিমাকে মৃত্তিকা, এবং শালগ্রামকে শিলা বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন, তাঁহারা সুজন, কি দুর্জ্জন, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। এবং কোন্ দুর্জ্জন দুগ্ধকে তক্র, শর্করাকে বালুকা, শ্বেত চামরকে অশ্বলোম, সুবর্ণকে পিত্তল, পদ্মপুষ্পকে তগর, সিংহকে কুক্কুর ও অশ্বকে গর্দ্দভ বলিয়া নিন্দা করে, এবং কোন্ সুজনই বা তক্রকে দুগ্ধ, বালুকাকে শর্করা, অশ্বলোমকে শ্বেতচামর, পিত্তলকে স্বর্ণ, তগরপুষ্পকে পদ্ম, কুক্কুরকে সিংহ ও গর্দ্দভকে অশ্ব বলিয়া প্রশংসা করেন? কিন্তু কার্য্যানুরোধে দণ্ডবাহককে কর্ণধার অর্থাৎ দাঁড়ীকে মাঝি বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন, "ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীরা, তাঁহারদিগ্‌কে তৃতীয় প্রশ্নে যে, আত্মতত্বজ্ঞানী কহিয়াছেন, সেও সেইরূপ উপহাসমাত্র" তাহাতেই বুঝি, কর্ণধার সম্বোধনে দণ্ডবাহকের ন্যা[য়] [৫৭] আহ্লাদে গদগদ হইয়া ভাক্তত্বজ্ঞানী মহাশয় আপনার জ্ঞানিত্ব যথার্থ করিতে প্রাণপণ যত্ন করিতেছেন, যেমন দৈবাৎ বৃহৎ নীলের কুণ্ডে পতিত, পরমায়ুর বলে পুনরুত্থিত ধূর্ত্ত শৃগাল, আপনার দিব্য নীল বর্ণ দেখিয়া বন্য পশুগণের নিকটে আপনার প্রতি বনদেবতার অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া পশুর রাজা হইতে বহু যত্ন করিয়াছিল, কিন্তু যুগসহস্রে শত সহস্র যত্নেও কি কাক শুক, গর্দ্দভ অশ্ব, এবং কুক্কুর সিংহ হইতে পারে, এ অনর্থ চেষ্টামাত্র, যেমন সেই নীলবর্ণ শৃগাল, পশুগণকে প্রতারণা করিয়া কিঞ্চিৎ কাল পশুর রাজা হইয়া পশ্চাৎ স্বভাবদোষে নষ্ট হইয়াছিল, তেমন ভাক্তত্বজ্ঞানী মহাশয়ও স্বানুচর জীবগণের নিকটে কিঞ্চিৎ কাল জ্ঞানিত্ব

প্রকাশ করিয়া পশ্চাৎ স্বভাবদোষে সেই নীল জম্বুকের দশা প্রাপ্ত হইবেন, অথবা যেমন চটক খঞ্জনের নৃত্যশিক্ষায় যত্ন করিয়া লাভে হইতে আপনার নৃত্য বিস্মৃত হইয়াছিল, তা[৫৮]হার সেইরূপই হইবেক, এবং দুর্জন কিম্বা সুজন, দোষ ও গুণ এই উভয়ের একমাত্রের সম্ভাবনা স্থলে কি কহিয়া থাকেন ?

ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর উত্তর।—ঐ ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর লিখিত যোগবাশিষ্ঠবচনে··· অভিমান কর এ পৃথক্ কথা ॥

[···৫৯] **ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর প্রত্যুত্তর**।—ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয় প্রথমতঃ স্বীকার করেন যে, যে ব্যক্তি বিষয়সুখে আসক্ত অথচ কহে যে, আমি ব্রহ্মজ্ঞানী সে সুতরাং কর্ম্মব্রহ্মো-ভয়ভ্রষ্ট, অতএব সে অন্ত্যজের ন্যায় ত্যজ্য, পশ্চাৎ কহেন, যে ব্যক্তি ব্রহ্মকে না জানে সেই কহে যে, আমি ব্রহ্মকে জানি, কিন্তু যে ব্যক্তি জানে, সে কদাচ কহে না, তবে দুর্জ্জন ও খলেরা মিথ্যা অপবাদ দেয় যে, তুমি আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞানী কহিয়া থাক। ভাল, জিজ্ঞাসা করি, এই কপট বাক্যের দ্বারা এই বোধ হয় কি না যে, ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয় আপনাকে আপনি ব্রহ্মজ্ঞানী কহিতেছেন, অতএব তেঁহ উভয়ভ্রষ্ট ও ত্যজ্য হয়েন কি না ? এবং সেই অপবাদ যথার্থবাদ হয় কি না ? এবং যথার্থবক্তা দুর্জ্জন ও খল কি, যে যথার্থবক্তাকে দুর্জ্জন ও খল কহে, সেই দুর্জ্জন ও খলের মধ্যে অতি[৬০]পূর্ব্ব হয় ? অপক্ষপাতী মহাশয়েরা যথার্থ বিবেচনা করিবেন, যদি কহেন, যে না জানে, সেই কহে, যে জানে, সে কহে না, এ বাক্যের এ তাৎপর্য্য নহে যে, আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞানী কহা, কিন্তু যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানীর স্বরূপ বর্ণনমাত্র, তবে সে কথান্তর, এ কারণ অসম্বদ্ধ প্রলাপ মাত্র, এবং দুর্জ্জন খলে মিথ্যা অপবাদ দেয় যে, তুমি আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞানী কহিয়া থাক, এই ক্রোধোক্তি অনর্থ এবং তেঁহ যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী হইলেও এই ক্রোধোক্তি করিতেন না। যদি তত্ত্বজ্ঞানীর ন্যায় দুই চারি কথা কহিলেই যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী হয়, তবে কে না হইতে পারে ? এবং চৈত্রোৎসব সময়ে ইতর লোকসকলকেও যথার্থ সংন্যাসী কেন না কহা যায় ? এবং বেশমাত্রধারী হইলেও তাহার সেইরূপ হয়, যেমন এক মেষপালক, ব্যাঘ্র হইতে মেষগণ রক্ষণার্থ রাত্রিযোগে কৃষ্ণবর্ণ কম্বলে সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টিত করিয়া মহিষবেশধারী হইয়া বহুকাল মেষ রক্ষা করিত, পশ্চাৎ এক সুবুদ্ধি ব্যাঘ্র কর্তৃক [৬১] সেই মেষগণের সহিত সেই মেষপালক ভক্ষিত হইয়াছিল, সে যাহা হউক, শম, দম, উপরম, তিতিক্ষা, সমাধান, শ্রদ্ধা, অমান ও অদম্ভ ইত্যাদি সকল বিষয় জ্ঞানীদিগের সাধনাবস্থায় যত্নসাধ্য এবং সিদ্ধাবস্থায় স্বভাবসিদ্ধ হয়, তাহা গীতা ও তাহার টীকাকার শ্রীধরস্বামিকর্তৃক বর্ণিত আছে, কিন্তু যদি ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়ের অপূর্ব্ব ধর্ম্মসংহিতার ১১ পৃষ্ঠে ১১ পঙ্‌ক্তিতে লিখিত প্রণব ও গায়ত্রী এই দুই নিগূঢ় শাস্ত্রে নঞ্‌পূর্ব্ব শমদমাদি কলির জ্ঞানীদিগের সাধনাবস্থায় যত্নসাধ্য এবং সিদ্ধাবস্থায় স্বভাবসিদ্ধ হয়, তবে কলির জ্ঞানী মহাশয়দিগ্‌কে ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী কহিয়া নিন্দা করা ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীদিগের অতি অনুচিত, অতএব তাঁহারদিগ্‌কে ভাক্ত-তত্ত্বজ্ঞানীরো অধম কহা যায় না, যেহেতু, তাঁহারদিগের প্রণবাদি নিগূঢ় শাস্ত্রের নিগূঢ় অর্থের অনুসারে বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী অপ্রসিদ্ধ হয়। পরন্তু প্রথমতঃ বেদান্তে

ব্রহ্মজিজ্ঞা[৬২]সার অধিকারীর লক্ষণ কহিয়াছেন। যথা। ইহামুত্র ফলভোগবিরাগনিত্যানিত্যবস্তুবিবেকশমাদিসাধনষট্‌কসম্পন্নমুমুক্ষুত্বানি অধিকারিবিশেষণানি। অর্থাৎ যে জন ইহলোকে ও পরলোকে ফলভোগকামনারহিত এবং এই পদার্থ নিত্য, এই পদার্থ অনিত্য, এইরূপ বস্তুবিবেচনাকর্ত্তা এবং শম, দম, উপরম, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা, এই সাধনষট্‌কবিশিষ্ট এবং মুমুক্ষু হয়েন, তেঁহ ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী। জ্ঞানসাধনের প্রকার ভগবদ্‌গীতার ত্রয়োদশাধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন। যথা। অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জ্জবং। আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ॥ ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ। জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনং॥ অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু। নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু॥ ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্য[৬৩]ভিচারিণী। বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জ্জনসংসদি॥ অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনং। এতজ্‌জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা॥ অর্থাৎ যে ব্যক্তি জ্ঞানসাধক হয়েন, তেঁহ অভিমান, দম্ভ ও হিংসা পরিত্যাগ করিবেন, ক্ষমাশীল ও সরলান্তঃকরণ হইবেন এবং শুচি, স্থিরচিত্ত ও সংযত হইয়া আচার্য্যের উপাসনা করিবেন। ইন্দ্রিয়ের বিষয়সকলে বৈরাগ্যবিশিষ্ট ও নিরহঙ্কার হইবেন, এবং পুনঃ পুনঃ জন্ম, মৃত্যু, জরা, নানা ব্যাধি ও নানা দুঃখ, এইরূপে সংসারের নানা দোষ দর্শন করিবেন। স্ত্রী পুত্র গৃহাদিতে প্রীতি ত্যাগ ও পুত্রাদির সুখে ও দুঃখে সুখদুঃখ ত্যাগ করিবেন এবং ইষ্ট ও অনিষ্ট উভয়েতেই সমভাব হইবেন। ব্রহ্মরূপ আমাতে অনন্যচিত্তে অচলা ভক্তি, শুদ্ধ নিভৃত স্থানে বসতি, প্রাকৃত জনসভাতে অরতি, অধ্যাত্মজ্ঞানে নিত্যত্বজ্ঞান এবং তত্ত্বজ্ঞানের অর্থ দর্শন করিবেন, এই সকল জ্ঞানের প্রকার, ইহার [৬৪] বিপরীত জ্ঞানবিরোধী যে মান ও দম্ভ প্রভৃতি তাহা সর্ব্বথা ত্যাজ্য। এবং ভগবদ্‌গীতার দ্বিতীয়াধ্যায়ে তত্ত্বজ্ঞানীর লক্ষণ এইরূপ কথিত আছে। যথা। দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ। বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্ম্মুনিরুচ্যতে॥ অর্থাৎ দুঃখেতে অনুদ্বিগ্নচিত্ত, সুখেতেও নিস্পৃহ, বিষয়ানুরাগশূন্য, অভয়, অক্রোধ, এবং মুনি অর্থাৎ মৌনশীল যে মনুষ্য, তাঁহার নাম স্থিতধী অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানী। এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তির প্রকারও ভগবদ্‌গীতার অষ্টাদশাধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন। যথা। সিদ্ধিপ্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে। সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা॥ বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ। শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ॥ বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্‌কায়মানসঃ। ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥ অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহং। বিমুচ্য নি[৬৫]র্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, স্ব স্ব জাতীয় কর্ম্মের দ্বারা সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মোপাসকের যেরূপে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়, তাহা শ্রবণ কর, জ্ঞানের যে উৎকৃষ্টা নিষ্ঠা, তাহা তোমাকে সংক্ষেপে কহি, সাত্ত্বিক বুদ্ধিযুক্ত হইয়া সাত্ত্বিক ধৈর্য্যাবলম্বনে নিশ্চলা বুদ্ধি করিয়া শ্রবণাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের শব্দাদি পঞ্চ বিষয় এবং তাহাতে রাগ ও দ্বেষ ত্যাগ করিবেন, পশ্চাৎ শুদ্ধদেশবাসী, লঘ্বাশী, সংযতবাক্য, সংযতকায়, সংযতমানস, ব্রহ্মধ্যানে তৎপর এবং সর্ব্বদা বৈরাগ্যাবলম্বী হইয়া অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও প্রতিগ্রহাদি ত্যাগ করিয়া মমতাশূন্য, শান্তিরসে পরিপূর্ণ হইলে ব্রহ্মাহং

অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম এইরূপ নিশ্চলমতি হইয়া স্থির হইবার যোগ্য হয়েন। অতএব এই সকল দৃঢ়তর শাস্ত্রপ্রমাণের অনুসারে কলির জ্ঞানী মহাশয়েরা ভাক্ত, কি অভাক্ত হয়েন? অপক্ষপাতী মহাশয়দিগের কি বোধ হয়? ভাক্তই বোধ হইবেক, যেহেতু তাঁহারা আপনারদিগের [৬৬] না অধিকারাবস্থা, না সাধনাবস্থা, না সিদ্ধাবস্থা, এক অবস্থাও স্বীকার করিতে পারিবেন না, এ কি দুরবস্থা, যদ্যপি পরমেশ্বরকে সাক্ষী করা, এই এক প্রকার প্রতারণার উপায় তাঁহারদিগের আছে, তাহাতেই প্রথমাবস্থায় অবোধ লোকদিগের নয়নে ধূলি প্রক্ষেপ করেন, তথাপি অপক্ষপাতী সুবোধ লোকদিগের নিকটে কিরূপে প্রতারণা করিবেন, পূর্ব্বেও শ্রীগুরুগোপেশ্বর প্রভৃতি অনেক প্রতারক ছিল, তাহারদিগের প্রতারণাই বা কোন্ সুবোধ লোকদিগের অবোধ হইয়াছিল, তাহারদিগের নিকটে এঁহারা কোন্ কীটস্থ কীট হইবেন এবং লজ্জায় জলাঞ্জলি প্রদান না করিলেই বা সাধনাবস্থার স্বীকার কিরূপে করিবেন, যদ্যপি অপক্ষপাতী মহাশয়েরা কহেন যে, তাঁহারা কি আজি: লজ্জাকে জলাঞ্জলি দিয়াছেন, না অনেক কাল দিয়াছেন, তথাপি সিদ্ধাবস্থায় মুনি শব্দ শ্রবণে অবশ্যই মৌনী হইবেন, কিন্তু তাহাতে অপক্ষপাতী মহাশয়েরা মৌনং সম্মতিলক্ষণং, এই বচন দৃষ্টি[৬৭]তে সিদ্ধাবস্থায় তাঁহারদিগের স্বীকার করা বোধ করিবেন না, যেহেতু অজপালকে তুরঙ্গবলের আধিপত্য কদাচ সম্ভব হয় না, তবে যে তাঁহারা ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তিস্বরূপ অত্যুচ্চ ফলের গ্রহণেচ্ছায় অতি সুগম বোধে পুনঃ পুনঃ হস্তোত্তোলন করেন তাহাতে কেবল হাস্যাস্পদ হওয়া এবং উভয়ভ্রষ্টতার দৃঢ়তা করা বিনা কি বোধ হইতে পারে?

ভাক্তওত্ত্বজ্ঞানীর উত্তর।—কোন এক বৈষ্ণব যে আপন···নিন্দিত করিয়া জানিবেন কি না?

[৬৮] **ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর প্রত্যুত্তর**।—প্রথমতঃ ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীদিগের পূর্ব্বোক্ত লিখনানুসারে ভাক্ত বৈষ্ণব ও ভাক্ত শাক্ত খপুষ্পের ন্যায় অলীক; দ্বিতীয়তঃ কি বৈষ্ণব, কি শাক্ত, যে কোন উপাসক যদি নানাবেশধারী নটের ন্যায় ও মায়াবী রাক্ষসের ন্যায় কোন ব্যক্তিকে কখন বামাচারী, কখন ভোগী, কখন যোগী, কখন বা ব্রহ্মজ্ঞানী দেখিয়া অঙ্কুশাঘাতের দ্বারা মত্ত হস্তিমূর্খের দর্পশান্তির ন্যায়, দুর্জ্জনের দৌর্জ্জন্য শান্তির নিমিত্ত প্রিয় বচনের দ্বারা উপদেশ না করিয়া অপ্রিয় ভয়প্রদর্শন বচনের দ্বারা উপদেশ করেন এবং স্ব স্ব শক্তির অনুসারে স্ব স্ব ধর্ম্মানুষ্ঠানেও রত থাকেন, তবে সেই বৈষ্ণব আদি উপাসকেরা যথার্থ বৈষ্ণবাদি এবং ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী ও সর্ব্বজনহিতৈষী না হইয়া ভাক্তবৈষ্ণবাদি ও নিন্দকের মধ্যে অতিশয় নিন্দিত কিরূপে হয়েন? এবং যেমন কলির জ্ঞানী মহাশয়েরা যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী না হইয়া আপনারদিগ্‌কে যথার্থ তত্ত্ব[৬৯]জ্ঞানী করিয়া মানেন, তেমন বৈষ্ণবাদি উপাসকেরা, ভাক্ত বৈষ্ণবাদি না হইয়া আপনারদিগ্‌কে ভাক্ত বৈষ্ণবাদি কিরূপে মানিতে পারেন? এবং অভাক্ত উপাসকদিগের অভিমান করা সর্ব্বথা অসম্ভব, যেহেতু ভাক্তদিগেরই অভিমান অঙ্গের ভূষণ ও জীবনধন এবং যদ্যপি বৈষ্ণবাদি পঞ্চোপাসক আপনার২ উপাসনায় সর্ব্ব অনুষ্ঠান করিতে অশক্ত হয়েন, তথাপি পাপক্ষয় ও মোক্ষপ্রাপ্তি তাঁহারদিগের অনায়াসলভ্য, যেহেতু

বিষ্ণু প্রভৃতি পঞ্চ দেবতার নাম স্মরণমাত্রেই সর্ব্বপাপক্ষয় ও অন্তে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। যথা কাশীখণ্ডে। উমানামামৃতং পীতং যেনেহ জগতীতলে। ন জাতু জননীস্তন্যং স পিবেৎ কুম্ভসম্ভব॥ উমেতি দ্ব্যক্ষরং মন্ত্রং যোহহর্নিশমনুস্মরেৎ। ন স্মরেৎ চিত্রগুপ্তস্তং কৃতপাপমপি দ্বিজ॥ অর্থাৎ হে অগস্ত্য, যে ব্যক্তি এই জগতীতলে উমানামস্বরূপ অমৃত পান করিয়াছেন, তেঁহ কদাচ জননীর স্তনপান করেন না। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা [৭০] উমা এই দ্ব্যক্ষর মন্ত্র স্মরণ করেন, তেঁহ পাপী হইলেও চিত্রগুপ্ত তাঁহাকে স্মরণ করেন না। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে। শিবেতি শব্দমুচ্চার্য্য লভেৎ সর্ব্বশিবং নরঃ। পাপঘ্নো মোক্ষদো নৃণাং শিবস্তেন প্রকীর্ত্তিতঃ॥ শিবেতি চ শিবং নাম যস্য বাচি প্রবর্ত্ততে। কোটিজন্মার্জ্জিতং পাপং তস্য নশ্যতি নিশ্চিতং॥ অর্থাৎ শিব এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া মনুষ্য সর্ব্বকল্যাণভাজন হয়েন, যেহেতু শিব মনুষ্যদিগের পাপনাশ ও মোক্ষ দান করেন, সেই হেতু তেঁহ শিবনামে খ্যাত হয়েন। যে ব্যক্তির মুখ হইতে শিব এই শুভদায়ক নাম নির্গত হয়, তাঁহার কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ তৎক্ষণাৎ অবশ্য নষ্ট হয়। পদ্মপুরাণে। পরদাররতঃ পাপী পরহিংসাপকারকঃ। মুক্তিমায়াতি সংশুদ্ধো হরের্নামানু-কীর্ত্তনাৎ॥ নাম্নোঽস্য যাবতী শক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ। তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকী জনঃ॥ মহাভারতে। কৃষ্ণেতি ম[৭১]ঙ্গলং নাম যস্য বাচি প্রবর্ত্ততে। ভস্মীভবন্তি রাজেন্দ্র মহাপাতককোটয়ঃ॥ অর্থাৎ পরদাররত পাপী পরহিংসক ও পরাপকারক যে মনুষ্য, সেও হরির নামানুকীর্ত্তনে নিষ্পাপ হইয়া মুক্ত হয়, পাপহরণে হরিনামের যত শক্তি, পাতকী জন তত পাপ করিতে শক্ত হয় না। হে রাজেন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ এই মঙ্গল নাম যে ব্যক্তির মুখ হইতে নির্গত হয়, তাঁহার কোটি২ মহাপাতক ভস্মত্ব পায়। ভবিষ্যোত্তরে। দ্বাদশাদিত্য-নামানি প্রাতঃকালে পঠেন্নরঃ। সর্ব্বপাপবিমুক্তাত্মা দুঃস্বপ্নঞ্চ বিনশ্যতি॥ যঃ স্মরেৎ প্রাতরুত্থায় ভক্ত্যা নিত্যমতন্দ্রিতঃ। সৌখ্যমায়ুস্তথারোগ্যং লভতে মোক্ষমেবচ॥ অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে দ্বাদশ আদিত্যের নাম পাঠ করেন, তেঁহ সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়েন ও তাঁহার দুঃস্বপ্ন নষ্ট হয়। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক নিত্য দ্বাদশ আদিত্যের স্মরণ করেন, তাঁহার সুখ, আয়ুঃ, আরোগ্য ও মোক্ষ হয়। স্কান্দে গণেশং প্রতি শিববাক্যং। শ্রুত্বা স্তুতিং [৭২] মহাপুণ্যাং স্মৃত্বৈতান্ বিঘ্ননায়কান্। জন্তুর্বিঘ্নৈর্ন বাধ্যেত পাপেভ্যোহি প্রহীয়তে॥ যে ত্বাং স্মরন্তি করুণাময় বিশ্বমূর্ত্তে সর্ব্বৈনসামপি ভুবো ভুবি মুক্তিভাজঃ। তেষাং সদৈব হরসীহ মহোপসর্গান্ স্বর্গাপবর্গমপি সংপ্রদদাসি তেভ্যঃ॥ অর্থাৎ হে গণেশ, সর্ব্ববিঘ্ন-নায়কদিগের মহাপুণ্যজনক স্তব শ্রবণ ও তাঁহারদিগ্‌কে স্মরণ করিয়া জীব সকল বিঘ্ন হইতে ও পাপ হইতে মুক্ত হয়। হে করুণাময়, যাঁহারা তোমাকে স্মরণ করেন, তাঁহারা সর্ব্বপাপের আলয় হইলেও মুক্তিভাজন হয়েন এবং তাঁহারদিগের উপসর্গসকল নষ্ট হয় এবং তুমি তাঁহার-দিগ্‌কে স্বর্গ ও অপবর্গও প্রদান কর।

ভাক্তত‍ত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়, জ্ঞান ও কর্ম্ম এই দুইকে অনুগ্রহপূর্ব্বক তুল্যরূপে স্বীকার করিয়া আপনার আপাদ মস্তক পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গে লিপ্ত দোষপঙ্কের প্রক্ষালনার্থ বহু যত্ন করিয়া উপায়ান্তর না দেখিয়া বৃশ্চিকভয়ে পলায়মান ব্যক্তির ভ্রান্তি[৭৩]প্রযুক্ত সর্পমুখে পতনের ন্যায় পশ্চাৎ

জ্ঞানের প্রতি করুণাবলোকনপূর্ব্বক কর্ম্ম হইতে জ্ঞানের উত্তমত্ব স্বীকার করিয়া নিজ দোষপঙ্ক প্রক্ষালনে পুনর্ব্বার বহু যত্ন করিতেছেন, কিন্তু তাহাতে সেই দোষপঙ্ক কেবল বজ্রলেপ ও অন্তর্নাড়ী পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইবেক, যেমন কোন ব্যক্তি কেশাগ্র পর্য্যন্ত আর্দ্র মলে লিপ্তনিমিত্ত পশ্চাৎ তাহার প্রক্ষালনের প্রয়াসে ব্যগ্রচিত্ত হইয়া অঙ্গুষ্ঠমাত্রপ্রমাণ জলে আচ্ছন্ন মহাপঙ্ক হ্রদে ঝম্প প্রদান করিলে তাহাতে প্রক্ষালনের বিষয় কি, বরঞ্চ সেই আর্দ্র মল নব দ্বারের দ্বারা তাহার অন্তরেও প্রবিষ্ট হয়। ভাল, ক্ষতি কি, যদি সে পথেও তাঁহারদিগের সর্ব্বাঙ্গলিপ্ত মলপঙ্কের প্রক্ষালন হয়, তবে তাহাতেও অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয়, যেহেতু যেমন পাপীদিগের পাপমোচনার্থ পরমেশ্বর প্রায়শ্চিত্তের ও পুণ্যতীর্থের সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমন ধর্ম্মসংস্থাপনা-কাঙ্ক্ষিসকলকেও তন্নিমিত্তই সৃষ্টি করিয়াছেন, তবে যে ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়েরা মধ্যে২ [৭৪] সেই সকল ব্যক্তিকে ভাবান্তরে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী বলিয়া উপহাস করেন, সে তাঁহারদিগের তামস স্বভাবপ্রযুক্ত, তামসিকদিগের ধর্ম্মই এই যে, কুসঙ্গ কুব্যবহার ও ধার্ম্মিক লোক দেখিলে উপহাস করা, কিন্তু ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীরা তাহাতে তাঁহারদিগের প্রতি অসন্তুষ্ট নহেন, কারণ ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়েরা শ্রীজগন্নাথদেবকেই নিম্বকাষ্ঠ কহিয়া ব্যঙ্গ করিয়া থাকেন এবং শ্রীশালগ্রামচন্দ্রকেও ভস্ম করিয়া চূর্ণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাতে ধর্ম্ম-সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীদিকে উপহাস করা তাঁহারদিগের কোন্ বিচিত্র, বরঞ্চ ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীরা তাঁহারদিগের মঙ্গলার্থে প্রতিনিয়ত ধর্ম্মের নিকটে এই প্রার্থনা করিতেছেন যে, হে ধর্ম্ম, এই দুষ্টান্তঃকরণ দুর্জ্জনদিগের দুঃস্বভাব দূর কর।

ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর উত্তর।—জ্ঞান ও কর্ম্ম এই দুইকে সমানরূপে···আত্মজ্ঞান তাহা হইতে মুক্তি হয়।

[৭৮] **ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর প্রত্যুত্তর।**—যদ্যপি জ্ঞানের প্রাধান্য মন্বাদিবচনে কথিত আছে, তথাপি কর্ম্ম ব্যতিরেকে জ্ঞান হইতে পারে না, অতএব কর্ম্মবিষয়ে ভগবদ্গীতাতে শ্রীভগবানের বাক্য। যথা। ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে। ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥ অর্থাৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে পুরুষের কদাচ জ্ঞান জন্মে না এবং কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি বিনা কেবল সন্ন্যাসেও মোক্ষপ্রাপ্তি হয় না। অতএব যোগবাশিষ্ঠেও সেইরূপ দৃষ্ট হইতেছে। যথা। উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণাং গতিঃ। তথৈব জ্ঞানকর্ম্মভ্যাং সিদ্ধির্ভবতি নান্যথা॥ অর্থাৎ যেমন উভয় পক্ষের দ্বারা পক্ষিগণের আকাশে গতি হয়, তেমন জ্ঞান ও কর্ম্ম এই উভয় পক্ষের দ্বারাই মনুষ্যদিগেরও মোক্ষপ্রাপ্তি হয়, নতুবা হয় না। অতএব ভগবদ্গীতাতে পুনর্ব্বার শ্রীভগবানের বাক্য। যথা। য[৭৯]জ্ঞো দানং তপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ। যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাং॥ এতান্যপি হি কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ। কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমং॥ নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে। মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ৷ স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ॥ কার্য্য-মিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন। সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ॥

অর্থাৎ যজ্ঞ দান ও তপস্যা ইত্যাদি কর্ম্ম কদাচ ত্যাজ্য নহে, অবশ্যই কর্ত্তব্য, যেহেতু যজ্ঞাদি কর্ম্ম বিবেকীদিগের চিত্তশুদ্ধির কারণ হয়। এই সকল কর্ম্ম কর্তৃত্বাভিমান ও ফলকামনা ত্যাগ করিয়া অবশ্যই কর্ত্তব্য, হে অর্জ্জুন, আমার এই মতই উত্তম। কর্ম্মের পরিত্যাগ কর্ত্তব্য নহে, যদি মোহপ্রযুক্ত পরিত্যাগ করে তবে সে ত্যাগকে তামস কহা যায়। কর্ম্ম দুঃখ-[৮০]জনক হয়, এই দুর্ব্বুদ্ধিপ্রযুক্ত কায়ক্লেশভয়ে যদি কর্ম্ম ত্যাগ করে, তবে সে ত্যাগকে তামস ত্যাগ কহা যায়, তাহাতে ত্যাগের ফল হয় না। হে অর্জ্জুন, কর্ম্ম অবশ্যই কর্ত্তব্য, এই জ্ঞান করিয়া কর্তৃত্বাভিমানশূন্য ফলকামনারহিত হইয়া যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহার নাম সাত্ত্বিক ত্যাগী এবং সেই ত্যাগকেই সাত্ত্বিক কহা যায়, ফলতঃ কর্ম্মের অকরণের নাম কর্ম্মত্যাগ নহে, কিন্তু কর্তৃত্বাভিমান ফলকামনাশূন্য হইয়া যে কর্ম্মকরণ, তাহার নাম কর্ম্মত্যাগ। অতএব ভগবদ্গীতার তৃতীয়াধ্যায়ে অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের উপদেশ। যথা। তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর। অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ॥ যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্ত-দেবেতরো জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥ ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন। নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি॥ যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্য-[৮১] তন্দ্রিতঃ। মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥ উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহং। সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥ সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত। কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাঽসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহং॥ অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, সেই হেতু নিষ্কাম হইয়া সর্ব্বদা অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে বিহিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, যেহেতু নিষ্কাম কর্ম্ম করিলে মনুষ্যের চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে২ আচরণ করেন ইতর লোকেও সেই২ আচরণ করে এবং শ্রেষ্ঠ লোক যাহাকে প্রমাণ করেন, অন্য লোকও তাহারই পশ্চাৎবর্ত্তী হয়। আমার কর্ত্তব্য কোন কর্ম্ম নাই এবং ত্রিভুবনেও অপ্রাপ্ত কোন বস্তু নাই যে তাহার প্রাপ্তির নিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করিব, তথাপি আমিও কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছি। যদি আমি কর্ম্ম না করি, তবে কায়ক্লেশভয়ে কেহ কর্ম্ম করিবেক না, সকলেই আমার ব্যবহারের [৮২] পশ্চাৎবর্ত্তী হইবেক। আমি কর্ম্ম না করিলে কোন লোক কর্ম্ম করিবেক না। তবে ক্রমে কর্ম্মলোপে বর্ণসঙ্কর হইয়া তাবৎ লোক নষ্ট হইবেক। যেমন অজ্ঞানী লোকেরা ফলকামনায় কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তেমন জ্ঞানী লোকেরাও লোকসংগ্রহের নিমিত্ত নিষ্কাম হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন। অতএব ভগবদ্গীতার চতুর্থাধ্যায়ে শ্রীভগবদ্বাক্য। এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ। কুরু কর্ম্মাণি তস্মাৎ ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতং॥ অর্থাৎ এই প্রকার জ্ঞান করিয়া পূর্ব্বের মুমুক্ষু লোকেরাও কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছেন, হে অর্জ্জুন, অতএব তুমি কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, পূর্ব্বে জনকাদিও কর্ম্ম করিতেন, অতএব ভগবদ্গীতার পঞ্চমাধ্যায়ে অর্জ্জুনের প্রশ্ন। শ্রীভগবানের উত্তর। অর্জ্জুন উবাচ। সন্ন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি। যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতং॥ অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কৃষ্ণ, আমি তোমার মুখে সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ শ্রবণ করিলাম, [৮৩] কিন্তু এই দুয়ের মধ্যে যে উত্তম শ্রেয়স্কর হয় তাহা আমাকে নিশ্চয় করিয়া কহ। শ্রীভগবানুবাচ।

সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ। তয়োর্হি কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে॥ শ্রীভগবান্ উত্তর করিলেন, হে অর্জ্জুন, সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ এই উভয়ই মোক্ষসাধন, কিন্তু তাহার মধ্যে সন্ন্যাস হইতে কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ হয়। এই সকল শাস্ত্রপ্রমাণের অনুসারে কর্ম্মের আবশ্যকতা ও উত্তমতা এবং কর্ম্মী ও ভাক্তকর্ম্মত্যাগী এই উভয়ের মধ্যে কাহার উৎকৃষ্টতা হয়, তাহা অপক্ষপাতী মহাশয়েরাই বিবেচনা করিবেন, যেহেতু নিষ্কাম কর্ম্মের মোক্ষসাধনত্ব ভগবদ্গীতা কহেন। কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ। জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ং॥ অর্থাৎ বুদ্ধিযুক্ত পণ্ডিত লোকেরা কর্ম্মজন্য ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করতঃ জন্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়েন। এবং কর্ম্মজন্য স্বর্গাদি ভোগাভা[৮৪]বপ্রযুক্ত বিষ্ণুপ্রীত্যর্থ কর্ম্মও বন্ধনের হেতু হয় না, অতএব বিষ্ণুপ্রীত্যর্থ কর্ম্মেরও মোক্ষসাধনত্ব ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ কহিয়াছেন। যথা। যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ। তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥ অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, যে কর্ম্ম বিষ্ণুপ্রীতিকামনায় কৃত না হয়, সেই কর্ম্মেই লোক কর্ম্মবন্ধনগ্রস্ত হয়, ফলতঃ বিষ্ণুপ্রীতিকামনায় কৃত কর্ম্ম মোক্ষসাধন, অতএব তুমি কর্তৃত্বাভিমানশূন্য হইয়া বিষ্ণুপ্রীত্যর্থ কর্ম্ম কর। অতএব মোক্ষধর্ম্মে অকামনার ও বিষ্ণুপ্রীতিকামনার তুল্যত্ব দর্শন হইতেছে। যথা। নিষ্কামঃ কুরু কর্ম্মেহাতঃ কৈবল্যঞ্চেদিচ্ছসি তাত। কুরু বা বিষ্ণুপ্রীত্যৈ কর্ম্ম ভাবি তদৈবহি নিত্যং শর্ম্ম॥ অর্থাৎ হে তাত, তুমি যদি কৈবল্যের ইচ্ছা কর, তবে নিষ্কাম অথবা বিষ্ণুপ্রীতিকাম হইয়া কর্ম্ম কর, তাহাতেই তোমার নিত্যসুখ হইবেক। বস্তুতঃ ভাক্তত্বজ্ঞানী মহাশয়দিগের না কর্ম্মজন্য [৮৫] সুখবোধ, না জ্ঞানজন্য সুখবোধ আছে, তাঁহারা উভয়ভ্রষ্ট, না জানেন কর্ম্মীর ফল, না জানেন জ্ঞানীর ফল, অতএব তাঁহারদিগের কর্ম্মের ও জ্ঞানের এবং কর্ম্মীর ও জ্ঞানীর যে বিশেষ বিবেচনা করা, সে কেবল শুকপক্ষীর রাধাকৃষ্ণ২ বাক্যের ন্যায়, বরঞ্চ তাহাতে তাঁহারদিগের সেইরূপ হাস্যাস্পদ হইতে হয়, যেরূপ এক কপর্দ্দকের বণিক্, কুবেরের ধনসংখ্যায় বাঞ্ছা করিলে এবং হস্তমাত্রপরিমিত জলে কেশাগ্র পর্য্যন্ত মগ্ন হয় যে ব্যক্তির, সে সমুদ্রজলের পরিমাণ করিতে উদ্যত হইলে এবং এক শূকর আপনার চতুষ্পাদ্ দর্শন করিয়া আপনাকে দ্বিপাদ্ মনুষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ ও চতুষ্পাদ্ হস্তীর সমান কহিলে হাস্যাস্পদ হয়। এ দৃষ্টান্ত দিবার এই তাৎপর্য্য মাত্র যে, কেবল শ্রুতির আবৃত্তি মাত্রেই লোক তত্ত্বজ্ঞানী হয় না, তাহা হইলে এক্ষণে ম্লেচ্ছেরাও তত্ত্বজ্ঞানী হইতে পারে, যেহেতু এক্ষণে অনেক ম্লেচ্ছেই শ্রুতির আবৃত্তি করিয়া থাকে, ম্লেচ্ছদি[৮৬]গের নিকটে বেদ যদ্রূপ কম্পান্বিতকলেবর হন, অল্পবিদ্য ব্যক্তির নিকটেও তদ্রূপ। অতএব স্মৃতিঃ বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি। অর্থাৎ অল্পশ্রুত, ফলতঃ অল্পবিদ্য মনুষ্য বেদের ব্যাখ্যা করিতে উদ্যত হইলে বেদের সর্ব্বাঙ্গে কম্পজ্বর হয়, যেহেতু বেদের মনে এই ভয় জন্মে যে, এই অল্পবিদ্য দাম্ভিকশিরোমণি অসদর্থকল্পনাস্বরূপ শাণিত খড়্গের দ্বারা আমাকে এক্ষণে প্রহার করিবেক।

পরন্তু যোগী তিন প্রকার হয়, যোগারূঢ়, যুক্ত ও পরম। অপ্রতিষ্ঠিত শব্দের অর্থ

যোগারূঢ়। কি আশ্চর্য্য, ভাক্তত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়, মনেং আপনি পরমযোগী হইয়া অনুচর মহাশয়সকলকে অপ্রতিষ্ঠিত নামে প্রসিদ্ধ করিয়া তাহাতে কৌতুকাবিষ্ট হইয়া তাঁহারদিগের লোভ প্রদর্শনার্থ আকাশের চন্দ্র হস্তে প্রদানের ন্যায় পুনর্ব্বার যোগভঙ্গেও উৎকৃষ্ট ফল শ্রবণ করাই[৮৭]তেছেন যে, অপ্রতিষ্ঠিত যোগী যোগভ্রষ্ট হইলেও সেই পুণ্যকারী ব্যক্তির কদাচ দুর্গতি হয় না, বরঞ্চ পূর্ব্বদেহত্যাগানন্তর পুণ্যকারী ব্যক্তির লোকে বহুকাল বাস করিয়া পশ্চাৎ শুচি অথচ শ্রীমান্ যে লোক, তাঁহার গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। ভাল, যদি নগরান্তবাসী মহাশয়ের বাক্‌সিদ্ধির গুণে যাহাকে যাহা কহেন, সে তাহাই হয়, তবে অনুচর মহাশয়সকলকে অপ্রতিষ্ঠিত যোগী কহিয়া কেন অধম কল্পে পতিত করেন, আরও কিঞ্চিৎ লজ্জা ভয় পরিত্যাগ করিলেই তাঁহারদিগেরো উত্তম মধ্যম কল্প হইতে পারে, কলির প্রথমাবস্থাতেই এই পর্য্যন্ত বাক্‌সিদ্ধি হইয়াছে, বুঝি মধ্যাবস্থাতে তাঁহার বাক্‌সিদ্ধির প্রভাবে অনুচর মহাশয়েরাও বা গুরুপদে অভিষিক্ত হয়েন, কিন্তু শাস্ত্র দৃষ্টি করিলে প্রমাদ ঘটিবে, প্রধান ভাক্তত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়েরি নিজে অধম কল্পেও স্থান পাওয়া ভার হইবে, তাহাতে অনুচর মহাশয়েরা কোন্ কল্পে স্থান পাইবেন, তাঁ[৮৮]হার বিশ্বাসঘাতকতা ও মতের অস্থিরতাপ্রযুক্ত ম্লেচ্ছদিগের কল্পেও স্থান প্রাপ্তির সন্দেহ। ভগবদ্-গীতাতে শ্রীভগবান্ জ্ঞানীর লক্ষণ কহিতেছেন। যথা। যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনু-সজ্জতে। সর্ব্বসংকল্পসংন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে॥ জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ॥ যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে। নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা॥ আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন। সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥ অর্থাৎ যে কালে যে মনুষ্য ইন্দ্রিয়ের বিষয়সকলে ও কর্ম্মে আসক্ত না হন ও সর্ব্বসঙ্কল্প ত্যাগ করেন, সে কালে সে মনুষ্যকে যোগারূঢ় কহা যায় *। যে যোগী জ্ঞান ও বিজ্ঞান এই দুয়ের বিবেচনা করিয়া তৃপ্তান্তঃকরণ, পরমাত্মার ধ্যানে নিরত ও জিতেন্দ্রিয় হয়েন এবং মৃত্তিকা, পাষাণ ও কাঞ্চন, ইহাতে তুল্য জ্ঞান করেন, তাঁহার নাম যুক্ত যোগী। [৮৯] এবং যে কালে যে ব্যক্তির চিত্ত কেবল আত্মাতেই স্থিরতর হয়, আর যে মনুষ্য সর্ব্বকামনারহিত হয়েন, তাঁহাকে সেই কালে যুক্তযোগী কহা যায় *। হে অর্জ্জুন, যে যোগী সর্ব্বভূতে আপনার সমান দর্শন করেন, এবং যাঁহার সুখ দুঃখে সমান ভাব, তাঁহার নাম পরমযোগী *। এই শাস্ত্রদৃষ্টিতে অপক্ষপাতী মহাশয়দিগের কি বোধ হয়, ভাক্তত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়েরা যোগারূঢ়, যুক্ত ও পরমযোগী, এই তিনের কি হইতে পারেন, যোগারূঢ়ের লক্ষণ শ্রবণেই প্রধান ভাক্তত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়ই মুদ্রিতনয়ন ও অধোবদন হইবেন, অধিকন্তু অনুচর-দিগের মুখম্লানি দর্শনে ও অপ্রিয় বচনে একে উভয়ভ্রষ্ট, পুনর্ব্বার স্থানভ্রষ্টই বা হয়েন, কি, কি করেন, কিছু বলা যায় না, ইহাতে অনুচর মহাশয়েরা ইহার কোন্ লক্ষণের লক্ষ্য হইতে পারিবেন আস্ফালনই বা কিরূপে করিবেন এবং কাকের বালকহস্তস্থিত পিষ্টক গ্রহণের ন্যায় অপ্রতিষ্ঠিত যোগীর ফলই বা কিরূপে অনায়াসে গ্রহণ ক[৯০]রিবেন, অতএব ভাক্তত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়েরা জ্ঞানীর ফল, কি উভয়ভ্রষ্টের ফল, কোন্ ফল পাইতে পারিবেন, তাহা তাঁহারাই

বিবেচনা করিবেন। এবং। প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ। শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোভিজায়তে॥ অর্থাৎ অপ্রতিষ্ঠিত যোগী যোগভ্রষ্ট হইলেও পুণ্যকারী লোকদিগের লোকে বহুকাল বাস করিয়া পশ্চাৎ শুচি অথচ শ্রীমান্ যে মনুষ্য, তাঁহার গৃহে জন্মেন, ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়ের লিখিত এই ভগবদ্‌গীতার শ্লোকে যোগ শব্দে তাঁহার অভিপ্রেত কোন্ যোগ, জ্ঞানযোগ, কি কর্ম্মযোগ, কি সাংখ্যযোগ, যদ্যপি জ্ঞানযোগ তাঁহার অভিপ্রেত হয়, তথাপি এক্ষণে কহিতে লজ্জিত হইবেন, যেহেতু, তাহাতে পরমেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া নিস্তার পাওয়া ভার, ৫২ পৃষ্ঠে ৪ পঙ্‌ক্তিতে পূর্ব্বেই তাহার বিস্তার করিয়াছি, কিন্তু কর্ম্ম-যোগ কহিতে সাহস করিতে পারেন, যেহেতু তাঁহারা অনাসক্ত হইয়া বৃথাকেশচ্ছেদন, সুরা-[৯১]পান, যবনীগমন, অবৈধ হিংসা ও শৈববিবাহ, ইত্যাদি অনেক সৎকর্ম্ম করিতেছেন, এবং যেমন সাংখ্যদর্শনে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি, এই অষ্টাঙ্গ যোগ লিখিয়াছেন, তেমন যদি কলির জ্ঞানীদিগের নিগূঢ় সাংখ্যদর্শনে মিথ্যাবচন, পরনিন্দা, বৈধ কর্ম্মত্যাগ, স্বস্ত্রীতে জলাঞ্জলি, অবৈধ হিংসা, বৃথাকেশচ্ছেদন, সুরাপান ও যবনীগমন, এই অষ্টাঙ্গ যোগ লিখিত থাকে, তবে সাংখ্যযোগ কহিতেও সাহস করিতে পারেন, কিন্তু তাহার ফল অপুণ্যকারী ব্যক্তিদিগের লোকে বহুকাল বাস করিয়া পশ্চাৎ মনুষ্যলোকে অশুচি অথচ অশ্রীমান্ যে লোক, তাহার গৃহে জন্ম হইবে কি না ? বস্তুতঃ ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়ের লিখিত ভগবদ্‌গীতার ঐ শ্লোকে যোগ শব্দের অর্থ আত্মসংযমযোগ, অথবা ধ্যানযোগ, যেহেতু ভগবদ্‌গীতার ষষ্ঠাধ্যায়ের সে শ্লোক, ষষ্ঠাধ্যায়ের নাম আত্মসংযমযোগ, অথবা ধ্যানযোগ, সেই [৯২] আত্মসংযমযোগ দুঃসাধ্য, বিষয়ান্তরসঞ্চারের লেশসত্বেও তাহা সম্ভব হয় না, ভগবদ্‌গীতার আত্মসংযমযোগ দৃষ্টি করিলেই শিরঃকম্পন ও বাক্যরোধ হইবেক, অতএব যদি তাঁহারা আপনারদিগের সেই আত্মসংযমযোগও স্বীকার করিতে সাহস করেন, তবে তাঁহারদিগ্‌কে সাহসিক, অত্যন্ত প্রতারক, লজ্জালেশশূন্য, ছিন্ননাসিক ও ছিন্নকর্ণ কে না কহিবেন।

এবং সকল ধর্ম্মের মধ্যে আত্মতত্ত্বজ্ঞান শ্রেষ্ঠ হয়, এই বিষয়ে পণ্ডিতাভিমানী মহাশয় যেমন এক মনুবচন প্রকাশ করেন, তেমন কলিযুগে কেবল দানের শ্রেষ্ঠত্ববোধক মনুর অন্য বচনও দৃষ্ট হইতেছে। যথা। তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে। দ্বাপরে যজ্ঞ-মেবাহুর্দানমেকং কলৌ যুগে॥ অর্থাৎ সত্যযুগে তপস্যামাত্র, ত্রেতাযুগে জ্ঞানমাত্র, দ্বাপরে যজ্ঞমাত্র, এবং কলিযুগে কেবল দান শ্রেষ্ঠ হয়। এবং যেমন পণ্ডিতাভিমানী মহাশয়ের লিখিত মনুবচনে জ্ঞানের [৯৩] মোক্ষসাধনত্ব বোধ হইতেছে, তেমন ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর পূর্ব্বলিখিত ভগবদ্‌গীতাদির অনেক শ্লোকেই কর্ম্মেরও মোক্ষসাধনত্ব জ্ঞান হইতেছে।

ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর উত্তর।—অন্যের সংসর্গাধীন জ্ঞানাবলম্বনের নিমিত্তে যত্ন করিলে তাহাকে গড্ডরিকাবলিকার ন্যায় লিখিয়াছেন অতএব···এ দুয়ের বিবেচনা বিজ্ঞ ব্যক্তিরা করিবেন।

ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর প্রত্যুত্তর।—ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়ের তাৎপর্য্য এই যে, যদি কোন ব্যক্তি শাস্ত্র ও যুক্তির অনুসারে জ্ঞানপথ অবলম্বন করেন, অন্য২ ব্যক্তিও সেই২

শাস্ত্র ও যুক্তি দৃষ্টি করিয়া জ্ঞানাবলম্বনের নিমিত্ত তদ্ব্যক্তির পশ্চাৎ২ গমন করেন, তবে সে স্থানে গড্ডলিকাবলিকা ন্যায়ের প্রয়োগ কিরূপে হইতে পারে, যেহেতু শাস্ত্র ও যুক্তি অন্বেষণ না করিয়া অগ্রগামী ব্যক্তির পশ্চাৎগামী হইলে সে স্থানে গড্ডলিকাবলিকার ন্যায়ের প্রয়োগ গ্রন্থকারেরা করিয়া থাকেন, ভাল, জিজ্ঞাসা করি, অন্য২ ব্যক্তি, জ্ঞানাবলম্বনের নিমিত্ত যে ব্যক্তির পশ্চাৎ২ গমন করেন, সে ব্যক্তির জ্ঞানিত্বাভিমান, এই তাৎপর্য্যের [৯৬] অনুসারে বোধ হয় কি না। যদ্যপি সেই অভিমানীর অভিমান যথার্থই হয়, তথাপি তাঁহার সে প্রকার জ্ঞান বানরের গললগ্ন মুক্তাহারের ন্যায় এবং পঞ্চদশীর বচনানুসারে তাঁহাতে ও কুক্কুরেতে অবিশেষ হয় কি না? যথা পঞ্চদশ্যাং। বুদ্ধাদ্বৈতসতত্ত্বস্য যথেষ্টাচরণং যদি। শুনাং তত্ত্বদৃশাঞ্চৈব কো ভেদোঽশুচিভক্ষণে॥ অর্থাৎ নিত্য অদ্বৈত যে পরমাত্মা, তাঁহার তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়াও যদি জ্ঞানী যথেষ্টাচরণ করেন, তবে অশুচিদ্রব্য ভক্ষণ বিষয়ে তাঁহাতে ও কুক্কুরেতে ভেদ কি? এই শাস্ত্রদৃষ্টিতে জ্ঞানীরা কদাচ যথেষ্টাচরণ করেন না, কিন্তু মিথ্যাভিমানী মহাশয়েরা এই শাস্ত্রকে নিন্দার্থবাদ বলিয়া তুচ্ছ জ্ঞান করেন এবং যথেষ্টাচরণেও প্রবৃত্ত হয়েন, অতএব যদি কোন ব্যক্তি কুযুক্তি কুব্যবহার ও অশাস্ত্রপ্রমাণের অনুসারে কুকর্ম্ম করে, তাহা দেখিয়া হিতাহিত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনাশক্তিবিশিষ্ট বিশিষ্টসন্তানেরাও বিবেচনা না করিয়া [৯৭] সেই কুকর্ম্মপঞ্চাননের পশ্চাদ্বর্ত্তী হয়, তবে সে স্থানে পণ্ডিতেরা গড্ডলিকাবলিকার ন্যায়ের প্রয়োগ করিতে পারেন, কি সদ্‌যুক্তি সদ্ব্যবহার সৎপ্রমাণের অনুসারে অবৈধ কর্ম্মের ত্যাগ এবং সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম ও পিতৃমাতৃকৃত্য প্রভৃতি বৈধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন ও করিতেছেন, যে সকল পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুরুষেরা ও বিশিষ্ট মহাশয়েরা, তাঁহারদিগের সেই২ কর্ম্ম দেখিয়া বিশিষ্ট লোকেরা তৎপশ্চাদ্বর্ত্তী হইলে সেই স্থানে গড্ডলিকাবলিকার ন্যায়ের প্রয়োগ করিতে পারেন, তাহা বিজ্ঞ মহাশয়েরাই বিবেচনা করিবেন, এবং সর্ব্বসম্মত প্রসিদ্ধ গ্রন্থে কোন্ উপাস্য দেবতার উপাসনার অপ্রাপ্তিতে ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়ের সন্দেহ আছে, তাহার প্রশ্ন করিলেই সন্দেহ ভঞ্জন হইবেক, এবং দুর্জ্জয় মানভঙ্গ প্রভৃতি কালিয়দমন যাত্রার অন্তর্গত, তাহার প্রমাণ, শ্রীভাগবতের দশম স্কন্ধে ৩২ দ্বাত্রিংশৎ অধ্যায়ে আছে এবং রাসযাত্রা-[৯৮]র প্রমাণ হরিবংশে বজ্রনাভবধে প্রদ্যুম্নোত্তরে আছে, যদি সন্দেহ হয়, তবে সেই২ পুস্তক দৃষ্টি করিলেই নিঃসন্দিগ্ধ হইবেন। মলিনচিত্ত ব্যক্তিদিগের দুর্জ্জয় মানভঙ্গাদি দর্শনে চিত্তের মালিন্য হওয়া কোন্ আশ্চর্য্য, তাঁহারদিগের কন্যা ভগিনী ও পুত্রবধূ প্রভৃতি দর্শনেও এ প্রকার হইতে পারে, যাঁহারা সুসংস্কৃত অথচ অন্যের মন্দসংস্কার পরিষ্কার করণে সচেষ্ট, তাঁহারদিগের মন্দসংস্কার হওনের প্রসক্তি কি, কিন্তু অসংস্কৃত কুসংস্কার ব্যক্তিদিগেরই মন্দসংস্কার হওনের সর্ব্বতোভাবে সম্ভাবনা এবং যে কোন ভাবে ঈশ্বরের প্রসঙ্গমাত্রেই পুণ্য জন্মে, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতেও দৃষ্ট হইতেছে। যথা। কামাৎ দ্বেষাদ্ভয়াৎ স্নেহাৎ যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ। আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবঃ সদ্‌গতিং গতাঃ॥ সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যম্বা স্তোভং হেলনমেব বা। বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥ অর্থাৎ কামভাবে দ্বেষভাবে ভয়প্রযুক্ত স্নেহপ্রযুক্ত [৯৯] কিম্বা ভক্তিভাবে পরমেশ্বরে মনোনিবেশ

করিয়া অনেকেই নিষ্পাপ হইয়া সদ্গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। সঙ্কেতে পরিহাসে স্তোভে কিম্বা অবহেলায় যদ্যপি ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করে, তথাপি সর্ব্বপাপক্ষয় হয়।

ভাক্তজ্ঞানীর উত্তর।—আর ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী প্রথম প্রশ্নে লিখেন যে ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীরা…বাসনা করি। ইতি।

ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর প্রত্যুত্তর। বহু বিজ্ঞ জনের অগোচর যে শাস্ত্র, তাহার নাম নিগূঢ় শাস্ত্র, শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র প্রায়ঃ তাবদ্ব্যক্তির[১০০]ই গোচর হয়, অতএব তাহাকে নিগূঢ় শাস্ত্র কিরূপে কহা যায়, ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীদিগের জিজ্ঞাসার এই তাৎপর্য্য যে, ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়েরা যে নিগূঢ় শাস্ত্রের অনুসারে অভক্ষ্য ভক্ষণ অপেয় পান ও অগম্যাগমন ইত্যাদি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন, সে নিগূঢ় শাস্ত্রের নাম কি? কি দুঃসাহস, ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়েরা শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি প্রমাণের অনুসারে অতি সুগম কর্ম্মকাণ্ডে অশক্ত হইয়া অতি দুর্গম জ্ঞানকাণ্ডে প্রবৃত্তি করিতেছেন, যেমন একজন সামান্য পশুরক্ষণে অসমর্থ হইয়া হস্তিরক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কিন্তু পশ্চাৎ তাহার যে দুর্গতিশ্রবণ আছে, তাঁহারদিগেরো বুঝি সেই দুর্গতি হইবেক। কি আশ্চর্য্য, সুরাচার্য্য সুরাসঙ্গে পরম রঙ্গে অচৈতন্য হইয়া শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত অবতারকে এবং তদুপাসক সকলকে অমান্য ও জঘন্য জ্ঞানে অম্লানবদনে অতিসামান্যের ন্যায় ব্যঙ্গ ও নিন্দা করিয়াছেন, তাঁহার পিতা ও [১০১] মাতা চিরকাল যে গৌরাঙ্গাবতারাদির সাধন ও তদ্ভক্তগণের অধরামৃত পান করিয়া উদ্ধার হইয়াছেন, সেই আপন কুলদেবতাকে কুলমূষলের ন্যায় উক্তি করিয়াছেন, ধিক্২ এ নরাধমের কি গতি হইবেক, পিতামাতার বহুজন্মার্জ্জিত সুকৃতপুঞ্জপুঞ্জের ফলেই এতাদৃশ সুসন্তান জন্মিয়া কুল উজ্জ্বল করে। অতএব নীতিশাস্ত্রে। একেনাপি কুবৃক্ষেণ কোটরস্থেন বহ্নিনা। দহ্যতে তদ্বনং সর্ব্বং কুপুত্রেণ কুলং যথা॥ অর্থাৎ বনস্থ এক কুবৃক্ষেতে কোটরস্থ বহ্নির দ্বারা সেই সকল বন দগ্ধ করে, যেমন কুপুত্রে সমস্ত কুল দগ্ধ করে। পাদ্মে। অবতারান্ হরেস্তন্নাম ভক্তাংশ্চ নিন্দতি। অবমন্যতি দেবর্ষে নারকী স জনোঽধমঃ॥ অর্থাৎ হে নারদ, হরির অবতারসকলকে অবতারের নামসকলকে ও ভক্তবর্গকে যে নরাধম নিন্দা ও অবজ্ঞা করে, সে নারকী হয়। ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতাভিমানী জানিতে বাসনা করিয়াছেন যে, গৌরাঙ্গাবতারাদির ভক্তগণে কোন্ শাস্ত্রপ্রমাণে [১০২] কলিকিল্বিষনাশন তত্তদবতারের সাধন করেন, হায়২ একাল পর্য্যন্ত দুরদৃষ্টপ্রযুক্ত সৎসঙ্গাভাবে ভগবৎশাস্ত্র কর্ণকুহরেও প্রবিষ্ট হয় নাই, এ কারণ এতাদৃশ দুরাচার ও পাষণ্ড ব্যবহার দেখিতেছি এবং মিথ্যাজ্ঞানী অভিমানে ভজনসাধনবিহীনে বৃথা কালক্ষেপণ হইয়াছে। তথাচোক্তং। গতং জন্ম গতং জন্ম গতং জন্ম নিরর্থকং। কৃষ্ণচন্দ্রপদদ্বন্দ্বভজনং ভাবনং বিনা॥ সাধু২ পরমাহ্লাদিত হইলাম, বুঝিলাম যে, এক্ষণে এ নরাধমের প্রতিও শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রের করুণাকটাক্ষপাত হইয়াছে, কি করুণাসাগর শ্রীগৌরাঙ্গাবতার, অনিচ্ছাপূর্ব্বক অন্তঃকরণে স্মরণ করিলেও করুণা বিতরণ করেন। হে ধর্ম্মধ্বজি বৈড়ালব্রতি, এই পরমার্থসাধন প্রমাণ নানা পুরাণ ও সংহিতাদিতে আছে, তাহা যদ্যপি পাষণ্ড ভণ্ড পঞ্চমকারসাধক ত্রিপণ্ড নিকটে অবক্তব্য ও অপ্রকাশ্য হয়, তথাপি যুষ্মদাদির এক্ষণে ভগবৎ[১০৩]শাস্ত্র শ্রবণে অধিকার হইতে

পারে, যেহেতু স্বকীয় উত্তরাভাসে মনস্তাপে পাপের হ্রাস দেখিতেছি, এবং সুরভিসুরারসরসিক রসনা হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ এই পতিতপাবন নাম নির্গত হইয়াছে, অতএব সুরাচার্য্য সম্প্রতি কিঞ্চিৎ ভগবৎশাস্ত্রপ্রমাণ শ্রবণ করিতে যোগ্য হইতে পারেন। যথা। অনন্তসংহিতায়াং। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় বিহরিষ্যামি তৈরহং। কালে নষ্টং ভক্তিপথং স্থাপয়িষ্যাম্যহং পুনঃ॥ কৃষ্ণশ্চৈতন্যগৌরাঙ্গৌ গৌরচন্দ্রঃ শচীসুতঃ। প্রভুর্গৌরহরির্গৌরো নামানি ভক্তিদানি মে॥ ইত্যাদি। অর্থাৎ আমি সেই২ মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইব। কালেতে নষ্ট যে ভক্তিপথ, তাহার পুনর্ব্বার সংস্থাপন করিব। আমার এই সকল নাম ভক্তিদায়ক হয়। কৃষ্ণ, চৈতন্য, গৌরাঙ্গ, গৌরচন্দ্র, শচীসুত, প্রভু, গৌরহরি ও গৌর। এবং এই কলিযুগে ভগবানের ভক্তরূপে অবতারের প্রমাণ পুরাণান্তরেও শ্রবণ করিতেছি। যথা মাৎস্যে। শৃণু ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠ ত্রিজগন্মোহকারণং। দ্বাপরে যঃ স্বয়ং কৃষ্ণঃ [১০৪] সোঽবধূতঃ কলৌ যুগে॥ অর্থাৎ হে নারদ, ত্রিজগতের মোহকারণ শ্রবণ কর, যিনি দ্বাপরে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই কলিযুগে অবতীর্ণ। ভগবদ্গীতায়াং। যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥ পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগেং২॥ অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, যে২ কালে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের বৃদ্ধি হয়, সেই২ কালে সাধুদিগের পরিত্রাণের ও পাপীদিগের বিনাশের নিমিত্ত এবং ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ আমি যুগে২ অবতীর্ণ হই। ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীদিগের বিবেচনাসিদ্ধ এই হয় যে, ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিনা আর গত্যন্তর নাই, যেহেতু, এতাদৃশ পাপিষ্ঠকে জগাইমাধাইনিস্তারক ব্যতিরেকে আর কে পরিত্রাণ করিবেন, এবং নববিধ পাপকারী কি প্রকার উদ্ধার হইবেক এ প্রকার সন্দেহ করিবা না, যেহেতু ঈদৃশ মহামহাপাতকীরো উদ্ধা-[১০৫]রোপায় জগদ্গুরু শ্রীমহাদেব, পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে আজ্ঞা করিয়াছেন। যথা। বিপ্রক্ষত্রিয়বিট্শূদ্রাঃ সঙ্করান্ত্যজজারজাঃ। কানীনগোলকশ্চৈব পিতুর্জাতাশ্চ ক্ষেত্রজাঃ॥ ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থো যতিস্তথা। যদ্যেতে পাপিনো বিপ্র মহাপাতকিনোপি বা॥ উপপাতকিনশ্চাতিপাপিনো হ্যনুপাপিনঃ। ভ্রষ্টাচারাশ্চ পাষণ্ডাঃ স্বস্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতাঃ॥ জীবহত্যারতা ব্রাত্যা নিন্দকাশ্চাজিতেন্দ্রিয়াঃ। পশ্চাৎ জ্ঞানসমুৎপন্না গুরোঃ কৃষ্ণপ্রসাদতঃ॥ ততস্তু যাবজ্জীবন্তি হরিনামপরায়ণাঃ। শুদ্ধাস্তেঽখিলপাপেভ্যঃ পূর্ব্বজেভ্যো হি নারদ॥ সংসারবিষয়ালিপ্তাঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ। মুক্তাস্তে সর্ব্বতস্তস্মাদুচ্চরন্তো হরের্দ্বিজ॥ বিশেষতঃ কলিযুগে কৃষ্ণনাম্নৈব কেবলং। ত্যক্তা নাস্ত্যেব দেবর্ষে লোকস্য গতিরন্যথা॥ ব্রহ্মহা মদ্যপঃ স্তেয়ী হ্যজ্ঞানাদ্গুরুতল্পগঃ। ভবার্ণবং তরেদস্তে কৃষ্ণনামপরায়ণঃ॥ ঋগ্বেদোহি যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽপ্যথর্ব্বণঃ। অধীতাস্তেন যেনো-[১০৬]ক্তং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ং॥ অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ, বর্ণসঙ্কর, অন্ত্যজ, জারজ, কানীন, গোলক, পিতৃজাত, ক্ষেত্রজাত, ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ ও যতি, যদি এঁহারা পাতকী, মহাপাতকী, উপপাতকী, অতিপাতকী, কিম্বা অনুপাতকী, এবং আচারভ্রষ্ট, পাষণ্ড, স্বধর্ম্মচ্যুত, জীবহত্যারত, ব্রাত্য, নিন্দক ও অজিতেন্দ্রিয় হন, কিন্তু পশ্চাৎ গুরু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রসাদে জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে পরে হরিনামপরায়ণ হইয়া যাবৎ কাল জীবন ধারণ করেন, হে নারদ, তাঁহারা তাবৎ কাল অনুক্ত

সর্ব্বপাপ এবং পূর্ব্বোক্ত মহাপাতকাদি হইতে মুক্ত হন, এবং যদ্যপি সংসারবাসনাতে লিপ্ত ও সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত হন, তথাপি হরিনামোচ্চারণে তাঁহারদিগের সর্ব্বপাপক্ষয় হয়, বিশেষতঃ কলিযুগে কৃষ্ণনাম বিনা জীবের অন্য গতি নাই, যদ্যপি মনুষ্য ব্রহ্মহা, মদ্যপ, চৌর, গুরুতল্পগও হয়, তথাপি হরিনামপরায়ণ হইলে অন্তকালে ভবসমুদ্রের পার হইতে পারে এবং যে ব্যক্তি, হরি এই অক্ষর[১০৭]দ্বয় উচ্চারণ করিয়াছে, সে চারি বেদ অধ্যয়ন করিয়াছে, অতএব এতদ্বচনোক্ত সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির এতদ্বচনোক্ত সৎপথাবলম্বন অবশ্যই কর্ত্তব্য, নতুবা ঘোর থাকিতে ঘোর নরক হইতে কিরূপে নিস্তার পাইবেন *। ইতি *

শ্রীমদ্ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষিবিরচিতে পাষণ্ডপীড়ননামকপ্রত্যুত্তরে উন্মত্তপ্রলাপখণ্ডনো নাম প্রথমোল্লাসঃ সমাপ্তঃ।

ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর দ্বিতীয় প্রশ্ন।

যাঁহারা বেদ স্মৃতি পুরাণাদ্যুক্ত স্বস্বজাতীয়···শূদ্র ইতি নির্দ্দিশেৎ।

পঞ্চমকারসাধক, বিতর্ককারক ও যবনবেশধারক মহাশয় ভ্রান্তিপ্রযুক্ত উপযুক্ত বিতর্ক পরিত্যাগ করিয়া অনুপযুক্ত পঞ্চ বিতর্কের দ্বারা কেবল আপনার কুতর্কতার্কিকতা ও বাচালতা প্রকাশ করিতেছেন।

ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর উত্তর।—ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী সদাচারসদ্ব্যবহারহীন···স্বদোষ দর্শনে অন্ধের যজ্ঞসূত্র ধারণ বৃথাও হইতে পারে॥

ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর প্রত্যুত্তর।—পণ্ডিতাভিমানী লিখেন যে, ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর দ্বিতীয় প্রশ্নে সদাচার সদ্ব্যবহার শব্দে তাঁহার কি তাৎপর্য্য তাহা স্পষ্ট বোধ হয় না, এ কি অবোধ, ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর ঐ প্রশ্নে সদাচার সদ্ব্যবহার শব্দের অব্যবহিত পূর্ব্বেই স্বস্ব-জাতীয় এই শব্দ লিখিত আছে, তাহাতে স্বীয়২ জাতির সদাচার সদ্ব্যবহার এই তাৎপর্য্যই সুস্পষ্ট বোধ হইতেছে, তবে যে অনুপস্থিত অর্থের কল্পক ও পরদোষমাত্রদর্শক অভিমানী মহাশয় পূর্ব্ববর্ত্তী স্বস্বজাতীয় শব্দ দৃষ্টি না করিয়া উপাসকের সদাচার সদ্ব্যবহার এই তাৎপর্য্য বোধে কিম্ভূতকিমাকার নানাপ্রকার বিতর্ক করেন, তাহাতে তাঁহাকে কি পণ্ডিত কহা যায়? ভাক্ততত্ত্ব[১১৬]জ্ঞানী মহাশয়দিগ্‌কে এ অনুযোগ করাও অনুচিত, কারণ, স্বভাবের কার্য্য অনিবার্য্য, তাঁহারদিগের স্বভাবই এই যে, বৃক্ষের মূল স্পর্শ না করিয়া অগ্রে আরোহণ করা, যেমন তাঁহারা মোক্ষফলের যে সাধনরূপ বৃক্ষ, তাহার মূল যে কর্ম্মকাণ্ড, তাহা স্পর্শ না করিয়া জ্ঞানকাণ্ডস্বরূপ অগ্র অবলম্বন করিয়া থাকেন, ভাল, জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারদিগের এ বিবেচনাও নাই যে, কোন্ আচারের ব্যতিক্রম হইলে যজ্ঞোপবীত ধারণ বৃথা হয়, উপাসকের আচারের ব্যতিক্রম হইলে বরং উপাসনারি ত্রুটি হইতে পারে, ইহাই যুক্তিসিদ্ধ হয়, যজ্ঞোপবীত ধারণ বৃথা হয়, ইহাতে কি শাস্ত্র, কি যুক্তি, তাহা বৃহস্পতিরো অগোচর, ব্রাহ্মণজাতির ত্রিকালীন সন্ধ্যোপাসনাদির অকরণে যজ্ঞোপবীত ধারণ বৃথা হয়,

ইহা কে না কহিবেন, শাস্ত্র ও যুক্তি অধিক মাত্র। স্মৃতিঃ। তত্র নাস্ত্যাদরো যস্য ন স ব্রাহ্মণ উচ্যতে। অর্থাৎ ত্রিসন্ধ্যাতে যে ব্যক্তির আদর না [১১৭] থাকে, তাহাকে ব্রাহ্মণ কহা যায় না, অতএব উপাসকের সদাচার সদ্ব্যবহারের বিষয়ে নানা কুবিতর্করূপ অনর্থ বাক্য প্রয়োগে কেবল ব্যয়কর্ত্তার ব্যয়াধিক্য ও মুদ্রাকারকের আয়াধিক্য বিনা কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। সদাচারের লক্ষণ মনু কহিয়াছেন। যথা। সরস্বতী-দৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরং। তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥ তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ। বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে॥ অর্থাৎ সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুই দেবনদীর মধ্যস্থ যে দেশ, তাহা দেবতার নির্ম্মিত, তাহার নাম ব্রহ্মাবর্ত্ত, সেই ব্রহ্মাবর্ত্তে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের ও অন্যান্য জাতির পুরুষপরম্পরায় ক্রমে আগত যে জাতির যে আচার, সে জাতির সে আচারকে সর্ব্বদেশেই সদাচার কহা যায়, সেই সদাচার ব্রাহ্মণের শৌচাচরণ বৈধ স্নান আচমন ও ত্রিসন্ধ্যোপাসন ইত্যাদি। তদ্বিপরীত আচার অসদাচার হয়। অহঙ্কার হিং-[১১৮]সাদ্বেষাদিরহিত, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, ধার্ম্মিক ও শাস্ত্রজ্ঞ যে মনুষ্য, তাঁহার নাম সাধু, সেই সাধুপরম্পরায় আগত অতি প্রাচীন যে ব্যবহার তাহার নাম সদ্ব্যবহার, সেই সদ্ব্যবহার বেদের ন্যায় প্রমাণ ও ধর্ম্মের অনুমাপক হয়। অতএব স্মৃতিঃ। ব্যবহারোঽপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবদ্ভবেৎ। অর্থাৎ সাধুদিগের যে ব্যবহার, সেও বেদের ন্যায় প্রমাণ হয়, যেহেতু, তাঁহারা সর্ব্বশাস্ত্রের পারদর্শী। কাত্যায়নঃ। ব্যবহারো হি বলবান্ ধর্ম্মস্তেনাবহীয়তে। অর্থাৎ সন্দেহস্থলে ও বিরোধস্থলে ব্যবহার বলবান্ হয়, যেহেতু সেই ব্যবহারের দ্বারা ধর্ম্মের অনুমান করা যায়। পুরাণাদি পাঠস্থলে, নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং। দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥ এই শ্লোকের পাঠের ব্যবহার এবং নানা মুনিবচন সত্ত্বে বিধবার বিবাহের নিবৃত্তির ব্যবহার এবং মদ্যপানে ও হিংসায় প্রা-[১১৯]বর্ত্তক প্রমাণ সত্ত্বেও তাহার অকরণের ব্যবহার ইত্যাদি সদ্ব্যবহার হয়, ইহার বিপরীত অসদ্ব্যবহার। অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তিরাই বিবেচনা করিবেন যে, যাঁহারা ব্রাহ্মণ জাতি হইয়া বেদ স্মৃতি পুরাণাদি উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক ত্রিসন্ধ্যোপাসনাদি পরিত্যাগ এবং অবৈধ হিংসা, সুরাপান, যবনীগমন ও শৈববিবাহাদি অদ্ভুত সৎকর্ম্মের সর্ব্বদা অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারদিগের যজ্ঞোপবীত ধারণ বৃথা হয়, কি যাঁহারা শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদিতে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ত্রিসন্ধ্যোপাসনাদি পরিত্যাগ করেন না এবং অবৈধ হিংসা, সুরাপান, যবনীগমন ও শৈববিবাহ ইত্যাদি অপূর্ব্ব সদনুষ্ঠানের কথাকে কর্ণকুহরেও স্থান দেন না, তাঁহারদিগের যজ্ঞোপবীত ধারণ বৃথা হয়? এবং ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়, এক্ষণে কবিরাজ গোঁসাই প্রভৃতিকে গৌরাঙ্গসম্প্রদায়ের মহাজন কহিবেন না; কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা চিরকাল কহিয়াছেন ও তাঁহারদিগের আচার ও ব্যবহার[১২০]কেও সদাচার সদ্ব্যবহার বলিয়া ব্যবহার করিতেন, তাহা দৃষ্ট ও শ্রুত আছেন এবং তেঁহ এতাদৃশ দিব্যজ্ঞানের অভ্যুদয়কালে তাঁহারদিগ্‌কে মহাজন কহিতেন কি না, তাহা আপনিও জ্ঞাত আছেন। এবং বৈষ্ণবাদি পঞ্চোপাসকের উপাসনার কোন অংশে

ক্রটি হইলেও তাঁহারদিগের যাহাতে শ্রেয়ঃ হয়, তাহা ৬৯ পৃষ্ঠে ৬ পঙ্‌ক্তিতে পূর্ব্বেই কহিয়াছি, কিন্তু যাঁহারা ব্রাহ্মণ জাতি হইয়া তজ্জাতির অত্যাবশ্যক কর্ম্মেও জলাঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারা স্বধর্ম্মচ্যুত, কি যাঁহারা আদরপূর্ব্বক তজ্জাতির আবশ্যক কর্ম্ম করিতেছেন, তাঁহারা স্বধর্ম্মচ্যুত হন? এবং আপনার দোষদর্শন দূরে থাকুক, যাঁহারা পরের নিন্দা; করিবার নিমিত্ত পরকীয় প্রশ্নের পূর্ব্বাপর দর্শনেও অসমর্থ, তাঁহারা অন্ধ ও তাঁহারদিগের যজ্ঞসূত্রধারণ মিথ্যা, কি যাঁহারা শাস্ত্রতঃ ও লোকতঃ স্বধর্ম্মচ্যুত ও দুষ্কর্ম্মান্বিত ব্যক্তি সকলের ঐহিক ও পারত্রিক [১২১] দুঃখ দর্শন করিয়া তাঁহারদিগ্‌কে সদুপদেশ করিতেছেন, তাঁহারা অন্ধ ও তাঁহারদিগের যজ্ঞসূত্রধারণ মিথ্যা হয়?

ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর উত্তর।—ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী বৃদ্ধ ব্যাঘ্র বিড়ালতপস্বীর যে দৃষ্টান্ত··· সুবোধ লোকেরা জানিবেন॥

ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর প্রত্যুত্তর।—ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়দিগের এ বাক্যের এই তাৎপর্য্য যে, বৃদ্ধ ব্যাঘ্র ও মার্জ্জার তপস্বীর দৃষ্টান্ত ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীদিগের প্রতিই শোভা পায়, যেহেতু, তাঁহারা বাহ্যে লোক [১২৩] নিকটে সর্ব্বদা আপনারদিগের শুদ্ধাচার, ধার্ম্মিকতা, সরলতা, ক্রিয়ানিষ্ঠতা, দয়া, অহিংসা প্রকাশ করিয়া অন্তরে তাহার বিপরীত আচরণ করেন, তাঁহারদিগের এ তাৎপর্য্য আশ্চর্য্য নহে, ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীদিগের বিষয়ে এ প্রকার অনুভব হইতে পারে, কারণ, স্বীয় স্বীয় স্বভাবের অনুসারেই ইতর লোকে পরকীয় স্বভাবেরো অনুভব করিয়া থাকে। তথাচ নীতিশাস্ত্রে। স্বকীয়েন স্বভাবেন পরেষামিতরে জনাঃ। স্বভাবান্ পরিগৃহ্নন্তি ব্যবহারেণ পণ্ডিতাঃ॥ অর্থাৎ ইতর লোকেই স্বকীয় স্বভাবের দ্বারাই পরকীয় স্বভাবেরো অনুভব করে, কিন্তু পণ্ডিতেরা সদসদ্ব্যবহারের দ্বারাই অন্যের স্বভাব বোধ করেন, যেমন ব্যভিচারিণী স্ত্রী ও পারদারিক পুরুষ তাবৎ স্ত্রীকে ও তাবৎ পুরুষকেই ব্যভিচারিণী ও পারদারিক অনুভব করিয়া থাকে, কারণ, তাহারদিগের এই নিশ্চয় আছে যে, সকলেরি চিত্তবিকার সমান, অতএব আমরাও যেরূপ [১২৪] ব্যবহার করি অন্যেও সেইরূপই ব্যবহার করিয়া থাকে, তবে বিশেষ এই যে, আমরা ব্যক্ত, অন্যে অব্যক্ত, কিন্তু সে অবোধেরা এ বিবেচনা করে না ও দেখে না যে, কোন প্রকারে গোপন করা যায় না যে ক্রোধ লোভ শোকাদি, তাহার বশীভূত হইয়া কেহ২ কি২ গর্হিত কর্ম্ম আচরণ না করেন, কেহ বা সেই ক্রোধাদিকে বশীভূত দাস করিয়া পরম সুখী হইতেছেন, অতএব ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীদিগের ওই সকল অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীরা অসন্তুষ্ট নহেন, বরঞ্চ কৌতুকাবিষ্ট আছেন, মদ্যপানে মত্ত কিম্বা উন্মত্ত ব্যক্তিদিগের নৃত্যগীত ও অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া কোন্ জন কৌতুকাবিষ্ট না হন, কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের এই বিবেচনা করা আবশ্যক যে, যাঁহারা সন্ধ্যাবন্দনাদি পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধাদি ত্যাগ, গঙ্গা তুলসী শালগ্রামাদিতে অশ্রদ্ধা ও সুরাপান যবনীগমনাদিতে প্রবৃত্তি করেন তাঁহারদিগ্‌কে সদুপদেশ দ্বারা তত্তদ্বিষয় [১২৫] হইতে নিবৃত্ত করান যে সকল ব্যক্তি, তাঁহারদিগের প্রতি বৃদ্ধ ব্যাঘ্র ও মার্জ্জার তপস্বীর দৃষ্টান্ত উচিত হয়, কি, যাঁহারা বাহ্যে কপটভাব প্রকাশের দ্বারা অবোধ লোক সকলকে প্রতারণা করিয়া

বালকহস্তে আকাশের চন্দ্রসমর্পণের ন্যায় তাহারদিগ্‌কে বাক্যমাত্রেই অনায়াসে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করাইয়া এই সকল পূর্ব্বোক্ত গর্হিত কর্ম্মে পুনঃ পুনঃ প্রবৃত্তি জন্মান, তাঁহারদিগের প্রতি বৃদ্ধ ব্যাঘ্র ও মার্জ্জার তপস্বীর দৃষ্টান্ত উচিত হয়? এবং পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে, স্বকপোলকল্পিত শাস্ত্রের দ্বারা মোহজনক, অথচ বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের নিন্দক যে ব্যক্তি, তাহার নরক শ্রবণ হইতেছে। যথা। শ্রুতিস্মৃতিসদাচারবিহিতং কর্ম্ম শাশ্বতং। স্বং স্বং ধর্ম্মং প্রযত্নেন শ্রেয়োঽর্থীহ সমাচরেৎ॥ স্ববুদ্ধিরচিতৈঃ শাস্ত্রৈর্মোহয়িত্বা জনং নরাঃ। বিষ্ণুবৈষ্ণবয়োঃ পাপা যে বৈ নিন্দাং প্রকুর্ব্বতে। তেন তে নিরয়ং যান্তি যুগানাং সপ্তবিংশতিং॥ অর্থাৎ শ্রুতি স্মৃতি সদাচারবিহিত যে কর্ম্ম, [১২৬] সেই নিত্য হয়, আপনার মঙ্গলার্থী লোক যত্নপূর্ব্বক স্ব স্ব ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন, স্ববুদ্ধিরচিত শাস্ত্রের দ্বারা লোকসকলকে মুগ্ধ করিয়া যে পাপিষ্ঠ নরাধমেরা বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের নিন্দা করে, সে পাপিষ্ঠেরা সেই পাপে সপ্তবিংশতি যুগ পর্য্যন্ত নারকী হয় * পরন্তু, বৈষ্ণবের তিলক সেবনে ও শৈবাদির ত্রিপুণ্ড্র ধারণে কিঞ্চিৎকাল বিলম্বে কি দুরদৃষ্ট এবং ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীদিগের নূতন ব্রান্ধা বস্ত্র ও চর্ম্মপাদুকা, যাহা যবনদিগের ব্যবহার্য্য ও যে বস্ত্রসকলকে যবনেরা ইজের ও কাবা প্রভৃতি কহিয়া থাকে ও যে চর্ম্মপাদুকার যাবনিক নাম মোজা, সেই বস্ত্র পরিধানে ও সেই চর্ম্মপাদুকা বন্ধনে দণ্ডদ্বয় দণ্ডচতুষ্টয় কাল বিলম্বেই বা কি শুভাদৃষ্ট জন্মে, তাহার শ্রবণের প্রত্যাশায় রহিলাম। অধিকন্তু অদ্য পরমাহ্লাদিত হইলাম, কারণ, অনেক কালের পরে অনেক অন্বেষণে এক্ষণে ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহা-[১২৭]শয়দিগের নিগূঢ় শাস্ত্র দর্শন করিলাম, যে নিগূঢ় শাস্ত্রে নির্ভর করিয়া তাঁহারা শৈববিবাহ, যবনীগমন ও সুরাপানাদি অনেক সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং ছাগীমুণ্ড, বরাহতুণ্ড, হংসাণ্ড ও কুক্কুটাণ্ড ভোজন করিয়া থাকেন। তাঁহারদিগের সেই নিগূঢ় শাস্ত্র এই। যেনোপায়েন দেবেশি লোকঃ শ্রেয়ঃ সমশ্নুতে। তদেব কার্য্যং ব্রহ্মজ্ঞৈরিদং ধর্ম্মং সনাতনং॥ এই নিগূঢ় শাস্ত্রের যথার্থ স্পষ্টার্থ এই, যে উপায় লোকের শ্রেয়স্কর হয়, ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের তাহাই কর্ত্তব্য, তাঁহারদিগের সেই ধর্ম্মই নিত্য। এবং ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়দিগের কল্পিত নিগূঢ়ার্থ এই যে, ব্রহ্মজ্ঞানীরা বাহ্যে বেশের কিম্বা আলাপের কিম্বা ব্যবহারের দ্বারা যাহাতে আপনাকে শুদ্ধসত্ত্ব ও সিদ্ধপুরুষ জানিতে পারে, তাহা করিবেন না, কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত মদ্যমাংস ভোজনাদি গর্হিত কর্ম্মই করিবেন, যাহাতে অনেকে অশ্রদ্ধা করে, এই সকল কথা শুনিয়া হাসি[১২৮]ও পায় দুঃখও হয়। ভাল, জিজ্ঞাসা করি, যদি এই সকল গর্হিত কর্ম্ম করিলেই লোক ব্রহ্মজ্ঞানী হয়, তবে হাড়ি ডোম চাঁড়াল ও মুচি ইহারা কি অপরাধ করিয়াছে, ইহারদিগ্‌কেও কেন ব্রহ্মজ্ঞানী না কহা যায়, তাহারা ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়সকল হইতেও এই সকল কর্ম্মে বরং অধিকই হইবেক, ন্যূন কোন মতেই হইবেক না, অধিকন্তু তাহারা রাজপথের মধ্যে কত প্রকার হাস্য-কৌতুক নৃত্যগীত অঙ্গভঙ্গ রঙ্গরস করে, কেহ বা পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পপাত ধরণীতলে, এই তন্ত্রোক্ত শ্লোকের অযথার্থ যথাশ্রুত অর্থ দর্শন করায়, অর্থাৎ পান করিয়া পান করিয়া পুনর্ব্বার পান করিয়া রাজপথের প্রান্তে বস্ত্ররহিত, ধূল্যবলুণ্ঠিত, আলুলায়িতকেশ, মৃতবেশ হইয়া পথস্থ লোকসকলকে উপস্থ দর্শন করাইয়া ধ্যানস্থ হয়, কেহ বা এই প্রকার পরম ব্রহ্মে লীন হয় যে,

কুক্কুরাদিতে স্বগাত্রমাংস ভোজন করিলেও ধ্যানভঙ্গ হওয়া [১২৯] দূরে থাকুক, ভ্রূভঙ্গও করে না, অতএব তাহারদিগ্‌কে পরম ব্রহ্মজ্ঞানী কহিলেও কহা যায় ইতি *

শ্রীমদ্ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষিবিরচিতে পাষণ্ডপীড়ননামক প্রত্যুত্তরে সন্দেহভঞ্জনো নাম দ্বিতীয়োল্লাসঃ সমাপ্তঃ ॥

ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষার তৃতীয় প্রশ্ন।

ব্রাহ্মণ সজ্জনের অবৈধ হিংসাকরণ···নামুত্রাপি সুখং ক্বচিৎ ॥

দুষ্টান্তঃকরণ দুর্জ্জনদিগের আন্তরিক ভাব বোধ করিতে বুঝি বিধাতাও ভগ্নোদ্যম, তাহাতে সরলান্তঃকরণ সজ্জনেরা সে ভাব কিরূপে বোধ [১৩০] করিতে পারেন, দেখ, ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়, দোষের সান্নিপাতিক বিকারগ্রস্ত হইয়া মদ্যমাংসাদি ভোজনের লোভে ও বিকার শান্তির আশায় এক্ষণে বামাচারস্বরূপ ঔষধ পান করিতেছেন, যেমন কোন সান্নিপাতিক বিকারের রোগী রোগশান্তির বাঞ্ছায় ও কুপথ্য ভোজনের আকাঙ্ক্ষায় বিষপ্রয়োগ করে, কিন্তু তাহাতে রোগ শান্তির বিষয় কি, কেবল বিষজ্বালায় প্রাণ যায়, অধিকন্তু আত্মঘাতীও হইতে হয়, ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়দিগেরো তাহাতে সে দোষের শান্তি দূরে থাকুক, বরং দ্বিগুণ বৃদ্ধিই হইবেক, অধিকন্তু ছিলেন গুপ্ত ভাক্ত বামাচারী ও ব্যক্ত ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী, এক্ষণে হইলেন ব্যক্ত ভাক্ত বামাচারী, তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, লোকে জ্ঞানীও কহিবেক, অথচ কৌল ধর্ম্মপ্রযুক্ত কেহ নিন্দা করিবেক না, স্বচ্ছন্দ মদ্যমাংস ভোজনাদিও করা যাইবেক, যেমন, বুদ্ধিমতী বেশ্যা যৌবনাবস্থার অভাবে দুরবস্থার ভয়ে যৌবনের [১৩১] হ্রাসোপক্রমেই বৈষ্ণবী হয়, তাহার মনের মানস এই যে, বৈষ্ণবী বলিয়া কেহ অশ্রদ্ধা করিবেক না, ভিক্ষাবৃত্তি অবাধে হইবেক, বেশ্যাবৃত্তিও নির্ব্বিঘ্নে চলিবেক, আর্ত্ত হইলে বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া লোকের কি২ দুরবস্থা না হয়, হায়২ এ কি অদৃষ্ট, এত কষ্ট, তথাপি না তাঁতিকুল, না বৈষ্ণবকুল, এ কুল ও কুল, দুই কুল নষ্ট, যে পথে যান সেই পথেই অনিষ্ট, এক পথে সিংহ, এক পথে ব্যাঘ্র, পুনর্ব্বার যে উভয়ভ্রষ্ট সেই উভয়ভ্রষ্ট। অতএব ভগবদ্গীতা কহেন যে, জীব যত্নপূর্ব্বক স্বয়ং আত্মার উদ্ধার করিবেন, আত্মাকে কদাচ অবসন্ন করিবেন না, সুকৃতির দ্বারা আত্মাই আত্মার বন্ধু ও দুষ্কৃতির দ্বারা আত্মাই আত্মার রিপু হয়েন। যথা। উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ। আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥

ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর উত্তর।—ধর্ম্মাধর্ম্ম খাদ্যাখাদ্য শাস্ত্রবিহিত হইয়াছে···অপূর্ব্বধর্ম্ম-সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী হইবেন।

ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর প্রত্যুত্তর।—ধর্ম্মকে পুনঃ পুনর্ব্বার নমস্কার, ধর্ম্মের কি মহিমা অপার, বুঝি ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীদিগের মনস্কাম পূর্ণ হয়, ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীদিগের দুর্ব্বোধ দূরে যায়, কি মধুর বচন শুনিতে পাই, অন্তঃকরণে পুলকিত হই, দুষ্ট ভুজঙ্গের প্রচণ্ড তুণ্ড হইতে কি অমৃত নির্গত হয়, ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীদিগের বিষময় বদন হইতেও দেবপূজা পিতৃযজ্ঞ নিবেদন

ও অপ্রোক্ষিত মাংসের অভোজন ইত্যাদি বাঙ্ময় সুধার[১৩৫]সের ক্ষরণ হয়, কর্ণকুহর শীতল হইল, সকল দুঃখ দূরে গেল, কিন্তু মনের সন্দেহ দূর হয় না, বিশ্বাসও জন্মে না, দুষ্ট লোক তিরস্কৃত হইলে ধর্ম্মকাহিনী শ্রবণ করায় যাহাতে ধার্ম্মিকরূপে লোকের জ্ঞান হয়। সে যাহা হউক্, নানারূপধারী উদরম্ভরি ভাক্তবামাচারী মহাশয় কহেন যে ধর্ম্ম-সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীরা কিরূপে জানিয়াছেন যে, আমরা অনিবেদিত মাংস ভোজন ও পরমহর্ষে ছেদন করিয়া থাকি, তাঁহারা কি তত্তৎকালে উপস্থিত হইয়া তত্তৎকর্ম্ম করিতে দর্শন করিয়াছেন। এ স্থানে ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর কি ভ্রান্তি, দর্শনের অপেক্ষা কি, দশের মুখে কে হস্ত প্রদান করে, দশের বচনই সত্যাসত্যের প্রমাণ হয়, অতএব সাক্ষিস্থলে ও বিচারস্থলে অনেকের বাক্যের প্রামাণ্য দৃষ্ট হইতেছে, কি শুভ, কি অশুভ, দশের মুখ হইতে যাহা নির্গত হয় তাহা কদাচ অন্যথা হয় না, ধর্ম্মই আবির্ভূত হইয়া দশের মুখ হইতে সুরব ও কুরব প্রকাশ করেন, [১৩৬] দেখ মহাকবি কালিদাসের পারদার্য্যদোষ কোন্ ব্যক্তির দৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি লোকে খ্যাত আছে, এবং কোন্ মদ্যপ, পারদারিক ও চোরই বা সাক্ষী করিয়া মদ্যপানাদি করিয়া থাকে, কোন্ প্রকৃত ধার্ম্মিকই বা আপনার ধর্ম্মানুষ্ঠান আপনি প্রকাশ করিয়া থাকেন, তবে ঐ উত্তম ও অধমের সুখ্যাতি ও কুখ্যাতি কিরূপে প্রকাশ হয়, কেই বা প্রকাশ করে। এবং যিনি তাবদ্ব্যক্তির পিতৃযজ্ঞ দেবযজ্ঞ নিবর্ত্তক, তাঁহার প্রোক্ষিত ও নিবেদিত মাংস ভোজনই বা কোন্ অবোধ বোধ করিবেক, অতএব ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীরা সত্যকে জলাঞ্জলি দিয়াছেন, কি ভাক্তবামাচারী মহাশয় দিয়াছেন, তাহা অভাক্ত বামাচারী মহাশয়েরাই বিবেচনা করিবেন। বস্তুতঃ প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানীর হিংসামাত্রই অবিহিত হয়, কিন্তু যে২ কর্ম্মে হিংসার বিধি আছে, সেই সকল কর্ম্মে তাঁহারদিগের প্রতি অনুকল্পের বিধান করিয়াছেন, অ[১৩৭]তএব যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানী অভিমান করেন, অথচ ঐ বিধান উল্লঙ্ঘন করিয়া আত্মপুষ্টি কারণ পশুছেদনেও তৎপর হয়েন, তাঁহারা নিজ কর্ম্মদোষে সুতরাং ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী এবং পশুছেদনের পাপে নরকগামী অবশ্যই হইবেন। মনুঃ। মধুপর্কে চ যজ্ঞে চ পিতৃদৈবতকর্ম্মণি। অত্রৈব পশবো হিংস্যা নান্যত্রেত্যব্রবীন্মনুঃ॥ গৃহে গুরাবরণ্যে বা নিবসন্নাত্মবান্ দ্বিজঃ। নাবেদবিহিতাং হিসামাপদ্যপি সমাচরেৎ॥ অর্থাৎ মধুপর্ক, যজ্ঞ, পিতৃকর্ম্ম ও দৈব কর্ম্ম, এই সকল কর্ম্মেই পশুহিংসা করিবেক, অন্যান্য কর্ম্মে করিবেক না, মনু এই আজ্ঞা করিয়াছেন। এবং জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণ স্বগৃহে গুরুগৃহে কিম্বা অরণ্যে বাস করতঃ আপদ্‌কালেও বেদবিহিতভিন্ন হিংসা করিবেন না। এই মনুবচনে অবৈধ হিংসার বিষয় কি, কিন্তু অবৈধ হিংসার নিষেধে প্রকারান্তরে বৈধ হিংসামাত্রের প্রাপ্তি হইতেছে, অতএব অগস্ত্যসংহিতা ও মহাকালসংহিতা তাঁহার[১৩৮]দিগের বৈধ হিংসারো নিষেধ করিয়া হিংসার স্থলে তাহার অনুকল্প বিধান করিতেছেন। অগস্ত্যসংহিতা। হিংসা চৈব ন কর্ত্তব্যা বৈধহিংসা চ রাজসী। ব্রাহ্মণৈঃ সা ন কর্ত্তব্যা যতস্তে সাত্ত্বিকা মতাঃ॥ অর্থাৎ কি বৈধা কি অবৈধা কেহ হিংসাই করিবেক না, বৈধ হিংসা যদ্যপি কর্ত্তব্যা হয়, তথাপি সে রাজসী,

অতএব ব্রাহ্মণেরা বৈধ হিংসাও করিবেন না, যেহেতু তাঁহারা সাত্ত্বিক, এ স্থানে কোন নিপুণমতি কহেন যে, ব্রহ্মজ্ঞানীর সর্ব্বশাস্ত্রেই অহিংসা দর্শনে এবং ব্রাহ্মণ জাতির শাস্ত্রান্তরে বৈধ হিংসার বিধি শ্রবণে এই বচনে ব্রাহ্মণ শব্দে ব্রাহ্মণ জাতি নহে, কিন্তু ব্রহ্মকে জানেন, এই ব্যুৎপত্তির অনুসারে ব্রাহ্মণ শব্দে ব্রহ্মজ্ঞানী, এই অর্থ সুতরাং বক্তব্য হয়। মহাকালসংহিতা। বানপ্রস্থো ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বা দয়াপরঃ। সাত্ত্বিকো ব্রহ্মনিষ্ঠশ্চ যশ্চ হিংসাবিবর্জ্জিতঃ॥ তে ন দদ্যুঃ পশুবলিমনুকল্পং চরন্ত্যপি। অর্থাৎ বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী [১৩৯] আর দয়াবান্ গৃহস্থ, এবং সাত্ত্বিক, ব্রহ্মনিষ্ঠ ও হিংসাবর্জ্জিত ব্যক্তি, এঁহারা পশুবলিদান করিবেন না, কিন্তু যে স্থানে বলিদানের আবশ্যকতা হয়, সে স্থানে অনুকল্পের আচরণ করিবেন। এই সকল শাস্ত্রের উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক এক জীব, অপর জীবের জীবন, এই ঔদরিকদিগের সম্মত শাস্ত্রে নির্ভর করিয়া যাঁহারা উদরদরী সম্ভরণার্থ পশুছেদন করেন, সে ঔদরিক পাপিষ্ঠদিগের প্রতি পদ্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ কহিতেছেন। পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডং। ভূতানি যেঽত্র হিংসন্তি জলস্থল-চরাণি চ। জীবনার্থং হি তে যান্তি কালসূত্রগতিং নরাঃ॥ মাংসস্য ভোজনাত্তত্র পূয়শোণিতপায়িনঃ। মজ্জন্তশ্চাবশাঃ পঙ্কে দষ্টাঃ কীটৈরধোমুখাঃ॥ অর্থাৎ এই মর্ত্ত্যলোকে যাহারা অজ্ঞান অল্পবল জলচর কিম্বা স্থলচর যে কোন পশুকে মদমত্ত বলদর্পিত হইয়া আত্মপুষ্টির নিমিত্ত বধ করে, সে ব্যাধেরা কালসূত্রগতি পায় অর্থাৎ নরকা[১৪০]ন্তে জন্ম, মরণান্তে নরক, এইরূপে পুনঃ পুনঃ সংসারেই ভ্রমণ করে, এবং সেই মাংসের ভোজনে পূয়শোণিতপায়ী হয় অর্থাৎ পূজ ও রক্তের পান করে এবং তাহারা অবশ ও অধোমুখ হইয়া মহাপঙ্কে মগ্ন হয়, কীটেরা সর্ব্বদা দংশন করে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতিখণ্ডং। লোভাৎ স্বভক্ষণার্থায় জীবিনং হন্তি যো নরঃ। মজ্জকুণ্ডে বসেৎ সোপি তদ্ভোজী লক্ষবৎসরং॥ অর্থাৎ যে পাপিষ্ঠ জীব লোভপ্রযুক্ত আত্মভক্ষণার্থ অন্য জীবকে বধ করে, তাহার ও তদ্ভোজীর মজ্জকুণ্ডে লক্ষ বৎসর পর্য্যন্ত বাস হয়। এবং ভাক্তভত্ত্বজ্ঞানী মহাশয় কহেন যে, ধর্ম্মসংস্থাপনা-কাঙ্ক্ষীরা পরমেশ্বরকে চৌর্য্য পারদার্য্য দোষের অপবাদ দিয়া থাকেন, এ অতি আশ্চর্য্য, কারণ, তাঁহারাই ভগবান্ আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে ব্রজগোপিকাদিগের দধিদুগ্ধনবনীতচোর, বসনতস্কর ও পারদারিক বলিয়া চিরকাল ব্যঙ্গ বিদ্রূপ উপহাস করিয়া আসিতেছেন, এক্ষণে বুঝি ধর্ম্মসং[১৪১]স্থাপনাকাঙ্ক্ষীদিগের প্রতি দোষোল্লেখের অন্য কোন উপায় দর্শন না করিয়া অগত্যা এই অপবাদ দিতেছেন, ভাল, এও অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয়, বুঝিলাম যে, তাঁহারদিগের দুর্ব্বোধ দূর হওনের উপক্রম হইতেছে, যেহেতু তাঁহারা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চৌর্য্যপারদার্য্যকে এক্ষণে অযথার্থবোধ করিতেছেন। এবং শ্রীভগবানের জনন ও মরণ কি প্রকারে অযথার্থ কহা যায়, যেহেতু ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ই কহিতেছেন। যথা। শ্রীভগবানুবাচ। বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন। তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥ অর্থাৎ শ্রীভগবান্ কহিতেছেন, হে অর্জ্জুন, তোমার ও আমার বহু জন্ম গত হইয়াছে, কিন্তু তুমি মায়ার বশীভূত হইয়া পূর্ব্ববৃত্তান্ত তাবৎ বিস্মৃত, আমি মায়ারহিত, এ কারণ আমার সকল স্মরণ হয়। এই শ্লোকে শ্রীভগবানের জন্ম বোধ

হইতেছে। জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ। তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং [১৪২] শোচিতুমর্হসি॥ অর্থাৎ জাত ব্যক্তির মৃত্যু ও মৃত ব্যক্তির জন্ম অবশ্যই হয়, হে অর্জ্জুন, অতএব অবশ্য ভবিতব্য বিষয়ে শোকের বিষয় কি। এই শ্লোকে জন্ম হইলেই মৃত্যু হয়, ইহা অবধারিত হইয়াছে। বস্তুতঃ। অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততং। বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি॥ নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ। মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ং॥ অর্থাৎ যে ব্রহ্ম কর্ত্তৃক এই সকল জগৎ বিস্তৃত হইয়াছে, তাঁহাকে অবিনাশি জানহ,অক্ষয় যে ব্রহ্ম, তাঁহার বিনাশ করিতে কেহ যোগ্য নহেন। আমি সকলের নিকটে প্রকাশ নহি অর্থাৎ ভক্তের নিকটেই প্রকাশ পাই, জন্মমৃত্যুরহিত আমাকে যোগমায়াতে আবৃত মূঢ় লোক বিশেষরূপে জানে না, এই ভগবদ্গীতার শ্লোকে শ্রীভগবানের জন্মমৃত্যুরাহিত্য বোধ হইতেছে। এবং বিষ্ণুপুরাণে [১৪৩] যোগমায়ার প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্য। যথা। প্রাবৃট্‌কালে চ নভসি কৃষ্ণাষ্টম্যাং মহানিশি। উৎপৎস্যামি নবম্যাঞ্চ প্রসূতিং ত্বমবাপ্স্যসি॥ অর্থাৎ বর্ষাকালে শ্রাবণ মাসে কৃষ্ণাষ্টমীতে মহানিশায় আমি উৎপন্ন হইব, তুমি নবমীতে জন্মগ্রহণ করিবে। অগস্ত্যসংহিতায়াং। চৈত্রে মাসি নবম্যান্তু জাতো রামঃ স্বয়ং হরিঃ। অর্থাৎ চৈত্র মাসে শুক্লনবমীতে স্বয়ং হরি, রামরূপে জাত হইয়াছিলেন। এই বিষ্ণুপুরাণের ও অগস্ত্যসংহিতার বচনে পরমেশ্বরের জন্ম শ্রবণ হইতেছে। এবং মহাভারতে ও রামায়ণে তাঁহার মৃত্যুর বিবরণও দেখিতেছি। অতএব পরমেশ্বরের জন্ম মৃত্যু শব্দ প্রয়োগ লোকের ব্যাবহারিক মাত্র, কিন্তু বাস্তব নহে, ফলতঃ পরমেশ্বরের আবির্ভাব ও তিরোভাবকেই লোকে জন্মমৃত্যু কহিয়া ব্যবহার করেন, যেমন, সর্ব্বদা বিদ্যমান সূর্য্যের যে দর্শন ও অদর্শন, তাহাকেই উদয় ও অস্ত কহিয়া ব্যবহার করা যায়। অতএব অ-[১৪৪]গস্ত্যসংহিতায়াং। আবিরাসীৎ সকলয়া কৌশল্যায়াং পরঃ পুমান্‌। অর্থাৎ সেই পরম পুরুষ,.ফলতঃ পরমেশ্বর, কৌশল্যাতে কলার সহিত আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মার্কণ্ডেয়পুরাণে। দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা। উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে॥ অর্থাৎ সেই ভগবতী, যে কালে দেবগণের কার্য্যসিদ্ধ্যর্থ আবির্ভূতা হয়েন, সেই কালে সেই ভগবতী নিত্যা হইলেও তাঁহাকে লোকে উৎপন্না করিয়া কহেন। তথেত্যুক্ত্বা ভদ্রকালী বভূবান্তর্হিতা নৃপ। অর্থাৎ হে নৃপ, সেই ভদ্রকালী ভগবতী যোগমায়া, দেবগণকে অভীষ্ট বর প্রদান করিয়া অন্তর্হিতা হইয়াছিলেন। স্মৃতিঃ। উদয়াস্তমনাখ্যং হি দর্শনাদর্শনং রবেঃ। অর্থাৎ সর্ব্বদা বিদ্যমান রবির যে দর্শন ও অদর্শন, তাহার নাম উদয় ও অস্ত। ইহাতেও যদি ঐ ব্যঙ্গকর্ত্তার ব্যঙ্গের সর্ব্বাঙ্গ ভঙ্গ না হয়, তবে তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি মনুষ্যের [১৪৫] জন্ম মৃত্যু কহিয়া থাকেন কি না? পরমার্থ বিবেচনায় মনুষ্যেরো জন্ম মৃত্যু কহা যায় না। অতএব অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্য। ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি। তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥ অর্থাৎ এই আত্মা নিত্য

উৎপত্তিরহিত ও আদিপুরুষ, অতএব তেঁহ না জন্মেন ও না মরেন, না জন্মিয়াছেন ও না জন্মিবেন এবং শরীরনাশে তাঁহার নাশ হয় না, যেমন, মনুষ্য পুরাতন বসন ত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করে, তেমন, আত্মা জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেহে গমন করেন। কি কৌতুক, নগরান্তবাসী মহাশয়ের কর্ম্মকাণ্ড লোপের সময়ে জ্ঞানকাণ্ডে নির্ভর, আর অভক্ষ্য ভক্ষণাদির সময়ে আগমে নির্ভর, কখন ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী, কখন বা ভাক্তবামা-[১৪৬]চারী, বুঝি বা ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী সকলকেও তেঁহ সেই প্রকার কৌতুকাবিষ্ট ও অবিবেচকশ্রেষ্ঠ করেন, যেমন, এক মূর্খ চতুর মনুষ্য পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে উপস্থিত হইয়া পণ্ডিতমণ্ডলীমণ্ডিত সভাপ্রবিষ্ট নিমিত্ত বিশিষ্ট বোধে পণ্ডিতবর্গ কর্তৃক তুমি কোন্ বিদ্যাব্যবসায় কর এই প্রকার জিজ্ঞাসিত হইলে আপাততঃ আপনার মূর্খতা প্রকাশভয়ে চতুরতা প্রকাশ করিলেন, তদ্দেশে দার্শনিকের বাহুল্যপ্রযুক্ত কহিলেন যে, আমি স্মৃতিশাস্ত্র-ব্যবসায়ী, তাহাতে লজ্জিত হইয়া তদ্দেশে বেদান্তের প্রচরদ্রূপ প্রচার না থাকাতে ধূর্ত্ততা প্রকাশ করিলেন যে, আমি বেদান্তী, তাহাতেও তিরস্কৃত হইয়া পলায়নের উপক্রমে কহিলেন যে, আমি তন্ত্রশাস্ত্র ব্যবসায় করিয়া থাকি, তাহাতেও অপমানিত হইয়া অগত্যা অধোমস্তকে অতিকষ্টে রুক্ষমুখে কহিলেন, আজ্ঞা আমি কৃষিকর্ম্ম করিয়া থাকি, এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পণ্ডিতব[১৪৭]র্গেরা কৌতুকাবিষ্টে মুক্তকণ্ঠে প্রচণ্ড হাস্য ও উপহাস্য করিয়াছিলেন যে, তুমি কৃষিকর্ম্মের উপযুক্ত পাত্র বট, তাহা বাক্যের ও আকারের দ্বারাই বোধ হইতেছে, শরীরটিও বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট দেখিতেছি, তুমি বুঝি কৃষিকর্ম্মে অতি উৎকৃষ্ট হইবা, একা সমস্যা সুকবেঃ পরীক্ষা, অর্থাৎ এক সমস্যাতেই সুকবির পরীক্ষা হয়, আমরা অবিবেচনাপ্রযুক্ত তোমার বিদ্যা ব্রাহ্মণ্য বোধ না করিয়া তোমাকে এ প্রশ্ন করিয়াছিলাম, কিন্তু আমারদিগের সমুচিত ফল হইয়াছে, এক্ষণে আপনি আপনার কর্ম্মে প্রস্থান করুন, কিছু মনে করিবেন না, সে যাহা হউক, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি যে, তাঁহার অপূর্ব্ব ধর্ম্মসংহিতাতে লিখিত, বেদোক্তেন বিধানেন ইত্যাদি মহানির্ব্বাণবচনে লোকযাত্রা শব্দে কেবল মদ্য মাংস ভোজনাদি, এই অর্থই কি মহাদেব তাঁহার কাণে২ কহিয়াছেন? আর ঐ বচনে জ্ঞানীদিগের স্বস্ব ধর্ম্মানুসারে নিবেদিত মাংসাদি ভোজনই বা কি[১৪৮]রূপে প্রাপ্ত হয়, এবং স্বস্ব উপাসনা শব্দেই বা তাঁহার অভিপ্রেত কি, যদি পঞ্চ দেবতার মধ্যে দেবতাবিশেষের উপাসনা হয়, তবে কেবল ভোজনকালেই তাঁহার স্মরণপ্রযুক্ত সুতরাং তেঁহ ভাক্তকর্ম্মীর অন্তঃপ্রবিষ্ট হইবেন, যদি ব্রহ্মোপাসনাই হয়, তবে ব্রহ্মের উদ্দেশে পশুঘাতের ও নিবেদনের বিধি ও মন্ত্রাদি কোন্ শাস্ত্রে লিখিত আছে, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। যাঁহারা শৃগালাদি কর্তৃক দষ্ট, কিম্বা যে কোন প্রকারে দুষ্ট, অর্থাৎ না দেবতার ইষ্ট, না বিশিষ্টের অভীষ্ট, এবং অতিকৃশাঙ্গ কিম্বা কাণব্যঙ্গ অথবা অতি শিশু ছাগলসকলকে অত্যল্প মূল্যে ক্রয় করিয়া স্থূলাঙ্গ হইবার আশায় তাহার মধ্যে কাহারো বা পুরুষাঙ্গ হানি পূর্ব্বক উত্তম আহারাদির দ্বারা প্রতিপালন করতঃ প্রতিনিয়ত সুনিরীক্ষণ ও সর্ব্বাঙ্গে অঙ্গুলির দ্বারা ভোজনের উপযুক্তানুপযুক্তত্ব পরীক্ষণ করিয়া যৎকালে

বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ দর্শন করেন, তৎকালে প[১৪৯]রম হর্ষে স্ববন্ধুবান্ধববর্গের সহিত স্বহস্তে বহু প্রহারে ছেদনানন্তর স্বোদর পূরণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা যদি কোন গৌরাঙ্গোপাসককে দৈবাৎ কেবল স্বহস্তে মৎস্য বধ করিতে দর্শন করিয়া আপনাকে উৎকৃষ্ট তাহাকে অপকৃষ্ট বোধ করেন, তবে তাহার মধ্যস্থ করা নগরান্তবাসী মহাশয়কেই উচিত হয়, যেহেতু যোগ্য ব্যক্তিকেই লোকে যোগ্য কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া থাকেন, ভাক্তুতত্ত্বজ্ঞানী মহাশয় ইহার কোন্ বিষয়ে বঞ্চিত, সকল বিষয়েই পণ্ডিত। অতএব শাস্ত্রে কহেন। তদ্ধি জানন্তি তদ্বিদঃ। অর্থাৎ যে লোক যে বিষয়ে বিজ্ঞ, সেই লোকই সে বিষয়ের বিশেষ মর্ম্মজ্ঞ হয়েন। অতএব বিষয়বিশেষে মধ্যস্থবিশেষ, নারদও কহিয়াছেন। যথা। বেশ্যা প্রধানা যাস্তত্র কামুকাস্তদ্‌গৃহোষিতাঃ। তৎসমুত্থেষু কার্য্যেষু নির্ণয়ং সংশয়ে বিদুঃ॥ অর্থাৎ বেশ্যাদিগের বিবাদে সংশয় উপস্থিত হইলে তাহারাই নির্ণয় করিবেক, যাহারা [১৫০] প্রধানা২ বেশ্যা ও বেশ্যাদিগের গৃহবাসী প্রধান২ কামুক। ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীরা এ সকল বিষয়ে বঞ্চিত, এ কারণ তাঁহারদিগের নিকটে অতি নিন্দিত ৺ঈশ্বর স্থানে এই প্রার্থনা যে, তাঁহারদিগের নিকটে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীদিগ্‌কে প্রশংসিত না হইতে হয়, অতএব ভাক্তুতত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়েরা ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীদিগ্‌কে অপূর্ব্ব অধর্ম্ম ইত্যাদি কত২ ব্যঙ্গোক্তি ও শ্লেষোক্তি করেন। এবং যাঁহারা প্রতিপালনাদির দ্বারা বিশ্বাস জন্মাইয়া পশ্চাৎ সেই পশুকে বধ করেন, তাঁহারদিগের প্রতি শ্রীমদ্ভাগবত কহিতেছেন। যথা। যে ত্বনেবংবিদোঽসন্তঃ স্তব্ধাঃ সদভিমানিনঃ। পশূন্ দ্রুহ্যন্তি বিশ্রব্ধাঃ প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান্॥ অর্থাৎ যাহারা এই পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্র না জানে এবং অসাধু, অথচ আমরা সাধু এই অভিমান করে, এবং স্তব্ধ অর্থাৎ কার্য্যাকার্য্য বিবেচনারহিত, [১৫১] আর প্রতিপালনাদির দ্বারা বিশ্বস্ত, সে পাষণ্ডেরা সেই প্রতিপালিত পশুর যে প্রকারে হিংসা করে, সেই পশু পরলোকে সেই পাষণ্ডদিগ্‌কে সেই প্রকারে হিংসা করিয়া ভোজন করে। পরন্তু, "অনিবেদ্য ন ভুঞ্জীত মৎস্যমাংসাদি কঞ্চন।" এ বচনে মৎস্যমাংসাদি তাবৎ দ্রব্যেরি স্বতঃ কিম্বা পরতঃ সামান্যতঃ দেবতাকে অনিবেদিত ভোজনের নিষেধ প্রাপ্ত হইতেছে, অন্যথা, অন্যে অন্যের নিবেদিত দ্রব্য এবং এক দেবতার উপাসক, দেবতান্তরের প্রসাদ ভোজন করিতে পারেন না, অতএব "অন্নং বিষ্ঠা পয়ো মূত্রং যদ্বিষ্ণোরনিবেদিতং"। এই বচনে সামান্যতঃ অবিশেষে অনিবেদিত অন্নজলে মলমূত্রত্ব কীর্ত্তনরূপ নিন্দা শ্রবণ হইতেছে, এ স্থানে বিষ্ণু শব্দে যথাশ্রুত অর্থ করা যায় না, যেহেতু, শক্তি প্রভৃতিকে নিবেদিত দ্রব্যেও নিন্দাপ্রাপ্তি হয়, এবং স্বস্ব ইষ্টদেবতাও কহা যায় না, যেহেতু দেবতান্তরকে নিবেদিত দ্রব্যেও তন্নিন্দাপ্রাপ্তি প্রযুক্ত অন্যো[১৫২]পাসকের অন্য দেবতার প্রসাদ ভোজনে বাধা জন্মে, অতএব এ বচনে বিষ্ণু শব্দে দেবতামাত্রে তাৎপর্য্য, ইহাতে কোন দোষ সম্ভাবনা নাই, অতএব পুরুষের রাগপ্রাপ্ত যে মৎস্যমাংসাদি ভোজন, তাহাতে পুরুষের রাগাভাবে নিবৃত্তি ও রাগসত্ত্বে প্রবৃত্তি জন্মে, যে ব্যক্তির রাগপ্রযুক্ত মৎস্যমাংসাদি ভোজনে প্রবৃত্তি হয়, সে ব্যক্তি স্বীয় ইষ্টদেবতার প্রতি তাঁহার ভক্তিশ্রদ্ধার আধিক্যপ্রযুক্ত সুতরাং সেই ইষ্টদেবতাকেই নিবেদন

করিয়া ভোজন করেন, যদি স্বীয় ইষ্টদেবতাকে অনিবেদ্য যে দ্রব্য তাহাতে প্রবৃত্তি হয়, তবে স্বতঃ কিম্বা পরতঃ দেবতান্তরের নিবেদিত করিয়া ভোজনে তাঁহার বাধা কি। যেহেতু দেবতাকে অনিবেদিত দ্রব্যের ভোজনেই শাস্ত্রীয় নিষেধ প্রাপ্ত হইতেছে।

ভাক্তত‍ত্ত্বজ্ঞানীর উত্তর।—মৎসরতা কি দারুণ দুঃখের কারণ হয়।…কে নিবারণ করিতে পারিবেক ইতি ॥

ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর প্রত্যুত্তর।—এ স্থানে কি ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী কি ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী, উভয়েরি ভ্রান্তি, ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর সজ্জনতাতে ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর মৎসরতার ভ্রম, এবং ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর ঐচ্ছিক ভোগের ভ্রম, সজ্জনের এই স্বভাব যে, সদ্বংশজাত ব্যক্তিসকলকে অসৎ কর্ম্মে অসৎ সঙ্গে ও অসৎপথগমনে প্রবৃত্ত দেখিলে তাঁহারদিগ্‌কে তাঁহারা সদুপ[১৫৪]দেশ সদ্‌যুক্তি ও সৎকথার দ্বারা নিবৃত্ত করান, তাহাতেও যদি না হয়, তবে অন্ততঃ প্রিয়ভর্ৎসন ভয়প্রদর্শন পুরস্কার ও তিরস্কারও করিয়া থাকেন, এবং তাঁহারদিগের নিমিত্ত সর্ব্বদা অন্তঃকরণে অত্যন্ত ক্লেশও পান, চিন্তাও করেন যে, কি প্রকারে এই সৎসন্তানেরা অসদ্বৃত্ত হইতে নিবৃত্ত হইয়া সদ্বৃত্ত হইবেন, তাহাতেই দুর্জ্জনেরা নিজ দৌর্জ্জন্যের গুণে ঐ সজ্জনদিগের সৌজন্যকে দৌর্জ্জন্য করিয়া ব্যাখ্যা করেন, ও নানাপ্রকার ব্যঙ্গ বিদ্রূপও করিয়া থাকেন, এবং অন্তঃকরণে অবিরত এই চিন্তাও করেন যে, এমন দিন কি হবে যে, ধর্ম্মাধর্ম্ম খাদ্যাখাদ্য ও গম্যাগম্য বিচার যাবে, আমরা নিষ্কণ্টকে স্বেচ্ছানুসারে স্বচ্ছন্দপূর্ব্বক স্ব স্ব অভিলাষ সাধন করিব, যেমন ভাঙখোরেরা প্রার্থনা করে যে, মা গঙ্গে তুমি যদি হও ভঙ্গে, তবে ডুবুকি ডুবুকি যাঁও চুমুকি চুমুকি খাঁও। এবং তস্করেরা ও পারদারিকেরাও প্রার্থনা করিয়া থাকে যে, কবে অরা[১৫৫]জক রাজ্য হবে যে, স্বচ্ছন্দ চৌর্য্য পারদার্য্য করিব, যদি দুষ্টের মনোভিলাষ সম্পূর্ণ হইত, তবে জগতের কি২ অসম্ভব অমঙ্গল অসম্ভাবিত রহিত, দুষ্টের মনোরথও পূর্ণ হয় না, মনস্তাপও দূর হয় না, যেমন দরিদ্রের মনোরথ ও মনস্তাপ। বরঞ্চ আশাবায়ুতে মনের আগুন দ্বিগুণ হয়, পশ্চাৎ কিঞ্চিৎকাল প্রারব্ধ কর্ম্মভোগ করিয়া সেই অগ্নিতেই দগ্ধ হইয়া লীলা সম্বরণ করেন। কেহ কাহারো প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ কদাচ নিবারণ করিতে পারেন না, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ, কীটভক্ষক পক্ষী, গবাদি ও শূকর, ইহারা উত্তম আহারের দ্বারা গৃহস্থের গৃহে প্রতিপালিত হইলেও প্রারব্ধের গুণে পতঙ্গ, উচ্ছিষ্ট পত্র ও মলমূত্র ভক্ষণে ব্যাকুল হয়, ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীদিগেরো মদ্যমাংসাদি ভোজন সেই প্রকার প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ, অতএব তাঁহারা সে কর্ম্মভোগ কি প্রকারে ত্যাগ করিবেন, সজ্জনদিগের সদুপদেশে বা কি করিতে পারে, ধর্ম্মসংস্থাপনা[১৫৬]কাঙ্ক্ষীরা পূর্ব্বে ভ্রান্তিপ্রযুক্ত এ মর্ম্ম অজ্ঞাত ছিলেন, এক্ষণে তাঁহারদিগের সে ভ্রম দূর হইয়াছে, মদ্যমাংসাদি কদর্য্য ভোগই ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীদিগের প্রারব্ধ ভোগের উপযুক্ত, যে ব্যক্তি যে প্রকার হয়, তাহার প্রারব্ধ ভোগও সেই প্রকার, অতএব উত্তমাধম মধ্যম ভেদে ত্রিবিধ প্রকার ভোগ ভগবদ্‌গীতা কহেন। যথা। আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ। যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু॥ আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ। রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা

আহারাঃ সাত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ। আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ। উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ং ॥ অর্থাৎ সাত্বিক রাজসিক ও তামসিক এই তিন প্রকার মনুষ্যের আহারও তিন প্রকার, এবং যজ্ঞ তপস্যা ও দান, ইহাও তিন প্রকার হয়, [১৫৭] তাহার ভেদ শ্রবণ কর, যে ভোগ ভোক্তার আয়ুঃ উৎসাহ বল আরোগ্য সুখ ও প্রীতির বর্দ্ধক এবং মধুর স্নিগ্ধ স্থির ও হৃদগত হয়, সেই ভোগ সাত্বিকের প্রিয়, তাহার নাম সাত্বিক এবং কটু অম্ল লবণ অত্যুষ্ণ অতিতীক্ষ্ণ অতিরুক্ষ কিম্বা সর্ষপাদিজাত যে ভোগ, সেই ভোগ রাজসপ্রিয়, তাহার নাম রাজসিক, তাহাতে দুঃখ শোক ও রোগ জন্মে। প্রহরাতীত বিরস দুর্গন্ধ পর্য্যুষিত উচ্ছিষ্ট অথবা অস্পৃশ্য, এই প্রকার যে কদর্য্য ভোগ, সেই তামসদিগের প্রিয়, তাহার নাম তামসিক ইতি। *।

শ্রীমদ্ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষিবিরচিতে পাষণ্ডপীড়ন নামক প্রত্যুত্তরে দুর্জ্জনহৃদয়বিদারণো নাম তৃতীয়োল্লাসঃ সমাপ্তঃ ॥

ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর চতুর্থপ্রশ্নঃ।

অনেক বিশিষ্টসন্তান যৌবন ধন প্রভুত্ব অবিবেকতাপ্রযুক্ত কুসংসর্গগ্রস্ত হইয়া…অন্ত্যাঃ ম্লেচ্ছযবনাদয় ইতি কুল্লুকভট্টঃ।

কপট ব্রতাচারী ম্লেচ্ছবেশধারী ভাক্তবামাচা[১৫৯]রী মহাশয় আপনারদিগের বৃথা কেশচ্ছেদন, সুরাপান, জবনীগমন, সংপ্রতি স্বয়ং স্বমুখে স্বহস্তে ব্যক্ত করিয়া কেবল আপনারদিগের জবনাকারত্ব, মদ্যপত্ব ও জবনজাতিত্ব প্রকাশ করিতেছেন, ইয়দ্দিনে এক্ষণে ধর্ম্মের গুণে বাক্যমনের অনৈক্য দূর হইয়া তাহার ঐক্য হইতেছে, আরও হইবেক, কুন্দযন্ত্রের মুখে কাষ্ঠের বক্রভাবের অভাব কত কাল হয়।

ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর উত্তর।—যৌবন ধন প্রভুত্ব অবিবেকতাপ্রযুক্ত লজ্জা ও ধর্ম্মভয় পরিত্যাগ করিয়া…অসৎ প্রবৃত্তির সম্ভাবনা না হইবেক।

ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর প্রত্যুত্তর।—যৌবনং ধনসম্পত্তিঃ প্রভুত্বমবিবেকতা। একৈকমপ্যনর্থায় কিমু তত্র চতুষ্টয়ং ॥ অর্থাৎ যৌবন, ধন, প্রভুত্ব ও অবিবেকতা, এই চতুষ্টয়, প্রত্যেকেও সকল অনর্থের কারণ হয়, ইহাতে যে সকল ব্যক্তির প্রতি ঐ চতুষ্টয়ের সম্পূর্ণ অনুগ্রহ, সে সকল ব্যক্তির কিং অঘটনঘটনার সম্ভাবনা না হয়। এই নীতিশাস্ত্রীয় বচনের এ তাৎপর্য্য নহে যে, এই যৌবনাদি চতুষ্টয় ব্যক্তিমাত্রেরি অনর্থের কারণ, কিন্তু দুঃশীল দুর্জ্জনদিগেরি সকল অনর্থের সাধন হয়, তাহার সাক্ষী রাবণ, বেণ, দুর্য্যোধন [১৬১] প্রভৃতি, দেখ, রাবণের দৌর্ব্বৃত্তের বৃত্তান্তের অন্ত করিতে বুঝি অনন্তও অশক্ত হইবেন, বেণ রাজার বাল্যকালেই পিতৃবিদ্যমানে ধন ও প্রভুত্বের অভাবেও কেবল অবিবেকতাতেই কিং পুণ্য প্রতিষ্ঠা প্রকাশ না হইয়াছে, এবং দুর্য্যোধনাদির দৌর্জ্জন্যই বা তাঁহারদিগের গুণ বর্ণনে কি

অবর্ণিত আছে এবং সুশীল সুজনদিগের যৌবনাদি কদাচ অনিষ্টের সাধন হয় না, তাহার প্রমাণ অতিকায়, বিভীষণ, জনক ও অর্জ্জুন প্রভৃতি। ইতিহাস পুরাণে তাঁহারদিগের উপাখ্যান শ্রবণে পাপাত্মারো পাপ মোচন ও বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মে। এবং ইদানীন্তন অনেক দুর্জ্জন ও সুজনেরও যৌবনাদিতে দৌর্জ্জন্য ও সৌজন্য প্রকাশ হইতেছে, দেখ কেহ২ ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষিরূপে বিখ্যাত, কেহ২ ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানিরূপে নিন্দিত হইতেছেন। অতএব নীতিশাস্ত্রের বচনান্তরে দুর্জ্জন ও সুজনের বিদ্যাদিরো বিপরীত ফল দৃষ্ট হইতেছে। যথা। বিদ্যা বিবা[১৬২]দায় ধনং মদায় শক্তিঃ পরেষাং পরিপীড়নায়। খলস্য সাধোর্ব্বিপরীতমেতৎ জ্ঞানায় দানায় চ রক্ষণায় ॥ অর্থাৎ দুর্জ্জনের বিদ্যা, ধন ও বল, এই তিন বিবাদ, মত্ততা ও পরপীড়নের নিমিত্ত হয়, সুজনে তাহার বিপরীত, ফলতঃ সুজনের বিদ্যা, ধন ও বল, এই তিন জ্ঞান দান ও পররক্ষণের কারণ হয়। অতএব সুশীল সুজনদিগের কি পিতার বিদ্যমানতায়, কি অবিদ্যমানতায়, কি অধিক সহকারীতে, কি অল্প সহকারীতে, কোন কালে কোন ক্রমেই যৌবনাদির প্রভুত্ব হয় না, এবং তাহার ফলও জন্মে না। বর্ষাসহকারীতে কি সমুদ্রের জল বৃদ্ধি হয়, কি কৃষ্ণপক্ষেও জ্যোতিরিঙ্গনের উত্তম জ্যোতিঃ হয়, এবং পাষাণে বীজ বপন করিলে কি তাহার অঙ্কুর জন্মে, কি অমৃতফলের তরুতে বিষফল জন্মে, অতএব তাঁহারদিগের বৃথা কেশচ্ছেদন, সুরাপান, সম্বিদাভক্ষণ, যবনীগমন, ও বেশ্যাসেবন সর্ব্বকালেই অসম্ভব, শাসনও অ[১৬৩]সম্ভব, কিন্তু নগরান্তবাসীর অদ্যাপি যবনীগমনের চিহ্ন প্রকাশ হইতেছে, যেহেতু, নিজ বাসস্থানের প্রান্তেই যবনীগমনের ধ্বজপতাকা রোপণ করিয়াছেন। সম্বিদাপান সুরাপানতুল্য হয় কি কারণে ও কি প্রমাণে তাহা জানিতে বাসনা করি? এবং ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীদিগের মধ্যে কোন২ ব্যক্তির যৌবনাবস্থাতেও কেশের শুক্লতাদৃষ্টি হইতেছে, যদি তাঁহারা যবনের কৃত কলপের দ্বারা কেশের কৃষ্ণতা করিতেন, তবে শুক্লতার প্রত্যক্ষ, কি সপক্ষ, কি বিপক্ষ, কাহারো হইত না, দেখ, ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়দিগের বৃদ্ধাবস্থার চিহ্ন, কেবল দন্তভঙ্গ, তাহাও কোন২ মহাত্মা কৃত্রিম দন্তের দ্বারা আচ্ছন্ন করেন, কেহ২ বার্দ্ধক্যের প্রত্যক্ষ ভয়ে মেষের ন্যায় বক্ষঃস্থলেরো লোম কর্ত্তন করিয়া থাকেন, এবং কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, সকলেই মুণ্ডিতমুণ্ড, তাহাতে বৃদ্ধদিগেরো সেই মুণ্ডিতমুণ্ডের ও কৃষ্ণতুণ্ডের কেশেরো শুক্লতাদৃ-[১৬৪]ষ্টি কখন কাহারো হয় না, ইহাতে বুঝি ঐ মহাত্মারা গৃহজাত কলপ কিম্বা কালির দ্বারাই ঐ মুণ্ডিতমুণ্ডের ও কৃষ্ণতুণ্ডের অপূর্ব্ব শোভা করিয়া থাকেন। ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীদিগের এও এক প্রকার বিধিকৃত দণ্ড, এবং তাঁহারদিগের অবিরত অবিহিত আচরণ নিমিত্ত অপরাধের মস্তক মুণ্ডন ও মুখে মসীলেপন, এই দণ্ড উপযুক্তও বটে, অতএব সম্প্রতি তাদৃশ অপরাধে রাজশাসনাভাবপ্রযুক্ত বিধাতা তাঁহারদিগের দ্বারাই তাঁহারদিগের দণ্ড করিতেছেন। পরন্তু, যদি প্রধান ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর মানিত হইয়া কোন২ ক্ষুদ্র ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী মিথ্যাবাণী কহেন যে, ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীদিগের মধ্যেও কোন২ ব্যক্তিকে যবনীগমনাদি করিতে আমরা দর্শন করিয়াছি, তবে সেই২ সাক্ষীর প্রামাণ্য কিরূপে হইতে পারে, যেহেতু, শাস্ত্রে তাদৃশ দুষ্ট ব্যক্তিদিগের অসাক্ষিত্ব কহিতেছেন। যথা নারদঃ। স্তেনাঃ সাহসিকাশ্চণ্ডাঃ

কিতবা [১৬৫]বঞ্চকাস্তথা। অসাক্ষিণস্তে দুষ্টত্বাৎ তেষু সত্যং ন বিদ্যতে॥ অর্থাৎ চোর, ডাকাইত, স্বাভাবিক ক্রোধী, ও জুয়াচোর, এই সকল ব্যক্তিতে সত্য সম্ভব হয় না, ইহারা দুষ্টত্বপ্রযুক্ত অসাক্ষী হয়। যাজ্ঞবল্ক্য। স্ত্রীবালবৃদ্ধকিতবমত্তোন্মত্তাভিশস্তকাঃ। রঙ্গাবতারিপাষণ্ডিকূটকৃদ্বিকলেন্দ্রিয়াঃ॥ পতিতাপ্তার্থসম্বন্ধিসহায়রিপুতস্করাঃ। সাহসী দৃষ্টদোষশ্চ নির্ধূতাদ্যাস্ত্বসাক্ষিণঃ॥ অর্থাৎ স্ত্রী, বালক, অশীতিপর বৃদ্ধ, কিতব, মত্ত, উন্মত্ত, অপবাদগ্রস্ত স্ত্রীজীবী, পাষণ্ড, মিথ্যালিপিকারকাদি, বিকলেন্দ্রিয়, পতিত, সুহৃদ অর্থসম্বন্ধী, অর্থাৎ যাহার জয় পরাজয়ে যাহার জয় পরাজয় হয়, সহায়, রিপু, তস্কর, সাহসী, মিথ্যাবাদিরূপে খ্যাত ও জ্ঞাতিবর্গ কর্তৃক ত্যক্ত, ইহারা সাক্ষী হয় না, যদি এক প্রধান চোর আত্মকার্য্য সাধনার্থ অন্য২ ক্ষুদ্র চোর অর্থাৎ লোকে যাহারদিগ্‌কে সিন্দাল, গাঁটকাটা, জুয়াচোর, হাটচোর ও ঘাটচোর কহিয়া [১৬৬] থাকে, তাহারদিগ্‌কে সাক্ষী মানিলে তাহারদিগের সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইত, তবে পৃথিবীতে কেহ সাধু হইতেন না।

ভাক্তত্ত্বজ্ঞানীর উত্তর।—ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীকে জানা উচিত যে···প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্ব২ শাস্ত্রকারেরাই লিখিয়াছেন॥

ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর প্রত্যুত্তর।—ভাক্তত্ত্বজ্ঞানী মহাশয় লিখেন যে, প্রয়াগ ও পিতৃমরণাদি ব্যতিরিক্ত বৃথা কেশচ্ছেদ করিবেক না, এই নিষেধে বৃথা শব্দের দ্বারা নৈমিত্তিক কেশচ্ছেদের নিষেধ বুঝায় না, অতএব পণ্ডিতাভিমানী মহাশয়কে জানা উচিত যে, প্রয়াগাদি সপ্ত, আর প্রায়শ্চিত্ত ও চূড়া, এই নয় প্রকার কেশচ্ছেদের নিমিত্ত হয়, তাহার কোন নিমিত্ত[১৬৮]প্রযুক্ত যে কেশচ্ছেদন, তাহারি নাম নৈমিত্তিক কেশচ্ছেদন, বৃথা শব্দের দ্বারা এই নববিধ নিমিত্তের অতিরিক্ত নিমিত্তপ্রযুক্ত যে কেশচ্ছেদন, তাহারি নিষেধ প্রাপ্ত হইতেছে। যথা। প্রয়াগে তীর্থযাত্রায়াং মাতাপিত্রোর্ম্মৃতে গুরৌ। আধানে সোমপানে চ বপনং সপ্তসু স্মৃতং॥ অর্থাৎ প্রয়াগ, তীর্থযাত্রা, মাতৃমরণ, পিতৃমরণ, গুরুমরণ, গর্ভাধান ও সোমরসপান, এই সপ্তবিধ নিমিত্তে কেশবপন করিবেক, ইহা মন্বাদি কর্তৃক কথিত আছে। প্রায়শ্চিত্তে ও চূড়াতে কেশচ্ছেদন প্রসিদ্ধই আছে। অতএব যেমন প্রয়াগ, তীর্থযাত্রা, ইত্যাদি কেশচ্ছেদনের নিমিত্ত, তেমন মস্তকের ভারলাঘব ও যবনীমনোরঞ্জন ইত্যাদিও কেশচ্ছেদনের নিমিত্ত হয়, এবং যেমন ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর লিখিত গঙ্গায়াং ভাস্করক্ষেত্রে ইত্যাদি বচনে প্রয়াগাদিনিমিত্তক কেশচ্ছেদের নিষেধ বুঝায় না, তেমন যবনীমনোরঞ্জনাদিনিমিত্তক কেশচ্ছেদনেরও নিষেধ বুঝা[১৬৯]য় না, এই প্রকার যে ভাক্তত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়ের অভিপ্রায়, তাহা কোন প্রকারেই সিদ্ধ হইতে পারে না, যেহেতু, ধর্ম্মশাস্ত্রে যবনীমনোরঞ্জনাদিকে কেশচ্ছেদনের নিমিত্ত কহেন না, যদি যবনীমনোরঞ্জনাদির নিমিত্ত তাঁহারদিগের কেশচ্ছেদন কর্ত্তব্য হয় তবে ত্বক্‌চ্ছেদনও আবশ্যক হয় কি না? যদ্যপি উপদংশ রোগেই তাঁহারদিগের ত্বক্‌চ্ছেদনও স্বীকৃত হইয়াছে, তথাপি যাবনিক মন্ত্রাদিরূপ অঙ্গের বৈগুণ্যে প্রধানেরো বৈগুণ্য হইয়া থাকিবে, কিন্তু অঙ্গের অসিদ্ধিতেও প্রধানের সিদ্ধি হয়, এ প্রকার ব্যবস্থাও কোন২ স্থানে কোন২ পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, গৃহদাহে দগ্ধ ব্যক্তির পুনর্ব্বার কুশপুত্তলিকা

দাহ করিবেক না, যেহেতু, দহ ধাতুর অর্থ যে ভস্মীকরণ, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইতেছে, মন্ত্রাদিরূপ অঙ্গের বৈগুণ্যে তাহার বাধ জন্মে না, তদ্রূপ এ স্থলেও উপদংশরোগে ত্বক্‌চ্ছেদন হইলে সেই পণ্ডিতদিগের মতে সেই মহাত্মাদি[১৭০]গের মন্ত্রাদির অভাবেও ত্বক্‌চ্ছেদন-সংস্কার সিদ্ধ হইতে পারে, যেহেতু, ছিদ ধাতুর অর্থ যে ছেদন, তাহার বাধ হয় নাই। এবং ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীদিগের মধ্যে অনেকে সর্ব্বদাই ত্রিকচ্ছ পরিধান করিয়া থাকেন, কেহ২ কেবল পূজাদিকালে। আর ক্ষুৎ, প্রপতন, ও জৃম্ভণ অর্থাৎ হাঁচি, ভূমিতে হঠাৎ পতন, ও হাঁই, ইহাতে জীব, উত্তিষ্ঠ, ও অঙ্গুলিধ্বনি, শাস্ত্রানুসারে সকলেই গুরুপরম্পরা ব্যবহারদৃষ্টিতে অভ্যাসবশতই করিয়া থাকেন, আর এই সকল স্থানেও বৃথা কেশচ্ছেদনে কেবল ব্রহ্মহত্যার পাপ শ্রবণে ইহারদিগের তুল্যতা হয় না, তবে হইতে পারে, যদি দীপ্তিকারকত্বপ্রযুক্ত চন্দ্র সূর্য্যের ও দীপের তুল্যতা হয়। অতএব ইহার বিবেচনা করা আবশ্যক, দেখ, বৃথা কেশচ্ছেদনে শিখাবিরহে সুতরাং শিখাবন্ধনের অভাবে সেই শিখারহিত ব্যক্তির তৎকৃত সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম্মের প্রত্যহ বৈগুণ্য জন্মে, যেহেতু, শিখা[১৭১]বিশিষ্ট হইয়া কর্ম্ম করিবেক, এই বিধি আছে, তথাচ স্মৃতিঃ। গায়ত্র্যা তু শিখাং বদ্ধা নৈঋত্যাং ব্রহ্মরন্ধ্রতঃ। জুটিকাঞ্চ ততো বদ্ধা ততঃ কর্ম্ম সমারভেৎ॥ অর্থাৎ কর্ম্মকর্ত্তা প্রথমতঃ গায়ত্রীর দ্বারা ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে নৈঋত কোণে শিখা বন্ধন করিয়া পশ্চাৎ সকল কেশ একত্র বন্ধন করিবেক, তদনন্তর কর্ম্মারম্ভ করিবেক, অতএব শিখার অভাবে ক্রমে ঐ পাপ মহাপাতকতুল্য হয়, যেমন উপপাতক ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া মহাপাতককেও লঙ্ঘন করে, এবং ক্রমে ব্রাহ্মণ্যাদিরো হানি হইতে থাকে, ক্ষুৎ, প্রাপতন ও জৃম্ভণ ইত্যাদি স্থলে জীব, উত্তিষ্ঠ ও অঙ্গুলিধ্বনি, এই শব্দ না করিলে এতাদৃশ কোন দোষ দৃষ্ট হয় না, অতএব বৃথা কেশচ্ছেদনকে সাধারণ পাপ কিরূপে কহা যায়, তাহার এ প্রকার সাধারণ প্রায়শ্চিত্তই বা কিরূপে হইতে পারে, প্রয়াগাদিতে কেশচ্ছেদনে কিন্তু সে ব্যক্তির সে দোষ হয় না, যেহেতু তাহাতে বিধি আছে। এবং পণ্ডিতা[১৭২]ভিমানী মহাশয় অন্য দুই বচন লিখিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, অন্নদানেও সুবর্ণাদিদানে ব্রহ্মহত্যাকৃত পাপের ক্ষয় হয়, সে যথার্থ বটে, কিন্তু তাঁহাকেই ইহা জিজ্ঞাসা করি যে, পুস্তকে লিখিত প্রায়শ্চিত্ত পাপনাশক, কি আচরিত প্রায়শ্চিত্ত পাপনাশক হয়, যদি প্রথম কল্প তাঁহার সম্মত হয়, তবে কাহারো প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না, যদি দ্বিতীয় কল্পে নির্ভর করেন, তবে তাঁহারদিগের কিরূপে নিস্তার হয়, যেহেতু পণ্ডিতাভিমানীর লিখিত অন্নদানের পাপনাশকতা-বোধক বচনে স্ত্রীপুত্রাদিপরিজনবর্গকে যে অন্নদান, তাহার তত্তৎপাপনাশকতা কহিতে পারিবেন না, কারণ, তবে তত্তৎপাপে প্রায়শ্চিত্তের অভাব প্রসঙ্গ হয়, স্ত্রীপুত্রাদিকে অন্নদান কে না করিয়া থাকে, অতএব ঐ বচনে অন্নদান শব্দে অন্নদানব্রত কহিতে হইবেক, যাহাকে লোকে সদাব্রত কহিয়া থাকে, যেহেতু ঐ বচন অতিথিসেবা প্রকরণে লিখি[১৭৩]ত আছে, সে প্রকার অন্নদান ভাক্তভত্ত্বজ্ঞানীদিগের মধ্যে কে করিয়া থাকেন, যে কহিবেন, কহিলেই বা কে প্রত্যয় করিবেক, কাহারো২ তাহার দর্শন, কাহারো২ বা শ্রবণ হইতেছে, এবং সুবর্ণাদি-দানে সাধারণ পাপের ক্ষয় হয়, ইহাও যথার্থ, যদ্যপি তাঁহারাও কদাচিৎ২ সুবর্ণদান করিয়া

থাকেন, তথাপি তাহাতে তৎপাপের ক্ষয় হয় না, যেহেতু তত্তৎপাপে পুনঃপুনর্ব্বার প্রবৃত্ত হইলে তাহার নিবৃত্তি কোন প্রকারেই হইতে পারে না, অতএব গঙ্গাস্নানস্থলে সে প্রকার বচনও দেখিতেছি। যথা। কুর্য্যাৎ পুনঃ পুনঃ পাপং ন চ গঙ্গা পুনাতি তং। অর্থাৎ যে ব্যক্তি পুনঃপুনর্ব্বার পাপ করে, তাহাকে গঙ্গাও পবিত্র করেন না, যদি বল, যেমন গৃহস্থেরা প্রতিদিন পঞ্চসূনাজনিত পাপ করিতেছে, এবং প্রতিদিন পঞ্চ যজ্ঞের দ্বারা তাহার নাশও হইতেছে, তেমন আমারদিগেরও পুনঃ পুনঃ বৃথাকেশচ্ছেদনাদিনিমিত্ত পাপের পুনঃ পুনঃ স্বর্ণাদি [১৭৪] দানরূপ প্রায়শ্চিত্তে নাশ হইবার বাধা কি। তাহার উত্তর, সূনাশব্দে অতিক্ষুদ্র কীটাদি বধের স্থান, সে পাঁচ প্রকার হয়, চুল্লী যাহাকে চুলা কহে, পেষণী অর্থাৎ শিললোড়া ইত্যাদি, উপস্কর যাহাকে খেঙ্গরা কহে, কণ্ডনী অর্থাৎ যাহাতে নিক্ষেপ করিয়া ধান্যাদির তুষাদি পরিহরণ করা যায়, আর উদককুম্ভ, এই সকল স্থানে প্রতিদিন অতি ক্ষুদ্র কীটাদির অবশ্যই নাশ হয়, তাহার বারণ কোন প্রকারে করা যায় না, কিন্তু তাহাতে গৃহস্থদিগের না সঙ্কল্প, না যত্ন আছে, অতএব পাঠ, হোম, অতিথিসেবা, তর্পণ ও বলিবৈশ্বদেব, এই পঞ্চ যজ্ঞেতেই তৎপাপ ক্ষয় হয়, ইহা শাস্ত্রে কহিয়াছেন, ইহাতে পুনঃপুনর্ব্বার অতিযত্নপূর্ব্বক কৃত যে বৃথা কেশচ্ছেদনাদিনিমিত্ত পাপ, তাহার ক্ষয় স্বর্ণাদিদানে কি প্রকারে হইতে পারিবেক, পুনঃ-পুনর্ব্বার তাদৃশ পাপকারী লোকেরা পাপকর্ম্মে [১৭৫] রত হয়, তাহারদিগের নিস্তার, সর্ব্বপাপনাশিনী পতিতপাবনী ত্রিভুবনতারিণী গঙ্গাও করেন না, ইহা গঙ্গাবাক্যাবলীর বচনে বোধ হইতেছে। যথা। ষষ্টিবিঘ্নসহস্রাণি গঙ্গাং রক্ষন্তি সর্ব্বদা। নিবারয়ন্ত্যভক্তাংশ্চ পাপ-কর্ম্মরতাংস্তথা॥ অর্থাৎ ষষ্টিসহস্র বিঘ্নকারকেরা সর্ব্বদা গঙ্গাকে রক্ষা করেন, তাঁহারদিগের এই কর্ম্ম যে, অভক্ত কিম্বা পাপকর্ম্মে রত যে সকল লোক, তাহারদিগ্‌কে বারণ করিবেন। পরন্তু ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয় অন্য এক বচন লিখেন, তাহার অর্থ এই যে, আমি ব্রহ্ম, এই প্রকার চিন্তা ক্ষণমাত্রকাল করিলেই সকল পাপ নষ্ট হয়, কিন্তু তাঁহাকেই এই জিজ্ঞাসা করি যে, এই প্রায়শ্চিত্তের উপদেশ কাহার প্রতি করেন, যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানীদিগের পাপাভাবপ্রযুক্ত তাঁহা[দিগে]র প্রতি অসম্ভব, যেহেতু যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানীদিগের আত্মার স্বরূপভূমিতল তত্ত্বজ্ঞান-স্বরূপ দহনে সংদগ্ধ এবং বাসনাস্বরূপ সলিলের সম্বন্ধাভাবে শু[১৭৬]ষ্ক, অতএব মরুভূমিতুল্য, তাহাতে সৎকর্ম্ম ও দুষ্কর্ম্মস্বরূপ বীজ বপন করিলে তাহা হইতে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের অঙ্কুর জন্মে না। অতএব ভগবদ্গীতা ও যোগশাস্ত্র কহিতেছেন। যথা। যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন। জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥ অর্থাৎ যেমন প্রজ্জলিত সামান্য অগ্নি সামান্য কাষ্ঠরাশিকে ভস্ম করে, তেমন প্রজ্জলিত তত্ত্বজ্ঞানস্বরূপ অগ্নি প্রারব্ধ কর্ম্ম ব্যতিরেকে সুকৃতদুষ্কৃতকর্ম্মস্বরূপ কাষ্ঠরাশিকে ভস্ম করেন। ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাৎপরে॥ অর্থাৎ সেই পরাৎপর যে পরম ব্রহ্ম তেঁহ দৃষ্ট হইলে ফলতঃ তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে সে ব্যক্তির হৃদয়গ্রন্থির ভেদ হয়, অর্থাৎ মিথ্যা-জ্ঞানজন্য বাসনার নাশ হয়, এবং সকল সংশয়ের ছেদ হয়, অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাস্তিত্ব ও জীব ব্রহ্মের ঐক্য অনৈক্য ইত্যাদি সংশয় নষ্ট হয়, [১৭৭] এবং সকল কর্ম্ম ক্ষয় হয়, অর্থাৎ

সুকৃত দুষ্কৃত কর্ম্ম হইতে ধর্ম্মাধর্ম্মের অঙ্কুর জন্মে না। যদি ভাক্তুতত্ত্বজ্ঞানীদিগের প্রতি কহেন, তবে তাহাও অসম্ভব, যেহেতু ব্রহ্মপুরাণীয় বচনানুসারে তাদৃশ দুষ্ট পাপিষ্ঠদিগের প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা শোধন হয় না। যথা। চিত্তমন্তর্গতং দুষ্টং তীর্থস্নানে ন শুধ্যতি। শতশোথ জলৈর্ধৌতং সুরাভাণ্ডমিবাশুচিং॥ ন তীর্থানি ন দানানি ন ব্রতানি ন চাশ্রমাঃ। দুষ্টাশয়ং দম্ভরুচিং পুনস্তি ব্যথিতেন্দ্রিয়ং॥ অর্থাৎ অন্তর্গত দুষ্ট যে চিত্ত, তাহা তীর্থস্নান করিলে শুদ্ধ হয় না, যেমন জলেতে শত২ বার ধৌত হইলেও সুরাভাণ্ড অশুচিই থাকে, ফলতঃ যেমন শত২ বার জলধৌত হইলেও সুরাভাণ্ড শুচি হয় না, তেমন দুষ্টচিত্ত লোকেরা প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা শুদ্ধ হয় না। এবং দুষ্টাশয় দাম্ভিক ও অবশেন্দ্রিয় মনুষ্যকে কি তীর্থ, কি দান, কি ব্রত, কি কোন আশ্রম, কেহ পবিত্র করেন না। অতএব কূর্ম্মপুরাণে ক্রিয়ারহিত যথেষ্টা[১৭৮]চারী ভাক্তুতত্ত্বজ্ঞানীদিগের মরণান্ত অশৌচ কহিয়াছেন। যথা। ক্রিয়াহীনস্য মূর্খস্য মহারোগিন এব চ। যথেষ্টাচরণস্যাহুর্ম্মরণান্তমশৌচকং॥ অর্থাৎ ক্রিয়াহীন, ফলতঃ নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়ারহিত এবং মূর্খ, ফলতঃ অর্থসহিত গায়ত্রীরহিত এবং মহারোগী, ফলতঃ মধুমেহাদি রোগগ্রস্ত এবং যথেষ্টাচরণ, ফলতঃ দ্যূতক্রীড়া, মদ্যপান ও বেশ্যাদি ইহাতে আসক্ত, ইহারা প্রত্যেকেই যাবজ্জীবন অশুচি থাকে, ইহা মন্বাদি কহিয়াছেন।

ভাক্তুতত্ত্বজ্ঞানীর উত্তর।—ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী বচন লিখিয়াছেন যে ব্রাহ্মণ সুরাপান করিলে…পাতকগ্রস্ত এবং ব্রাহ্মণ্যহীন হইবেন॥

ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর প্রত্যুত্তর।—ভাক্তুতত্ত্বজ্ঞানী মহাশয় সৌত্রামণীযজ্ঞে সুরাপানে এক শ্রুতিকে প্রমাণরূপে দর্শন করান, তাহাতে এই বোধ হইতেছে, যে তাঁহারা সর্ব্বদাই সুরা[১৮৩]পানার্থে সৌত্রামণীযজ্ঞমাত্র করিয়া সুরাপান করিয়া থাকেন, অতএব তাঁহারদিগকে ভাক্তুযাজ্ঞিক কহিলেও কহা যায়, সে যাহা হউক, মৈথুন, মাংসভোজন ও মদ্যপান পুরুষের ঐচ্ছিক হয়, তাহাতে নিয়ম, বিনা বিধি সম্ভব হয় না, কর্ম্মবিশেষে তাহাতে যে শাস্ত্র আছে, সেও রাগী ব্যক্তির পক্ষে নিয়ম কিন্তু নিবৃত্তিধর্ম্মরত মুমুক্ষুর পক্ষে নহে। সেই স্থলে বিধি কহা যায়, যে স্থলে অত্যন্ত অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রাপ্তির নিমিত্ত কথন হয়, সেই বিধি, প্রতিদিন ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা করিবেন, গ্রহণাদিতে শ্রাদ্ধাদি করিবেক, আর স্বর্গকামাদি ব্যক্তি অশ্বমেধযাগাদি করিবেক, ইত্যাদি, এবং পুরুষের ইচ্ছাতেই যে বিষয়ের প্রাপ্তি হয়, তাহার প্রাপ্তির নিমিত্ত যে শাস্ত্র, তাহার নাম নিয়ম, সেই নিয়ম ঋতুকালে ভার্য্যাগমন, ভ্রাতৃদ্বিতীয়াতে ভগিনীহস্তে ভোজন আর শ্রাদ্ধের শেষ দ্রব্য ভক্ষণ করিবেক ইত্যাদি। অতএব মদ্যপানাদি স্থলে যে বিধির আকার[১৮৪]শাস্ত্র দর্শন করা যায়, সে বিধি নহে, কিন্তু নিয়ম, তাহার উল্লঙ্ঘনে শাস্ত্রে দোষশ্রবণপ্রযুক্ত নিষিদ্ধকালে ভোজনে ও পানে তদ্দ্রব্যের আঘ্রাণমাত্র বিহিত হয়, অতএব কলিযুগে মদ্যপানে নিষেধ দর্শনে যে২ স্থানে মদ্যপানে নিয়ম আছে, সে সকল স্থানে মদ্যের আঘ্রাণগ্রহণই যুক্তিসিদ্ধ হয়, অতএব শ্রাদ্ধে শেষ দ্রব্য ভোজনের নিয়ম রক্ষার্থে উপবাসদিনে শেষ দ্রব্যের আঘ্রাণের শাস্ত্র ও ব্যবহার দৃষ্ট হইতেছে, অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে যজ্ঞাদিতে মদ্যপানাদি স্থলে সর্ব্বকালে আঘ্রাণাদিই সুস্পষ্ট করিয়াছেন। যথা। লোকে ব্যবায়ামিষ-

মদ্যসেবা নিত্যা হি জন্তোর্নহি তত্র চোদনা। ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞসুরাগ্রহৈস্তাসু নিবৃত্তিরিষ্টা॥ যদ্দ্রাণভক্ষো বিহিতঃ সুরায়াস্তথা পশোরালভনং ন হিংসা। এবং ব্যবায়ঃ প্রজয়া ন রত্যৈ ইমং বিশুদ্ধং ন বিদুঃ স্বধর্ম্মং॥ অর্থাৎ ইহলোকে মৈথুন, মাংসভোজন ও মদ্যপান, ইহাতে সকল জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতেছে, [১৮৫] কিন্তু তাহাতে বিধি নাই, তবে যে ঋতুকালে ভার্য্যাগমনে, যজ্ঞে পশুহননে ও সৌত্রামণীযাগে সুরাসেবনে প্রাবর্ত্তক শাস্ত্র দেখিতেছি, সে কেবল রাগী ব্যক্তির প্রতি জানিবা, মুমুক্ষু লোক তাহাতে সর্ব্বথা বিরক্ত হইবেন, যেহেতু, সৌত্রামণীযাগে সুরাপান অবিহিত, কিন্তু আঘ্রাণমাত্র বিহিত, এবং অন্যান্য যজ্ঞে পশুর হিংসা অকর্ত্তব্যা, কেবল তাহার আলভন বিহিত হয়, অর্থাৎ যথেষ্টাচরণ করিবেক না, এবং স্ত্রীসঙ্গও সন্তানার্থ বিহিত হয়, সুখার্থ নহে, মূর্খ লোকেরা এই বিশুদ্ধ স্বধর্ম্ম না জানিয়া নানা দুষ্কর্ম্ম করিতেছে। এবং সৌত্রামণীযজ্ঞে সুরাস্থলে শ্রুতিতে সোমরসই শ্রুত আছে। বস্তুতঃ কলিযুগে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের মদ্য অদেয়, অপেয় ও অগ্রাহ্য হয়, ইহা নানা পুরাণাদিতে ও নানা তন্ত্রে দৃষ্ট হইতেছে, অতএব মদ্যপানাদির যে সকল শাস্ত্র, তাহা সত্যাদি যুগেই ব্যবহার্য্য, ইহা সুরাচার্য্য মহাশয়ের অবশ্যই স্বীকা[১৮৬]র করিতে হইবেক, যেহেতু কলিযুগ অধিকার করিয়া ব্রহ্মপুরাণ, কালিকাপুরাণ এবং উশনাঃ কহিতেছেন। ব্রহ্মপুরাণং। নরাশ্বমেধৌ মদ্যঞ্চ কলৌ বর্জ্জ্যং দ্বিজাতিভিঃ। অর্থাৎ দ্বিজাদি সকল ফলতঃ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ কলিযুগে নরমেধ ও অশ্বমেধ যাগ এবং মদ্য ইহার বর্জ্জন করিবেন। কালিকাপুরাণং। স্বগাত্ররুধিরং দত্বা হ্যাত্মহত্যামবাপ্নুয়াৎ। মদ্যং দত্বা ব্রাহ্মণস্তু ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে॥ অর্থাৎ কি ব্রাহ্মণ, কি অন্য বর্ণ, স্বশরীরের রুধির দান করিলে আত্মহত্যার পাপে লিপ্ত হয়েন এবং ব্রাহ্মণ মদ্যপান করিলে ব্রাহ্মণ্য হইতে হীন হন। উশনাঃ। মদ্যমদেয়মপেয়মনির্গ্রাহ্যং। অর্থাৎ মদ্য অদেয়, অপেয় ও অগ্রাহ্য হয়। উশনার বচনে মদ্যের অদেয়ত্ব অপেয়ত্ব ও অগ্রাহ্যত্ব শ্রবণপ্রযুক্ত ব্রহ্মপুরাণের বচনে বর্জ্জন শব্দের ঐ প্রকার অর্থ, এবং কালিকাপুরাণের বচনেও দানশব্দে পান ও গ্রহণ বক্তব্য হয়। এবং ব্রহ্মপুরাণের বচনে কলিযুগ শ্রবণপ্রযুক্ত কালিকাপু[১৮৭]রাণে ও উশনার বচনেও কলিযুগের সম্বন্ধ করিতে হইবেক। এ স্থানে কলিযুগে মদ্যের নিষেধপ্রযুক্ত অনেক নব্য প্রাচীন সর্ব্বজনমান্য গ্রন্থকারেরা মদ্যপানাদি স্থলে মদ্যপ্রতিনিধিদানাদিরো নিষেধ করিয়াছেন, তাঁহারদিগের অভিপ্রায় এই যে, যৎকর্ম্মে যদ্দ্রব্য বিহিত ও অনিষিদ্ধ হয়, তৎকর্ম্মে তদ্দ্রব্যের অভাবে তাহার প্রতিনিধিরূপে দ্রব্যান্তরের গ্রহণ যুক্তিসিদ্ধ হয়, যেমন শ্রাদ্ধে মধুর অভাবে তৎপ্রতিনিধিরূপে গুড়াদির গ্রহণ, কিন্তু প্রধানের নিষেধস্থলে তাহার প্রতিনিধিরূপে দ্রব্যান্তরের গ্রহণ অযুক্ত, অতএব মাংসাষ্টকা শ্রাদ্ধে কলিযুগে গোমাংসের নিষেধপ্রযুক্ত শাস্ত্রে তাহার প্রতিনিধি বিধান না করিয়া হরিবংশাদিতে বিহিত যে মৃগমাংসাদি, তাহার অভাবে তাহার প্রতিনিধিরূপে পায়সের বিধান করিয়াছেন। অতএব যাঁহারা শাস্ত্রীয় নিষেধ উল্লঙ্ঘন করিয়া কলিযুগে নিষিদ্ধ মদ্যাদির ব্যবহার করিতে পারেন, [১৮৮] তাঁহারা বুঝি কলিযুগে নিষিদ্ধ অন্য মহামাংসও ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং উশনার বচনে অদেয় ইত্যাদি শব্দ বিষ্ণুবাচক হয়, এই কথা কহিয়া পাষণ্ডেরা

ঐ বচনের এই প্রকার অর্থ কল্পনা করিয়া থাকে যে, মদ্য বিষ্ণুকে দেয়, বিষ্ণুর পেয় ও বিষ্ণুর গ্রাহ্য হয়, যে পাষণ্ডেরা পরদারান্ ন গচ্ছেৎ পরধনং ন গৃহ্নীয়াৎ অর্থাৎ পরদার গমন করিবেক না এবং পরধন অপহরণ করিবেক না, ইত্যাদি স্থলে শিরশ্চালনে নঞ্ এই কথা কহিয়া এই প্রকার অর্থ করে যে, সর্ব্বদা পরদার গমন ও পরধন অপহরণ করিবেক, সে পাষণ্ডেরাও এক্ষণে ব্রহ্মপুরাণে ও কালিকাপুরাণে মদ্যের নিষেধ দর্শনে উশনার বচনেও মদ্য অদেয় অপেয় ইত্যাদি স্থানে অশব্দ নিষেধার্থ অবশ্যই কহিবেন। পাষণ্ডের লক্ষণ পদ্মপুরাণ কহিতেছেন। যে ত্বসদ্ভক্ষ্যপানাদিরতা লোকা নিরন্তরং। শিবে পাষণ্ডিনো জ্ঞেয়া ইহাতে নাত্র সংশয়ঃ॥ যে বেদসম্মতং কার্য্যং [১৮৯] ত্যক্ত্বান্যং কর্ম্ম কুর্ব্বতে। নিজাচারবিহীনা যে পাষণ্ডাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ অর্থাৎ ভগবতীর প্রতি শিব কহিতেছেন, হে শিবে, যে সকল লোক নিরন্তর অভক্ষ্যভক্ষণে ও অপেয় পানে রত হয়, তাহারদিগ্‌কে পাষণ্ড করিয়া জানিবে। এবং যাহারা বৈদিক কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অন্য কর্ম্ম করে আর স্বস্বজাতীয় সদাচারহীন হয়, তাহারদিগ্‌কে শাস্ত্রে পাষণ্ড করিয়া কহিয়াছেন। সিদ্ধলহরীতন্ত্রে। পশুভাবে সদা সিদ্ধির্নান্যভাবে কদাচন। দিব্যবীরমতং নাস্তি কলিকালে সুলোচনে॥ অর্থাৎ হে পার্ব্বতি, কলিযুগে পশুভাবে সর্ব্বদা সিদ্ধি হয়, অন্য ভাবে কদাচ হয় না, যেহেতু কলিকালে দিব্যভাব ও বীরভাব নাই। ব্রহ্মতন্ত্রে। যস্মিন্ তন্ত্রে মদ্যপানং তত্তন্ত্রং সত্যসম্মতং। কলৌ ন সম্মতং মদ্যং মৈথুনং ন চ সম্মতং। পশুভাবাৎ পরো ভাবো নাস্তি নাস্তি কলের্মতঃ॥ অর্থাৎ হে পার্ব্বতি, যে তন্ত্রে মদ্যপান উক্ত আছে, সে তন্ত্র সত্যযুগের সম্মত, [১৯০]কলিযুগে মদ্য ও মৈথুন সম্মত নহে, এবং পশুভাব হইতে উত্তম ভাব নাই নাই। কালীবিলাসতন্ত্রে। মদ্যং মৎস্যং তথা মাংসং মুদ্রাং মৈথুনমেবচ। শ্মশানসাধনং ভদ্রে চিতাসাধনমেবচ॥ এতত্তে কথিতং সর্ব্বং দিব্যবীরমতং প্রিয়ে। দিব্যবীরমতং নাস্তি কলিকালে সুলোচনে॥ কলৌ পশুমতং শস্তং যতঃ সিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ। ত্রিসন্ধ্যং স্নানদানঞ্চ হবিষ্যাশী জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ত্রিসন্ধ্যং পূজয়েদ্দেবীং ত্রিসন্ধ্যং কবচং পঠেৎ। ত্রিসন্ধ্যং শতনামানি পঠেৎ সংসিদ্ধিহেতুকাৎ। ইতি তে কথিতং দেবি সর্ব্বজাতিষু সম্মতং॥ অর্থাৎ হে প্রিয়ে, মদ্য, মৎস্য, মাংস, মুদ্রা ও মৈথুন, এই পঞ্চ মকার আর শ্মশানসাধন ও চিতাসাধন, এই দিব্যমত ও বীরমত তোমাকে কহিয়াছি, কিন্তু কলিকালে দিব্যমত ও বীরমত নাই, কেবল পশুমত প্রশস্ত, যাহাতে সিদ্ধি হয়, ত্রিস[১৯১]ন্ধ্যায় স্নান ও দান করিবেক এবং হবিষ্যাশী ও জিতেন্দ্রিয় হইবেক এবং সিদ্ধির নিমিত্ত ত্রিসন্ধ্যায় দেবীর পূজা, কবচ পাঠ ও শতনাম পাঠ করিবেক, সর্ব্বজাতিতে সম্মত এই পশুভাব তোমাকে এক্ষণে কহিলাম।

অতএব যদ্যপি এই সকল শাস্ত্র ও যুক্তিস্বরূপ প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডকিরণে উজ্জ্বল জগন্মণ্ডল দর্শন করিয়া ভাক্তবামাচারী মহাশয়ের লিখিত মনুবচন ও তন্ত্রবচনের অযথার্থ অর্থস্বরূপ পেচক ভীত ও মুদ্রিতলোচন হইয়া উৎকৃষ্ট স্থানে অপকৃষ্ট ও অপদস্থ হওয়াতে পশুপাষণ্ডমণ্ডলীস্বরূপ অস্থানস্থ অধম অন্ধকারাবৃত শাকোট বৃক্ষের অর্থাৎ শেওড়া গাছের অন্তরেই প্রচ্ছন্নভাবে আচ্ছন্ন হইবেক, তথাপি ব্যক্ত ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী গুপ্ত ভাক্তবামাচারীদিগের মুখ শ্যামল এবং

ধাৰ্ম্মিকদিগের মুখ উজ্জ্বল করিবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ বিশেষ লিখন আবশ্যক হয়। ভাক্তবামাচারী মহাশয় স্বমত সাধন কারণ [১৯২] মদ্য, মাংস ও মৈথুনের অবচ্ছেদাবচ্ছেদে বিধান দর্শন করাইবার আশায়, ন মাংসভক্ষণে দোষ ইত্যাদি মনুবচনের শেষ দুই পাদ অপহরণ করিয়া প্রথম দুই পাদ দর্শন করাইয়াছেন, তাহার কারণ এই যে, শেষ দুই পাদ দর্শন করাইলে তাঁহারদিগ্‌কে চতুষ্পাদ হইতে হয়, কিন্তু ধৰ্ম্মসংস্থাপনাকাক্ষীদিগের এই প্রতিজ্ঞা যে, ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীদিগ্‌কে চতুষ্পাদ না করিয়া ক্ষান্ত হইবেন না, অতএব যদ্যপি ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীদিগের অপূর্ব্ব ধৰ্ম্মসংহিতার অত্যল্প উত্তর প্রত্যুত্তর করণের যোগ্য হয়, তথাপি ধৰ্ম্মসংস্থাপনাকাক্ষীরা কি প্রত্যুত্তরের যোগ্য কি অযোগ্য, প্রতি বাক্যের প্রতি পদের প্রত্যুত্তর প্রকাশ করিলেন, কারণ পূর্ব্বে এক অতি বিখ্যাত বিজ্ঞ প্রধান পণ্ডিত প্রথমতঃ উৎকৃষ্ট বোধে ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর সহিত বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইয়া পশ্চাৎ অপকৃষ্ট বোধে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতেই ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয় গূঢ়াভিমানী এবং অনেক কাল [১৯৩] অবধি অনেক অবোধের নিকটেই সর্ব্বজয়ী, এইরূপে খ্যাত আছেন, অতএব ধৰ্ম্মসংস্থাপনাকাক্ষীদিগের প্রত্যুত্তর, সর্ব্বাংশে অষ্টগুণ উৎকৃষ্ট হইলেও তাঁহারদিগের নিকটে অপকৃষ্ট হওনের সম্ভাবনা, কি জানি, যদি কেহ কহেন যে, ধৰ্ম্মসংস্থাপনাকক্ষীদিগের বয়সের নব্যতা এবং বিদ্যারো অল্পতা, সুতরাং সর্ব্বাংশের প্রত্যুত্তর করিতে অসমর্থ হইয়াছেন, এবং যদ্যপি ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীদিগের বিবেচনায় ধৰ্ম্মসংস্থাপনাকাক্ষীদিগের প্রত্যুত্তরসমুদয়ই প্রত্যুত্তর করণের অযোগ্য অবশ্যই হইবেক, তথাপি উত্তম কিম্বা অধম, যাহা হউক, যদি প্রত্যেক বাক্যের প্রত্যেক পদের প্রত্যুত্তর না করিয়া যথাশক্তি দুই এক বাক্যের প্রত্যুত্তর করণ ও নানাপ্রকার অনুপযুক্ত কটুভাষণদ্বারা আপনাকে প্রত্যুত্তরকর্ত্তা ও সদ্বক্তা এইরূপে খ্যাত করেন, তবে ধৰ্ম্মসংস্থাপনাকাক্ষীরা তাহার প্রত্যুত্তর করিবেন না, কারণ, তাহাতেই কি পক্ষ[১৯৪]পাতী কি অপক্ষপাতী বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের তাবতেরি বোধ হইবেক। যদি ধৰ্ম্মসংস্থাপনাকাক্ষীরা কটুবাক্য কহিতেন, তবে ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীদিগের অনেকের অনেক ব্যক্ত অব্যক্ত আত্যন্তিক মৰ্ম্মান্তিক যথার্থ কটুবাক্য আছে, তাহা কহিলেও কি কিছু কহিতে পারিতেন না, বিশিষ্ট বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের তাহা অবক্তব্য, সে যাহা হউক, ভাক্তবামাচারী মহাশয়ের লিখিত মনুবচনের পূর্ব্বাপরের বচন ও কুল্লূক ভট্টের ব্যাখ্যা প্রকাশ করা গেল, তাহাতেই বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকটে তদ্বচনের যথার্থ তাৎপর্য্যার্থ প্রকাশ হইবেক। মনুঃ। বর্ষে বর্ষেঽশ্বমেধেন যো যজেত শতং সমাঃ। মাংসানিচ ন খাদেদ্‌যস্তয়োঃ পুণ্যফলং সমং॥ ফলমূলাশনৈর্মে ধ্যৈর্মুন্যন্নানাঞ্চ ভোজনৈঃ। ন তৎ ফলমবাপ্নোতি যন্মাংসপরিবর্জ্জনাৎ॥ মাং স ভক্ষয়িতামুত্র যস্য মাংসমিহাদ্ম্যহং। ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে॥ প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা। অর্থাৎ [১৯৫] যে ব্যক্তি শত বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর অশ্বমেধ যাগ করে এবং যে ব্যক্তি যাবজ্জীবন মাংস ভোজন না করে, সেই দুই ব্যক্তির স্বর্গাদি পুণ্যফল তুল্য হয়। পবিত্র ফলমূল ভক্ষণে ও মুনিদিগের ভোজনযোগ্য অন্নের ভোজনে যে ফল না হয়, মাংসের অভোজনে সে ফল জন্মে। ইহলোকে যাহার মাংস আমি ভোজন করি, পরলোকে আমার মাংস সে ভোজন করিবেক।

ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের স্বীয় স্বীয় অধিকারানুসারে শাস্ত্রবিহিত অনিষিদ্ধ যে ভক্ষণ, পান ও মৈথুন, তাহাতে কোন দোষ হয় না, যেহেতু মাংসভক্ষণে, মদ্যপানে ও মৈথুনে যে প্রবৃত্তি, সে ভূতদিগের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, কিন্তু শাস্ত্রীয় নিয়মিত অনিষিদ্ধ মদ্যপান ও মৈথুন ইহার নিবৃত্তিতে সেই মহাফল হয়, যে মহাফল মাংসের বর্জ্জনে হয়।

এবং কুলার্ণবমহানির্ব্বাণতন্ত্রমাত্রদর্শী ভাক্তবামাচারী মহাশয় কলিকালে জাতিমাত্রের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের মদ্যপানে কুলার্ণবের ও [১৯৬] মহানির্ব্বাণের বচন দর্শন করাইয়া তাহাতে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর চতুর্থ প্রশ্নে লিখিত মন্বাদিবচনের সহিত বিরোধপ্রযুক্ত নিজপাণ্ডিত্যের প্রভাবে বিরোধভঞ্জনার্থ মীমাংসাও করিয়াছেন যে, ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর লিখিত স্মৃতিপুরাণ-বচনে কলিযুগে ব্রাহ্মণের মদ্যপানে যে নিষেধ, সে অসংস্কৃতের অর্থাৎ অশোধিত মদ্যের আর মহানির্ব্বাণাদির বচনে মদ্যপানের যে বিধি, সে সংস্কৃতের অর্থাৎ শোধিত মদ্যের এবং পুনর্ব্বার তাহার দৃঢ়তার কারণ শিরো নাস্তি শিরোব্যথা, ইহার ন্যায় দৃষ্টান্তও কহিয়াছেন, যেমন নাস্তিকেরা জগতের উৎপত্তিস্থিতিসংহারকর্ত্তা কেহ নাই, এই কথা কহিয়া অরণ্যস্থ বৃক্ষে তাহার দৃষ্টান্ত দর্শন করায় এবং মদ্যপানে পাণ্ডিত্য প্রকাশের নিমিত্ত তাহার ইতিকর্ত্তব্যতাও দর্শন করাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা প্রথমতই কুলার্ণবাদি তন্ত্রমাত্র দর্শন করিয়া চিরকাল মদ্যপানে বিহ্বল হইয়া [১৯৭] শাস্ত্রান্তর দর্শন করিতে অসমর্থ প্রযুক্ত কলিযুগে ব্রাহ্মণের মদ্যপানে বিধি দিতেছেন, তাহা প্রত্যক্ষ হইতেছে, যেহেতু ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ অধিকার করিয়া কালীবিলাসতন্ত্রে মহাদেব কলিযুগে মদ্য শোধনের নিষেধ করিয়াছেন। যথা। ন মদ্যং প্রপিবেদ্দেবি কলিকালে কদাচন। পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পুনঃ পততি ভূতলে॥ উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে। ইত্যাদি বচনং দেবি সত্যত্রেতার্দ্ধসম্মতং॥ পীত্বা মদ্যং কলৌ দেবি ব্রহ্মহত্যা পদে পদে। সত্যত্রেতাপরার্দ্ধেষু প্রশস্তং মদ্যশোধনং॥ ন কলৌ শোধনং মদ্যে নাস্তি নাস্তি বরাননে। ন কর্ত্তব্যং কলৌ মদ্যপানঞ্চ নগনন্দিনি॥ অর্থাৎ মহাদেব ভগবতীর প্রতি কহিতেছেন যে, হে দেবি, কলিকালে কদাচ মদ্যপান করিবেক না, পান করিয়া পান করিয়া পুনর্ব্বার পান করিয়া পুনর্ব্বার ভূমিতলে পতিত হয়, উত্থিত হইয়া পুনর্ব্বার পান করিয়া পুনর্জ্জন্ম হয় না, ইত্যাদি বচনসকল [১৯৮] সত্যযুগ ও ত্রেতাযুগের অর্দ্ধ পর্য্যন্তের সম্মত হয়, কলিযুগে মদ্যপান করিলে পদে পদে ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়। সত্যযুগে ও ত্রেতাযুগে মদ্যশোধন প্রশস্ত হয়। কলিযুগে মদ্যশোধন নাই নাই। এবং মদ্যপানও কর্ত্তব্য নহে। অতএব কালীবিলাসতন্ত্রে মদ্যশোধনের নিষেধ দর্শনে ভাক্তবামাচারীর যে কলিযুগে ব্রাহ্মণের মদ্যপানের ব্যবস্থা, তাহার এক্ষণে কি দুরবস্থা হইবেক, শাস্ত্রান্তরের অপ্রদর্শন নিমিত্ত ভ্রান্তিস্বরূপ মহাকুজ্ঝটিকাতে আচ্ছন্ন ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর চতুর্থ প্রশ্নলিখিত যে মন্বাদিবচনস্বরূপ সূর্য্য, তাঁহার প্রচণ্ড কিরণে এক্ষণে ঐ ব্যবস্থার শাখাপল্লব কি দগ্ধ হইবে না, অর্থাৎ কলিযুগে ব্রাহ্মণের মদ্যনিষেধে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর লিখিত মন্বাদিবচন ও কলিযুগে ব্রাহ্মণের মদ্যপান বিধানে ভাক্তবামাচারীর কুলার্ণবাদিবচন, উভয়ের পরস্পর যে বিরোধ, [১৯৯] পুনর্ব্বার সেই বিরোধ এবং পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মপুরাণাদির সহিতও বিরোধ হয়। এবং

তন্ত্রান্তরের সহিত বিরোধও দৃষ্ট হইতেছে। যথা মহাকালসংহিতায়াং। মদ্যং দত্ত্বা মহেশান্যৈ ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে। চণ্ডালত্বমবাপ্নোতি সর্ব্বকর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ॥ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ মহাদেবীকে মদ্যদান করিলে ব্রাহ্মণ্য হইতে হীন, সর্ব্বকর্ম্মরহিত ও চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়েন। শ্রীক্রমে। ন দদ্যাৎ ব্রাহ্মণো মদ্যং মহাদেব্যৈ কথঞ্চন। বামকামো ব্রাহ্মণোপি মদ্যং মাংসং ন ভক্ষয়েৎ॥ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ মহাদেবীকে মদ্য দান করিবেন না, এবং বামাচারী ব্রাহ্মণও নিশ্চয় মদ্যমাংস ভোজন করিবেন না। বারাহীতন্ত্রে। মৎস্যং মাংসং তথা মদ্যং মৈথুনং পরমেশ্বরি। মানুষেণ বলিং পঞ্চ ব্রাহ্মণো ন স্মরেৎ কলৌ॥ অর্থাৎ কলিযুগে ব্রাহ্মণেরা মৎস্য, মাংস, মদ্য, মৈথুন ও নরবলি, এই পঞ্চের স্মরণও করিবেন না।

অতএব এ স্থানে এই সংশয় হইতেছে যে, শাস্ত্র[২০০]সকলের পরস্পর বিরোধপ্রযুক্ত সকল শাস্ত্রই অপ্রমাণ, কি সকল শাস্ত্রই প্রমাণ, তাহাতে এই অনর্থ উপস্থিত, যদি সকল শাস্ত্র অপ্রমাণ কহা যায়, তবে শাস্ত্র উচ্ছিন্ন ও নাস্তিকতাপ্রসঙ্গ হয়, যদি সকল শাস্ত্রই প্রমাণ হয়, তবে উভয় পথেই ব্রাহ্মণ পাপী হন, মদ্যপান করিলে নিষিদ্ধ কর্ম্মের করণে আর না করিলে বিহিত কর্ম্মের অকরণে, যেহেতু ভাক্তবামাচারীর কুলার্ণবাদি তন্ত্রের বচনে কলিযুগেও ব্রাহ্মণের মদ্যপানে বিধি দেখিতেছি, আর ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর লিখিত মন্বাদি স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রান্তর, এই সকল শাস্ত্রে কলিযুগে ব্রাহ্মণের মদ্যপানে নিষেধও দেখিতেছি, অতএব এক শাস্ত্রের প্রামাণ্য, অন্য শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য অবশ্যই কহিতে হইবেক, তাহাতে যুক্তি ও প্রমাণ কূর্ম্মপুরাণে হিমালয়ের প্রতি মহাদেবের বাক্য। যথা। যানি শাস্ত্রাণি দৃশ্যন্তে লোকেঽস্মিন্ বিবিধানি চ। শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধানি নিষ্ঠা তেষাং হি তামসী॥ করাল[২০১]ভৈরবঞ্চাপি জামলং নাম যৎ কৃতং। এবংবিধানি চান্যানি মোহনার্থানি তানিচ। ময়া সৃষ্টান্যনেকানি মোহায়ৈষাং ভবার্ণবে॥ অর্থাৎ ইহলোকে শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ নানাপ্রকার যে সকল শাস্ত্র দৃষ্ট হইতেছে, তাহার যে নিষ্ঠা, সে তামসী, ফলতঃ শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ শাস্ত্রে কেহ কদাচ শ্রদ্ধা করিবা না, যেহেতু তদনুসারে কর্ম্ম করিলে তামসী গতি হয়, এবং করালভৈরব নামে ও জামল নামে যে তন্ত্র কৃত হইয়াছে, আর এই প্রকার অন্য যে২ তন্ত্র আমার রচিত হয়, তাহা কেবল লোকমোহনার্থ জানিবা এবং এই প্রকার অন্য২ যে তন্ত্র আমি সৃষ্টি করিয়াছি, তাহা এই ভবার্ণবে তামসিক লোকদিগের মোহের কারণ মাত্র হয়, ফলতঃ সে সকল তন্ত্রে কেহ কোন কালে শ্রদ্ধা করিবা না। অতএব কলিযুগে ব্রাহ্মণের মদ্যপান বিষয়ে ভাক্তবামাচারীর লিখিত যে কুলার্ণবের ও মহানির্ব্বাণের বচন, তাহারি অপ্রামাণ্য অবশ্যই কহিতে হইবেক, যেহেতু সেই[২০২] সকল তন্ত্র শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ ও নানাতন্ত্রবিরুদ্ধ, এ কারণ কল্পিত আগম হয়, তাহাকে অসদাগম কহা যায়। এবং পদ্মপুরাণে শ্রীদুর্গার প্রতি শ্রীমহাদেব কল্পিত আগমের অন্য কারণও কহিয়াছেন। যথা। নমুচ্যাদ্যা মহাবীর্য্যা দেবানপ্যতিশেরতে। অজেয়াঃ সর্ব্বদেবানাং তপোনির্দ্ধূতকল্মষাঃ॥ ত্বমেব তান্ মহাদৈত্যান্ জেতুমর্হসি কেশব। ইত্যাকর্ণ্য হরির্ব্বাক্যং দেবানাঞ্চ ভয়াত্মকং॥ তানবধ্যান্ বিদিত্বাথ মামাহ পুরুষোত্তমঃ। শ্রীভগবানুবাচ॥ ত্বঞ্চ রুদ্র মহাবাহো মোহনার্থং সুরদ্বিষাং। পাষণ্ডাচরণং ধর্ম্মং কুরুষ্ব সুরসত্তম॥ মোহনানিচ

শাস্ত্রাণি কুরুষ্ব চ মহামতে। কপালভস্মচর্ম্মাস্থিচিহ্নান্যমরপূজিত॥ ত্বমেব ধৃত্বা তান্ লোকান্ মোহয়স্ব জগত্রয়ে। তথা পাশুপতং শাস্ত্রং ত্বমেব কুরু সুব্রত॥ কঙ্কালশৈবপাষণ্ডমহাশৈবাদিভেদতঃ। অবলম্ব্য মতং সম্যক্ বেদবাহ্যং দ্বিজাধমাঃ॥ ভস্মাস্থিধারিণঃ সর্ব্বে বভূবুস্তে ন সংশয়ঃ। মত[২০৩]মেতদবষ্টভ্য পতন্ত্যেব ন সংশয়ঃ॥ কপালভস্মচর্ম্মাস্থিধারণং তৎ কৃতং ময়া। পাষণ্ডিশৈবশাস্ত্রন্তু যথোক্তং কৃতবানহং॥ মৎশক্ত্যা বৈ সমাবিশ্য গোতমাদিদ্বিজানপি। বেদবাহ্যানি শাস্ত্রাণি সম্যগুক্তানি চানঘ॥ ইমং মন্ত্রমবষ্টভ্য মাং দৃষ্ট্বা সর্ব্বরাক্ষসাঃ। ভগবদ্বিমুখাঃ সর্ব্বে বভূবুস্তমসাবৃতাঃ॥ ভস্মাস্থিধারণং কৃত্বা মহোগ্রতমসাবৃতাঃ। মামেব পূজয়ামাসুর্মাংসাসৃক্‌চন্দনাদিভিঃ॥ অত্যন্তবিষয়াসক্তাঃ কামক্রোধসমন্বিতাঃ। শক্তিহীনাস্তু নির্ব্বীর্য্যা জিতা দেবগণৈস্তদা॥ সর্ব্বধর্ম্মপরিভ্রষ্টাঃ কালে যান্ত্যধমাং গতিং। কঙ্কালশৈবপাষণ্ডমহাশৈবাদিকং মতং॥ অসদাগমমিত্যাহুঃ কৃত্বাচরণমেব চ। ইহামুত্র গমিষ্যন্তি নরকং ত্বতিদারুণং॥ যে যে মতমবষ্টভ্য চরন্তি পৃথিবীতলে। সর্ব্বধর্ম্মে চ রহিতা যাস্যন্তি নিরয়ং সদা॥ এবং দেবহিতার্থায় বৃত্তির্দেবি বিগর্হিতা। বিভোরাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য কৃতং ভস্মাস্থিধারণং। বাহ্যচিহ্নমিদং দেবি মোহনা[২০৪]র্থং সুরদ্বিষাং॥ অর্থাৎ শ্রীমহাদেব কহিতেছেন, হে ভগবতি, কল্পিত আগমের কারণ শ্রবণ কর। পূর্ব্বে তপস্যার দ্বারা নিষ্পাপ, সকল দেবতার অজেয় নমুচি প্রভৃতি মহাবলপরাক্রান্ত দানববর্গেরা দেবগণকে অতিক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহাতে দেবগণেরা ভগবান্ হরিকে নিবেদন করিলেন যে, হে কেশব, তুমি সেই মহাদৈত্যগণকে জয় করিতে যোগ্য হও, পরে শ্রীভগবান্ দেবগণের এই সভয় বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই দৈত্যগণকে অবধ্য জানিয়া আমাকে কহিয়াছিলেন। শ্রীভগবান্ কহিতেছেন, হে রুদ্র, তুমি দৈত্যদিগের মোহনার্থ পাষণ্ডধর্ম্ম ও মোহনার্থ শাস্ত্র প্রকাশ কর, এবং নৃকপাল, ভস্ম ও চর্ম্ম ধারণ করিয়া জগতের লোকসকলের মোহ জন্মাও, সেই প্রকার কঙ্কাল, শৈব, পাষণ্ড, মহাশৈব ইত্যাদি নামভেদে পাশুপত শাস্ত্র প্রকাশ কর, তাহাতে বেদবিরুদ্ধ সেই সকল মত অবলম্বন করিয়া [২০৫] দ্বিজাধমেরা সকলেই ভস্মাস্থিধারী হইবেক, পরে তাহারদিগের মতাবলম্বন করিয়া সকল দৈত্যেরা ক্ষণকাল মাত্রে নিশ্চয় আমাকে পরিত্যাগ করিবেক, পশ্চাৎ ঐ মত আশ্রয় করিয়া অবশ্য নরকে পতিত হইবেক, হে পার্ব্বতি, আমি সেই হেতু কপাল ভস্ম চর্ম্ম ও অস্থি ধারণ করিয়াছি এবং ভগবদ্বাক্যানুসারে পাষণ্ডাদি পাশুপত শাস্ত্রও প্রকাশ করিয়াছি, তদনন্তর আমার শক্তি, গৌতমাদি দ্বিজসকলকে আকর্ষণ করিয়া সেই সকল বেদবিরুদ্ধ শাস্ত্র সম্যক্ প্রকারে কহিয়াছিলেন, ঐ মন্ত্রে বিশ্বাস করিয়া আমাকে দেখিয়া সকল রাক্ষস তমোগুণে আবৃত হইয়া ভগবান্‌কে পরিত্যাগ করিয়া ভস্মাস্থিধারী হইয়া আমাকেই মাংস ও রক্তাদির দ্বারা পূজা করিয়াছিল, পশ্চাৎ যে কালে সেই দৈত্যেরা ক্রমে অত্যন্ত বিষয়াসক্ত কামক্রোধযুক্ত শক্তিহীন ও অতি ক্ষীণ হইল, সেই কালে দেবতারা তাহারদিগ্‌কে জয় করিয়াছিলেন, তাহারা সর্ব্বধর্ম্ম[২০৬]পরিভ্রষ্ট হইয়া কালক্রমে অধমা গতি পাইবেক। সেই কঙ্কাল, শৈব, পাষণ্ড ও মহাশৈবাদি শাস্ত্রকে অসদাগম কহা যায়, তাহার আচরণ করিয়া লোকসকল ইহলোকে ও পরলোকে অতি দারুণ নরক পাইবেক, যাহারা আমার এই মত অবলম্বন করিয়া

পৃথিবীতে কর্ম্ম করিবেক, তাহারা সর্ব্বধর্ম্মরহিত হইয়া সর্ব্বদা নরকে বাস করিবেক, আমি দেবতারদিগের হিতার্থ এই প্রকার শাস্ত্র প্রচার করিয়াছি, তাহা নিন্দিত জানিবা। হে দেবি, আমি ভগবানের আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া যে ভস্মাস্থি ধারণ করিয়াছি, তাহা কেবল অসুরদিগের মোহনার্থ বাহ্য চিহ্ন মাত্র। এবং বরাহপুরাণেও কল্পিত আগমের কারণান্তর কথিত আছে, সেই কল্পিত আগমের এই সকল শ্লোক। গোমাংসং ভক্ষয়েন্নিত্যং পিবেদমরবারুণীং। গঙ্গাযমুনয়োর্ম্মধ্যে বালরণ্ডাং তপস্বিনীং॥ হস্তে প্রগৃহ্য তাং রণ্ডাং বলাৎকারেণ [২০৭] যোজয়েৎ। মাতৃযোনিং পরিত্যজ্য বিহরেৎ সর্ব্বযোনিষু॥ স্বদারপরদারেষু যথেচ্ছং বিহরেৎ সদা। গুরুশিষ্যপ্রণালীঞ্চ ত্যজেৎ স্বহিতমাচরন্॥ অর্থাৎ। প্রত্যহ গোমাংস ভক্ষণ ও সুরাপান করিবেক, এবং গঙ্গা যমুনার মধ্যে তপস্বিনী বালরণ্ডার হস্ত গ্রহণ করিয়া বলাৎকারে তাহাকে মৈথুন করিবেক, এবং মাতৃযোনি পরিত্যাগ করিয়া সকল যোনিতেই বিহার করিবেক এবং কি স্বদার কি পরদার স্বেচ্ছানুসারে সর্ব্বযোনিতেই বিহার করিবেক, কেবল গুরুশিষ্যপ্রণালী ত্যাগ করিবেক, অতএব যদি ভাক্তবামাচারী মহাশয়েরা কল্পিত আগমে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সুরাপানে আসক্ত হন, তবে তাঁহারদিগের কল্পিত আগমের উক্ত অন্য২ কর্ম্মও উপযুক্ত হয় কি না? পশ্চাৎ মহাদেব নিজভক্তগণকেও ঐ সকল কল্পিত আগমের অনুষ্ঠানে উদ্যত দেখিয়া তাঁহারদিগের রক্ষণার্থ ফেৎকারীতন্ত্রে ঐ সকল তন্ত্রের যথার্থ অর্থ করিয়াছেন। মহানির্ব্বাণাদিও কল্পিত [২০৮] ও অসদাগম হয়, যেহেতু শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ, অতএব ভাক্তবামাচারীদিগের মহানির্ব্বাণে নির্ভর করিয়া নরকে নির্ব্বাণ বিনা প্রকৃত নির্ব্বাণের বিষয় কি, যদ্যপি তথাপি অভ্যাসদোষবশতঃ পুনর্ব্বার মহানির্ব্বাণে নির্ভর করেন, তবে তাহার এই প্রকার অর্থে নির্ভর করা তাঁহারদিগের উচিত হয়। "কলৌ যুগে মহেশানি ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ। পশুর্ন স্যাৎ পশুর্ন স্যাৎ পশুর্ন স্যাৎ মমাজ্ঞয়া॥ অতএব দ্বিজাতীনাং মদ্যপানং বিধীয়তে। দ্বেষ্টারঃ কুলধর্ম্মাণাং বারুণীনিন্দকাশ্চ যে। শ্বপচাদধমা জ্ঞেয়া মহাকিল্বিষকারিণঃ॥" এই মহানির্ব্বাণের বচনে পশুর্ন স্যাৎ ইত্যাদি স্থানে নঞের অর্থ নিষেধ নহে, কিন্তু শিরশ্চালন এবং পুনঃ পুনঃ পশুর্ন স্যাৎ এই শব্দ প্রয়োগে নিশ্চয় অর্থবোধ হইতেছে, তাহাতে এই অর্থ স্থির হয় যে, কলিযুগে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণেরা কি পশু হইবেন না, ফলতঃ অবশ্যই পশু হইবেন, অতএব যাহারা কলিযুগে ব্রাহ্মণের মদ্যপান বিধান করে, এবং যাহারা [২০৯] কুলধর্ম্মের ফলতঃ গ্রামনগরাদির কিম্বা স্বজাতীয়গণের ধর্ম্মের দ্বেষ করে, এবং বারুণীনিন্দক ফলতঃ শিবশক্তির নিন্দা করে, তাহারা মহাপাতকী ও অন্ত্যজ হইতেও অধম হয়।

যদ্যপি ভাক্তবামাচারী মহাশয় কহেন যে, কলৌ যুগে মহেশানি ইত্যাদি মহানির্ব্বাণের বচন শিববাক্য, আর যানি শাস্ত্রাণি দৃশ্যন্তে লোকেস্মিন্ বিবিধানি চ ইত্যাদি কূর্ম্মপুরাণীয় বচন বেদব্যাসবাক্য, অতএব বেদব্যাসবাক্যের দ্বারা শিববাক্যের বাধ কি প্রকারে জন্মান যায়, তথাপি সেই কূর্ম্মপুরাণীয় বচনকে শিববাক্য বলিয়া তাহাতে তাঁহারদিগের শ্রদ্ধা করিতে হইবেক, যেহেতু তাঁহারা সাধন প্রকরণের শিববাক্য ব্যতিরেকে তাবৎ শিববাক্যেই আদর করিয়া থাকেন, যেমন মহাভারতনামক ইতিহাসের অন্তর্গত ভগবদ্গীতার ভগবদ্বাক্যস্ব

প্রযুক্ত তাহাতে শ্রদ্ধা করিতেছেন, যদি কি শিববাক্য, কি পুরাণাদির বাক্য, যাহাতে সুরাপানাদির বিধি আছে, [২১০] কেবল তাহাতেই শ্রদ্ধা করেন, এবং অন্য২ পুরাণাদি শাস্ত্র ধূর্ত্তপ্রলাপ অর্থাৎ মিথ্যা কহেন, তবে তাহাতে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীরা কর্ণদ্বয়ে হস্তদ্বয় আচ্ছাদন করিবেন, যেহেতু সে বাক্য অশ্রোতব্য ও অগ্রাহ্য। অতএব স্মৃতিশাস্ত্র কহিতেছেন। বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং ধর্ম্মার্থযুক্তং বচনং প্রমাণং। যস্য প্রমাণং ন ভবেৎ প্রমাণং কস্তস্য কুর্য্যাদ্বচনং প্রমাণং॥ অর্থাৎ বেদ, স্মৃতি ও ধর্ম্মার্থযুক্ত বচন, ফলতঃ ইতিহাস পুরাণাদির বাক্য, এই সকল প্রমাণ হয়, কিন্তু যে ব্যক্তির সম্বন্ধে এই সকল প্রমাণ অপ্রমাণ হয়, তাহার বাক্য প্রমাণ করিয়া কে গ্রহণ করে। বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ নানাপ্রকার শাস্ত্র সন্দর্শনে সন্দিগ্ধ হইয়া হিমালয় মহাদেবকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ নানাবিধ শাস্ত্র দর্শন করিতেছি, ইহার মধ্যে কোন্ শাস্ত্র ব্যবহার্য্য, কোন্ শাস্ত্র বা অব্যবহার্য্য। তাহাতে সকল আগমের কর্ত্তা ও তত্ত্ববেত্তা শ্রীমহাদেব [২১১] স্বয়ং উত্তর করিয়াছিলেন যে, শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ যে সকল শাস্ত্র, তাহা অব্যবহার্য্য। এবং ভগবতীর প্রতি শ্রীমহাদেব কল্পিত আগমের যে কারণ কহিয়াছেন, তাহাও পদ্মপুরাণে ও বরাহপুরাণে দেদীপ্যমান আছে, সেই সকল বাক্যই কূর্ম্মপুরাণে ও পদ্মপুরাণে ভ্রমপ্রমাদাদিরহিত বেদব্যাস কর্তৃক অবিকল লিখিত হয়, যেমন মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সম্বাদ তৎকর্তৃক লিখিত হইয়াছে, এ কারণ সেই কূর্ম্মপুরাণীয় ও পদ্মপুরাণীয় শিববাক্যের দ্বারা ভাক্তবামাচারীর লিখিত কলৌ যুগে মহেশানি ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ মোহনার্থ কল্পিত অসদাগম, সুতরাং সকলের অগ্রাহ্য হইবেক, ইহাতে কোন আশঙ্কা নাই। অতএব বৃহস্পতি কহিতেছেন। বেদার্থো যঃ স্বয়ং জ্ঞাতস্তত্রাজ্ঞানং ভবেৎ যদি। ঋষিভির্নিশ্চিতে তত্র কা শঙ্কা স্যান্মনীষিণাং॥ অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্রের যে অর্থ স্বয়ং জ্ঞাত হইয়াছে, তাহাতে যদি সংশয় উপস্থিত হয়, তবে ঋষি[২১২]গণ কর্তৃক সেই অর্থ নিশ্চিত হইলে পণ্ডিতদিগের আশঙ্কার বিষয় কি। অতএব কলিযুগে ব্রাহ্মণের মদ্যপানে ভাক্তবামাচারীর যে অধিকারিভেদে ব্যবস্থা, তাহার দুরবস্থাপ্রযুক্ত তাঁহারা এক্ষণে স্মৃতিপুরাণাদি শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মহত্যাদি দোষগ্রস্ত হইয়া মদ্যপানে নিরস্ত কিম্বা নরকস্থ হইবেন কি না?

কালভেদে বিষয়ভেদে ও অধিকারিভেদে ব্যবস্থা সেই স্থলে হয়, যে স্থলে অকল্পিত শাস্ত্রদ্বয়ের পরস্পর বিরোধ হয়, কল্পিত ও অকল্পিত শাস্ত্রের পরস্পর বিরোধস্থলে কিন্তু কল্পিত শাস্ত্রের অপ্রামাণ্যই সর্ব্বজনের মান্য, যেমন সমূলক স্মৃতিপুরাণাদির পরস্পর বিরোধে বিষয়াদিভেদে ব্যবস্থা করা যায়, কিন্তু সমূলক ও অমূলক স্মৃতি পুরাণাদির পরস্পর বিরোধে অমূলকই ত্যাজ্য হয়। এবং এক শাস্ত্র অমান্য করিলে তাহাতে কি অন্য শাস্ত্র অমান্য হয়, শ্রুতিস্মৃতির বিরোধে স্মৃতির অমান্যতায় কি শ্রুতির অমান্যতা হয়, কি মনুস্মৃতি [২১৩] ও অন্য স্মৃতির বিরোধে অন্য স্মৃতির অমান্যতায় মনুস্মৃতির অমান্যতা হয়, বরঞ্চ অধিক মান্যতাই হইতেছে। যদি বল যেমন পুরাণে তন্ত্রের হেয়ত্বসূচক বচন আছে, তেমন তন্ত্রেও পুরাণাদির হেয়ত্বসূচক বচন দেখিতেছি, তাহা গ্রাহ্য করিলে পুরাণ ও তন্ত্র পরস্পর খণ্ডিত হইয়া উচ্ছিন্ন হয়। যথা শ্রীভাগবতে। নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা। বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ

পুরাণানামিদং তথা ॥ ব্রহ্মবৈবর্ত্তে। প্রাণাধিকা যথা রাধা কৃষ্ণস্য প্রেয়সীষু চ। ঈশ্বরীষু যথা লক্ষ্মীঃ পণ্ডিতেষু সরস্বতী ॥ তথা সর্ব্বপুরাণানাং ব্রহ্মবৈবর্ত্তমেব চ। অর্থাৎ যেমন নদীর মধ্যে গঙ্গা, দেবতার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ও বৈষ্ণবের মধ্যে মহাদেব শ্রেষ্ঠ, তেমন পুরাণের মধ্যে শ্রীভাগবত এবং যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীর মধ্যে রাধা প্রাণাধিকা, ঈশ্বরীর মধ্যে লক্ষ্মী ও পণ্ডিতের মধ্যে সরস্বতী, তেমন সকল পুরাণের মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ শ্রেষ্ঠ হয়, অন্য২ পুরাণেও এই প্রকার আছে। মহানির্ব্বাণে [২১৪]। নানেতিহাসযুক্তানাং নানামার্গপ্রদর্শিনাং। বহুলানাং পুরাণানাং বিনাশো ভবিতা ভুবি ॥ মন্মার্গবিমুখা লোকাঃ পাষণ্ডা ব্রহ্মঘাতিনঃ। অতো মন্মত-মুৎসৃজ্য যোঽন্যমতমুপাশ্রয়েৎ ॥ ব্রহ্মহা পিতৃহা স্ত্রীঘ্নঃ স ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ। মদ্বক্ত্রাদুত্থিতং ধর্ম্মং ত্যক্ত্বান্যং ধর্ম্মমীহতে ॥ অমৃতং স্বগৃহে ত্যক্ত্বা ক্ষীরমার্কং স বাঞ্ছতি। ষড়্দর্শনমহাকূপে পতিতাঃ পশবঃ প্রিয়ে। ন জানন্তি পরং তত্ত্বং বৃথা নশ্যন্তি পার্ব্বতি ॥ অর্থাৎ ভগবতীর প্রতি মহাদেব কহিতেছেন। হে পার্ব্বতি, নানা ইতিহাসযুক্ত ও নানা পথপ্রদর্শক যে পুরাণশাস্ত্র, তাহার নাশ হইবেক, আমার এই পথে বিমুখ যে সকল লোক, তাহারা পাষণ্ড ও ব্রহ্মঘাতক হয়, অতএব আমার এই মত পরিত্যাগ করিয়া যে অন্য মত আশ্রয় করে, সে ব্রহ্মঘ্ন, পিতৃঘ্ন ও স্ত্রীঘ্ন হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই, আর আমার মুখ হইতে নির্গত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যে, [২১৫] অন্য ধর্ম্মের আশ্রিত হয়, সে স্বগৃহস্থিত অমৃত ত্যাগ করিয়া অর্কক্ষীর অর্থাৎ আকন্দের আটা বাঞ্ছা করে, এবং ষড়্দর্শনস্বরূপ মহাকূপে পতিত হইয়া পশুগণেরা পরম তত্ত্ব জানিতে পারে না, কেবল বৃথা নষ্ট হইতেছে। এ স্থানে বিজ্ঞ ব্যক্তিসকলে বিবেচনা করিবেন যে, পুরাণে তন্ত্রের নিন্দাবোধ হয়, কি তন্ত্রে পুরাণের নিন্দা জ্ঞান হইতেছে, শ্রীভাগবতাদির শ্লোকে কেবল তত্তদ্গ্রন্থের উত্তমতা কহিতেছেন, অতএব তত্তদ্গ্রন্থে লোকের শ্রদ্ধাতিশয়ার্থ তত্তদ্বচনকে তত্তদ্গ্রন্থের স্তাবক কহা যায়, একের স্তুতিবাদে অন্যের নিন্দা কুত্রাপি কেহ কহিবেন না এবং কূর্ম্মপুরাণে ও পদ্মপুরাণে সর্ব্বতন্ত্রকর্ত্তা মহাদেব স্বয়ং মীমাংসক হইয়া পূর্ব্বে হিমালয়ের প্রতি ও ভগবতীর প্রতি শাস্ত্রের যে মীমাংসা কহিয়াছিলেন, তাহাই বেদব্যাস প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তন্ত্রশাস্ত্রের নিন্দার প্রসঙ্গও নাই, কেবল লোকে কি২ তন্ত্র গ্রাহ্য কি২ [২১৬] অগ্রাহ্য তাহার নির্ণয় করিয়াছেন, যদি এক ব্যক্তি রত্নপরীক্ষক, বহু রত্নের মধ্যে কোন২ রত্নকে অপকৃষ্ট কহেন, তবে তাহাতে কি রত্নজাতির নিন্দা হয়, কি সেই বাক্য যে প্রকাশ করে, তাহাকে নিন্দক কহা যায়, যে নিন্দিত সেই নিন্দিত হয়, কিন্তু সেই নিন্দিত বস্তু সকল লোকের অগ্রাহ্য হয় না, যাহারা নিন্দিত, তাহারদিগেরি গ্রাহ্য হয়। মহানির্ব্বাণাদি তন্ত্রের বচনে কিন্তু কেবল পুরাণাদি শাস্ত্রের নিন্দাবোধ হইতেছে, যেহেতু সেই বচনে তৎপথবিমুখ ব্যক্তিসকলের প্রতি পাষণ্ড ও ব্রহ্মঘাতক ইত্যাদি শব্দপ্রয়োগ এবং পুরাণাদি শাস্ত্রকে অর্কক্ষীর এবং ষড়্দর্শনকে কূপ কহিতেছেন। উত্তমের রীতি এই যে, পরের প্রশংসার দ্বারা আপনিও প্রশংসিত হন, অধমে তাহার বিপরীত, অর্থাৎ পরের নিন্দার দ্বারা আপনি প্রশংসিত হইতে ইচ্ছা করে, তাহাও কি হয়, পরের যে নিন্দা সে পরের নহে, তাহাতে কেবল আপনিই নিন্দিত হয়, কিন্তু [২১৭] যাঁহার নিন্দা করে, তেঁহ নিন্দিত হইলেও প্রশংসিত হন, যেহেতু প্রশংসিত

ব্যক্তির স্বভাব এই যে, প্রশংসিতেরি স্বরূপাখ্যান প্রশংসা করেন, নিন্দিতের এই স্বভাব যে, প্রশংসিতেরি নিন্দা করে, ইহা প্রসিদ্ধই আছে। যদ্যপি ভাক্তবামাচারী মহাশয় কহেন যে, মহানির্ব্বাণাদি তন্ত্র অসদাগম, এ কারণ অগ্রাহ্য ও অপ্রমাণ হইলেও তথাপি পুরাণাদির মতাবলম্বী ও মহানির্ব্বাণাদির মতাবলম্বী এই উভয়েরি তুল্য ফল, যেহেতু পুরাণাদির মতাবলম্বীদিগের ইহলোকে নানাবিধ ব্রতনিয়মাদি তপঃক্লেশে ক্লিষ্ট হইয়া পরলোকে পরম সুখ হইবেক, আর মহানির্ব্বাণাদি অসদাগমের মতাবলম্বীদিগের ইহলোকেই যথেষ্ট মদ্যমাংসাদি আহারে হৃষ্টপুষ্ট হইয়া স্বচ্ছন্দ যবনীগমনাদি নানাবিধ সুখ সম্ভোগ হইতেছে, পরলোকে কাহার কি হয়, তাহা কে দেখিয়াছে ও দেখিবেক, ভাল, যদি ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়েরা হতপরলোক হইয়াও ধর্ম্মসংস্থা[২১৮]পনাকাঙ্ক্ষীদিগ্‌কে জয় করিতে ইচ্ছা করেন, তবে বৌদ্ধেরা কি অপরাধ করিয়াছে, বরঞ্চ তাহারদিগ্‌কেও উত্তম কহা যায়, যেহেতু তাহারদিগের মতে যদ্যপি পরলোক নাই, এবং সুগন্ধি পুষ্পমাল্য দিব্যাঙ্গনাদি সম্ভোগজনিত সুখ ও দশদণ্ডাভ্যন্তরে অভিলষিত দ্রব্যভোজনই স্বর্গ এবং মৃত্যুই অপবর্গ হয়, তথাপি তাহারা অহিংসাকে পরম ধর্ম্ম কহিয়া থাকে, তোমরা হিংসাকেই পরমধর্ম্ম করিয়া কহ। এবং মহানির্ব্বাণের সহিত যদি কলিযুগে ব্রাহ্মণাদির মদ্যপান নির্ব্বাণ হইলেন, তবে তাহার পরিসংখ্যা বিধিও সুতরাং নির্ব্বাণ হইবেক, যেমন সর্প পলায়ন করিলে তাহার সহিত পুচ্ছও পলায়ন করে। এবং ধর্ম্মসংস্থাপনা-কাঙ্ক্ষীর লিখিত স্মৃতিপুরাণাদিবচনে ব্রাহ্মণাদির মদ্যপানে নিষেধ দর্শনে শূদ্র ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়েরা লম্ফ উল্লম্ফ প্রলম্ফ প্রদান করিবেন না, যেহেতু শূদ্র কমলাকরধৃত পরাশরবচন দর্শন করিলে [২১৯] তাঁহারদিগেরো বাক্যরোধ ও হৃদ্‌রোধ হইবেক। যথা পরাশরঃ। তথা মদ্যস্য পানেন ব্রাহ্মণীগমনেন চ। বেদাক্ষরবিচারেণ শূদ্রশ্চাণ্ডালতাং ব্রজেৎ॥ অর্থাৎ শূদ্রজাতি যদি মদ্যপান, ব্রাহ্মণীগমন কিম্বা বেদের বিচার করেন, তবে তাঁহারদিগের চণ্ডালজাতি প্রাপ্তি হয়।

এবং স্বপক্ষ কিম্বা বিপক্ষ হইবেন, শ্রীকালীশঙ্কর নামে এক ব্যক্তিকে ইতিমধ্যে উত্থাপিত করিয়া ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীকে জয় করিবার আশায় ভাক্তবামাচারী মহাশয় আষাঢ় মাসে চতুর্থ দিবসে তাঁহার এক প্রশ্ন ও আপনার উত্তর প্রকাশ করেন, সে এই প্রকার হয়। হতে ভীষ্মে হতে দ্রোণে কর্ণে চ বিনিপাতিতে। আশা বলবতী রাজন্ শল্যো জেষ্যতি পাণ্ডবান্॥ অর্থাৎ যেমন কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধযজ্ঞে ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ নষ্ট হইলে কুরুশ্রেষ্ঠ, পাণ্ডববিজয়ার্থ শল্যকে রথোপস্থ করিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন, আশা কি বলবতী, শল্যও পাণ্ডব জয় করিবেক, সেই শল্যও এই [২২০] সকল স্মৃতিপুরাণতন্ত্রযুক্তিদৃষ্টান্তস্বরূপ অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা এই মহাবাগ্‌যুদ্ধে বাগ্দেবতার প্রীত্যর্থ আগতমাত্রেই ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী কর্ত্তৃক নিহত হইলেন, যেমন কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধযজ্ঞে যজ্ঞেশ্বরের প্রীত্যর্থ আগতমাত্রেই প্রকৃত শল্য, মহারাজ যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক হত হইয়াছিলেন। সেই প্রশ্ন ও উত্তর যাঁহারদিগের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, তাঁহারদিগের বিলক্ষণ বোধ হইবেক। তাহার সংক্ষেপে বিবরণ করা যাইতেছে। প্রশ্ন। ধর্ম্মসংস্থাপনা-কাঙ্ক্ষীর চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে আপনি তন্ত্রের প্রমাণ লিখিয়াছেন, এ স্থানে আমার জিজ্ঞাস্য

এই যে, কূর্ম্মপুরাণে যানি শাস্ত্রাণি দৃশ্যন্তে লোকেঽস্মিন্ বিবিধানি চ। শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধানি নিষ্ঠা তেষাং হি তামসী॥ ইত্যাদি বচন লিখিয়াছেন, ইহার সিদ্ধান্ত আপনারা কি করেন। উত্তর, আমরা ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে ২৩ পৃষ্ঠে ২০ পঙ্ক্তি অবধি ওই প্রশ্নের উত্তর দুই প্রকার লিখিয়া[২২১]ছি, প্রথম, এক শাস্ত্রকে অমান্য করিলে অন্য শাস্ত্র মান্য হইতে পারে না, দ্বিতীয়, এ স্থানে বিরোধই হয় না, যেহেতু, সংস্কৃত ও অসংস্কৃত ভেদে এবং অধিকারিভেদে মদ্যপানের বিধি ও নিষেধ, অধিকন্তু সকল শাস্ত্রই মান্য হয়, যদ্যপি স্মৃতিপুরাণাদিই মান্য ও তন্ত্র অমান্য হয়, তথাপি উভয়ের উভয় রক্ষা পায়, স্মৃতিপুরাণাদির মতাবলম্বীদিগের পরলোক ও তন্ত্রমতাবলম্বীদিগের ইহলোক।

ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর উত্তর।—যবনী কি অন্য জাতি পরদার মাত্র গমনে…সেই২ জাতি প্রাপ্ত অবশ্যই হয়েন॥ ইতি॥

ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষার প্রত্যুত্তর।—যদ্যপি পূর্ব্বোক্ত স্মৃতিপুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্রস্বরূপ অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারাই শৈববিবাহেরো নাসাকর্ণ ছিন্ন হইয়াছে, তথাপি এ স্থানে কিঞ্চিৎ বিশেষ উক্তির নিমিত্ত পুনর্ব্বার প্রবৃত্তি হইতেছে, শিবোক্ত তন্ত্রশাস্ত্র অমান্য করিলে তন্ত্রোক্ত মন্ত্রগ্রহণাদি নিরর্থ হইয়া তাহারদিগের পরমার্থও নষ্ট হয় এ যথার্থ, কিন্তু শিবোক্ত অকল্পিত তন্ত্র যাঁহারা মান্য করেন, তাঁহারদিগের পরমার্থ হানির বিষয় কি, পরন্তু শিবোক্ত মোহনার্থ কল্পিত তন্ত্রে [২২৪] যাঁহারা নির্ভর করিয়া যথেষ্টাচার করেন, তাঁহারদিগের কি পরমার্থ হইবেক? এবং খাদ্যাখাদ্য ও গম্যাগম্য শাস্ত্রানুসারেই হয়, অতএব বিশিষ্ট লোকেরা যথার্থ শাস্ত্রানুসারেই তাহার ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু যাঁহারা অযথার্থ কল্পিত শাস্ত্রে শ্রদ্ধা করিয়া খাদ্যাখাদ্যের ও গম্যাগম্যের বিচার না করেন, তাঁহারদিগ্‌কে ম্লেচ্ছ কি পশু কহা যাইতে পারে, এবং এই শৈব বিবাহে বয়স ও জাতির বিচার নাই, কেবল সপিণ্ডা ও সধবা না হইলেই হইতে পারে, কিন্তু এ স্থানে শৈব বিবাহের ব্যবস্থাপক মহাশয়কে এই ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করি যে, যাঁহারা যবনীগমনে ও বেশ্যাসেবনে সর্ব্বদা রত, তাঁহারদিগের স্ত্রীও বিধবাতুল্যা, যদি তাহারা সপিণ্ডা না হয় তবে ঐ সকল স্ত্রীকে শৈব বিবাহ করা যায় কি না? পরন্তু, অস্বর্গ্যং লোকবিদ্বিষ্টং ধর্ম্ম্যমপ্যাচরেন্ন তু অর্থাৎ লোকের বিদ্বিষ্ট যে কর্ম্ম, তাহা শাস্ত্রীয় হইলেও স্বর্গের বিরোধী হয়, তাহা বিশিষ্ট লোকের আচরণীয় নহে, এই মনুবচনে যে কর্ম্ম লোকের [২২৫] দ্বেষ্য হয়, সে অবশ্যই নরকের কারণ, অতএব বিশিষ্ট লোকে কদাচ তাহার অনুষ্ঠান করিবেন না, এই প্রকার বোধ হইতেছে, অতএব শৈববিবাহ যথার্থ হইলেও সজ্জনদিগের কদাচ কর্ত্তব্য হয় না।

এবং ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর অপূর্ব্ব ধর্ম্মসংহিতার ২৪ পৃষ্ঠের ১৪ পঙ্ক্তি অবধি ২৫ পৃষ্ঠের ৪ পঙ্ক্তি পর্য্যন্ত, আর ২৬ পৃষ্ঠের ৮ পঙ্ক্তি অবধি ১১ পঙ্ক্তি পর্য্যন্ত যে সকল কটুবাক্য আছে, তাহার প্রত্যুত্তর পূর্ব্বেই করা গিয়াছে, পুনঃ পুনঃ করণে কেবল পৌনরুক্ত্য ও লোকের বৈরক্ত্য হয়। অলমতিপল্লবিতেন ইতি * শ্রীমদ্ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষিবিরচিতে পাষণ্ডপীড়ননামক প্রত্যুত্তরে কৌলকুলহৃৎকম্পনো নাম চতুর্থোল্লাসঃ সমাপ্তঃ। গ্রন্থঃ সম্পূর্ণঃ। শকাব্দা ১৭৪৪। বাঙ্গলা সন ১২২৯। ২০ মাঘ শ্রীমতা ধীমতা কেন ধর্ম্মসংস্থাপনাধিনা। নিবন্ধোঽয়ং কৃতঃ কেন ক্বাতনা সহকারিণা॥ সম্মতিং সদ্গতিং শান্তিং সম্পত্তিং যান্তু ধার্ম্মিকাঃ। বিক্রবন্তু দ্রুতং পণ্ডাঃ পাষণ্ডাঃ কর্ম্মকণ্টকাঃ॥ ইতি

পথ্য প্রদান

[১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

পথ্য প্রদান

সম্যগনুষ্ঠানাক্ষমতজ্জন্যমনস্তাপবিশিষ্টকর্তৃক

কলিকাতা

সংস্কৃত মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

শকাব্দা ১৭৪৫

MEDICINE

FOR THE SICK

OFFERED

BY

ONE WHO LAMENTS

HIS INABILITY TO PERFORM ALL RIGHTEOUSNESS.

CALCUTTA,

PRINTED AT THE SUNGSCRIT PRESS.

1823.

পরমেশ্বরায় নমঃ ॥

ভূমিকা

বাস্তবিক ধর্ম্মসংহারক অথচ ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী নাম গ্রহণপূর্ব্বক যে প্রত্যুত্তর প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সমুদায়ে দুই শত অষ্টাত্রিংশৎ পৃষ্ঠ সংখ্যক হয়, তাহাতে দশ পৃষ্ঠ পরিমিত ভূমিকা গ্রন্থারম্ভে লিখেন ওই দশ পৃষ্ঠে গণনা করা গেল যে ব্যঙ্গ ও নিন্দাসূচক শব্দ ভিন্ন স্পষ্ট কটূক্তি বিংশতি শব্দ হইতে অধিক আমাদের প্রতি উল্লেখ করিয়াছেন ; এইরূপ সমগ্র পুস্তক প্রায় দুর্ব্বাক্যে পরিপূর্ণ হয়। ইহাতে এই উপলব্ধি হইতে পারে যে দ্বেষ ও মৎসরতায় কাতর হইয়া ধর্ম্মসংহারক শাস্ত্রীয় বিবাদছলে এইরূপ কটূক্তি প্রয়োগ করিয়া অন্তঃকরণের ক্ষোভ নিবারণ করিতেছেন, অন্যথা দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ বিনা শাস্ত্রীয় বিচার সর্ব্বথা সম্ভব ছিল। ধর্ম্মসংহারককে এবং অন্য২কে বিদিত আছে যে তাঁহার প্রতি এরূপ অথবা এতদধিক দুর্ব্বাক্য প্রয়োগে আমাদের বরঞ্চ আমাদের আশ্রিত ব্যক্তিদেরও সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে, যেহেতু তাঁহাদের সহিত ধর্ম্মসংহারকের কটূক্তির আদান প্রদানে পরিপূর্ণ লিপি সকল অদ্যাপিও ব্যক্ত রহিয়াছে, কিন্তু আমরা স্বয়ং তিন কারণে দুর্ব্বাক্যের বিনিময় হইতে ক্ষান্ত রহিলাম। প্রথমত, যে কেহ উত্তরে কটূক্তি শুনিবার আশঙ্কা না করিয়া আপন অধীন ভিন্ন অন্য ব্যক্তির প্রতি গর্হিত বচন প্রয়োগ করিতে সমর্থ হয়, তাহার প্রতি উত্তরে কটূক্তি কথনের প্রয়োজন যে তাহার ক্ষোভ ও লজ্জা ও মনঃপীড়া এ সকল না হইয়া কেবল তত্তুল্য নীচত্ব সেই উত্তর প্রদাতার স্বীকার মাত্র হয়, সুরতাং (নীচস্যোচ্চৈর্ভাষাঃ সুজনঃ শ্রয়তে ন শোচতে তাভিঃ। কাকভেকখর-শব্দাৎ বদ কো নগরং বিমুঞ্চতে ধীরঃ) ॥ দ্বিতীয়ত, বালক ও পশ্বাদির হিতকরণে ও চিকিৎসাসময়ে তাহারা আস্ফালন ও চীৎকার এবং বিরুদ্ধ করিবার চেষ্টা যদি করে ও হিংসাতে প্রবৃত্ত হয় তাহাতে ওই অবোধ প্রাণীর চীৎকারাদির পরিবর্ত্ত না করিয়া দয়ালু মনুষ্যেরা তাহাদের হিতেচ্ছা হইতে ক্ষান্ত হয়েন না, সেইরূপ আমাদের হিতৈষার বিনিময়ে ধর্ম্মসংহারকের বিরুদ্ধ চেষ্টায় ও দ্বেষ প্রকাশে আমরা রাগাপন্ন না হইয়া ওই প্রত্যুত্তরের উত্তরে শাস্ত্রীয় উপদেশের দ্বারা ততোধিক স্নেহ প্রকাশ করিতেছি। তৃতীয়ত, ভাগবতে লিখেন (ঈশ্বরে, তদধীনেষু, বালিশেষু, দ্বিষৎসু চ। প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ) পরমেশ্বরে প্রেম, তাঁহার অধীন ব্যক্তিসকলের সহিত মিত্রতা, মূর্খ ব্যক্তিদিগ্যে কৃপা, ও দ্বেষ্টাদের প্রতি উপেক্ষা যে করে সে মধ্যম হয়, অতএব সাধ্যানুসারে ধর্ম্মসংহারকের প্রতি উপেক্ষাই কর্ত্তব্য হয়।

বিজ্ঞাপনা।

আমাদের নিন্দার উদ্দেশে ধর্ম্মসংহারক আপন প্রত্যুত্তরের নাম "পাষণ্ড পীড়ন" রাখেন তাহাতে বাগ্‌দেবতা পঞ্চমী সমাসের দ্বারা ধর্ম্মসংহারকের প্রতি যাহা যথার্থ তাহাই প্রয়োগ করিয়াছেন।

প্রয়োজন পৃষ্ঠে (তদুত্তরস্বরূপেণ) ইত্যাদি দ্বিতীয় শ্লোকের দ্বারা যে দুর্ব্বাক্য আমাদের উদ্দেশে উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহাতে বাগ্‌দেবতা "তৎ" পদের উদ্দেশ্য প্রশ্নচতুষ্টয়কে দেখাইয়া ওই সকল দুর্ব্বাক্য ধর্ম্মসংহারকের প্রতি উল্লেখ করেন।

আমাদের নিন্দোদ্দেশে ধর্ম্মসংহারক "নগরান্তবাসী" এই পদ প্রয়োগ পুনঃ২ করিয়াছেন, অথচ বাগ্‌দেবতার প্রভাবে এ শব্দের প্রতিপাদ্য তিনি যে স্বয়ং হয়েন তাহা স্মরণ করিলেন না॥

প্রত্যুত্তর প্রকাশের দিবস সন ১২২৯ শাল ২০ মাঘ লিখেন কিন্তু এ নগরস্থ অনেক সজ্জনের নিকট প্রকাশ আছে যে বৈশাখ মাসে প্রত্যুত্তরের বিতরণ হয় ইতি॥ ১২৩০, ১৫ পৌষ॥

সম্যগনুষ্ঠানাক্ষমঃ তজ্জন্যমনস্তাপবিশিষ্টঃ

নমো জগদীশ্বরায়।

প্রথমত তিন পৃষ্ঠের অধিক স্বীয় প্রশ্ন ও আমাদের দত্ত উত্তরের কিয়দংশ লিখিয়া, ধর্ম্মসংহারক চতুর্থ পৃষ্ঠে যে প্রত্যুত্তর দেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে সম্যগনুষ্ঠানাক্ষম আপনাকে ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী স্বীকার করিয়াছেন অথচ ভাক্ত শব্দের অর্থ জানেন না "ইদানীন্তন কর্ম্মীদের সন্ধ্যা বন্দনাদি ও নিত্য পূজা হোমাদি পিতৃ-মাতৃকৃত্য যাত্রা মহোৎসব জপ যজ্ঞ দান ধ্যান অতিথিসেবা প্রভৃতি শ্রুতিস্মৃতি-বিহিত নিত্যনৈমিত্তিক কাম্য কর্ম্ম সর্ব্বদা দর্শন ও শ্রবণ করিতেছেন তথাপি স্বয়ং প্রকৃত লক্ষণাক্রান্ত ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া সম্পূর্ণ কিম্বা অসম্পূর্ণ কর্ম্মিসকলকে কোন্ শাস্ত্রদৃষ্টিতে নিরপরাধে ভাক্ত কর্ম্মী কহিয়া নিন্দা করেন"॥ উত্তর।—আমাদের পূর্ব্ব উত্তরে কোনো ব্যক্তিবিশেষের নিয়ম ছিল না কেবল সাধারণ কথন আছে অর্থাৎ "কি ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী কি অভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী" "এক ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী ও এক ভাক্তকর্ম্মী" তাহার দ্বারা আমরা আপনাদের প্রতি কিম্বা অন্য কোনো অসম্পূর্ণ জ্ঞানীর প্রতি ভাক্তত্ত্বজ্ঞানী শব্দের উল্লেখ করিয়াছি এমৎ উপলব্ধি দ্বেষপরিপূর্ণ চিত্ত ব্যতিরেকে অন্যের কদাপি হয় না বিশেষত "সম্যগনুষ্ঠানাক্ষম" এই নাম গ্রহণই উত্তরপ্রদাতার অসম্পূর্ণ জ্ঞানানুষ্ঠানকে ব্যক্তরূপে জানাইতেছে অধিকন্তু ওই উত্তরের ৭ পৃষ্ঠের শেষে ওইরূপ সাধারণ মতে লিখা আছে "যে কোনো এক বৈষ্ণব যে আপন ধর্ম্মের লক্ষাংশের একাংশ অনুষ্ঠান করে না—সে যদি কোন শাক্তের—এবং কোনো ব্রহ্মনিষ্ঠের স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে ত্রুটি দেখিয়া তাহাকে ভাক্ত ও নিন্দিত কহে—তবে তাহাকে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা নিন্দকের মধ্যে অতিশয় নিন্দিত জানিবেন কি না" এই সাধারণ প্রশ্ন এক ব্যক্তির কি শাক্তত্ব ও ব্রাহ্মত্ব উভয়ের ব্যঞ্জক হইতে পারে? বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিবেচনা করিবেন। যদি কেহ এমৎ নিয়ম করেন যে অসম্পূর্ণ শ্রবণমননবিশিষ্ট জ্ঞানাবলম্বী ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী শব্দের বাচ্য হয় তবে তাঁহার অবশ্য উচিত হইবেক যে অসম্পূর্ণ কর্ম্মীর প্রতিও ভাক্তকর্ম্মিপদের উল্লেখ করেন কিন্তু এ নিয়ম কি আমাদের কি ধর্ম্মসংহারকের উভয়ের তুল্য গ্লানিকর হয়।

ঐ পৃষ্ঠের শেষে ধর্ম্মসংহারক আপনাকে সেই সকল কর্ম্মীদের মধ্যে গণনা করিয়াছেন যাঁহাদিগ্যে লোকে "শ্রুতিস্মৃতিবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক কাম্য কর্ম্ম সর্ব্বদা করিতে দর্শন ও শ্রবণ করিতেছেন" এ নিমিত্ত শ্রুতিস্মৃতিবিহিত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম যাহা কর্ম্মীর অবশ্য কর্ত্তব্য তাহার কিঞ্চিৎ এ স্থলে লিখিতেছি এই প্রার্থনা যে পণ্ডিতেরা বিবেচনা করিবেন যে লোকেরা এ সকলের অনুষ্ঠান

করিতে ধর্ম্মসংহারককে সর্ব্বদা দেখিতেছেন কি না। (স্মার্ত্তধৃত বচনসকল। প্রাতরুত্থায় কর্ত্তব্যং যদ্দ্বিজেন দিনে দিনে ইত্যাদি। ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় স্মরেৎ দেববরান্ মুনীন্। মূত্রপুরীষোৎসর্গং কুর্য্যাৎ দক্ষিণাং দিশং দক্ষিণাপরাম্বেতি। তদ্দেশপরিমাণমাহ। মধ্যমেন তু চাপেন প্রক্ষিপেত্তু শরত্রয়ং। অন্তর্ধায় তৃণৈর্ভূমিং শিরঃ প্রাবৃত্য বাসসা॥ স্নানং সমাচরেৎ প্রাতর্দ্দন্তধাবনপূর্ব্বকং। অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে। মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতং)॥ ইহার অর্থঃ। প্রাতঃকালে উত্থান করিয়া দ্বিজ সকল যে২ কর্ম্ম প্রতিদিন করিবেন তাহা লিখিতেছি। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে অর্থাৎ চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রধান দেবতা ও ঋষিগণের স্মরণ করিবেন। বাটীর দক্ষিণ কিম্বা নৈর্ঋত কোণে মলমূত্র পরিত্যাগ করিবেন তাহাতে দেশের পরিমাণ এই যে মধ্যবিধ এক ধনু লইয়া তিন শর প্রক্ষেপ করিবেন অর্থাৎ ঐ শরক্ষেপপরিমিত ভূমি পরিত্যাগ কর্ত্তব্য। তৃণের দ্বারা ভূমিকে আচ্ছাদন করিয়া ও বস্ত্রের দ্বারা মস্তকাচ্ছাদনপূর্ব্বক মল মূত্র পরিত্যাগ করিবেন। পরে দন্ত ধাবনানন্তর অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা গাত্রে মৃত্তিকা লেপনপূর্ব্বক প্রাতঃকালে স্নান করিবেন। পুস্তকবাহুল্য ভয়ে প্রতিদিনকর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে প্রাতঃকর্ত্তব্যের কিঞ্চিৎ লেখা গেল আর ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত অবধি প্রদোষ পর্য্যন্ত দিবসকে আট ভাগ করিয়া প্রত্যেক ভাগে যে২ কর্ম্ম কর্ত্তব্য তাহারও কিঞ্চিৎ২ সংক্ষেপরূপে লেখা যাইতেছে। (অগ্নিহোত্রঞ্চ জুহুয়াদাদ্যন্তে দ্যুনিশোঃ সদা) অর্থাৎ আদ্যভাগে ও অন্তভাগে অগ্নিহোত্র করিবেন। (দ্বিতীয়ে চ ততো ভাগে বেদাভ্যাসো বিধীয়তে) অর্থাৎ দ্বিতীয় ভাগে বেদের অধ্যয়ন বিচার অভ্যাস জপ ও অধ্যাপনা করিবেন। (তৃতীয়ে চ তথা ভাগে পোষ্যবর্গার্থসাধনং) অর্থাৎ তৃতীয় ভাগে স্ব২ বৃত্তি দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিবেন। (চতুর্থে চ তথা ভাগে স্নানার্থং মৃদমাহরেৎ) অর্থাৎ চতুর্থ ভাগে পুনঃ স্নান নিমিত্ত মৃত্তিকা হরণ করিবেন। (পঞ্চমে চ তথা ভাগে সংবিভাগো যথার্হতঃ) অর্থাৎ পঞ্চম ভাগে নিত্যশ্রাদ্ধ বলি বৈশ্বদেব ক্ষুধার্ত্ত জীবে অন্ন দান পশ্চাৎ অবশিষ্ট ভোজন ইত্যাদি করিবেন। (ইতিহাসপুরাণাদ্যৈঃ ষষ্ঠসপ্তমকৌ নয়েৎ) অর্থাৎ ষষ্ঠ সপ্তম ভাগকে ইতিহাস পুরাণাদির আলোচনাতে যাপন করিবেন। (অষ্টমে লোকযাত্রায়াং বহিঃ সন্ধ্যাং সমাচরেৎ) অর্থাৎ অষ্টম ভাগে লোকযাত্রা ও গ্রামের বহির্ভাগে যাইয়া সন্ধ্যা বন্দনা গায়ত্রীজপ ইত্যাদি কর্ম্ম করিবেন॥ যাঁহারা ধর্ম্মসংহারককে প্রত্যহ দেখিতেছেন তাঁহারাই মধ্যস্থস্বরূপ মীমাংসা করিবেন অর্থাৎ যদি ধর্ম্মসংহারককে

প্রতিদিন এ সকল কর্ম্ম অবাধে করিতে দেখেন তবে সম্পূর্ণ কর্ম্মীদের মধ্যে সুতরাং তাঁহাকে গণিত করিবেন ; যদি তাঁহারা কহেন যে প্রায় এ সকল কর্ম্ম ধর্ম্মসংহারক প্রত্যহ করিয়া থাকেন কোনো দিবস করিতে অসমর্থ হইলে প্রত্যবায় পরিহারের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করেন তবে সুতরাং তিনি অসম্পূর্ণ কর্ম্মী এই পদবাচ্য হইবেন ; অথবা যদি তাঁহারা দেখেন যে সূর্য্যোদয়ের ভূরিকালানন্তর গাত্রোত্থান করিয়া ধর্ম্মসংহারক স্বগৃহে আতুরের ন্যায় প্রাতঃকৃত্য করেন পরে দ্বিতীয় ভাগে কর্ত্তব্য বেদাভ্যাসের স্থানে গ্রাম্যালাপ ও লোকনিন্দা করিয়া থাকেন, তৃতীয় ভাগে কর্ত্তব্য যে স্ববৃত্তিতে ধনোপার্জ্জন তাহার স্থানে শূদ্রবৃত্তি দ্বারা দিবসের ভূরিকালকে ক্ষেপণ করেন, আর চতুর্থ ভাগে কর্ত্তব্য মৃত্তিকা গ্রহণপূর্ব্বক পুনঃ স্নান ও সন্ধ্যাদি স্থানে, এবং পঞ্চম ভাগে কর্ত্তব্য কর্ম্মের স্থানে, সূচীবিদ্ধ যবনব্যবহারযোগ্য বস্ত্র পরিধান-পূর্ব্বক ম্লেচ্ছ যবন অন্ত্যজ ইত্যাদির সহিত বেষ্টিত হইয়া ম্লেচ্ছগৃহে স্থিতি করেন ; ও অষ্টম ভাগে কর্ত্তব্য হোমাদি স্থানে ধূম্র পানে ও ব্যসনে কাল যাপন করেন তবে ঐ মধ্যস্থেরা বিবেচনা মতে ধর্ম্মসংহারকের প্রতি ভাক্তকর্ম্মিপদের উল্লেখ করা উচিত জানেন অবশ্য করিবেন আর ঐ স্বধর্ম্মবিহীন বিশিষ্ট সন্তান আপনাকে উত্তম কর্ম্মী জানাইয়া অন্যের স্বধর্ম্মানুষ্ঠান নাই এই পরিবাদ দিয়া সমাজমধ্যে বাহুবাস্ফোটপূর্ব্বক যদি আস্ফালন করেন তবে তাঁহারাই ঐ সাধুসন্তানের প্রতি ধৃষ্ট পদের প্রয়োগ করা উচিত বুঝেন অবশ্যই করিবেন ॥

৮ পৃষ্ঠের শেষে লিখেন যে "স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের সাবকাশ সময়ে স্মৃতিশাস্ত্র-প্রমাণানুসারে সাময়িক কর্ম্ম ও রাজকৃত ধর্ম্মের অনুষ্ঠানকর্ত্তাকে নিরন্তর পরধর্ম্মানুষ্ঠাতা কহিয়া নিন্দা করেন" ॥ উত্তর।—"স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের সাবকাশ সময়" এই পদের প্রয়োগাধীন অনুভব হয় যে সাময়িক কর্ম্ম ও রাজকৃত ধর্ম্ম এ দুই শব্দের দ্বারা ধনোপার্জ্জনাদি বিষয়কর্ম্ম তাঁহার অভিপ্রেত হইবেক অতএব নিবেদন, যে২ পণ্ডিতেরা ধর্ম্মসংহারককে সর্ব্বদা দেখিতেছেন তাঁহারাই বিবেচনা করিবেন যে তিনি স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের সাবকাশ সময়ে স্মৃতিশাস্ত্রানুসারে সাময়িক কর্ম্ম ও রাজকৃত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন কি ধনোপার্জ্জনের সাবকাশ সময়ে যৎকিঞ্চিৎ স্বধর্ম্মাভাসের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন যেহেতু তাঁহারা অবশ্য জানেন যে ব্রাহ্মণের স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের সাবকাশ কাল যাহাতে ধনোপার্জ্জন কর্ত্তব্য তাহা দিবসের অর্দ্ধ প্রহর হয় অতএব তাঁহারা এরূপ দম্ভোক্তি সত্য কি মিথ্যা ইহা অনায়াসে জানিতে পারিবেন।

৯ পৃষ্ঠে দশ পংক্তি অবধি যাহা লিখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে যদি ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী ও ভাক্তকর্ম্মী উভয়ে স্বস্ব ধর্ম্মানুষ্ঠানরহিত হয়েন কিন্তু তাহার মধ্যে ভাক্ত

তত্ত্বজ্ঞানী আপনাকে লোকে সিদ্ধ ও উত্তমরূপে প্রকাশ করেন তবে ঐ ভাক্তকর্ম্মী তাঁহাকে উপহাস করিতে পারেন কি না॥ উত্তর।—ধর্ম্মসংহারক ভাক্তকর্ম্মী কি অসম্পূর্ণ কর্ম্মী হয়েন, পূর্ব্বলিখিত কর্ম্মীদের নিত্যকর্ম্মের বিবেচনা দ্বারা এবং ধর্ম্ম-সংহারকের প্রত্যহ অনুষ্ঠানের অবলোকন দ্বারা বিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহার নির্ণয় করিবেন; অথবা আমরা ভাক্তজ্ঞানী কিম্বা অসম্পূর্ণ জ্ঞানানুষ্ঠায়ী হই, ইহার নিশ্চয়ও সেইরূপ পরের লিখিত শাস্ত্রানুসারে পণ্ডিত লোক যেন করেন; পূর্ব্ব উত্তর লিখিত মনুবচন (জ্ঞানেনৈবাপরে বিপ্রা যজন্ত্যেতৈর্ম্মখৈঃ সদা। জ্ঞানমূলাং ক্রিয়ামেষাং পশ্যন্তো জ্ঞানচক্ষুষা)॥ কোনো২ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থেরা গৃহস্থের প্রতি যে২ যজ্ঞ শাস্ত্রে বিহিত আছে তাহা সকল কেবল জ্ঞান দ্বারা নিষ্পন্ন করেন, সে কিরূপ জ্ঞান তাহা পরার্দ্ধে কহিতেছেন, তাঁহারা জ্ঞানচক্ষু যে উপনিষৎ তাহার দ্বারা জানেন যে পঞ্চ যজ্ঞাদি সকলের উৎপত্তির মূল জ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্ম হয়েন অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠ গৃহস্থদের পঞ্চ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের স্থানে পরব্রহ্ম পঞ্চযজ্ঞাদি তাবতের মূল হয়েন এই মাত্র চিন্তন উপনিষৎ আলোচনার দ্বারা তাঁহাদের আবশ্যক হয়। তথা (যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্) পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মসকলকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্রাহ্মণ আত্মজ্ঞানে, ইন্দ্রিয়নিগ্রহে, প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন করিবেন অর্থাৎ আত্মার শ্রবণ মননে ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহে ও বেদাভ্যাসে যত্ন করা ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের আবশ্যক হয়। বর্ণাশ্রমাচার কর্ম্ম অবশ্যই ত্যাগ করিবেক এমত তাৎপর্য্য নহে কিন্তু জ্ঞানসাধনের অন্তরঙ্গ কারণ যে আত্মার শ্রবণ মনন ও শম ও বেদাভ্যাস ইহারই আবশ্যকতা জ্ঞাননিষ্ঠের প্রতি হয়, মনুটীকাধৃত কৌষীতকশ্রুতিঃ (অথ বৈ অন্যা আহুতয়ঃ অনন্তরন্ত্যস্তাঃ কর্ম্মময্যো হি ভবন্ত্যেবং হি তস্য এতৎ পূর্ব্বে বিদ্বাংসোঽগ্নিহোত্রং জুহবাঞ্চক্রুরিতি) পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মময়ী আহুতিসকল জ্ঞাননিষ্ঠদের এই হয় আর এই জ্ঞানসাধনরূপ অগ্নিহোত্র পূর্ব্ব২ জ্ঞাননিষ্ঠেরা করিয়াছেন; অতএব বিজ্ঞ লোক বিবেচনা করিবেন যে যাঁহাদের প্রতি ধর্ম্মসংহারক ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী পদের প্রয়োগ করিয়াছেন সে সকল ব্যক্তিরা ব্রহ্ম জগতের মূল হয়েন এরূপ চিন্তন করেন কি না যেহেতু মনুষ্য ভূরিকাল যদ্বিষয় ভাবনা করে তদ্বিষয়ের আলাপ ও উপদেশ প্রায় ভূরিকাল করিয়া থাকে এবং তাঁহাদের প্রণব ও উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহে সম্যক্ প্রকারে কি অসম্যক্ প্রকারে যত্ন আছে কি না ইহাও বিবেচনা করিবেন তখন অবশ্যই নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইবেন যে তাঁহারা ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী কি অসম্পূর্ণ জ্ঞানানুষ্ঠায়ী হয়েন, ইহার বিশেষ বিবরণ জ্ঞান কর্ম্ম বিচার স্থলে পরে লেখা যাইবেক। এবং কোন্ পক্ষে

আপনার উত্তমতা প্রকাশ ও সর্ব্বপ্রকারে আপনার ধর্ম্মানুষ্ঠানের গর্ব্ব ও কোন্ পক্ষে আপনার অধীনতা ও দম্ভরাহিত্য তাহা পরস্পর উত্তর প্রত্যুত্তর দৃষ্টি করিলে বরঞ্চ উভয়ের গৃহীত নামের অর্থ বিবেচনা করিলেই বিজ্ঞ লোক জানিতে পারিবেন, যেহেতু এক জন ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী ও ধর্ম্মসংস্থাপক নাম দ্বারা আপনি কেবল ধাম্মিক হয়েন এমত নহে বরঞ্চ ধর্ম্মসেতুর রক্ষকরূপে আপনাকে জানাইতেছেন। যথা ঐ প্রত্যুত্তরের প্রয়োজনপত্রে ধর্ম্মসংহারক স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক লিখেন "দুষ্টানাং নিগ্রহার্থায় শিষ্টানাং ত্রাণহেতবে। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় স্বর্গারোহণসেতবে" ইত্যাদি। প্রায় সেই প্রকারে যেমন ভগবান্ কৃষ্ণ গীতাতে কহিয়াছেন (পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে)। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি এই নাম গ্রহণ করেন যে "সম্যগনুষ্ঠানাক্ষম তজ্জন্য মনস্তাপবিশিষ্ট" অর্থাৎ আপন ধর্ম্মের সম্যক্ অনুষ্ঠানে অসমর্থ এ নিমিত্ত মনস্তাপবিশিষ্ট হই॥

৫ পৃষ্ঠের শেষে আপনিই এই আশঙ্কা করেন যে "যদি বল ন্যায়াৰ্জ্জিত ধনেই যজ্ঞাদি কর্ম্ম সিদ্ধ হয় অন্যায়াৰ্জ্জিত ধনে কর্ম্ম সিদ্ধ হয় না অতএব অন্যায়াৰ্জ্জিত ধন দ্বারা কর্ম্মকরণপ্রযুক্ত ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষারা কর্ম্ম করিলেও ভাক্তকর্ম্মী হয়েন" পরে আপনিই সিদ্ধান্ত করেন যে অন্যায়াৰ্জ্জিত ধনে কর্ম্ম করিলে মীমাংসাদি শাস্ত্রানুসারে কর্ম্ম সিদ্ধ হয়। উত্তর।—ধর্ম্মসংহারকের ধন ন্যায়োপাৰ্জ্জিত অথবা অন্যায়োপাৰ্জ্জিত হয় তাহা তিনিই বিশেষ জানেন কিন্তু যে বৃত্তি ব্রাহ্মণের ধনোপাৰ্জ্জনে সর্ব্বথা নিষিদ্ধ হয় সে বৃত্তির দ্বারা ধর্ম্মসংহারক ধনোপাৰ্জ্জন করিতেছেন কি না তাহা বিজ্ঞ ব্যক্তিরা এই লিখিত মনুবচনে দৃষ্টি করিয়া বিবেচনা করিবেন, মনুঃ (ঋতামৃতাভ্যাং জীবেত্তু মৃতেন প্রমৃতেন বা। সত্যানৃতাভ্যামপি বা ন শ্ববৃত্ত্যা কদাচন॥ ঋতমুঞ্ছশিলং প্রোক্তমমৃতং স্যাদযাচিতং। মৃতন্তু যাচিতং ভৈক্ষ্যং প্রমৃতং কর্ষণং স্মৃতং॥ সত্যানৃতন্তু বাণিজ্যং তেন চৈবাপি জীব্যতে। সেবা শ্ববৃত্তিরাখ্যাতা তস্মাত্তাং পরিবর্জ্জয়েৎ)॥ ঋত, অমৃত, মৃত, প্রমৃত, ও সত্যানৃত, এই সকল বৃত্তির দ্বারা ব্রাহ্মণ ধনোপাৰ্জ্জন করিবেন; শ্ববৃত্তি দ্বারা কদাপি করিবেন না। উঞ্ছবৃত্তি ও শিলবৃত্তিকে ঋত শব্দের অর্থ জানিবে। আর অমৃত শব্দে অযাচিত ও মৃত শব্দে যাচিত ও প্রমৃত শব্দে কৃষিকর্ম্ম ও সত্যানৃত শব্দে বাণিজ্য ও শ্ববৃত্তি শব্দে সেবাবৃত্তি ইহা জানিবে, অতএব সেবাবৃত্তি ব্রাহ্মণ কদাপি করিবেন না। মনুর দশমাধ্যায়ে সেবা শব্দের অর্থ টীকাকার লিখেন। সেবা পরাজ্ঞাসম্পাদনং। অর্থাৎ পরের আজ্ঞা সম্পন্ন করাকে সেবা কহি এবং পদ্মপুরাণে দশমাধ্যায়ে (ঈশ্বরং বর্ত্তনার্থায় সেবন্তে মানবা যথা। তথৈব মতিমন্তোপি সেবন্তে পরমেশ্বরং)॥ যেমন প্রভুকে

জীবিকানিমিত্ত লোকে সেবা করে সেইরূপ পণ্ডিতেরা পরমেশ্বরের সেবা করেন। বিরাট পর্ব্ব (নাহমস্য প্রিয়োস্মীতি মত্বা সেবেত পণ্ডিতঃ) আমি রাজার প্রিয় এমত জ্ঞান করিয়া পণ্ডিতে রাজার সেবা করিবেক না। মহাকবিপ্রণীত শ্লোক (নাথে শ্রীপুরুষোত্তমে ত্রিজগতামেকাধিপে চেতসা সেব্যে স্বস্য পদস্য দাতরি বিভৌ নারায়ণে তিষ্ঠতি। যং কঞ্চিৎ পুরুষাধমং কতিপয়গ্রামেশমল্পপ্রদং সেবায়ৈ মৃগয়ামহে নরমহো মূঢ়া বরাকা বয়ং) প্রভু লোকশ্রেষ্ঠ ত্রিজগতের অদ্বিতীয় অধিপতি অন্তঃকরণের দ্বারা সেব্য হইলে আপন পদের দাতা এরূপ নারায়ণ সত্ত্বে, পুরুষাধম কতিপয় গ্রামের অধিপতি অল্পদাতা যে কোনো মনুষ্যকে সেবার নিমিত্ত যত্নবিশিষ্ট থাকি হা আমরা কি নীচ ও মূঢ় হই॥ এখন পণ্ডিতেরা এ সকল প্রমাণ দৃষ্টি করিয়া বিবেচনা করিবেন যে ম্লেচ্ছসেবা করিয়া সৎকর্ম্মীদের মধ্যে গণিত হইবার অভিমান করা ব্রাহ্মণের উচিত হয় কি না॥

১২ পৃষ্ঠে লিখেন যে ব্রাহ্মণ শূদ্রান্ন গ্রহণে পতিত হয়েন ইহা যে বচনে প্রাপ্ত হইতেছে তাহার তাৎপর্য্য এই যে ব্রাহ্মণ যথার্থ পতিত হয়েন এমত নহে কিন্তু অসৎপ্রতিগ্রহজন্য পাপমাত্র হয় যেহেতু অসৎপ্রতিগ্রহজন্য পাপে ও সুরাপানাদিতে বিস্তর বৈলক্ষণ্য। উত্তর।—কর্ম্মীদের প্রতি যে কর্ম্মে পাতিত্য ও অধমত্বকথন আছে অর্থাৎ এ কর্ম্ম করিলে কর্ম্মী পতিত হয় তাহার স্পষ্টার্থ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মসংহারক কহেন, এ স্থলে পতিত হওন তাৎপর্য্য নহে কিন্তু ঐ২ ক্রিয়াতে কিঞ্চিৎ দোষকথন শাস্ত্রের তাৎপর্য্য হয় আর জ্ঞাননিষ্ঠদের প্রতি কোনো অবিহিত কর্ম্ম করিলে যে দোষশ্রবণ আছে সে সকল বাক্যের স্পষ্টার্থই গ্রহণ করেন কিন্তু তাহারও তাৎপর্য্য কিঞ্চিৎ দোষ কথন হয় ইহা কদাপি স্বীকার করেন না এরূপ পক্ষপাতাধীন ব্যবস্থা পণ্ডিতের আদরণীয় হয় কি না তাঁহারাই বিবেচনা করিবেন॥

১২ পৃষ্ঠের শেষে ধর্ম্মসংহারকের শূদ্রসম্পর্ক নাই লিখিয়াছেন অতএব তাঁহার শূদ্রসম্পর্ক প্রমাণ করা উদ্বেগজনক সত্য বাক্য ব্যতিরেকে হইতে পারে না সে আমাদের নিয়মের বহির্ভূত হয় যে শাস্ত্রীয় বিচারে কটূক্তি না হইতে পারে তবে অন্য কেহ তাহা প্রমাণ করে আমাদের হানি লাভ নাই। আর শূদ্রাসনে উপবেশনের বিষয়ে ১৩ পৃষ্ঠে লিখেন "যে বিশিষ্ট শূদ্রেরা আপনিই পৃথক্ আসনে উপবিষ্ট হয়েন" তাহার উত্তর এই যে যাঁহারা ধর্ম্মসংহারককে সর্ব্বদা দেখিতেছেন তাঁহারাই ইহার মীমাংসা করিবেন যে ধর্ম্মসংহারক সৎ শূদ্র হইতে পৃথগাসনে বইসেন কি সৎ শূদ্র ও অসৎ শূদ্র বরঞ্চ যবনাদির সহিত একাসনে বসিয়া থাকেন, এ বিষয়ে

আমাদের বাক্‌কলহ নিরর্থক। অধিকন্তু ১৩ পৃষ্ঠে লিখেন যে “শূদ্রযাজনাদিকরণে যে সকল দোষশ্রুতি আছে সে তাবৎ অসৎ শূদ্র অন্ত্যজাদিপর, যেহেতু চারি বর্ণ চারি যুগেই প্রসিদ্ধ আছেন তাঁহাদের ক্রিয়া কর্ম্ম ষট্‌কর্ম্মশালী ব্রাহ্মণ সকল চিরকাল করিয়া আসিতেছেন এবং অদ্যাবধি সৎশূদ্রযাজী ও অশূদ্রযাজী বিপ্রদিগের পরস্পর তুল্যরূপ মান্যমানকতা কুটম্বতা ও আহার ব্যবহার সর্ব্বদেশেই হইতেছে”। উত্তর।—এ নবীন ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন যে ব্রাহ্মণের শূদ্রযাজনে দোষ নাই ইহাতে দুই প্রমাণ দিয়াছেন প্রথম এই যে “চারি বর্ণ চারি যুগেই প্রসিদ্ধ আছেন” কিন্তু এ স্থলে ধর্ম্মসংহারককে জানা উচিত ছিল যে যেমন চারি যুগে চারি বর্ণ আছেন সেইরূপ তাঁহাদের মধ্যে উত্তম অধম পতিত ইহাও চারি যুগে হইয়া আসিতেছেন, তাহা পূর্ব্ব২ কালীন শাস্ত্রেই দৃষ্ট হইতেছে। মনুঃ (যাবতঃ সংস্পৃশেদঙ্গৈর্ব্রাহ্মণান্ শূদ্রযাজকঃ। তাবতাং ন ভবেদ্দাতুঃ ফলং দানস্য পৌর্ত্তিকং) শূদ্রযাজক ব্রাহ্মণ যত ব্রাহ্মণের পংক্তিতে বসিয়া আহার করে, সে সকল ব্রাহ্মণেতে দান করিলে দাতার শ্রাদ্ধীয় ফলপ্রাপ্তি হয় না। টীকাকার কুল্লূকভট্ট শূদ্র শব্দ এ স্থলে অসৎশূদ্র অন্ত্যজাদিপর হয় এমৎ লিখেন নাই। প্রায়শ্চিত্তবিবেকে, যমঃ (পুরোধাঃ শূদ্রবর্ণস্য ব্রাহ্মণো যঃ প্রবর্ত্ততে। স্নেহাদর্থপ্রসঙ্গাদ্বা তস্য কৃচ্ছ্রং বিশোধনং) যে ব্রাহ্মণ স্নেহপ্রযুক্ত অথবা ধনলোভে শূদ্রবর্ণের পৌরোহিত্য ক্রিয়া একবারও করে সে ঐ পাপক্ষয়ের নিমিত্ত প্রাজাপত্য ব্রত করিবেক। এ বচনে সাক্ষাৎ শূদ্রবর্ণ প্রাপ্ত হইতেছে। এবং অযাজ্যযাজন প্রায়শ্চিত্তের প্রতিজ্ঞাতে ঐ বিবেককার লিখেন। (অথ শূদ্রাতিরিক্তাযাজ্যযাজনপ্রায়শ্চিত্তং) শূদ্র ভিন্ন অন্য অযাজ্য যাজনের প্রায়শ্চিত্ত কহিতেছি। ইহাতে শূদ্র ও শূদ্র ভিন্ন পতিতাদি উভয়ের অযাজ্যত্ব প্রাপ্ত হইতেছে। মিতাক্ষরাতেও লিখেন (অত উপপাতক-সাধারণপ্রায়শ্চিত্তং শূদ্রাদ্যযাজ্যযাজনে ব্যবতিষ্ঠতে) অর্থাৎ উপপাতক সাধারণের যে প্রায়শ্চিত্ত তাহার ব্যবস্থা শূদ্র প্রভৃতি অযাজ্যযাজনে জানিবে। এ স্থলেও শূদ্রবর্ণ ও তদিতরের অযাজ্যত্ব প্রাপ্ত হইতেছে। শূদ্রযাজকের নির্দ্দোষত্বে দ্বিতীয় প্রমাণ ধর্ম্মসংহারক লিখেন যে “সৎশূদ্রযাজী ও অশূদ্রযাজী ব্রাহ্মণেদের পরস্পর তুল্যরূপে মান্যমানকতা কুটম্বতা আহার ব্যবহারও সর্ব্বদেশেই হইতেছে”। উত্তর।—ইদানীন্তন ব্যবহার দেখিয়া মন্বাদিবচনের সঙ্কোচ করা এ ধর্ম্মসংহারক হইতেই সম্ভবে, যেহেতু এই ব্যবস্থানুসারে ধর্ম্মসংহারক কহিবেন যে শুক্রবিক্রয়ী ও অশুক্রবিক্রয়ী উভয়ের পরস্পর মান্যমানকতা কুটম্বতা আহার ব্যবহার অদ্যাবধি দেখিতেছি অতএব শুক্রবিক্রয়ী নির্দ্দোষ হয় এবং কহিবেন যে ম্লেচ্ছসেবী ও

অম্লেচ্ছসেবী উভয়ের পরস্পর মান্যমানকতা কুটম্বতা আহার ব্যবহার দেখিতেছি অতএব ম্লেচ্ছসেবী ব্রাহ্মণ দোষী হয় না এখন সৎকর্ম্মীরা বিবেচনা করিবেন যে এ মহাশয় নিশ্চিত ধর্ম্মসংহারক হয়েন কি না।

১৩ পৃষ্ঠের শেষে লিখেন যে "ব্রাহ্মণের শূদ্রমাত্রের সহিত একাসনে উপবেশন পাতিত্যজনক নহে যেহেতু অন্ত্যজ জাতি বৈষ্ণব হইলে সেও বিশ্বপবিত্রকারক হয়" এবং ইহার প্রমাণের নিমিত্ত ব্রহ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তের বচন লিখিয়াছেন যে চণ্ডাল যবনাদিও বৈষ্ণব হইলে পবিত্রকারী হয়। উত্তর।—যদ্যপি এ সকল মাহাত্ম্যসূচক বচনের যথাশ্রুত অর্থকে ধর্ম্মসংহারকের মতানুসারে স্বীকার করা যায় তবে শূদ্র বৈষ্ণবের বরঞ্চ চণ্ডালাদি বৈষ্ণবেরও সহিত একাসনে বসিলে পাপের নিমিত্ত না হইয়া পবিত্রতার কারণ অবশ্য হয়; কিন্তু এরূপ মাহাত্ম্য-সূচক বচন শাক্ত শৈবাদির প্রতিও দেখিতেছি, যথা কুলার্চ্চনচন্দ্রিকাধৃত কুলাবলীতন্ত্রে (কৌলিকো হি গুরুঃ সাক্ষাৎ কৌলিকঃ শিব এব চ। কৌলিকস্তু পিতা সাক্ষাৎ কৌলিকো বিষ্ণুরেব হি) কৌলিক সাক্ষাৎ গুরু ও শিব ও পিতা ও বিষ্ণুস্বরূপ হয়েন। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে (অহো পুণ্যতমাঃ কৌলাস্তীর্থরূপাঃ স্বয়ং প্রিয়ে। যে পুনন্ত্যাত্মসম্বন্ধাম্লেচ্ছশ্বপচপামরান্) স্বয়ং তীর্থস্বরূপ কৌল সকল কি পুণ্যবন্ত হয়েন যাঁহারা আপন সম্বন্ধ দ্বারা ম্লেচ্ছ চণ্ডাল পামর সকলকে পবিত্র করেন। কুলার্ণবে (শ্বপচোপি কুলজ্ঞানী ব্রাহ্মণাদতিরিচ্যতে। কৌলজ্ঞান-বিহীনস্তু ব্রাহ্মণঃ শ্বপচাধমঃ) চণ্ডালও যদি কুলজ্ঞানী হয় তবে সে ব্রাহ্মণ হইতেও শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণ যদি কুলজ্ঞানহীন হয়েন তবে তিনি চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম হয়েন। স্কান্দে (শিবধর্ম্মপরা যে চ শিবভক্তিরতাশ্চ যে। শিবব্রতধরা যে বৈ তে সর্ব্বে শিবরূপিণঃ) যাঁহারা শিবধর্ম্মানুষ্ঠানে রত ও শিবের ভক্ত এবং শিবব্রতধারী তাঁহারা সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ হয়েন। অতএব এতদ্দেশের শূদ্র ও অন্ত্যজ সকলে প্রায় শাক্ত শৈব বৈষ্ণব এই তিন ধর্ম্মের এক ধর্ম্মাক্রান্ত হয়েন, আর প্রত্যেক ধর্ম্মবিশিষ্টের প্রতি ভূরি মাহাত্ম্যসূচক বচন দেখিতেছি যে তাঁহারা নিজে পবিত্র ও অন্যকে পবিত্র করেন এই রীতিক্রমে ধর্ম্মসংহারকের মতে কি শূদ্র কি অন্ত্যজ ইহাদের সহিত একাসনোপবেশনে ও ব্যবহারে কোনো দোষের সম্ভাবনা রহিল নাই, সুতরাং তাঁহার মতে শূদ্র ও চণ্ডালাদির বিষয়ে ব্রাহ্মণের প্রতি যে২ নিয়ম শাস্ত্রে কহিয়াছেন তাহার স্থল প্রায় এ দেশে প্রাপ্ত হয় না এবং শূদ্রাদির সহিত যেরূপ ব্যবহার লিখেন তাহারও প্রায় নির্বিষয়তাপত্তি হইল অতএব সৎকর্ম্মীরা বিবেচনা করিবেন যে ধর্ম্মসংহারকের এ ব্যবস্থা তাঁহাদের গ্রহণযোগ্য হয় কি না।

১৪ পৃষ্ঠের শেষে শূদ্র হইতে বিদ্যাভ্যাসের বিষয়ে মনুবচন লিখেন (শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামিত্যাদি) পরে তাহার ব্যাখ্যা করেন "অর্থাৎ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শূদ্র হইতেও উত্তম বিদ্যা গ্রহণ করিবেক"। উত্তর।—এ বচনের বিবরণে টীকাকার কুল্লূকভট্ট পূর্ব্বাপর গ্রন্থের ঐক্যতার নিমিত্ত, শুভ বিদ্যা শব্দে উত্তম বিদ্যা না লিখিয়া "দৃষ্টশক্তি" অর্থাৎ সাক্ষাৎ শুভকারী যে গারুড়াদি বিদ্যা তাহা শূদ্র হইতে গ্রহণ করিবেক ইহা লিখিয়াছেন অতএব পণ্ডিতেরা বিবেচনা করিবেন যে টীকাকার কুল্লূকভট্টের ব্যাখ্যা মান্য কি ধর্ম্মসংহারকের ব্যাখ্যা গ্রাহ্য হইবেক ॥

১৫ পৃষ্ঠ অবধি লিখেন যে (উদিতে জগতীনাথে) ইত্যাদি বচনে প্রাপ্ত হইতেছে যে সূর্য্যোদয়ানন্তর দন্তধাবন করিলে সে পাপিষ্ঠের বিষ্ণুপূজায় অধিকার থাকে না, তাহার "তাৎপর্য্যার্থ এই যে অশাস্ত্রীয় দন্তধাবনাদিকর্ত্তা অসম্পূর্ণ অধিকারী এ কারণ অসম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হয়"। উত্তর।—কর্ম্মীর প্রতি নিষিদ্ধাচরণে যে সকল দোষশ্রবণ আছে তাহা অসম্পূর্ণ ফলের কারণ হয় ইহা ধর্ম্মসংহারক সিদ্ধান্ত করেন আর জ্ঞানাবলম্বীদের প্রতি অবিহিত অনুষ্ঠানে যে সকল দোষশ্রবণ আছে তাহা অসম্পূর্ণ জ্ঞানের কারণ না হইয়া সে এককালে জ্ঞানসাধনের অধিকারকে নষ্ট করে ইহাই বারংবার ব্যবস্থা দেন এরূপ পক্ষপাতীকে পণ্ডিতেরা যাহা উচিত হয় কহিবেন, অধিকন্তু লিখেন যে সূর্য্যোদয়ানন্তর মুখ প্রক্ষালন ইত্যাদি কর্ত্তার সংস্কারের ক্রটিতে কর্ম্মের যে বৈগুণ্য জন্মে তাহা বিষ্ণু স্মরণ দ্বারা সম্পূর্ণ হয় (অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোপি বা। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ) ইত্যাদি বচন প্রমাণ দিয়াছেন। উত্তর।—যদি এই বচন দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠায়ীর অপবিত্রতা ও সংস্কারের ক্রটিজন্য দোষ নিবৃত্তি হয় এমৎ স্বীকার করেন তবে জ্ঞানানুষ্ঠায়ীদের দোষ ক্ষালনের বিষয়ে যে সকল বচন আছে তাহাকেও তাঁহাদের ক্রটি মার্জ্জনার কারণ অঙ্গীকার করিতে হইবেক। যোগশাস্ত্রে (সোহং হংসঃ সকৃৎ ধ্যাত্বা সুকৃতো দুষ্কৃতোপি বা। বিধুতকল্মষঃ সাধুঃ পরাং সিদ্ধিং সমশ্নুতে) সুকৃত কি দুষ্কৃত ব্যক্তি ব্রহ্মের সহিত জীবেব ঐক্য জ্ঞান ও জীবের সহিত ব্রহ্মের ঐক্য ভাব একবার করিলেও সাধক সর্ব্ব পাপ ক্ষয়পূর্ব্বক সম্পূর্ণ সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কুলার্ণবে (ক্ষণং ব্রহ্মাহমস্মীতি যঃ কুর্য্যাদাত্মচিন্তনং। তৎসর্ব্বপাতকং নশ্যেৎ তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা) জীব ব্রহ্মের অভেদ চিন্তা ক্ষণমাত্র করিলেও সকল পাপ নষ্ট হয় যেমন সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার নষ্ট হয় ॥ বস্তুত অধিকারিভেদে পাপক্ষয়ের উপায় ও পুরুষার্থ সিদ্ধির কারণ ভগবান্ কৃষ্ণ গীতার চতুর্থাধ্যায়ে, যাহাতে স্তুতিবাদের আশঙ্কা নাই, পঞ্চবিংশতি শ্লোক অবধি একত্রিংশৎ শ্লোক পর্য্যন্ত লিখিয়াছেন, ভগবদ্গীতা পুস্তক

সর্ব্বত্র সুলভ এই নিমিত্ত এবং এ গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে মূল শ্লোক না লিখিয়া তাহার অর্থ লিখিতেছি। ২৫ শ্লোকার্থ কোন২ ব্যক্তি কর্ম্মযোগী তাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দেবতাকেই যজন করেন, আর কোন২ ব্যক্তি জ্ঞানযোগী তাঁহারা ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্মার্পণরূপ যজ্ঞ দ্বারা যজন করেন। ২৬ শ্লোকার্থ, কোন২ ব্যক্তি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী তাঁহারা ইন্দ্রিয়সংযমরূপ অগ্নিতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়কে হবন করেন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কে নিরোধ করিয়া প্রাধান্যরূপে সংযমের অনুষ্ঠানে স্থিতি করেন। অন্য২ গৃহস্থেরা ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে শব্দাদি বিষয়কে হবন করেন অর্থাৎ বিষয়ভোগকালেও আত্মাকে নির্লিপ্ত জানিয়া ইন্দ্রিয়ের কর্ম্ম ইন্দ্রিয়েই করে এই নিশ্চয় করেন। ২৭ শ্লোকার্থ, অন্য২ ধ্যাননিষ্ঠ ব্যক্তিরা জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণাদি বায়ু এ সকলের কর্ম্মকে জ্ঞান দ্বারা প্রজ্বলিত যে আত্মার ধ্যানরূপ যোগস্বরূপ অগ্নি তাহাতে হবন করেন—অর্থাৎ সম্যক্ প্রকারে আত্মাকে জানিয়া তাঁহাতে মনস্থির করিয়া বাহ্যে নিশ্চেষ্টরূপে থাকেন। ২৮ শ্লোকার্থ, কোন২ ব্যক্তিরা দানরূপই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, আর কেহ২ তপোরূপ যজ্ঞ করেন, আর কেহ২ চিত্তবৃত্তি নিরোধ যজ্ঞ করেন, ও কেহ২ বেদপাঠরূপ যজ্ঞ করেন, ও কেহ২ যত্নশীল দৃঢ়ব্রত ব্যক্তিরা বেদার্থজ্ঞানরূপ যজ্ঞ করেন। ২৯ শ্লোকার্থ, কোন২ ব্যক্তি পূরক ও কুম্ভক ও রেচক ক্রমে প্রাণায়ামরূপ যজ্ঞপরায়ণ হয়েন। ৩০ শ্লোকার্থ, কোন২ ব্যক্তি আহার সঙ্কোচ দ্বারা ইন্দ্রিয়কে দুর্ব্বল করিয়া ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে লয় করেন। এই দ্বাদশ প্রকার ব্যক্তিরা স্ব২ অধিকারের যজ্ঞকে প্রাপ্ত হয়েন আর পূর্ব্বোক্ত স্ব২ যজ্ঞের দ্বারা স্বকীয় পাপকে ক্ষয় করেন। ৩১ শ্লোকার্থ, স্ব২ যজ্ঞের অবসরকালে অমৃতরূপ বিহিতান্ন ভোজনপূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা নিত্য ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন, ইহার মধ্যে কোনো যজ্ঞ যে না করে সে মনুষ্যলোকও প্রাপ্ত হয় না পরলোকসুখ কি প্রকারে তাহার হয়॥ গীতাবাক্যে যাঁহাদের বিশ্বাস আছে তাঁহারা কর্ম্মযোগের অভ্যাস দ্বারা যেমন পাপ ক্ষয়ের স্বীকার করেন সেইরূপ জ্ঞানযোগ ও নৈষ্ঠিক যোগ ও ধ্যানযোগ প্রভৃতির দ্বারাও পাপ ক্ষয়ের অঙ্গীকার অবশ্য করিবেন।

১৭ পৃষ্ঠে লিখেন যে "প্রায়শ্চিত্তবিশেষ ব্যতিরেকে কেবল মুখের দ্বারা কে ভোজন করে এবং কোন বিশিষ্ট লোক আসনারূঢ়পাদপূর্ব্বক ভোজন এবং দক্ষিণ হস্ত স্পর্শ বিনা বাম হস্তে জলপাত্র গ্রহণ করিয়া জলপান করেন"। উত্তর, আসনে পাদমারোপ্য ইত্যাদি অত্রিবচন যাহা আমরা প্রশ্নচতুষ্টয়ের উত্তরে লিখিয়াছিলাম তাহা দ্বারা ইহা প্রমাণ করা তাৎপর্য্য ছিল না যে বিশিষ্ট লোক সকলেই আসনে পাদ স্থাপনপূর্ব্বক ভোজন এবং বাম হস্তে পাত্র গ্রহণ করিয়া জল পান ও কেবল

মুখের দ্বারা আহার করেন, সেই উত্তরের ৫ পৃষ্ঠে দেখিবেন যে আমাদের এ সকল বচন লিখিবার উদ্দেশ্য এই ছিল যে কর্ম্মীদের প্রতি অবৈধ কর্ম্ম করণে যে সকল দোষশ্রবণ আছে তাহাকে ধর্ম্মসংহারক ইহা কহিতে সমর্থ হইবেন যে এ সকল যথার্থ নহে কেবল নিন্দার্থবাদ কিন্তু জ্ঞানীর প্রতি অবিহিতের অনুষ্ঠানে যে সকল দোষশ্রবণ আছে সে সকল যথার্থ হয় আমাদের এই তাৎপর্য্যকে ধর্ম্মসংহারক আপনিই এই প্রত্যুত্তরে পুনঃ২ দৃঢ় করিয়াছেন, বরঞ্চ এই পত্রের পরপৃষ্ঠে স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে "অত্রিবচনে তাদৃশ অন্নের গোমাংসতুল্যত্ব ও তাদৃশ জলের সুরাতুল্যত্ব কীর্ত্তন যেমন তর্পণ স্থানে সুবর্ণ রজতের তিলপ্রতিনিধিত্ব কথন দ্বারা তিলতুল্যত্ব কীর্ত্তন" এরূপ পক্ষপাতের বিবেচনা পণ্ডিতেরা করিবেন।

১৯ পৃষ্ঠে পুনরায় যাহা নিন্দাছলে লিখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে জ্ঞানানুষ্ঠানের কোন অংশ অস্মদাদিতে পাওয়া যায় না কিন্তু তাঁহাদের স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে যদি কোনো দোষ থাকে সে তিলপ্রমাণ মাত্র, ইহার উত্তর ৩ পৃষ্ঠাবধি ১১ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত লেখা গিয়াছে পণ্ডিতেরা তাহাতেই অবলোকন করিবেন পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। প্রশ্নচতুষ্টয়ের উত্তরে আমরা লিখিয়াছিলাম যে কোন২ ব্যক্তিরা তিন পুরুষ ম্লেচ্ছের দাসত্ব করেন তাহাতে ধর্ম্মসংহারক দাস শব্দের প্রয়োগ বিষয়ে তর্জ্জনপূর্ব্বক লিখিয়াছেন যে বেতন লইয়া কর্ম্ম যে করে তাহার প্রতি দাস শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে না ইহার প্রমাণের নিমিত্ত মিতাক্ষরাধৃত (শুশ্রূষকঃ পঞ্চবিধঃ) ইত্যাদি নারদবচন উদাহরণ দিয়াছেন যাহার তাৎপর্য্য এই যে কর্ম্মকর চারি প্রকার, ও গৃহজাত প্রভৃতি পঞ্চদশ প্রকার দাস হয়, পরে ২৪ পৃষ্ঠে লিখিয়াছেন যে "এই সকল দেদীপ্যমান শাস্ত্র সত্ত্বেও ইদানীন্তন রাজকীয় ব্যাপারে নিযুক্ত লোক সকলকে ভৃতক কিম্বা অধিকর্ম্মকৃৎ না কহিয়া ম্লেচ্ছের দাস এই শব্দ প্রয়োগকর্ত্তাকে অপূর্ব্ব পণ্ডিত কহা যায় কি না"। উত্তর।—গ্রন্থান্তরে দৃষ্টি করা ধর্ম্মসংহারককে উচিত ছিল তবে অবশ্য জানিতেন যে দাস শব্দের প্রয়োগ সামান্যরূপে ভৃতক ও আজ্ঞাবহের প্রতিও হয় কিন্তু মিতাক্ষরাতে যে স্থলে কর্ম্মকর শব্দের সমভিব্যাহারে দাস শব্দের প্রয়োগ আছে সে স্থলে কর্ম্মকর ভিন্ন যে গৃহজাতাদি পঞ্চদশ প্রকার দাস তাহাকেই বুঝায় যেমন "গোবলীবর্দ্দ" ইহাতে যদ্যপি গোশব্দ সামান্যত গবী ও বলীবর্দ্দ উভয়কেই কহে তথাপি বলীবর্দ্দ শব্দের সাহচর্য্য প্রযুক্ত স্ত্রীগবীকেই এ স্থলে বুঝায়, বস্তুতঃ সামান্য ভৃতক এবং আজ্ঞাবহেও দাস শব্দের প্রয়োগ শাস্ত্রে এবং মহাকবিপ্রয়োগে প্রাপ্ত হইতেছে। সিদ্ধান্তকৌমুদীর উণাদি প্রকরণে পঞ্চম পাদে কোশ প্রমাণ দিতেছেন (দাসঃ সেবকশূদ্রয়োঃ) সেবাকারী মাত্রকে এখানে দাস কহিয়াছেন

(তমধীষ্টো ভৃতোভূত) ইত্যাদি পাণিনিসূত্রের ব্যাখ্যাতে ভৃত শব্দের অর্থ স্মার্ত্ত-ভট্টাচার্য্য লিখেন যে (ভৃতো ভৃতিগৃহীতো দাসঃ) অর্থাৎ বেতন গ্রহণপুর্ব্বক যে কর্ম্ম করে তাহার প্রতি দাস শব্দের প্রয়োগ হয়, এবং মহাভারতে কর্ম্মকরের প্রতি দাস শব্দের প্রয়োগ দেখিতেছি, যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মবাক্য (অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসো হ্যর্থো ন কস্যচিৎ। ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ॥) পুরুষ অর্থের দাস কিন্তু অর্থ কাহার দাস নহে হে মহারাজ ইহা সত্য অতএব কৌরবেদের নিকট অর্থের দ্বারা বদ্ধ আছি। ইহাতে এই ব্যক্ত হইল যে বেতনের দ্বারা কি পালনের দ্বারা অর্থ গ্রহণ করিলে দাস হয় যেহেতু বেতন বিনা কুরু হইতে পণ গ্রহণ ভীষ্মদেবের প্রতি কদাপি সম্ভব নহে; বিরাট পর্ব্বে ভীমের প্রতি দ্রৌপদীর বাক্য (ত্বমেব ভীম জানীষে যন্মে পার্থ সুখং পুরা। সাহং দাসীত্বমাপন্না ন শান্তিমবশা লভে) হে ভীম তুমি আমার পূর্ব্বসুখ জ্ঞান এখন দাসীত্ব প্রাপ্ত হইয়া পরাধীনতাপ্রযুক্ত পুর্ব্ববৎ সুখকে পাই না। দ্রৌপদী বিরাটের গৃহে সৈরন্ধ্রীরূপে ছিলেন আর সৈরন্ধ্রী সে স্ত্রীকে কহি যে পরের গৃহে স্ববশে থাকে শিল্পকর্ম্ম করে, অমর (সৈরন্ধ্রী পরবেশ্মস্থা স্ববশা শিল্পকারিকা) কিন্তু সৈরন্ধ্রী শব্দে গৃহজাতাদি পরবশা নীচকর্ম্মকারিণী স্ত্রীকে কহে না এবং ভারতের টীকাকারও সৈরন্ধ্রী শব্দের ব্যাখ্যাতে পরিচারিকা ও দাসী দুই শব্দকে এক পর্য্যায়রূপে লিখিয়াছেন। পদ্মপুরাণে সত্যধর্ম্ম রাজার প্রতি ইন্দ্রের বাক্য (নমস্তে পৃথিবীপাল ত্বং হি পুণ্যবতাং বরঃ। নিজদাসস্বরূপং মামাজ্ঞাপয় করোমি কিং) হে পৃথিবীপালক পুণ্যবান্‌দের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ হও তোমাকে নমস্কার করি, তোমার যে দাসস্বরূপ আমি আমাকে আজ্ঞা কর আমি কি করি। এ স্থলে ইন্দ্রের আজ্ঞাবহত্ব ব্যতিরেক নীচকর্ম্মকারী দাসত্ব সম্ভবে না। এবং মিতাক্ষরাতেও আচারাধ্যায়ে দাস শব্দ ও কর্ম্মকর শব্দকে একপর্য্যায় লিখিয়াছেন। অতএব ধর্ম্মসংহারক বেতন গ্রহণপুর্ব্বক ম্লেচ্ছের কর্ম্মকরণ দ্বারা এবং ম্লেচ্ছের আজ্ঞাবহন দ্বারা ম্লেচ্ছদাস এই শব্দের প্রয়োগস্থল হয়েন কি না—পণ্ডিতেরা বিবেচনা করিবেন। আর ধর্ম্মসংহারক ২৫ পৃষ্ঠে নারদবচন লিখেন যে স্বধর্ম্মত্যক্ত ব্যক্তি নীচ লোকের দাসত্ব করিতে পারে ইহার দ্বারা ধর্ম্মসংহারকের তাৎপর্য্য বুঝি ইহা হইতে পারে যে আপনার স্বধর্ম্ম ত্যাগ অগ্রে প্রতিপন্ন করিয়া ম্লেচ্ছদাসত্বে যে দোষ তাহা হইতে নির্দ্দোষ হয়েন। ধর্ম্মসংহারক ৩২ পৃষ্ঠে লিখেন যে "বিষয় ব্যাপারের নিমিত্ত যাবনিকাদি বিদ্যাভ্যাস তত্তজ্জাতি ব্যতিরেকে তাহা কি রূপে হইতে পারে।" উত্তর।—ইহা শাস্ত্রে প্রাপ্ত হইয়াছে যে বৃদ্ধ পিতামাতা ও

সাধ্বী ভার্য্যা ইত্যাদির পালনের নিমিত্ত অকার্য্যও করিতে পারে কিন্তু একপুত্র পিতা, যাঁহার অনেক লক্ষ টাকা আছে এমত ব্রাহ্মণের সন্তান শাস্ত্রবিরুদ্ধ যবন-বিদ্যাভ্যাস ও যবনসঙ্গ যদি বিষয় ব্যাপারছলে করেন তবে তাঁহাকে উত্তম কর্ম্মীর মধ্যে গণ্য করা সম্ভব হয় কি না পণ্ডিতেরা বিবেচনা করিবেন।

৩৫ পৃষ্ঠে ৬ পংক্তিতে শূদ্রাসনে উপবেশন বিষয়ে লিখেন যে "এমত কোন্ শূদ্র আছে যে সর্ব্বারাধ্য ভূদেব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাদিকে দেখিয়া অভ্যুত্থান ও ভিন্নাসন প্রদান না করে এবং যুগধর্ম্ম প্রযুক্ত বিষয় ব্যাপারে নিযুক্ত অহরহঃ অবিরত সমাগত দ্বিজের প্রতি পৌনঃপুন্য গাত্রোত্থানাসম্ভবেও তাঁহারা প্রয়োজনাধীন স্বতন্ত্রাসনে উপবেশন করেন।" উত্তর, যে সকল লোক ধর্ম্মসংহারাকাঙ্ক্ষীকে প্রত্যহ শূদ্রাদির সহিত উপবেশনাদি ব্যবহার করিতে দেখিতেছেন তাঁহারাই বিবেচনা করিবেন যে এরূপ প্রত্যক্ষের অপলাপকর্ত্তাতে সত্যের লেশ আছে কি না।

৩৬ পৃষ্ঠে যাহা লিখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে ম্লেচ্ছকে দেশভাষা অধ্যাপন করিলে পাপ হয় না, তাহাতে প্রমাণ মনুবচন দিয়াছেন যে বৃদ্ধ মাতা পিতা, সাধ্বী স্ত্রী, শিশু পুত্র ইহাদের পোষণ নিমিত্ত শত অকার্য্য করিলেও দোষ হয় না। উত্তর, বৃদ্ধ মাতাপিতা প্রভৃতির পোষণার্থ অন্য শত২ উপায় থাকিতেও ম্লেচ্ছকে অধ্যাপনা করিয়া ব্রাহ্মণে ধনোপার্জ্জন করিলে পাপভাগী হয়েন কি না তাহা পাপ পুণ্যের বিচারকর্ত্তা বিশেষ জানেন, কিন্তু আমাদের লিখিবার তাৎপর্য্য এই ছিল যে কোন ব্যক্তি আপনি ম্লেচ্ছকে অধ্যাপনা পর্য্যন্তও করেন যদি তিনি অন্যকে ম্লেচ্ছসংসর্গী কহিয়া নিন্দা করেন, তবে অতিশয় ধৃষ্টরূপে গণিত হয়েন কি না।

৩৭ পৃষ্ঠে ন্যায়দর্শনের ভাষাপরিচ্ছেদকে ছাপা করিয়া ম্লেচ্ছাদি নিকটে বিক্রয় জন্য দোষোদ্ধারের বিষয়ে লিখেন যে সে গ্রন্থ প্রকাশ ও বিক্রয় করণের কারণ ইহা বোধ কেন না করা যায়, যে পাষণ্ড খণ্ডন নিমিত্ত ও ছাপা করিবার ব্যয়ের পরিশোধ নিমিত্ত প্রকাশ করা গিয়াছে। উত্তর, যাঁহারা ঐ গ্রন্থকে পাঠ করিয়াছেন এবং ছাপা পুস্তকের আয় ব্যয়ের বিশেষ জানেন তাঁহারা বিবেচনা করিবেন যে পূর্ব্বোক্ত কারণে ঐ গ্রন্থকে প্রকাশ ও বিক্রয় করিয়াছেন কি উপার্জ্জনার্থে করেন কিন্তু যদি তাঁহার ন্যায়দর্শনের ভাষাপরিচ্ছেদের প্রকাশ করিবার তাৎপর্য্য পাষণ্ড ও নাস্তিক দমন ইহা বোধ করা যায় তবে আমাদের মধ্যে কোন২ ব্যক্তির বেদান্তবৃত্তির ভাষা করণের তাৎপর্য্য নাস্তিকমতের খণ্ডন ও পশু পামর লোককে কৃতার্থকরণ ইহা কেন না গ্রাহ্য হয়।

৩৮ পত্রে ৪ পংক্তিতে অপবাদ দেন যে আমাদের মধ্যে কেহ "অর্থ সহিত

বেদমাতা গায়ত্রীই ম্লেচ্ছহস্তে সমর্পণ করিয়াছেন"। উত্তর, যাঁহারা পরমেশ্বরের প্রতি নানাবিধ কুৎসা ও অপবাদ গান বাদ্যপূর্ব্বক দিতে পারেন তাঁহারা যে মনুষ্যের কুৎসা করিবেন ইহার আশ্চর্য্য কি; যদি এমত আশঙ্কা হয় যে আমাদের কেহ গায়ত্রীর অর্থ না দিলে ম্লেচ্ছ কি প্রকারে ঐ মন্ত্রের অর্থ জানিলেন তবে সে আশঙ্কা-কর্ত্তাকে উচিত যে কালেজে যাইয়া ম্লেচ্ছভাষার পুস্তক সকল দৃষ্টি করেন যাহাতে বিশেষরূপে জানিবেন যে ৪০ বৎসরের পূর্ব্বে গায়ত্রীর অর্থ দেশাধিপতিরা জানিয়াছেন ও শ্রীরামপুরে পাদরি ওয়ার্ড সাহেবের প্রকাশিত ইংরেজী গ্রন্থে গায়ত্রী প্রভৃতি বেদমন্ত্রের অর্থ পূর্ব্বাবধি লিখিত আছে কি না আর কোন্ ব্যক্তি দ্বারা কেরি সাহেব ও অন্য পাদরিরা গায়ত্রী প্রভৃতির অর্থ প্রথমে প্রাপ্ত হইয়াছেন এ সকলের নিদর্শন কেরি সাহেব প্রভৃতিই বর্ত্তমান আছেন।

৪১ পৃষ্ঠে ৮ পংক্তি অবধি কোন২ বচন নিন্দার্থবাদ আর কোন২ বচন যথার্থবাদ ইহার ব্যবস্থা ধর্ম্মসংহারক লিখিয়াছেন "যে২ বচনে পাপবিশেষ ও প্রায়শ্চিত্তবিশেষ এবং নরকবিশেষ উক্ত নাই কেবল কর্ত্তার ভয়প্রদর্শন মাত্র, সেই২ বচন নিন্দার্থবাদ হয়" এবং প্রথম উত্তরে আমাদের লিখিত (শূদ্রান্নং শূদ্রসম্পর্ক) ইত্যাদি বচনকে নিন্দার্থবাদ কহিয়াছেন। উত্তর, যে২ বচনে পাপবিশেষ ও প্রায়শ্চিত্তবিশেষ এবং নরকবিশেষ উক্ত নাই সেই২ নিন্দার্থবাদ, তাঁহার এই বাক্যের গ্রাহ্যতার নিমিত্ত কোনো প্রাচীন কিম্বা নবীন স্মার্ত্ত গ্রন্থের প্রমাণ লেখা উচিত ছিল অন্যথা তাঁহার ঐ স্বরচিত ব্যবস্থার কি প্রামাণ্য আছে অধিকন্তু "পাপবিশেষ ও প্রায়শ্চিত্তবিশেষ এবং নরকবিশেষ উক্ত নাই কেবল কর্ত্তার ভয়প্রদর্শন মাত্র সেই২ বচন নিন্দার্থবাদ হয়" এই ব্যবস্থাকে এবং তাঁহার দত্ত ইহার উদাহরণের বচন সকলকে পরস্পর মিলিত করিয়া বিবেচনা করা যাইতেছে তাহাতে ভয় প্রদর্শন বিষয়ে তাঁহার দত্ত উদাহরণের প্রথম বচন এই হয় ("অজ্ঞাত্বা ধর্ম্মশাস্ত্রাণি প্রায়শ্চিত্তং বদন্তি যে। প্রায়শ্চিত্তী ভবেৎ পূতস্তৎপাপং তেষু গচ্ছতি) অর্থাৎ ধর্ম্মশাস্ত্রানভিজ্ঞ লোক প্রায়শ্চিত্তের উপদেশক হইলে পাপী পাপমুক্ত হইবেক কিন্তু তেঁহ তৎপাপভাগী হইবেন" এখন জিজ্ঞাসা করি যে মূর্খ ব্যক্তি অথচ প্রায়শ্চিত্তোপদেশকর্ত্তা তাহার কি পাপসূচক এই বচন না হইয়া "কেবল কর্ত্তার ভয়প্রদর্শন মাত্র" হয়, দ্বিতীয়তঃ (কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ) অর্থাৎ কৃতঘ্নের নিষ্কৃতি নাই ইহাও কি কর্ত্তার ভয়প্রদর্শন মাত্র হয়, তৃতীয়তঃ কুসুম্ভং নালিকাশাকং বৃন্তাকং পূতিকাং তথা। ভক্ষয়ন্ পতিতশ্চ স্যাদপি বেদান্তগো দ্বিজঃ। অর্থাৎ কুসুম্ভশাক নালিকা শাক ও ক্ষুদ্র বার্ত্তাকী ও পূতিকা এই সকল দ্রব্য ভক্ষণে বিপ্র বেদপারগ হইলেও পতিত হয়েন ইহাও

"কেবল কর্ত্তার ভয়প্রদর্শন মাত্র" তবে ধর্ম্মসংহারকের ব্যবস্থানুসারে "কেবল" ও "মাত্র" এই দুই অন্য নিবারক পদের প্রয়োগ দ্বারা ঐ সকল কর্ম্মকরণে ভয় প্রদর্শনেই তাৎপর্য্য হয় বস্তুত কিঞ্চিৎও পাপ জন্মে না, কিন্তু ঋষিবাক্য ইহার বিপরীত দেখিতেছি (নিন্দিতস্য চ সেবনাৎ) অর্থাৎ নিন্দিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে নরকে গমন হয়। এখন পণ্ডিত লোক বিবেচনা করিবেন যে এ ব্যবস্থা ধর্ম্মশাস্ত্রসম্মত কি ধর্ম্ম লোপের কারণ হয়; বরঞ্চ প্রত্যুত্তরের পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে দেখিবেন যে তাঁহারি পূর্ব্বাপর বাক্যের সহিত এ ব্যবস্থা সর্ব্বথা বিরুদ্ধ হইতেছে। পরে ইহার বিপরীত উদাহরণের আলোচনা করা যাইতেছে অর্থাৎ পাপবিশেষ কিম্বা প্রায়শ্চিত্তবিশেষ কিম্বা নরকবিশেষ ইহার উল্লেখ থাকিলে সে যথার্থবাদ হইবেক যেমন (পূতিকা ব্রহ্মঘাতিকা) ইহাতে পাপবিশেষের উল্লেখ আছে অতএব নিন্দার্থবাদ না হইয়া ওই ব্যবস্থানুসারে যথার্থবাদ হইতে পারে। ক্রিয়াযোগসার (স্নানকালে পুষ্করিণ্যাং যঃ কুর্য্যাদ্দন্তধাবনং। তাবৎ জ্ঞেয়ঃ স চণ্ডালো যাবদ্গঙ্গাং ন পশ্যতি) অর্থাৎ স্নানকালে পুষ্করিণীতে দন্তধাবন করিলে সে ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত গঙ্গা দর্শন না করে তাবৎ চণ্ডাল থাকে। এ বচনে প্রায়শ্চিত্ত-বিশেষের শ্রবণ আছে অতএব ধর্ম্মসংহারকের মতে যথার্থবাদ হইয়া গঙ্গার দুরস্থ অনেক ব্যক্তিরা ভূরি কাল চণ্ডালত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারেন না।

পরে ৪২ পৃষ্ঠে ১০ পংক্তিতে লিখেন যে "যে২ বচন কর্ত্তার নরক, প্রায়শ্চিত্ত-বিশেষ ও ত্যাগাদির প্রতিপাদক সেই২ বচন যথার্থবাদ হয় যথা (স্ত্রীতৈলমাংসসম্ভোগী পর্ব্বস্বেতেষু বৈ পুমান্। বিন্মূত্রভোজনং নাম প্রয়াতি নরকং মৃতঃ।) অর্থাৎ এই পঞ্চ পর্ব্বে স্ত্রীসঙ্গী, তৈলাভ্যঙ্গী ও মাংসভোজী পুরুষ বিষ্ঠামূত্রভোজন নামক নরকে গমন করে"। উত্তর। প্রথমত জিজ্ঞাস্য এই যে তিনি যদি আপন বাক্যকে ঋষি-বাক্য না জানেন তবে এই ব্যবস্থার প্রামাণ্যের নিমিত্ত প্রাচীন কিম্বা নবীন কোনো স্মার্ত্তের বাক্যকে প্রমাণ দিতেন, দ্বিতীয়ত জিজ্ঞাস্য এই যে এইরূপ কর্ত্তার প্রায়শ্চিত্ত এবং নরকপ্রতিপাদক ভূরি বচন দেখিতেছি যেমন পূর্ব্বোক্ত পদ্মপুরাণীয় বচন, সেইরূপ স্কন্দপুরাণে (বিল্বং বা তুলসীং দৃষ্ট্বা ন নমেদ্‌যো নরাধমঃ। স যাতি নরকং ঘোরং মহারোগেণ পীড্যতে) বিল্ব কিম্বা তুলসী দৃষ্ট হইলে যে ব্যক্তি নমস্কার না করে সে নরাধম ঘোরতর নরকে যায় ও মহারোগে পীড়িত হয়। এ বচনেও ঘোর নরক এবং মহারোগ শ্রবণ আছে যাহার প্রায়শ্চিত্তের কর্ত্তব্যতা হয় অতএব ওই ব্যবস্থানুসারে যথার্থবাদ হইবেক, সুতরাং যাঁহারা এই দুই বৃক্ষকে দেখিয়া নমস্কার না করেন তাঁহাদের প্রতি ঘোর নরক এবং মহারোগের অবশ্য ভবিতব্যতা স্বীকার

করিতে হইবেক। ক্রিয়াযোগসারে (যেন নাচরিতং স্নানং গঙ্গায়াং লোকমাতরি। আলোক্য তন্মুখং সদ্যঃ কর্ত্তব্যং সূর্য্যদর্শনং) যে ব্যক্তি লোকমাতা গঙ্গাতে স্নান না করিলেক তাহার মুখ দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ সূর্য্য দর্শন করিবেক। এ বচনেও প্রায়শ্চিত্তবিশেষের শ্রবণ আছে সুতরাং তাঁহার মতে যথার্থবাদ হইবেক অতএব কাশ্মীর দ্রবিড় ও মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের অনেকেই দূরে স্থিতি প্রযুক্ত গঙ্গাস্নান করেন নাই এ নিমিত্ত এরূপ পতিত হইবেন যে তাঁহাদের দর্শন মাত্র সূর্য্যদর্শনরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবেক। যথা (ন দৃষ্টা যেন সরিতাং প্রবরা জহ্নুকন্যকা। তস্য ত্যাজ্যানি সর্ব্বাণি অন্নানি সলিলানি চ) অর্থাৎ নদীশ্রেষ্ঠ যে গঙ্গা তাঁহার দর্শন যে ব্যক্তি না করিয়াছে তাহার অন্ন জল সকল ত্যাজ্য হয়। এ স্থলেও অন্ন জলের অগ্রাহ্যতার দ্বারা যথার্থবাদ হইলে অনেকেই দূরদেশস্থ ব্যক্তিরা এ ব্যবস্থানুসারে পতিত রহিলেন। কুলতন্ত্রে (কৌলাচাররতাঃ শূদ্রা বন্দনীয়া দ্বিজাতিভিঃ। অকুলীনা দ্বিজা দেবি ত্যাজ্যাঃ স্যুঃ স্বজনৈরপি।) অর্থাৎ কৌলাচাররত শূদ্র সকল দ্বিজদেরও বন্দনীয় হয় আর কৌলাচারহীন দ্বিজেরা স্বজনেরও ত্যাজ্য হয়েন। এ স্থলেও ত্যাজ্য শব্দ শ্রবণ দ্বারা যথার্থবাদ হইতে পারে অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা কৌলাচারহীন হইলে স্বজনেরও ত্যাজ্য হয়েন। পূর্ব্বোক্ত যোগবাশিষ্ঠবচন (সংসারবিষয়াসক্তং ব্রহ্মজ্ঞোঽস্মীতি বাদিনং। কর্ম্মব্রহ্মোভয়ভ্রষ্টং তং ত্যজেদন্ত্যজং যথা) অর্থাৎ সংসারসুখে আসক্ত অথচ কহে যে আমি ব্রহ্মকে জানি সে কর্ম্ম ব্রহ্ম উভয়ভ্রষ্ট ব্যক্তিকে অন্ত্যজের ন্যায় ত্যাগ করিবেক॥ যে কোনো ব্যক্তি সংসারসুখে কি আসক্ত কি অনাসক্ত হইয়া এরূপ কহে যে ব্রহ্মস্বরূপকে আমি জানি সে মূঢ় এবং ত্যাগযোগ্য যথার্থই হয় ইহা স্বীকার করিতে আমরা কদাপি সঙ্কোচ করি না কিন্তু এ বচনও ধর্ম্মসংহারকের প্রথম ব্যবস্থানুসারে ভয় প্রদর্শন মাত্র নিন্দার্থবাদ হইতেছে, যেহেতু এ বচনে "পাপবিশেষ, নরকবিশেষ, কিম্বা প্রায়শ্চিত্ত-বিশেষ" উক্ত নাই। যদি ধর্ম্মসংহারাকাঙ্ক্ষী কহেন যে তাঁহার দ্বিতীয় আজ্ঞা অর্থাৎ ত্যাগ শব্দের উল্লেখ থাকিলে যথার্থবাদ হয়, তদনুসারে ঐ পূর্ব্বের বচনপ্রাপ্ত সংসারী ব্যক্তি ত্যাজ্যই হয়; তবে তাঁহার দ্বিতীয় ব্যবস্থামতে এই উত্তরের ৪২ পৃষ্ঠে লিখিত বচনের প্রমাণে যাহাতে ত্যাগ শব্দের প্রয়োগ আছে ধর্ম্মসংহারকও পরের বরঞ্চ স্বজনেরও সর্ব্বথা ত্যাজ্য হইবেন। এই স্বকপোলকল্পিত ধর্ম্মসংহারকের ব্যবস্থাদ্বয়কে তাঁহার আজ্ঞা এই শব্দ প্রয়োগ আমরা করিলাম ইহার কারণ এই যে প্রাচীন অথবা নবীন কোনো স্মার্ত্তের প্রমাণ এই ব্যবস্থাদ্বয়ের প্রামাণ্যের নিমিত্ত লিখেন না সুতরাং তাঁহার আজ্ঞাস্বরূপে ঐ দুই ব্যবস্থাকে গণনা করিতে হইয়াছে। ফলত

শাস্ত্রকর্ত্তা ও সংগ্রহকারদের মতে ধর্ম্মসংহারকের বিশেষ নিয়মের অন্যথায় সামান্যত নিষেধ ও প্রত্যবায়শ্রবণ পাপসূচক হয়। বস্তুত শাস্ত্রের অপলাপ করিবার দোষ ধর্ম্মসংহারকের প্রতি দেওয়া বৃথা কিন্তু এই মাত্র তাঁহাকে কহিতে যুক্ত হয় যে মহাশয় দ্বেষ ও পৈশুন্যপ্রযুক্ত দুর্ব্বাক্য কহাইবার জন্যে বেতন দিতে কদাপি কাতর নহেন ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি তবে কোনো বিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা প্রত্যুত্তর কেন না লেখাইলেন, তাহা হইলে এরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও সর্ব্বলোকগর্হিত দুর্ব্বাক্য সকলে গ্রন্থ পরিপূর্ণ হইত না কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিলে এ দোষও দেওয়া তাঁহার প্রতি উচিত হয় না যেহেতু এরূপ অশাস্ত্র ও দুর্ব্বাক্য কহিতে বেতন পাইলেও পণ্ডিত লোক কেন প্রবৃত্ত হইবেন।

৪৯ পৃষ্ঠে ৪ পংক্তিতে লিখেন যে "লোক—সুখে সতত অত্যন্ত অনুরক্তচিত্ত নিমিত্ত সর্ব্বদাই ব্রহ্মজ্ঞানের অনুষ্ঠানে অসক্ত ও বিরক্ত হয়—এতাদৃশ পাপিষ্ঠ নরাধমেরা কর্ম্ম ও ব্রহ্ম হইতে ভ্রষ্ট ও অন্ত্যজের ন্যায় ত্যাজ্য হয়"। উত্তর, যে ব্যক্তি সুখাসক্ত হইয়া সর্ব্বদাই ব্রহ্মজ্ঞানের অনুষ্ঠানে অসক্ত ও বিরক্ত হয় সে পাপিষ্ঠ নরাধম হইতেও অধম বরঞ্চ ভাক্ত কর্ম্মীর তুল্য হয় অতএব ধর্ম্মসংহারকই বিবেচনা করুন যে ব্যক্তি সুখাসক্ত হইয়া জ্ঞানানুষ্ঠানে বিরক্ত হয় ইহার উদাহরণস্থল তিনি হয়েন কি না।

পুনরায় ওই পৃষ্ঠে লিখেন যে "ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি মৌখিক প্রীতি মাত্র এবং কর্ম্মকাণ্ডের অকরণার্থ আমি ব্রহ্মজ্ঞানী আমার কর্ম্মকাণ্ডে প্রয়োজন কি ইহা কহিয়া লোক সকলকে প্রতারণা করেন" ইহার উত্তরে আমরা এই কহিব যে যে কোনো ব্যক্তি কেবল মৌখিক জ্ঞানানুষ্ঠান জানায় অথচ এই অভিমান করে যে আমি ব্রহ্মজ্ঞানী হই এবং এই ছলে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া লোককে প্রতারণা করে সে ব্যক্তি ভাক্তজ্ঞানী বরঞ্চ ভাক্ত কর্ম্মী হইতেও নরাধম হয়, সেইরূপ যে কোনো ব্যক্তি জ্ঞানানুষ্ঠানে অসক্ত ও বিরক্ত হয় আর লোককে প্রতারণার্থ কহে যে আমি সৎকর্ম্মী আমার জ্ঞান সাধনে কি প্রয়োজন, কর্ম্ম দ্বারাই কৃতার্থ হইব সেও ভাক্ত কর্ম্মীর মধ্যে অবশ্য গণিত হইবেক। বস্তুতঃ যে কোনো কারণে হউক জ্ঞানানুষ্ঠানে যাহার বৈরক্ত্য হয় তাহার পর ভাগ্যহীন অন্য কে আছে। কেনশ্রুতিঃ। ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি নচেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ। ইহ জন্মে মনুষ্য যদি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অতীন্দ্রিয়রূপে আত্মাকে জানেন তবে তাঁহার পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় আর যদি মনুষ্য ইহ জন্মে আত্মাকে না জানেন তবে তাঁহার মহান্ বিনাশ হয়। কুলার্ণবে, সুকৃতৈর্মানবো ভূত্বা জ্ঞানী চেন্মোক্ষমাপ্নুয়াৎ। তথা, সোপানভূতং মোক্ষস্য

মানুষ্যং প্রাপ্য দুর্লভং। যস্তারয়তি নাত্মানং তস্মাৎ পাপতরোত্র কঃ। অর্থাৎ বহু জন্মের পুণ্যসঞ্চয় দ্বারা মনুষ্য হইয়া যদি জ্ঞানী হয় তবে তাহার মুক্তি হইবেক। মোক্ষের সোপান অর্থাৎ সিঁড়ি যে মনুষ্যজন্ম তাহা পাইয়া যে আপনার ত্রাণ জ্ঞান দ্বারা না করিলেক তাহার পর পাপী আর কে আছে।

৫০ পৃষ্ঠে ৫ পংক্তিতে লিখেন যে "আপন অপূর্ব্ব ধর্ম্মসংহিতার ২ পৃষ্ঠে ১৬ পংক্তিতে যোগবাশিষ্ঠবচনের তাৎপর্য্যার্থ লিখিয়াছেন যে ব্যক্তি সংসারসুখে আসক্ত হইয়া ইত্যাদি অতএব পূর্ব্বলিখনের বিস্মরণে যোগবাশিষ্ঠবচনের পুনর্ব্বার স্বমত রক্ষণার্থ অন্যার্থ কল্পনা করিয়া যোগবাশিষ্ঠের বচনান্তর কথনেও নিরর্থ নানা বাক্যোচ্চারণে উন্মত্তপ্রলাপ ইত্যাদি।" উত্তর, আমাদের প্রথম উত্তরের দ্বিতীয় পৃষ্ঠে যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা সমুদায় প্রথমত লিখিতেছি অর্থাৎ "যে ব্যক্তি সংসার-সুখে আসক্ত হইয়া আমি ব্রহ্মজ্ঞানী এমৎ কহে সে কর্ম্ম ব্রহ্ম উভয়ভ্রষ্ট ত্যাজ্য হয়" আর ঐ যোগবাশিষ্ঠবচনান্তরের অর্থ যাহা প্রথম উত্তরের পঞ্চম পৃষ্ঠে লিখিয়াছিলাম তাহাকেও পুনরুক্তি করিতেছি "(বহির্ব্যাপারসংরম্ভো হৃদি সঙ্কল্পবর্জ্জিতঃ। কর্ত্তা বহিরকর্ত্তান্তরেবং বিহর রাঘব। অর্থাৎ বাহ্যেতে ব্যাপারবিশিষ্ট মনেতে সঙ্কল্প ত্যাগ আর বাহিরেতে আপনাকে কর্ত্তা দেখাইয়া ও মনেতে অকর্ত্তা জানিয়া হে রামচন্দ্র লোকযাত্রা নির্ব্বাহ কর অতএব জ্ঞানাবলম্বী অথচ বিষয়ব্যাপারযুক্ত ব্যক্তিকে দেখিয়া দুই অনুভব হইতে পারে এক এই যে মনেতে আসক্ত হইয়া ব্যাপার করিতেছে দ্বিতীয় এই যে আসক্তি ত্যাগপূর্ব্বক বিষয় করিতেছে ইত্যাদি" এই দুই বচনের অর্থ যাহা লেখা গিয়াছিল তাহা পরস্পর অন্যার্থ হইয়া প্রলাপোক্তি হয় কি ইহাকে প্রলাপোক্তি কথনের কারণ কেবল ধর্ম্মসংহারকের দ্বেষ পৈশুন্য হয় তাহা পণ্ডিত লোক বিবেচনা করিবেন।

৫১ পৃষ্ঠে ৩ পংক্তিতে লিখেন যে "ঐ জনকার্জ্জুনের লৌকিকাচার দৃষ্টিতে কলির জ্ঞানী মহাশয়দের লৌকিকাচার কর্ত্তব্য, কি সন্ধ্যা বন্দনাদি পরিত্যাগ ও সাবানের দ্বারা মুখ প্রক্ষালন ক্ষুরিকর্ম্ম ইত্যাদি লোকবিরুদ্ধ কর্ম্মই কর্ত্তব্য হয়।" উত্তর, সাবানের দ্বারা মুখ প্রক্ষালন ও ক্ষুরিকর্ম্ম ইত্যাদি ধর্ম্মসংহারকের স্বপ্ন সুতরাং ইহার উত্তর দিবার প্রয়োজন রাখে নাই; এই উত্তরের ৯ পৃষ্ঠ অবধি ১১ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত আমরা লিখিয়াছি তাহা দৃষ্টি করিবেন যে জ্ঞাননিষ্ঠদের সর্ব্বপ্রকারে আবশ্যক আত্মচিন্তন এবং ইন্দ্রিয় দমনে যত্ন ও প্রণব উপনিষদাদির অভ্যাস হয়, সন্ধ্যা বন্দনাদি চিত্তশুদ্ধির কারণ হয়েন অতএব ইহার পরিত্যাগের আবশ্যকতা কুত্রাপি লেখা যায় না। পরে ধর্ম্মসংহারক ঐ পৃষ্ঠে তন্ত্রবচন লিখেন যে (শিবতুল্যোপি

যো যোগী গৃহস্থশ্চ যদা ভবেৎ। তথাপি লৌকিকাচারং মনসাপি ন লঙ্ঘয়েৎ) অর্থাৎ গৃহস্থ যোগী শিবতুল্যও যদি হয়েন তথাপি লৌকিকাচারের লঙ্ঘন মনেও করিবেন না॥ আমরা প্রথম উত্তরের ১৯ পৃষ্ঠের নবম পংক্তিতে এই পরের বচন লিখি যে ("বেদোক্তেন বিধানেন আগমোক্তেন বা কলৌ। আত্মতৃপ্তঃ সুরেশানি লোকযাত্রাং বিনির্ব্বহেৎ) জ্ঞাননিষ্ঠেরা সর্ব্ব যুগে বেদোক্ত বিধানে আর কলিযুগে বেদোক্ত অথবা আগমোক্ত বিধানে লোকাচার নির্ব্বাহ করিবেন" অতএব লোকাচার নির্ব্বাহের বিষয়ে যাঁহারা এই পূর্ব্বোক্ত বচনকে আপন আচার ও ব্যবহারের সেতুস্বরূপ জানেন তাঁহাদের প্রতি পরিবাদপূর্ব্বক (তথাপি লৌকিকাচারং মনসাপি ন লঙ্ঘয়েৎ) এ বচনের উপদেশ করা কেবল দ্বেষ ও পৈশুন্য-নিমিত্ত হয় কি না পণ্ডিতেরা বিবেচনা করিবেন। কিন্তু ইহাও জানা কর্ত্তব্য যে লোকাচার রক্ষার্থে বালকের ক্রীড়ার ন্যায় কোনো২ লোকের উপাসনার অনুষ্ঠান কদাপি জ্ঞাননিষ্ঠের কর্ত্তব্য নহে। মুণ্ডকশ্রুতিঃ (অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানা বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ। যৎ কর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাত্তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে) অর্থাৎ জ্ঞানের বিরোধী ব্যাপারে বহু প্রকারে রত হইয়া বালকের ন্যায় অভিমান করে যে আমরা কৃতকার্য্য হই যেহেতু এইরূপ কর্ম্মিসকল স্বর্গাদিতে অনুরাগপ্রযুক্ত পরম তত্ত্বকে জানিতে পারে না সেই হেতুক দুঃখার্ত্ত হইয়া কর্ম্মফলের ক্ষয় হইলে স্বর্গাদি হইতে চ্যুত হয়। মহানির্ব্বাণ, (বালক্রীড়নবৎ সর্ব্বং নামরূপময়ং জগৎ। বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠো যঃ স মুক্তঃ কর্ম্মবন্ধনাৎ) নামরূপাত্মক বস্তু সকল বালকের ক্রীড়ার ন্যায় অস্থায়ী হইয়াছেন তাহা ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ হইলে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়।

ঐ পৃষ্ঠে লিখেন যে "কর্ম্মীদের বিপরীত কর্ম্ম না করিলে কলির জ্ঞানী হওয়া হয় না।" উত্তর, আমাদের পূর্ব্ব উত্তরের ১৭ পৃষ্ঠের ৫ পংক্তিতে এই বচন লেখা যায় যে ("যেনোপায়েন দেবেশি লোকঃ শ্রেয়ঃ সমশ্নুতে। তদেব কার্য্যং ব্রহ্মজ্ঞৈরিদং ধর্ম্মং সনাতনং"॥ অর্থাৎ যে২ উপায় লোকের শ্রেয়স্কর হয় তাহাই কেবল ব্রহ্মনিষ্ঠের কর্ত্তব্য এই ধর্ম্ম সনাতন হয়) যদি ধর্ম্মসংহারকের মতে লোকের শুভ চেষ্টা কর্ম্মীদের বিপরীত হয় তবে কর্ম্মীদের বিপরীত কর্ম্ম করা এ অংশে সুতরাং হইল। আমরা পূর্ব্ব উত্তরের ৬ পৃষ্ঠে ৩ পংক্তি অবধি লিখিয়াছিলাম যে "জ্ঞানাবলম্বী অথচ বিষয়-ব্যাপারযুক্ত ব্যক্তিকে দেখিয়া দুই অনুভব হইতে পারে এক এই যে মনেতে আসক্ত হইয়া ব্যাপার করিতেছেন দ্বিতীয় এই যে আসক্তি ত্যাগপূর্ব্বক ব্যাপার করিতেছেন যেহেতু মনের যথার্থ ভাব পরমেশ্বরই জানেন, তাহাতে দুর্জ্জন ও খল ব্যক্তিরা

বিরুদ্ধ পক্ষকেই গ্রহণ করিয়া থাকেন। আর সজ্জন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উত্তম পক্ষকেই গ্রহণ করেন—যেমন জনকাদির রাজ্য শাসন ও শত্রু দমন ইত্যাদি বিষয় ব্যাপার দেখিয়া দুর্জ্জনেরা তাঁহাদিগ্‌কে বিষয়াসক্ত জানিয়া নিন্দা করিত এবং ভগবান্ কৃষ্ণ হইতে অর্জ্জুন জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধ এবং রাজ্য করিলে পর দুর্জ্জনেরা তাঁহাকে রাজ্যাসক্ত জানিয়া নিন্দিতরূপে বর্ণন করিত, ইহা পূর্ব্ব২ও দৃষ্ট আছে। তাহার উত্তরে ধর্ম্মসংহারক ৫২ পৃষ্ঠে ৬ পংক্তিতে লিখেন যে "মনুষ্যেও বাহ্য চিহ্নের দ্বারা সে ভাব বোধ করিতে পারেন নতুবা দুষ্ট ও শিষ্ট কিরূপে বোধ হইতেছে" এবং পরাশরের বচন ওই পৃষ্ঠে লিখিয়াছেন যাহার অর্থ এই যে স্বর বর্ণ ইঙ্গিত আকার চক্ষু চেষ্টা এই সকল বাহ্য চিহ্নের দ্বারা মনুষ্যের অন্তর্গত ভাব বোধ করিবেক। অতএব এই বাহ্য লক্ষণের প্রমাণে ইদানীন্তন জ্ঞাননিষ্ঠদের প্রথম পক্ষই, অর্থাৎ আসক্তিপূর্ব্বক ব্যাপার করিয়া ভাক্তজ্ঞানী হয়েন, ইহাই ধর্ম্মসংহারকের স্থির হইয়াছে। উত্তর, এরূপ বাহ্য লক্ষণকে ছল করিয়া নিন্দা করা ইহাও কেবল ইদানীন্তন হয় এমত নহে, বরঞ্চ পূর্ব্ব২ যুগের দুর্জ্জনেরাও যখন জনকার্জ্জুন প্রভৃতি জ্ঞানীদিগ্‌কে নিন্দা করিত তখন তাহাদিগ্‌কে নিন্দার হেতু জিজ্ঞাসিলে এইরূপই উত্তর দিত যে "স্বর, বর্ণ, ইঙ্গিত, আকার চক্ষুঃ চেষ্টার দ্বারা আমরা জানিয়াছি যে ঐ জ্ঞাননিষ্ঠেরা আসক্তিপূর্ব্বক বিষয়কর্ম্ম ও শত্রুবধ স্ত্রীসঙ্গ এবং ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছেন সুতরাং কর্ম্ম ব্রহ্ম উভয়ভ্রষ্ট হয়েন" অতএব দুর্জ্জনেরা সর্ব্বকালেই পরনিন্দা করিবার নিমিত্ত দোষ আরোপ করিতে ক্রুটি করে নাই।

৫৩ পৃষ্ঠে যোগবাশিষ্ঠের বচন কহিয়া লিখিয়াছেন (সর্ব্বে ব্রহ্ম বদিষ্যন্তি সংপ্রাপ্তে চ কলৌ যুগে। নানুতিষ্ঠন্তি মৈত্রেয় শিশ্নোদরপরায়ণাঃ) কলিযুগ প্রাপ্ত হইলে সকল লোক ব্রহ্ম এই শব্দ কহিবেক কিন্তু হে মৈত্রেয় শিশ্নোদরপরায়ণেরা অনুষ্ঠান করিবেক না। যোগবাশিষ্ঠে ভগবান্ রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বশিষ্ঠদেব উপদেশ করেন এ বচনে মৈত্রেয়ের সম্বোধন দেখিতেছি। সে যাহা হউক, যাহারা২ ব্রহ্ম কহে এবং শিশ্নোদরপরায়ণ হইয়া অনুষ্ঠান করে না তাহারাই এ বচনের বিষয় হয় ইহা সর্ব্বথা যুক্তিসিদ্ধ বটে কিন্তু বচনে "সর্ব্ব" শব্দ আছে ইহাকে নির্ভর করিয়া এমৎ অর্থান্তর যদি কল্পান, যে যাঁহারা২ কলিতে ব্রহ্ম কহিবেন তাঁহারা সকলে শিশ্নোদরপরায়ণ হয়েন তবে ভগবান্ গোবিন্দাচার্য্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য শ্রীধর স্বামী প্রভৃতি যাঁহারা জ্ঞানানুষ্ঠান কলিযুগে করিয়াছেন তাঁহাদের সকলকে এ বচনের বিষয় কহিতে হইবেক, ইহা কেবল রাগান্ধের কর্ম্ম হয় কি না পণ্ডিতেরা বিবেচনা করিবেন। অধিকন্তু কলির প্রভাব বর্ণনে এরূপ "সর্ব্ব" শব্দ কথন সকল ধর্ম্মের

প্রতিই আছে তাহাকে কলির দৌরাত্ম্যসূচক অঙ্গীকার না করিয়া যথার্থই স্বীকার করিলে কোন ধর্ম্ম আছে এমত স্থির হয় না, ক্রিয়াযোগসারে (কলৌ সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি পাপকর্ম্মরতা জনাঃ। বেদবিদ্যাবিহীনাশ্চ তেষাং শ্রেয়ঃ কথং ভবেৎ) অর্থাৎ কলিযুগে সকল লোকই পাপক্রিয়ারত এবং বেদবিদ্যাবর্জ্জিত হইবেক অতএব তাহাদিগের মঙ্গল কি প্রকারে হইবেক। স্মার্ত্তধৃত বচন (বিপ্রাঃ শূদ্রসমাচারাঃ সন্তি সর্ব্বে কলৌ যুগে) ব্রাহ্মণ সকল শূদ্রের আচারবিশিষ্ট কলিযুগে হইবেন। এ সকল বচনেও সর্ব্ব শব্দ প্রয়োগ দেখিতেছি অতএব কলিদৌরাত্ম্যসূচক না কহিয়া ও সর্ব্ব শব্দের সংকোচ না করিয়া ধর্ম্মসংহারক যদি যথার্থবাদ কহেন তবে উভয় পক্ষের সমান বিনাশ হইতে পারে।

আমরা লিখিয়াছিলাম যে পূর্ব্ব২ কালীন দুর্জ্জনেরাও জনকার্জ্জুনাদিকে নিন্দা করিত। এ নিমিত্ত ৫৪ এবং ৫৫ পৃষ্ঠে আমাদের আত্মশ্লাঘা দর্শাইয়া অনেক শ্লেষ ও ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছেন, অতএব এ স্থলে পূর্ব্ব উত্তরে যাহা লিখিয়াছিলাম তাহার পুনরুক্তি করিতেছি "এ উদাহরণ দিবার ইহা তাৎপর্য্য নহে যে জনকাদি ও অর্জ্জুনাদির তুল্য এ কালের জ্ঞানসাধকেরা হয়েন অথবা ইদানীন্তন জ্ঞানসাধকেদের বিপক্ষেরা তাঁহাদের মহাবলপরাক্রম বিপক্ষেদের তুল্য হয়েন তবে এ উদাহরণ দিবার তাৎপর্য্য এই যে সর্ব্বকালেই দুর্জ্জন ও সজ্জন আছেন, দুর্জ্জনের সর্ব্বকালেই স্বভাব এই যে কোন ব্যক্তির প্রতি দোষ ও গুণ এ দুয়েরি আরোপ করিবার সম্ভাবনা থাকিলে সেখানে কেবল দোষেরি আরোপ করে কিন্তু সজ্জনের স্বভাব তাহার বিপরীত হয় অর্থাৎ দোষ গুণ দুয়ের আরোপ সত্ত্বে কেবল গুণেরি আরোপ করিয়া থাকেন।" ক্রিয়াযোগসার, (দুষ্টানাং কৃতপাপানাং চরিত্রমিদমদ্ভুতং। নিষ্পাপমপি পশ্যন্তি স্বাত্মমানেন পাপিনং) দুষ্ট ও পাপীদের এই অদ্ভুত চরিত্র হয় যে নিষ্পাপ ব্যক্তিকেও আপনার ন্যায় পাপী জানে। অতএব এই পূর্ব্ব উত্তরের বাক্যের দ্বারা আমাদের শ্লাঘা অথবা আপনার অপকর্ষতা প্রকাশ করা হইয়াছে ইহা পণ্ডিতেরা বিবেচনা করিবেন।

৫৫ পৃষ্ঠে ৭ পংক্তিতে লিখেন যে "এ প্রকার ভ্রান্ত কে আছে যে ভাক্তুতত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়দিগকে জনকাদিতুল্য জ্ঞান করে," অধিকন্তু সৌজন্য প্রকাশপূর্ব্বক ওই পৃষ্ঠে লিখেন যে ইদানীন্তন জ্ঞানীদের সহিত জনকাদির সেই সাদৃশ্য যাহা অশ্বলোম ও শ্বেতচামরে এবং অভক্ষ্যভক্ষক শূকরে ও গবীতে পাওয়া যায়। উত্তর, ধর্ম্মসংহারকের মুখ হইতে সর্ব্বদা অশুচি নিঃসরণ হওয়াতে আমাদের হানি কি এবং ইদানীন্তন জ্ঞাননিষ্ঠদেরও জনকাদির সহিত যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহাতেও আমরা

দুঃখিত নহি, কিন্তু ধর্ম্মসংহারক ইঁহা জানেন কি না যে জনক ও অর্জ্জুনাদির নিন্দক দুর্জ্জন ও আধুনিক জ্ঞাননিষ্ঠদের নিন্দক দুর্জ্জন এ দুইয়ে সেই সাদৃশ্য যাহা করাল ব্যাঘ্রে ও ধূর্ত্ত শৃগালে দৃষ্ট হয়॥

৫৬ পৃষ্ঠের শেষ পংক্তিতে আরম্ভ করিয়া লিখেন যে "নারদকে দাসীপুত্র ও ব্যাসকে ধীবরকন্যাজাত, পঞ্চ পাণ্ডবকে জারজ, ব্রহ্মাকে কন্যাগামী, মহাভারতকে উপন্যাস, দেবপ্রতিমাকে মৃত্তিকা এবং শালগ্রামকে শিলা বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন তাঁহারা সুজন কি দুর্জ্জন জানিতে ইচ্ছা করি"। উত্তর, নিন্দা উদ্দেশে ঐ সকল মহানুভাবকে যাহারা এরূপ কহে তাহারা অবশ্যই দুর্জ্জন বটে কিন্তু এইরূপ কথন মাত্রে যদি দুর্জ্জনতা সিদ্ধ হয় তবে ঐ সকল বৃত্তান্ত যে সকল গ্রন্থে কহিয়াছেন সে সকল গ্রন্থকারেরা ও তাহার পাঠক ধর্ম্মসংহারক প্রভৃতিরা আদৌ দুর্জ্জন হইবেন। দাসীপুত্র নারদ ও ধীবরকন্যাজাত ব্যাস ইত্যাদি পৌরাণিক বৃত্তান্ত লোকে প্রসিদ্ধই আছে সুতরাং তাহার প্রমাণ লিখনে প্রয়োজন নাই কিন্তু শেষের দুই প্রস্তাবের প্রমাণের প্রাচুর্য্য নাই এ নিমিত্ত তাহার প্রমাণ দিতেছি। প্রথম ভারতাদির উপন্যাস কথন। মহাভারত আদিপর্ব্ব (লেখকো ভারতস্যাস্য ভব ত্বং গণনায়ক। ময়ৈব প্রোচ্যমানস্য মনসা কল্পিতস্য চ) আমি যে কহিতেছি ও মনের দ্বারা কল্পিত হইয়াছে যে ভারত তাহার লেখক হে গণেশ তুমি হও॥ শ্রীভাগবত (যথা ইমাস্তে কথিতা মহীয়সাং বিতায় লোকেষু যশঃ পরেযুষাং। বিজ্ঞানবৈরাগ্যবিবক্ষয়া বিভো বচো বিভূতির্ন তু পারমার্থ্যং) রাজারা যশকে লোকে বিস্তার করিয়া মরিয়াছেন তোমাকে এ কথা সকল কহিলাম তাহার তাৎপর্য্য এই যে বিষয়ে অসার জ্ঞান ও বৈরাগ্য হইবেক এ কেবল বাক্যবিলাস অর্থাৎ বাক্যক্রীড়া মাত্র কিন্তু পরমার্থযুক্ত নয়। দ্বিতীয় প্রতিমা বিষয়ে। যথা শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে (যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ। যত্তীর্থবুদ্ধিশ্চ জলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ) অর্থাৎ যে ব্যক্তির কফপিত্তবায়ুময় শরীরে আত্মবুদ্ধি হয় আর স্ত্রী পুত্রাদিতে আত্মভাব ও মৃত্তিকানির্ম্মিত প্রতিমাদিতে পূজ্য বোধ আর জলে তীর্থ বোধ হয় কিন্তু এ সকল জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞানীতে না হয় সে গরুর গাধা অর্থাৎ অতি মূঢ়। আহ্নিকতত্ত্বধৃত শাতাতপবচন (অপ্সু দেবা মনুষ্যাণাং দিবি দেবা মনীষিণাং। কাষ্ঠলোষ্টেষু মূর্খাণাং যুক্তস্যাত্মনি দেবতা) জলেতে ঈশ্বর বোধ ইতর মনুষ্যের হয় আর গ্রহাদিতে ঈশ্বর বোধ দৈবজ্ঞানীরা করেন আর কাষ্ঠ লোষ্ট ইত্যাদিতে ঈশ্বর বোধ মূর্খেরা করে কিন্তু জ্ঞানীরা আত্মাতেই ঈশ্বর বোধ করেন।

ঐ পৃষ্ঠে ৬ পংক্তিতে লিখেন যে "কোন দুর্জ্জন দুগ্ধকে তক্র ও শর্করাকে বালুকা,

চামরকে অশ্বলোম—কহিয়া নিন্দা করে” উত্তর, অনেক দুর্জ্জন এমত ছিলেন এবং আছেন যে উত্তমকে অধম কহিয়া থাকেন, সর্ব্বদেবোত্তম মহাদেবকে দক্ষ কি দেবাধম কহে নাই, আর তদুচিত শাস্তি সে নিন্দকের কি হয় নাই।

পুনরায় লিখেন যে “কোন্ সুজনই বা তক্রকে দুগ্ধ ও বালুকাকে শর্করা, অশ্বলোমকে চামর—কহিয়া প্রশংসা করেন” উত্তর, উত্তমেরা স্বল্পকে বৃহৎ ও ক্ষুদ্রকে মহৎ কহিয়া প্রশংসা করিয়াছেন, পুরাণে স্তুতিবাদ সকল তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হয়। মহাভারতের আদিপর্ব্বে গরুড়ের প্রতি দেবতাদের উক্তি (ত্বমন্তকঃ সর্ব্বমিদং ধ্রুবাধ্রুবং।) হে গরুড় নিত্যানিত্যস্বরূপ সমুদায় জগৎ তুমি হও। বস্তুত পরনিন্দাই দুর্জ্জনের জীবনোপায় হয়।

আমরা প্রথম উত্তরে লিখিয়াছিলাম যে ব্রহ্মনিষ্ঠ এমত কহেন না যে আমি ব্রহ্মকে জানি অতএব যে এমত কহে সে অবশ্যই কর্ম্ম ব্রহ্ম উভয়ভ্রষ্ট হয়, এবং কেন-শ্রুতি ইহার প্রমাণ লিখিয়াছিলাম তাহাতে ধর্ম্মসংহারক ৫৯ পৃষ্ঠে ১২ পংক্তিতে লিখেন যে “এই কপট বাক্যের দ্বারা এই বোধ হয় কি না যে ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয় আপনাকে আপনি ব্রহ্মজ্ঞানী কহিয়াছেন অতএব তিনি উভয়ভ্রষ্ট ও ত্যাজ্য হয়েন কি না” উত্তর, যোগবাশিষ্ঠের বচন নিন্দার্থবাদ না হইয়া যথার্থবাদ যদি হয় তবে উভয়বিভ্রষ্ট ও ত্যাজ্য সেই হইবেক যে সংসারসুখে আসক্ত হইয়া কহে যে আমি ব্রহ্মকে জানি। তাহাতে এ দুইয়ের প্রথম দোষের বিষয়ে, অর্থাৎ সংসারে আসক্তি, এ অপবাদে দুর্জ্জনের মুখ হইতে নিস্তার নাই যেহেতু কি ইদানীন্তন কি পূর্ব্বযুগে গৃহস্থ ব্রহ্মনিষ্ঠেদের বিষয়ব্যাপার দেখিয়া কেহ বিষয়াসক্তির দোষ তাঁহাদিগ্‌কে দিলে ইহার অপ্রমাণ করা লোকের নিকট দুষ্কর হয়, কিন্তু দ্বিতীয় দোষের অপবাদ দিলে দুর্জ্জনকে নিরুত্তর অনায়াসে করা যায়, যেহেতু তাঁহাদের প্রকাশিত শত২ পুস্তক আছে এবং সর্ব্বদা কথোপকথন করিয়া থাকেন ওই সকলের দ্বারা প্রমাণ হইবেক যে তাঁহারা সর্ব্বদাই স্বীকার করেন যে ব্রহ্মস্বরূপ কোন মতে আমরা জানি না এবং পরমেশ্বরের পরিচ্ছিন্ন হস্ত পদ শিশ্নোদর আছে অথবা তিনি যথার্থ আনন্দরূপ শরীরে স্ত্রীসংসর্গ ও অশুচি পরিত্যাগাদি ক্রিয়া করিয়াছেন ইহা কদাপি কহেন না অতএব দুর্জ্জনেরা যাবৎ প্রমাণ করিতে না পারেন যে আমরা ব্রহ্ম জানিয়াছি এমত স্পর্দ্ধা করিয়া থাকি তাবৎ আমাদের প্রতি, ব্রহ্মস্বরূপ জানি, এ প্রাগল্‌ভ্যের উল্লেখ করা তাহাদের কেবল দ্বেষ ও পৈশুন্যের জ্ঞাপক মাত্র হইবেক।

৬১ পৃষ্ঠে যাহা লিখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে প্রণব ও গায়ত্রী এ দুয়ের জপ মাত্রে অথচ বিহিতানুষ্ঠানরহিত হইলে কোন মতে জ্ঞানানুষ্ঠানের অধিকার হয় না।

উত্তর, প্রণব ও গায়ত্রীর জপ মাত্রেই লোক শমদমাদিতে প্রবৃত্ত হইয়া জ্ঞানের দ্বারা কৃতার্থ হয় ইহার প্রমাণ শ্রুতি ও মনু প্রভৃতি শাস্ত্র আছেন মনুঃ (ক্ষরন্তি সর্ব্বা বৈদিক্যো জুহোতিযজতিক্রিয়াঃ। অক্ষরস্ত্বক্ষয়ং জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম চৈব প্রজাপতিঃ) বেদোক্ত হোম যাগাদি সকল কর্ম্ম কি স্বরূপতঃ কি ফলত বিনষ্ট হয় কিন্তু প্রণবরূপ যে অক্ষর তাহাকে অক্ষয় জানিবে যেহেতু অক্ষয় যে ব্রহ্ম তেঁহো তাহার দ্বারা প্রাপ্ত হয়েন॥ (জপ্যেনৈব তু সংসিদ্ধ্যেৎ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ। কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে) ব্রাহ্মণ কেবল প্রণব ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী জপের দ্বারাই সিদ্ধ হয়েন ইহাতে সংশয় নাই অন্য কর্ম্ম করুন অথবা না করুন, ইহার জপের দ্বারা সর্ব্বপ্রাণীর মিত্র হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্তির যোগ্য হয়। ইঁহাতে টীকাকার লিখেন যে মোক্ষ প্রাপ্তির উপায় কেবল প্রণব হয়েন এ কথন প্রণবের স্তুতি যেহেতু অন্য উপায়ও শাস্ত্রে লিখিয়াছেন। কঠশ্রুতিঃ (এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরং। এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ) এই প্রণব হিরণ্যগর্ব্ভরূপ হয়েন এবং পরব্রহ্মস্বরূপও হয়েন ইহার দ্বারা উপাসনাতে যে যাহা বাসনা করে তাহার তাহাই সিদ্ধ হয়॥ মুণ্ডকশ্রুতিঃ (প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে। অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ) প্রণব ধনুস্বরূপ, জীবাত্মা শরস্বরূপ, পরব্রহ্ম লক্ষ্য-স্বরূপ হয়েন, প্রমাদশূন্য চিত্তের দ্বারা ওই লক্ষ্যকে জীবস্বরূপ শরের দ্বারা বেধন করিয়া শরের ন্যায় লক্ষ্যের সহিত এক হইবেক॥ সাধনকালে শমদমাদি অন্তরঙ্গ কারণ হয়েন কিন্তু সে কালে সম্পূর্ণরূপে শমদমাদিবিশিষ্ট হওনের সম্ভব হয় না যেহেতু সম্পূর্ণরূপে শমদমাদিবিশিষ্ট হওয়া সিদ্ধাবস্থার স্বাভাবিক লক্ষণ হয় তাহা সাধনাবস্থায় কিরূপে হইতে পারে। বস্তুতঃ শমদমাদিতে যাহার যত্ন নাই সে জ্ঞাননিষ্ঠ পদের বাচ্য কি হইবেক বরঞ্চ মনুষ্য পদের বাচ্যও হয় না, অতএব শমদমাদিতে যত্ন জ্ঞানাভ্যাসে অবশ্য করিবেক এমত নিয়ম সর্ব্বথা আছে। মনুঃ (আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্) অর্থাৎ আত্মজ্ঞানে ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহে এবং প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে ব্রাহ্মণ যত্ন করিবেন ইতি প্রথম প্রশ্নের দ্বিতীয় উত্তরে স্নেহপ্রকাশকো নাম প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ॥

---

৮১ পৃষ্ঠের শেষ পংক্তি অবধি লিখেন যে প্রথমত বেদান্তে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারীর লক্ষণ কহিয়াছেন, ঐহিক ও পারত্রিক ফলভোগবৈরাগ্য, আর কি নিত্য বস্তু কি অনিত্য বস্তু ইহার বিবেচনা, ও শমদমাদি সাধন, আর মুক্তিতে ইচ্ছা এই সকল ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারীর বিশেষণ হয়। উত্তর, ব্রহ্মজিজ্ঞাসার প্রতি

সাধনচতুষ্টয়াদিকে বেদান্তে ও গীতাদি মোক্ষশাস্ত্রে কারণ লিখিয়াছেন কিন্তু ইহ জন্মে এ সকল বিশেষণ উত্তম অধিকারীর বিষয়ে হয় অর্থাৎ এরূপ বিশেষণাক্রান্ত হইলে ইহ জন্মেই ব্রহ্ম জানিবার ইচ্ছা মনুষ্যের জন্মে কিন্তু পূর্ব্বজন্মকৃত সুকৃতের দ্বারা ঐহিক সাধনচতুষ্টয় ব্যতিরেকেও মনুষ্যে ব্রহ্ম জানিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, বেদান্তের ৩ অধ্যায় ৪ পাদ ৫১ সূত্র (ঐহিকমপ্যপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে তদ্দর্শনাৎ) যদি প্রতিবন্ধক না থাকে তবে অনুষ্ঠিত সাধনের দ্বারা ইহ জন্মে অথবা জন্মান্তরে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তি হয় যেহেতু বেদে দেখিতেছি (গর্ব্ভস্থ এব বামদেবঃ প্রতিপেদে ব্রহ্মভাবং) গর্ব্ভস্থ যে বামদেব তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ তাঁহার ঐহিক কোনো সাধন ছিল নাই সুতরাং পূর্ব্বজন্মের সাধনের দ্বারাই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভগবদ্গীতা (পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোপি সঃ) সেই পূর্ব্বজন্মের জ্ঞানাভ্যাসের দ্বারা ব্যক্তি অবশ হইয়া জ্ঞান সাধনে যত্ন করে। শাস্ত্রে সাধনচতুষ্টয়কে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার কারণ কহিয়াছেন অতএব যখন কোন ব্যক্তিতে ব্রহ্ম জানিবার ইচ্ছা উপলব্ধি হয় তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক যে এরূপ ইচ্ছার কারণ যে সাধনচতুষ্টয় তাহা ইহ জন্মে অথবা পূর্ব্বজন্মে এ ব্যক্তির হইয়াছে নতুবা কারণ না থাকিলে কিরূপে কার্য্যের সম্ভাবনা হয়। ভগবদ্গীতাতেও ইহাকে পুনঃ২ দৃঢ় করিয়া কহিয়াছেন (চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোর্জ্জুন। আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ) স্বামীর ব্যাখ্যা, পূর্ব্বজন্মের সুকৃতের দ্বারা চারি প্রকার ব্যক্তিরা আমাকে ভজন করেন প্রথম আর্ত্ত, দ্বিতীয় জিজ্ঞাসু, তৃতীয় অর্থার্থী, চতুর্থ জ্ঞানী॥ যেমন ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারের কারণ সাধনচতুষ্টয় লিখিয়াছেন সেইরূপ শাক্ত শৈব বৈষ্ণব সৌর গাণপত্য ইত্যাদি তাবৎ উপাসনাতেই অধিকারের কারণ বাহুল্যরূপে লিখেন, তন্ত্রসারধৃত বচন (শান্তো বিনীতঃ শুদ্ধাত্মা শ্রদ্ধাবান্ ধারণক্ষমঃ। সমর্থশ্চ কুলীনশ্চ প্রাজ্ঞঃ সচ্চরিতো যতিঃ। এবমাদিগুণৈর্যুক্তঃ শিষ্যো ভবতি নান্যথা) শমগুণবিশিষ্ট অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহবিশিষ্ট ও বিনয়যুক্ত, চিত্তশুদ্ধিবিশিষ্ট, শাস্ত্রে দৃঢ়বিশ্বাসী, ও মেধাবী, বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানক্ষম, আচারাদি গুণযুক্ত, বিশেষদর্শী, সচ্চরিত্র, যত্নশীল ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট হইলে শিষ্য হয় অন্যথা শিষ্য হইতে পারে না॥ এ বচনে "শিষ্যো ভবতি নান্যথা" এই বাক্যের দ্বারা এ সকল বিশেষণকে সাকার উপাসনা বিষয়ে দৃঢ়তররূপে কহিয়াছেন। যদি ধর্ম্মসংহারক কহেন যে "এ সকল বিশেষণ উত্তমাধিকারী শিষ্যের প্রতি হয় কিন্তু মধ্যম ও কনিষ্ঠাধিকারে এ সমুদায়ের নিয়ম নাই যেহেতু এরূপ সঙ্কোচ না করিলে সাকার উপাসনাতে অধিকারী প্রায় পাওয়া যাইবেক না এবং জ্ঞানসাধন বিষয়ে সাধনচতুষ্টয়ের সম্পূর্ণরূপে

ইহ জন্মেই হওয়া আবশ্যক, এমৎ না কহিলে ব্রহ্মোপাসনার প্রবৃত্তিতে বাধা জন্মান যায় না” উত্তর, এরূপ কথন ধর্ম্মসংহারকের আশ্চর্য্য নহে, কিন্তু পূর্ব্বলিখিত বেদান্ত-সূত্র ও ভগবদগীতার প্রাপ্ত স্পষ্টার্থকে যাঁহারা অমান্য করেন তাঁহাদের সহিত আমাদের শাস্ত্রীয় বিচার নাই।

৬৪ পত্রে ২ পংক্তি অবধি লিখেন যে তত্ত্বজ্ঞানীর লক্ষণ ভগবদগীতাতে কহিয়াছেন (দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ। বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মু-নিরুচ্যতে) দুঃখেতে অনুদ্বিগ্নচিত্ত ও সুখেতে নিস্পৃহ ও বিষয়ানুরাগশূন্য, ভয় ক্রোধ রহিত এবং মুনি অর্থাৎ মৌনশীল যে মনুষ্য তাহার নাম স্থিতধী অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানী হয়। উত্তর, এ সকল স্বাভাবিক লক্ষণ সিদ্ধাবস্থায় হয় কিন্তু সাধনাবস্থায় এ সমুদায় বিশেষণ ব্যক্তিতে নিয়ম করিলে সিদ্ধাবস্থা ও সাধনাবস্থা উভয়ের ভেদ থাকে না, গীতা (বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ) চারি প্রকার ভক্তের মধ্যে চতুর্থ জ্ঞানী তাহাকে সর্ব্বোত্তম কহিয়া তাহার সুদুর্ল্লভত্ব কহিতেছেন যে এই চতুর্থ ভক্ত অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠ কিঞ্চিৎ২ পুণ্য বৃদ্ধির দ্বারা অনেক জন্মের অন্তে আত্মজ্ঞানকে লব্ধ হইয়া চরাচর এই সমস্ত জগৎ বাসুদেবই হয়েন এই ঐক্য জ্ঞানে অর্থাৎ সর্ব্বত্র আত্মদৃষ্টিরূপে আমার ভজন করেন অতএব সেই অপরিছিন্ন দ্রষ্টা অতিশয় দুর্ল্লভ হয়েন॥ অর্থাৎ অনেক জন্ম সাধনাবস্থার পরে সিদ্ধাবস্থা জন্মে (প্রযত্নাদ্‌যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ। অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিং) স্বামী, যদি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অল্প যত্নবিশিষ্ট জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তি পরজন্মে পরম গতিকে প্রাপ্ত হয় তবে যে ব্যক্তি উত্তরোত্তর জ্ঞানাভ্যাসে অধিক যত্ন করে এবং সেই অনুষ্ঠানের দ্বারা নিষ্পাপ হয় সে ব্যক্তি অনেক জন্মেতে সমাধির দ্বারা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানী হইয়া ততোধিক শ্রেষ্ঠ গতিকে প্রাপ্ত হইবেক ইহাতে আশ্চর্য্য কি॥ এই গীতাবাক্যানুযায়ী ভাগবত শাস্ত্রেও সাধনাবস্থার অনেক প্রকার কহিয়াছেন, শ্রীভাগবতের একাদশ স্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে (সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ। ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ। ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ। প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ। অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে। ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ) স্বামী, জ্ঞানপক্ষে এবং “যদ্বা” কহিয়া ভক্তি পক্ষেও ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার প্রথম পক্ষ লিখিতেছি। সকল জগতে আপনাকে ব্রহ্মস্বরূপে অধিষ্ঠিত এবং ব্রহ্মস্বরূপ আপনাতে জগৎকে যে দেখে অর্থাৎ সর্ব্বত্র আত্মদৃষ্টি যে করে সে উত্তম ভাগবত হয়। ঈশ্বরে প্রীতি ও ঈশ্বরের ভক্তদের প্রতি সৌহার্দ ও মূর্খে কৃপা আর

দ্বেষ্টাতে উপেক্ষা যে করে সে মধ্যম ভাগবত হয়। ভগবান্‌কে প্রতিমাতে যে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পূজা করে, ও তাঁহার ভক্ত সকলে ও ভক্ত ভিন্ন ব্যক্তি সকলে সেইরূপ পূজা না করে সে কনিষ্ঠ ভাগবত হয়। অতএব সাধন অবস্থা ও সিদ্ধাবস্থার প্রভেদ এবং সাধন অবস্থাতে উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ ইত্যাদি ভেদ ভগবদ্গীতা প্রভৃতি তাবৎ মোক্ষশাস্ত্রে করেন॥ সিদ্ধাবস্থার ধর্ম্ম সাধনাবস্থায় কেন নাই এবং উত্তম সাধকের লক্ষণ মধ্যম ও কনিষ্ঠাদি সাধকেতে কেন নাই এই ছল গ্রহণ করিয়া নিন্দা করা কেবল দ্বেষ ও পৈশুন্য হেতু ব্যতিরেক কি হইতে পারে॥ ভগবদ্গীতাতে যেমন (দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা) ইত্যাদি বচনে জ্ঞানীর লক্ষণ লিখিয়াছেন সেইরূপ ভক্তের লক্ষণও লিখেন। যথা (সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ। শীতোষ্ণ-সুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ। তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ। অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ) শত্রুতে মিত্রেতে সমান ভাব, আর মান অপমান, শীত উষ্ণ, সুখ দুঃখ, ইহাতে সমান ভাব এবং বিষয়াসক্তিরহিত ও নিন্দা স্তুতিতে সমান ও মৌনবিশিষ্ট, যথাকথঞ্চিৎ প্রাপ্ত বস্তুতে সন্তুষ্ট, একস্থান-বাসহীন, এবং আমার প্রতি স্থিরচিত্ত এই প্রকার ভক্তিবিশিষ্ট মনুষ্য আমার প্রিয় হয়॥ ক্রিয়াযোগসারে (বৈষ্ণবেষু গুণাঃ সর্ব্বে দোষলেশো ন বিদ্যতে। তস্মাচ্চতুর্ম্মুখ ত্বঞ্চ বৈষ্ণবো ভব সম্প্রতি) সমুদায় গুণ বৈষ্ণবে থাকে দোষের লেশও থাকে না অতএব হে ব্রহ্মা তুমি বৈষ্ণব হও॥ এ স্থলে এ সকল লক্ষণ উত্তম ভক্তের হয় ইহা স্বীকার না করিয়া ধর্ম্মসংহারকের মতানুসারে প্রথম সাধনাবস্থায় স্বীকার করিলে বিষ্ণুভক্ত পদের প্রয়োগ প্রায় অসম্ভব হইবেক। সুতরাং কি সাকার উপাসনায় কি জ্ঞান সাধনে সিদ্ধাবস্থা ও সাধনাবস্থা এ দুইয়ের প্রভেদ এবং সাধন অবস্থায় উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠাদি প্রভেদ পূর্ব্বকালে ঋষিরা ও গ্রন্থকারেরা স্বীকার করিয়াছেন অতএব ইদানীন্তনও তাহা স্বীকার করিতে হইবেক।

৬৫ পৃষ্ঠের শেষ পংক্তি অবধি লিখেন যে "তাঁহারা (অর্থাৎ আমরা), আপনার-দিগকে না অধিকারাবস্থা না সাধনাবস্থা না সিদ্ধাবস্থা এক অবস্থাও স্বীকার করিতে পারিবেন না" উত্তর, আমরা আপনাদের সাধনাবস্থাই সর্ব্বদা স্বীকার করি সেই সাধনাবস্থা অধিকারিভেদে নানাপ্রকার হয়, ভগবদ্গীতাতে (অমানিত্বমদম্ভিত্বং) ইত্যাদি পাঁচ বচন, যাহা ধর্ম্মসংহারক ৬২ পৃষ্ঠের ১২ পংক্তি অবধি লিখিয়াছেন, অর্থাৎ মান ও দম্ভ ও রাগদ্বেষ ত্যাগ ও বিষয় সকলে বৈরাগ্য ও ইষ্ট, অনিষ্ট উভয়তে সমভাব ইত্যাদি বিশেষণাক্রান্ত কোনো২ সাধক হয়েন। এবং ঐ ভগবদ্গীতাতে লিখেন (যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীং। অযুক্তঃ

কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে) অর্থাৎ ঈশ্বরৈকনিষ্ঠ হইয়া ফলত্যাগপূর্ব্বক অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম করিয়া নৈষ্ঠিকী শান্তি যে মুক্তি তাহা প্রাপ্ত হয়েন, ঈশ্বরবহির্ম্মুখ ব্যক্তি ফল কামনাপূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়া নিতান্ত বদ্ধ হয়। এইরূপ নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান-বিশিষ্ট কোনো২ সাধক হয়েন॥ ভগবদ্গীতাতে ভূরি সাধনের উপদেশের পরে গ্রন্থ-শেষে ভগবান্ পুনরায় সাধনান্তরের উপদেশ দিতেছেন (সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ) সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমি যে এক আমার শরণ লও, বর্ণাশ্রমাচার ধর্ম্ম ত্যাগ করিলে তোমার যে পাপ হইবেক সে সকল পাপ হইতে আমি তোমার মোচন করিব। ভগবান্ মনুও তাবৎ বর্ণাশ্রমাচার কহিয়া গ্রন্থশেষে ইহারি তুল্যার্থ বচন কহিয়াছেন (যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাৎ বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্। এতদ্ধি জন্মসাফল্যং ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ। প্রাপ্যৈতৎ কৃতকৃত্যোহি দ্বিজো ভবতি নান্যথা) পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম সকলকে ত্যাগ করিয়াও আত্মজ্ঞানে ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহে ও প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে ব্রাহ্মণ যত্ন করিবেন, আত্মজ্ঞান ও বেদাভ্যাস ও ইন্দ্রিয় দমন দ্বারা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এ সকলের, বিশেষত ব্রাহ্মণের, জন্ম সফল হয় যেহেতু এই অনুষ্ঠান করিয়া দ্বিজাতিরা কৃতকৃত্য হয়েন, অন্য প্রকারে কৃতকৃত্য হয়েন না॥ আর কোন২ ব্রহ্মনিষ্ঠ অথচ গৃহস্থ সাধকেরা পরের লিখিত বিশেষণাক্রান্ত হয়েন, গীতা (শব্দাদীন্বিষয়ানন্যে ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি) অর্থাৎ বিষয় ভোগকালেও আত্মাকে নির্লিপ্ত জানিয়া ইন্দ্রিয়ের কর্ম্ম ইন্দ্রিয়ই করেন এই নিশ্চয় করিয়া স্থিতি করেন। ইহারি তুল্যার্থ বচনকে বিশেষরূপে ভগবান্ মনুঃ গৃহস্থ-ধর্ম্মের প্রকরণে লিখিয়াছেন, ৪ অধ্যায় ২২ শ্লোক (এতানেকে মহাযজ্ঞান্ যজ্ঞ-শাস্ত্রবিদো জনাঃ। অনীহমানাঃ সততমিন্দ্রিয়েষ্বেব জুহ্বতি) অর্থাৎ যে সকল ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থেরা বাহ্য এবং অন্তর যজ্ঞানুষ্ঠানের শাস্ত্রকে জানেন তাঁহারা বাহ্য কোনো যজ্ঞাদির চেষ্টা না করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের অভ্যাস দ্বারা চক্ষুঃ শ্রোত্র প্রভৃতি যে পাঁচ ইন্দ্রিয় তাহার রূপ শব্দ প্রভৃতি পাঁচ বিষয়কে সংযম করিয়া পঞ্চ যজ্ঞকে সম্পন্ন করেন॥ পুনরায় অন্য সাধনের প্রকার গীতাতে কহেন (অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাঽপরে। প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ) অর্থাৎ কোন২ ব্যক্তি পূরক ও কুম্ভক ও রেচকক্রমে প্রাণায়ামরূপ যজ্ঞপরায়ণ হয়েন। এ স্থলে স্বামিধৃত যোগশাস্ত্রবচন (সঃকারেণ বহির্যাতি হংকারেণ বিশেৎ পুনঃ। প্রাণস্তত্র স এবাহমহং স ইতি চিন্তয়েৎ) অর্থাৎ নিশ্বাসের সময় প্রাণবায়ু সঃ কহিয়া বহির্গমন করেন, প্রশ্বাসের সময় হং কহিয়া প্রবিষ্ট হয়েন, অতএব সোঽহং হং সঃ, ইহারি চিন্তন

সাধক করিবেক॥ ভগবান্ মনু ওই গৃহস্থধর্ম্মপ্রকরণে তত্তুল্যার্থ বচন কহিতেছেন ২৩ শ্লোক (বাচ্যেকে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণে বাচঞ্চ সর্ব্বদা। বাচি প্রাণে চ পশ্যন্তো যজ্ঞনির্ব্তিমক্ষয়াং) অর্থাৎ কোন২ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ পঞ্চ যজ্ঞস্থানে বাক্যেতে নিশ্বাসের হবন করাকে ও নিশ্বাসে বাক্যের হবন করাকে অক্ষয় ফলদায়ক যজ্ঞ জানিয়া বাক্যেতে নিশ্বাসের হবন আর নিশ্বাসে বাক্যের হবন করেন॥ পুনরায় অন্য সাধনপ্রকার গীতাতে লিখিয়াছেন (ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি) কোন২ ব্যক্তি ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্মার্পণরূপ যজ্ঞ দ্বারা যজন করেন॥ ভগবান্ মনুঃ ২৪ শ্লোকে তত্তুল্যার্থ লিখেন (জ্ঞানেনৈবাপরে বিপ্রা যজন্ত্যেতৈর্ম্মখৈঃ সদা। জ্ঞানমূলাং ক্রিয়ামেষাং পশ্যন্তো জ্ঞানচক্ষুষা)। কোন২ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থেরা গৃহস্থের প্রতি যে যজ্ঞশাস্ত্র বিহিত আছে তাহা সকল ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা নিষ্পন্ন করেন তাঁহারা জ্ঞানচক্ষুর্দ্বারা অর্থাৎ উপনিষদের দ্বারা জানিতেছেন যে পঞ্চ যজ্ঞাদি সকল ব্রহ্মাত্মক হয়েন॥ ইহার উপসংহারে ভগবান্ কুল্লূক ভট্ট লিখেন যে (শ্লোকত্রয়েণ ব্রহ্মনিষ্ঠানাং বেদসংন্যাসিনাং গৃহস্থানামমী বিধয়ঃ) বেদোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানত্যাগী অথচ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থদের প্রতি এই সকল বিধি কহিলেন॥ জ্ঞান প্রতিপত্তির নিমিত্ত নানাবিধ সাধন কহিলেন ইহার প্রত্যেকেতে উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ সাধক হইয়া থাকেন। বৈষ্ণব শাস্ত্রেও সেইরূপ মোক্ষোপায় সাধন নানাপ্রকার লিখিয়াছেন, শ্রীভাগবতে একাদশস্কন্ধে ২৯ অধ্যায় ১৯ শ্লোক (সর্ব্বং ব্রহ্মাত্মকং তস্য বিদ্যয়াত্মমনীষয়া। পরিপশ্যন্নুপরমেৎ সর্ব্বতো মুক্তসংশয়ঃ। অয়ং হি সর্ব্বকল্পানাং সমীচীনো মতো মম। মদ্ভাবং সর্ব্বভূতেষু মনোবাক্কায়বৃত্তিভিঃ) সর্ব্বত্র ঈশ্বর ব্যাপ্ত আছেন এই অভ্যাসের দ্বারা প্রাপ্ত হয় যে জ্ঞান তাহা হইতে সকল জগৎ ব্রহ্মাত্ম বোধ হয়, অতএব যখন সর্ব্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টিরূপ জ্ঞানের স্থিরত্ব হইল তখন সংশয়হীন হইয়া ক্রিয়ামাত্র হইতে নিবৃত্ত হইবেক। যদ্যপিও মোক্ষ সাধনে নানা উপায় আছে কিন্তু মনোবাক্য কায় এ সকলের দ্বারা সর্ব্বত্র ঈশ্বরদৃষ্টি ইহা সকল উপায় হইতে শ্রেষ্ঠ হয় এই আমার মত॥ এবং এই পরের লিখিত শ্রীভাগবতীয় শ্লোকের অবতরণিকাতে নানাবিধ সাধনার প্রকার ভগবান্ শ্রীধরস্বামী বিবরণ করিতেছেন, (য এতান মৎপথো হিত্বা ভক্তিজ্ঞানক্রিয়াত্মকান্। ক্ষুদ্রান্ কামাংশ্চলৈঃ প্রাণৈর্জুষন্তঃ সংসরন্তি তে) একাদশস্কন্ধ ২১ অধ্যায় স্বামী, (তদেবং গুণদোষব্যবস্থার্থং যোগত্রয়মুক্তং তত্র চ জ্ঞানভক্তিসিদ্ধানাং ন কিঞ্চিৎ গুণদোষৌ। সাধকানান্তু প্রথমতো নিবৃত্তকর্ম্মনিষ্ঠানাং যথাশক্তি নিত্যনৈমিত্তিকং কর্ম্ম সত্ত্বশোধকত্বাদ্গুণঃ, তদকরণং নিষিদ্ধকরণঞ্চ তন্মলীমসকণত্বাৎ দোষঃ তন্নিবর্ত্তকত্বাচ্চ প্রায়শ্চিত্তং গুণঃ। বিশুদ্ধসত্ত্বানান্তু

জ্ঞাননিষ্ঠানাং জ্ঞানাভ্যাস এব সিদ্ধিনিমিত্তত্বাদ্‌গুণঃ। ভক্তিনিষ্ঠানান্তু শ্রবণকীর্ত্তনাদি-ভক্তিরেব গুণঃ, তদ্বিরুদ্ধং সর্ব্বং উভয়েষাং দোষ ইত্যুক্তং ইদানীন্তু যে ন সিদ্ধাঃ নাপি সাধকাঃ কিন্তু কেবলং কাম্যকর্ম্মপ্রধানাস্তেষাং সকলদোষান্ প্রপঞ্চয়িষ্যন্ আদৌ তানতিবহির্মুখান্ নিন্দতি, য এতানিতি) অর্থাৎ গুণ দোষের পৃথক্২ করিবার নিমিত্ত পূর্ব্ব যে তিন প্রকার যোগ কহিলেন তাহার মধ্যে জ্ঞানসিদ্ধ ব্যক্তির অথবা ভক্তি-সিদ্ধ ব্যক্তির কোন প্রকারেই পাপ পুণ্য নাই, কিন্তু সাধকেদের মধ্যে যাঁহারা কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করেন তাঁহাদের যথাশক্তি নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান গুণ হয় যেহেতু নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা চিত্তের শুদ্ধি জন্মে, যথাশক্তি কর্ম্ম না করাতে এবং নিষিদ্ধ কর্ম্ম করাতে দোষ হয়, যেহেতু এ দুই কারণে চিত্তের মালিন্য জন্মে। চিত্তশুদ্ধির দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠ যাঁহারা হইয়াছেন তাঁহাদের কেবল জ্ঞানাভ্যাস গুণ হয় যেহেতু জ্ঞানাভ্যাসের দ্বারা জ্ঞানের পরিপাক জন্মে। ভক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তিদের শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তির অনুষ্ঠান গুণ হয়। জ্ঞাননিষ্ঠের ও ভক্তের আপন২ নিষ্ঠার বিরুদ্ধাচরণ দোষ হয় ইহা কহিয়াছেন, এখন যাহারা না সিদ্ধ না সাধক কিন্তু কেবল কাম্য কর্ম্মে রত হয়েন তাঁহাদের সকল দোষ গুণ বিস্তাররূপে কহিবেন, প্রথমে সেই বহির্ম্মুখ কাম্য কর্ম্মীর নিন্দা করিতেছেন (য এতান্) ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা অর্থাৎ যাহারা আমার কথিত ভক্তিপথ ও জ্ঞানপথ ত্যাগ করিয়া চঞ্চল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ক্ষুদ্র কামনার সেবা করে তাহারা সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্মে॥ জ্ঞাননিষ্ঠদের মধ্যে উত্তম সাধনাবস্থা যে ব্যক্তিদের হয় নাই তাহাদের প্রতি ধর্ম্মসংহারক কহেন "যে তোমাদের না অধিকারা-বস্থা না সাধনাবস্থা না সিদ্ধাবস্থা" অতএব ধর্ম্মসংহারককে জিজ্ঞাসা করি যে তিনি বিষ্ণু উপাসনা বিষয়ে অধিকারাবস্থায় হয়েন কি সাধনাবস্থায় কি সিদ্ধাবস্থায় আছেন, বিষ্ণু প্রভৃতি উপাসকের অধিকারাবস্থায় এই সকল লক্ষণ হয়, তন্ত্রসারধৃত বচন (শান্তো বিনীতঃ শুদ্ধাত্মা) ইত্যাদি, যাহা ৬৭ পৃষ্ঠে ৯ পংক্তিতে লেখা গিয়াছে অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিবেচনা করিবেন যে অন্তরিন্দ্রিয় ও বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহ প্রভৃতি ওই বচনপ্রাপ্ত বিশেষণ সকল তাঁহাতে আছে কি না। এবং ঐ উপাসনায় সাধনাবস্থার লক্ষণ সকল এই হয়। বৈষ্ণব গ্রন্থে (তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ) তৃণ হইতে নীচ আপনারে জানে এবং বৃক্ষ হইতেও সহিষ্ণু হয়, আত্মাভিমানশূন্য কিন্তু অন্যের সম্মানদাতা এমত ব্যক্তি সর্ব্বদা হরিসংকীর্ত্তন করিতে পারে। ভগবদ্গীতা, (সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ) ইত্যাদি অর্থাৎ শত্রু মিত্রে মান অপমানে সমান বোধ করিলে ভক্ত ব্যক্তি ভগবানের প্রিয় হইবেক। তথা, (মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা

বোধয়ন্তঃ পরস্পরং। কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ)। অর্থাৎ যাহারা আমাতেই চিত্ত ও আমাতেই সর্ব্বেন্দ্রিয় রাখে ও আমার গুণকে পরস্পর জানায় ও সর্ব্বদা আমার কীর্ত্তন করে ইহার দ্বারা পরমাহ্লাদ প্রাপ্ত হইয়া নিবৃত্ত হয়॥ অতএব বিজ্ঞ লোক সকল দেখিবেন যে পূর্ব্বলিখিত বচনপ্রাপ্ত সাধনাবস্থার লক্ষণ সকল তাঁহাতে আছে কি না। পরে ভক্তির সিদ্ধাবস্থার লক্ষণ (তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ। নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা) অর্থাৎ এইরূপ নিরন্তর উদ্‌যুক্ত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক ভজন যাঁহারা করেন তাঁহাদিগ্‌গে আমি সেই জ্ঞানরূপ উপায় প্রদান করি যাহাতে তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের বুদ্ধিতে অবস্থানপূর্ব্বক অজ্ঞানজন্য যে অন্ধকার তাহাকে দেদীপ্যমান জ্ঞানরূপ দীপের দ্বারা নষ্ট করি। অর্থাৎ তাঁহাদিগ্‌গে জ্ঞান প্রদান করিয়া মুক্তি দি॥ এখন ওই বিজ্ঞ ব্যক্তিরাই দেখিবেন যে ভগবানের দত্ত তত্ত্বজ্ঞান যাহা ভক্তির সিদ্ধাবস্থায় প্রাপ্ত হয় তাহার দ্বারা ধর্ম্ম-সংহারকের সর্ব্বত্র ভগবদ্দৃষ্টি হইয়াছে কি না। সুতরাং ইহার কোনো এক অবস্থা স্বীকার করিলে তাঁহার মতেই তাঁহার নিস্তার নাই, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রমাণে না অধিকারাবস্থা না সাধনাবস্থা না সিদ্ধাবস্থা ইহার এক অবস্থাও স্বীকার করিতে পারিবেন না যদি এরূপ কহেন যে "পূর্ব্ব২ বচনে বিষ্ণুভক্ত বিষয়ে যে সকল বিশেষণ অধিকারাবস্থার ও সাধনাবস্থার কহিয়াছেন সে উত্তম অধিকারী ও উত্তম সাধকের প্রতি হয় কিন্তু ব্যক্তিভেদে সাধনাবস্থা উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ ইত্যাদি নানাপ্রকার হয়" তবে ধর্ম্মসংহারকই বিবেচনা করিবেন যে এরূপ কথন প্রতীক ও অপ্রতীক উভয় উপাসনাতে নির্ব্বাহের কারণ হইবেক এবং শাস্ত্রেরও অপলাপ হইবেক না। যথা মাণ্ডুক্যভাষ্যধৃত কারিকা (আশ্রমাস্ত্রিবিধা হীনমধ্যমোৎকৃষ্টদৃষ্টয়ঃ) অর্থাৎ আশ্রমীরা তিন প্রকার হয়েন, হীনদৃষ্টি, মধ্যমদৃষ্টি, উত্তমদৃষ্টি॥

আমরা পূর্ব্ব উত্তরে লিখিয়াছিলাম যে কোন এক বৈষ্ণব যে আপন ধর্ম্মের লক্ষাংশের একাংশও অনুষ্ঠান করেন না ও বিপরীত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন তিনি যদি কোন ব্রহ্মনিষ্ঠের ত্রুটি দেখিয়া তাহাকে ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী ও নিন্দিত কহেন তবে তাঁহাকে নিন্দকের মধ্যে অতিশয় নিন্দিত করিয়া পণ্ডিতেরা জানিবেন কি না। ইহাতে ধর্ম্মসংহারক ৬৮ পৃষ্ঠের ২ পংক্তিতে লিখেন যে "পূর্ব্বোক্ত লিখনানুসারে ভাক্ত বৈষ্ণব ও ভাক্ত শাক্ত খপুষ্পের ন্যায় অলীক" উত্তর, জ্ঞাননিষ্ঠদের যথোক্ত অনুষ্ঠানের ত্রুটি হইলে ধর্ম্মসংহারক তাহাকে ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী উৎসাহপূর্ব্বক কহেন

কিন্তু আপন ধর্ম্মের লক্ষাংশের একাংশ অনুষ্ঠান না করিয়াও ভাক্ত বৈষ্ণব পদের প্রয়োগপাত্র হইবেন না ইহা স্থাপনা করিতে যত্ন করেন, এ পক্ষপাতের বিবেচনা পণ্ডিতেরা করিবেন।

৬৯ পৃষ্ঠের ৬ পংক্তিতে লিখেন যে "যদ্যপি বৈষ্ণবাদি পঞ্চোপাসক আপনার২ উপাসনার সকল অনুষ্ঠান করিতে অশক্ত হয়েন তথাপি পাপ ক্ষয় ও মোক্ষ প্রাপ্তি তাঁহাদের অনায়াসলভ্য, যেহেতু বিষ্ণু প্রভৃতি পঞ্চ দেবতার নাম স্মরণ মাত্রেই সর্ব্ব পাপ ক্ষয় ও অন্তে মোক্ষ প্রাপ্তি হয়" এবং ইহার প্রমাণের নিমিত্ত নামমাহাত্ম্য-সূচক কাশীখণ্ড প্রভৃতির বচন লিখিয়াছেন। উত্তর, সে সকল বচন স্তুতিবাদ কি যথার্থবাদ হয় এ বিচারে আমরা প্রবৃত্ত নহি কিন্তু এই উত্তরের ২৪ পৃষ্ঠের ৫ পংক্তি অবধি ২৭ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত জ্ঞাননিষ্ঠদের পাপক্ষয় ও পুরুষার্থসিদ্ধি বিষয়ে যাহা আমরা লিখিয়াছি তাহার তাৎপর্য্য এই যে জ্ঞানাবলম্বীদের জ্ঞানাভ্যাস প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ হয়, সংপ্রতি সেই স্থলের লিখিত বচন সকলের কিঞ্চিৎ লিখিতেছি (সোহং হংসঃ সকৃৎ ধ্যাত্বা সুকৃতো দুষ্কৃতোপি বা। বিধূতকল্মষঃ সাধুঃ পরাং সিদ্ধিং সমশ্নুতে॥) অর্থাৎ সুকৃত কিম্বা দুষ্কৃত ব্যক্তি জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান একবার করিলেও সর্ব্বপাপক্ষয়-পূর্ব্বক পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে ৩০ শ্লোকে (সর্ব্বেপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ) এই দ্বাদশপ্রকার ব্যক্তিরা স্ব২ যজ্ঞকে প্রাপ্ত হয়েন ও পূর্ব্বোক্ত স্ব২ যজ্ঞের দ্বারা স্বকীয় পাপকে ক্ষয় করেন॥ বৈষ্ণব শাস্ত্রেও স্ব২ অধিকারে পৃথক্২ পাপ ক্ষয়ের উপায় যাহা কহিয়াছেন তাহাও লিখিতেছি, শ্রীভাগবত একাদশস্কন্ধ, বিংশতি অধ্যায় ২৬ শ্লোক (যদি কুর্য্যাৎ প্রমাদেন যোগী কর্ম্ম বিগর্হিতং। যোগেনৈব দহেদংহো নান্যত্তত্র কদাচন। স্বে স্বেধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ) স্বামী, যদি প্রমাদেতে জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তি গর্হিত কর্ম্ম করে সেই পাপকে জ্ঞানাভ্যাসের দ্বারা দগ্ধ করিবেক তাহার অন্য প্রায়শ্চিত্ত নাই॥ স্বামীর অবতরণিকা পরশ্লোকে, শাস্ত্রে কথিত প্রায়শ্চিত্ত ব্যতিরেক জ্ঞানযোগে কিরূপে পাপক্ষয় হইবেক অতএব এই আশঙ্কা নিবারণার্থে পরের শ্লোকে কহিতেছেন, আপন২ অধিকারে যে নিষ্ঠা তাহাকে গুণ কহি এক অধিকারে অন্য প্রায়শ্চিত্ত যুক্ত হয় না॥ এ স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে ধর্ম্মসংহারকের লিখিত কাশীখণ্ড প্রভৃতির বচন যদি যথার্থবাদ হইয়া দেবতা প্রভৃতির নাম গ্রহণাদি সাধনার ত্রুটিজন্য দোষ ও অন্য কুকর্ম্মজন্য পাপক্ষয়ের কারণ হয়, তবে পূর্ব্বের লিখিত গীতাদিবচনের প্রামাণ্য দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠদের পাপক্ষয়ের উপায় জ্ঞানাভ্যাস অবশ্যই হইবেক, ইহা ধর্ম্মসংহারক যদি স্বীকার না করেন কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তিরা অবশ্য অঙ্গীকার করিবেন।

৭৮ পৃষ্ঠে এক পংক্তি অবধি লিখেন যে "যদ্যপিও জ্ঞানের প্রাধান্য মন্বাদিবচনে কথিত আছে তথাপি কর্ম্ম ব্যতিরেকে জ্ঞান হইতে পারে না" আর ইহার প্রমাণের নিমিত্ত (ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোশ্নুতে) ইত্যাদি ভগবদগীতার বচন লিখিয়াছেন। উত্তর, যদি এ স্থলে এমৎ অভিপ্রেত হয় যে ঐহিক কর্ম্ম ব্যতিরেকে জ্ঞান হইতে পারে না তবে এ সর্ব্বথা অগ্রাহ্য যেহেতু এরূপ ব্যবস্থা তাবৎ শাস্ত্রের বিরুদ্ধ হয়, বেদান্তের প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যায় প্রথমে প্রশ্ন করেন যে "কাহার অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হয়" এই আকাঙ্ক্ষাতে ভগবান্ ভাষ্যকার আদৌ আশংকা করিলেন। যে "কর্ম্মের অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হয় এরূপ কেন না কহি" পরে এই পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্ত আপনিই করেন যে (ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়াঃ প্রাগপ্যধীতবেদান্তস্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপপত্তেঃ) অর্থাৎ বেদান্তের অধ্যয়নবিশিষ্ট ব্যক্তির কর্ম্ম জানিবার পূর্ব্বেও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হয়॥ অতএব ঐহিক কর্ম্মের অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হয় এমৎ নিয়ম নাই। ইহাতে পাঁচ হেতু ভাষ্যে লিখেন, প্রথম এই যে, কর্ম্মের অঙ্গ জ্ঞান হয়েন না। দ্বিতীয়, অধিকৃতাধিকার নাই। অর্থাৎ যেমন দীক্ষণীয় যাগের অধিকারী হইয়া অগ্নিষ্টোমের অধিকারী হয়, সেইরূপ কর্ম্মে অধিকারী হইয়া জ্ঞানে অধিকারী হয় এমৎ নিয়ম নাই। তৃতীয়, কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয়ের ফলে ভেদ আছে। অর্থাৎ কর্ম্মের ফল স্বর্গাদি আর জ্ঞানের ফল মোক্ষ হয়। চতুর্থ, জিজ্ঞাস্যের ভেদ আছে। অর্থাৎ পূর্ব্বমীমাংসাতে জিজ্ঞাস্য যে কর্ম্ম তাহা পুরুষের চেষ্টার অধীন হয়, আর উত্তর-মীমাংসাতে জিজ্ঞাস্য যে ব্রহ্ম তিনি নিত্যসিদ্ধ হয়েন। পঞ্চম, উভয়ের বিধিবাক্যের ভেদ দেখিতেছি। অর্থাৎ কর্ম্মের বিধায়ক যে বিধিবাক্য সে আপন বিষয় যে কর্ম্ম তাহাতে পুরুষের প্রবৃত্তি নিমিত্ত আপন অর্থ বোধ প্রথমে করান পরে সেই কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি দেন, আর ব্রহ্ম বিষয়ে যে বিধিবাক্য সে কেবল পুরুষের বোধ জন্মান প্রবৃত্তি দেন না॥ যদ্যপিও মিতাক্ষরাকার পূজ্যপাদ বিজ্ঞানেশ্বরের এ প্রকার অভিপ্রায় ছিল যে সংন্যাসাশ্রম ব্যতিরেক মুক্তি হয় না, তথাপিও তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে কোনো এক পূর্ব্বজন্মের সংন্যাস পরজন্মে গৃহস্থের মুক্তির কারণ হয়। যাজ্ঞবল্ক্য (ন্যায়ার্জ্জিতধনস্তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠোঽতিথিপ্রিয়ঃ। শ্রাদ্ধকৃৎ সত্যবাদী চ গৃহস্থোপি বিমুচ্যতে) ন্যায়েতে ধনোপার্জ্জন যে করে এবং জ্ঞাননিষ্ঠ হয় ও অতিথিকে প্রীতি এবং শ্রাদ্ধ করে ও সত্যবাক্য কহে এরূপ গৃহস্থও মুক্তি প্রাপ্ত হয়॥ বানপ্রস্থ-প্রকরণের শেষে মিতাক্ষরাকার লিখেন (যদপি গৃহস্থোপি বিমুচ্যতে ইতি গৃহস্থস্যাপি মোক্ষপ্রতিপাদনং তৎ ভবান্তরানুভূতপারিব্রজ্যস্যেত্যবগন্তব্যং) অর্থাৎ এ বচনে গৃহস্থ মুক্ত হয় যে লিখেন সে জন্মান্তরে সংন্যাস লইয়াছেন এমত গৃহস্থপর হয়॥

"কর্ম্ম ব্যতিরেকে জ্ঞান হইতে পারে না" এ কথনের দ্বারা যদি ধর্ম্মসংহারকের এমত অভিপ্রেত হয় যে ইহ জন্মের কিম্বা পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম বিনা জ্ঞান হয় না, তবে ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ বটে যেহেতু বেদান্তের তৃতীয় অধ্যায়ের ৪ পাদের ৫১ সূত্র (যাহার বিবরণ এই উত্তরের ৬৬ পৃষ্ঠের ২ পংক্তিতে করিয়াছি) এই অর্থকে প্রতিপন্ন করেন। এবং ইহাতে শ্রুতি প্রমাণ দিয়াছেন, যথা (গর্ত্তস্থ এব বামদেবঃ প্রতিপেদে ব্রহ্মভাবং) গর্ত্তস্থ যে বামদেব তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ তাঁহার ঐহিক কোন কর্ম্ম সম্ভবিতে পারে না সুতরাং জন্মান্তরের সাধন দ্বারা তাঁহার ব্রহ্মভাব হইয়াছে। ভগবদ্গীতাও ইহা পুনঃ২ দৃঢ় করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ আমরা ওই ৬৬ পৃষ্ঠ অবধি লিখিয়াছি কর্ম্মকর্ত্তব্যতার বিষয়ে গীতার যে সকল বচন লিখিয়াছেন তাহার বিষয় কোন্২ ব্যক্তি হয়েন ইহার প্রভেদ জানা আবশ্যক, গীতাতে কোন স্থলে কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে প্রেরণ করেন যথা (এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ। কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমং) এই সকল কর্ম্ম আসক্তি ও ফলকামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক কর্ত্তব্য হয় হে অর্জ্জুন এ নিশ্চিত উত্তম মত আমার জানিবে। এবং কোন স্থানে কর্ম্ম ত্যাগের উপদেশ দেন ও সেই ত্যাগ নিমিত্ত পাপ হইলে পরমেশ্বরের শরণবলে তাহার মোচন হয় এমত লিখেন, যথা (সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ) অর্থাৎ সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমি যে এক আমার শরণাপন্ন হও, বর্ণাশ্রমাচারের ত্যাগজন্য যে পাপ তোমার হইবেক তাহা হইতে আমি তোমাকে মোচন করিব শোক করিও না। এবং কোন স্থানে গীতাতে লিখেন যে ব্যক্তিবিশেষের কর্ম্মত্যাগজন্য পাপ স্পর্শে না এবং তাহার বাঞ্ছিত ফলোৎপত্তিতে অন্য কোন বস্তুর অপেক্ষা নাই, যথা (নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন। ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ) সেই জ্ঞানীর কর্ম্ম করিলে পুণ্য হয় না এবং কর্ম্ম না করিলেও পাপ হয় না, আব্রহ্ম কীট পর্য্যন্ত তাবৎ জগতে তাহার মোক্ষ-প্রাপ্তি বিষয়ে জ্ঞান ব্যতিরেকে অন্য কোনো উপায় আশ্রয়ণীয় হয় না॥ অতএব এই সকল বচনের ঐক্য নিমিত্তে কোন্ অধিকারে বর্ণাশ্রমাচার কর্ম্মের আবশ্যকতা এবং কোন্ অধিকারে অনাবশ্যকতা ইহার বিশেষ জ্ঞানের সর্ব্বথা অপেক্ষা করে, নতুবা বচন সকলের পূর্ব্বাপর অনৈক্য হইয়া অপ্রামাণ্যের আশঙ্কা হয়। বেদান্তের তৃতীয় অধ্যায়ে চতুর্থ পাদে অধিকারের বিশেষ বিবরণ করিয়াছেন, তাহার প্রথম সূত্র (পুরুষার্থোতঃশব্দাদিতি বাদরায়ণঃ) বেদান্তবিহিত আত্মজ্ঞান হইতে পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়, বেদব্যাসের এই মত যেহেতু বেদে ইহা কহিয়াছেন, শ্রুতিঃ (তরতি

শোকমাত্মবিৎ) আত্মজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তি শোকের কারণ সংসার হইতে উত্তীর্ণ হয়েন (ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং) ব্রহ্মজ্ঞানবিশিষ্ট পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন (স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্) সেই আত্মনিষ্ঠ সকল লোককে প্রাপ্ত হয়েন এবং সকল কামনাকে প্রাপ্ত হয়েন, ইত্যাদি শ্রুতিঃ। ইহার পর দ্বিতীয় সূত্র অবধি ২৪ সূত্র পর্য্যন্ত জৈমিনির মতকে লিখেন এবং তাহার খণ্ডন করিয়া ২৫ সূত্রে ঐ প্রথম সূত্রের অনুবৃত্তি করিতেছেন (অতএব চাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা ২৫) যেহেতু কেবল আত্মজ্ঞানের দ্বারা পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় অতএব অগ্নিহোত্র প্রভৃতি আশ্রমকর্ম্ম সকলের অপেক্ষা নাই। এই সূত্রের দ্বারা সংশয় উপস্থিত হয় যে আত্মজ্ঞান সর্ব্বপ্রকারে কর্ম্মের অপেক্ষা করেন না কি কোনো অংশে কর্ম্মের অপেক্ষা করেন, তাহার মীমাংসা পরের সূত্রে করিতেছেন (সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ ২৬) আত্মজ্ঞান আশ্রম-কর্ম্ম সকলের অপেক্ষা করেন, যেহেতু বেদে যজ্ঞাদিকে বিদ্যার কারণ কহিয়াছেন এমত শুনিতেছি, শ্রুতিঃ (তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন) সেই যে এই আত্মা তাঁহাকে ব্রাহ্মণেরা বেদ পাঠের দ্বারা এবং যজ্ঞ দান তপস্যা এবং উপবাসের দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন। যেমন অশ্বকে লাঙ্গলে যোজন না করিয়া রথে যোজন করেন সেইরূপ আত্মজ্ঞানের ইচ্ছার উৎপত্তির নিমিত্ত যজ্ঞাদির অপেক্ষা হয় কিন্তু আত্মজ্ঞানের ফল যে মুক্তি তদর্থে যজ্ঞাদির অপেক্ষা নাই॥ ২৬, যদি কহেন যে "ঐ যজ্ঞাদি শ্রুতিতে "বিবিদিষন্তি" এই পদ আছে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞাদির দ্বারা আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু আত্মাকে যজ্ঞাদির দ্বারা জানিতে ইচ্ছা কর, এমত বিধি তাহাতে নাই অতএব ওই শ্রুতি কেবল পুনঃকথন মাত্র" এই কোটের উপর নির্ভর করিয়া পরের সূত্র কহিতেছেন (শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাত্তথাপি তু তদ্বিধেস্তদঙ্গতয়া তেষামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ ২৭) যদি কেহ পূর্ব্বোক্ত কোটি করেন যে ঐ যজ্ঞাদি শ্রুতিতে "কর" এমত বিধি-বাক্য নাই, তথাপিও জ্ঞানার্থী শমদমাদিবিশিষ্ট হইবেন যেহেতু আত্মজ্ঞান সাধনের নিমিত্ত শমদমাদির বিধান বেদে করিয়াছেন এবং যাহার২ বিধান বেদে আছে তাহার অনুষ্ঠান আবশ্যক হয় (২৭) বস্তুতঃ পূর্ব্বের লিখিত যজ্ঞাদি শ্রুতি ভাষ্যকারের মতে বিধিবাক্যের ন্যায় হয়, অতএব উভয়ের অর্থাৎ আশ্রমকর্ম্মের ও শমদমাদির অপেক্ষা আত্মজ্ঞান করেন, তাহাতে প্রভেদ এই যে আত্মজ্ঞানের যে ইচ্ছা তাহা যজ্ঞাদি কর্ম্মের অপেক্ষা করে, এ নিমিত্ত আশ্রমকর্ম্মকে আত্মজ্ঞানের বহিরঙ্গ কারণ কহেন, ও আত্মজ্ঞানের ইচ্ছা এবং আত্মজ্ঞানের পরিপাক এ দুই শমদমাদির অপেক্ষা করেন এ নিমিত্ত শমদমাদিকে জ্ঞানের অন্তরঙ্গ কারণ কহিয়াছেন (২৭) পরে ৩১ সূত্র পর্য্যন্ত

প্রাণবিদ্যার এবং আত্মজ্ঞানের 'ইচ্ছা যাহাদের নাই তাহাদের আশ্রমকর্ম্মের আবশ্যকতার বিধান করিয়া ৩৬ সূত্রে এই পরের আশঙ্কার নিরাস করিতেছেন, যে আত্মজ্ঞান বর্ণাশ্রমকর্ম্মের নিতান্ত অপেক্ষা করেন কিম্বা কোনো অংশে নিরপেক্ষ হয়েন, তাহাতে এই সূত্র লিখেন (অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ ৩৬) আশ্রমকর্ম্মরহিত ব্যক্তিরও জ্ঞানের অধিকার আছে যেহেতু বেদে দৃষ্ট হইতেছে, রৈক্ক ও বাচক্নবী প্রভৃতি আত্মজ্ঞানীদের আশ্রমকর্ম্ম ছিল না কিন্তু তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মীয় সুকৃতির দ্বারা জ্ঞান সাধনে প্রবৃত্তি হইয়াছিল (৩৬)। তদনন্তর আশ্রমকর্ম্মবিশিষ্ট ও আশ্রমকর্ম্ম-রহিত এই দুই সাধকের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ হয় তাহা পরের সূত্রে কহিতেছেন (অতস্ত্বিতরজ্যায়ো লিঙ্গাচ্চ) আশ্রমকর্ম্মরহিত সাধক হইতে আশ্রমকর্ম্মবিশিষ্ট সাধক জ্ঞানাধিকারে শ্রেষ্ঠ হয়েন যেহেতু শ্রুতি স্মৃতিতে আশ্রমীর প্রশংসা করিয়াছেন।

সমুদায়ের তাৎপর্য্য এই যে আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলে তাহার ফল যে মুক্তি তৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত অগ্নীন্ধনাদি বর্ণাশ্রমকর্ম্মের অপেক্ষা নাই, তবে লোকসংগ্রহের নিমিত্ত কোন২ জ্ঞানীরা (যেমন বশিষ্ঠ জনকাদি) বর্ণাশ্রমকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, এবং লোকানুরোধ না করিয়া কোন২ জ্ঞানীরা (যেমন শুক ভরতাদি) বর্ণাশ্রমাচারের অনুষ্ঠান করেন নাই, তাহাতে ওই আশ্রমী জ্ঞানী ও অনাশ্রমী জ্ঞানী দুইয়ের মধ্যে কাহাকেও পুণ্য পাপ স্পর্শ করে নাই। (অতএব চাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা) অর্থাৎ পরিপক্ক জ্ঞানীর কর্ম্মের অপেক্ষা নাই। বেদান্তের ৩ অধ্যায়ের ৪ পাদের এই ২৫ সূত্রের বিষয়, এবং (নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন) অর্থাৎ তাঁহাদের পাপ পুণ্য ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নাই। ইত্যাদি গীতাবচনের বিষয় ওই জ্ঞানীরা হয়েন॥ (সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ) অর্থাৎ জ্ঞানেচ্ছার প্রতি আশ্রমকর্ম্ম সকলের অপেক্ষা আছে, বেদান্তের ৩ অধ্যায়ের ৪ পাদের এই ২৬ সূত্রের বিষয়, ও (এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ) অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধির জন্যে কামনা ত্যাগ করিয়া আশ্রমকর্ম্ম করিবেক, ইত্যাদি গীতাবচনের বিষয় মুমুক্ষু কর্ম্মীরা হয়েন॥ (অন্তরাচাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ) অর্থাৎ জ্ঞানাধিকারে বর্ণাশ্রমাচারের অপেক্ষা নাই, বেদান্তের ৩ অধ্যায়ের ৪ পাদের এই ৩৬ সূত্রের বিষয়, ও (সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ) অর্থাৎ বর্ণাশ্রমাচার ত্যাগ করিয়া আমি যে এক পরমেশ্বর আমার শরণ লও, ইত্যাদি গীতাবচনের বিষয় বর্ণাশ্রমাচারকর্ম্মরহিত মুমুক্ষু ব্যক্তিরা হয়েন। অতএব অজ্ঞানতা প্রযুক্ত কিম্বা দ্বেষ পৈশুন্যতা হেতু এক সূত্রের ও এক বচনের বিষয়কে অন্য সূত্র অন্য বচনের বিষয় কল্পনা করিয়া শাস্ত্রের পরস্পর অনৈক্য

স্থাপন করা কেবল শাস্ত্রের প্রামাণ্যের সঙ্কোচ করা হয়॥ বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠান কি পর্য্যন্ত আবশ্যক এবং কোন অবস্থায় অনাবশ্যক হয় যদ্যপিও পূর্ব্বে বিবরণপূর্ব্বক ইহা লিখা গিয়াছে, সংপ্রতি বোধসুগমের নিমিত্ত সেই সকলকে একত্র করিয়া লিখিতেছি; জ্ঞান সাধনে ইচ্ছা হইবার পূর্ব্বে চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত নিষ্কামরূপে বর্ণাশ্রমাচারের অনুষ্ঠান আবশ্যক হয়, ইহার প্রমাণ পশ্চাতের লিখিত শ্রুতি ও স্মৃতি হয়েন। শ্রুতিঃ (তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন) ও পূর্ব্বোক্ত বেদান্তের তৃতীয় অধ্যায়ের ৪ পাদের ২৬ সূত্র, এবং (এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ) ইত্যাদি ভগবদ্‌গীতাবাক্য, ও (নিবৃত্তং সেবমানস্তু ভূতান্যত্যেতি পঞ্চ বৈ) ইত্যাদি মনুবচন, ও (অস্মিঁল্লোকে বর্ত্তমানঃ স্বধর্ম্মস্থোঽনঘঃ শুচিঃ। জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতি মদ্ভক্তিং বা যদৃচ্ছয়া) ইত্যাদি ভাগবত শাস্ত্র এই অর্থকে দৃঢ়রূপে কহিতেছেন॥ জ্ঞান সাধন সময়ে প্রণব উপনিষদাদির শ্রবণ মনন-দ্বারা আত্মাতে একনিষ্ঠ হইবার অনুষ্ঠান ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহে যত্ন ইহাই আবশ্যক হয়, বর্ণাশ্রমাচারকর্ম্ম করিলে উত্তম কিন্তু অকরণে হানি নাই, ইহা পশ্চাতের লিখিত শ্রুতি ও স্মৃতি কহেন। শ্রুতিঃ (শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি) অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়নিগ্রহবিশিষ্ট, দ্বন্দ্বসহিষ্ণু, চিত্ত-বিক্ষেপককর্ম্মত্যাগী, সমাধানবিশিষ্ট হইয়া আপনাতেই পরমাত্মাকে দেখিবেক, তথা শ্রুতিঃ (অথ বৈ অন্যা আহুতয়োঽনন্তরন্যস্তাঃ কর্ম্মময্যো ভবন্তি এবং হি তস্য এতৎ পূর্ব্বে বিদ্বাংসোঽগ্নিহোত্রং জুহবাঞ্চক্রুঃ) ইহার অর্থ ১১ পৃষ্ঠে দেখিবেন, তথা শ্রুতিঃ (আচার্য্যকুলাৎ বেদমধীত্য যথাবিধানং গুরোঃ কর্ম্মাতিশেষেণ অভিসমাবৃত্য কুটুম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীয়ানো ধার্ম্মিকান্ বিদধদাত্মনি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সংপ্রতিষ্ঠাপ্য অহিংসন্ সর্ব্বাণি ভূতানি অন্যত্র তীর্থেভ্যঃ স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোক-মভিসম্পদ্যতে, ন স পুনরাবর্ত্ততে ন স পুনরাবর্ত্ততে) অর্থাৎ যথাবিধি আচার্য্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া অবশিষ্ট কালে অর্থসহিত বেদাধ্যয়নপূর্ব্বক সমাবর্ত্তন করিয়া কৃত-বিবাহ ব্যক্তি গৃহস্থধর্ম্মে থাকিয়া শুচি দেশে বেদাভ্যাস করিবেক, এবং পুত্র ও শিষ্য সকলকে ধর্ম্মিষ্ঠ করত, বাহ্য কর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক আত্মাতে সকল ইন্দ্রিয়কে উপসংহার করিয়া আবশ্যকের অন্যত্র হিংসা ত্যাগপূর্ব্বক যাবজ্জীবন উক্ত প্রকারে অনুষ্ঠান করিয়া দেহান্তে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মলোকস্থিতি পর্য্যন্ত তথায় থাকিয়া পশ্চাৎ মুক্ত হইবেক, তাহার পুনরাবৃত্তি নাই তাহার পুনরাবৃত্তি নাই। তথা শ্রুতি (আত্মৈবো-পাসীত) (আত্মানমেব লোকমুপাসীত) অর্থাৎ কেবল আত্মার উপাসনা করিবেক। জ্ঞানস্বরূপ আত্মারই কেবল উপাসনা করিবেক। ইত্যাদি শ্রুতি এবং বেদান্তের তৃতীয়

অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের ৩৬ সূত্র যাহার অর্থ ৯৬ পৃষ্ঠে লেখা গেল, এবং মনুবচন (যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ) তথা (জ্ঞানেনৈবাপরে বিপ্রা যজন্ত্যে-তৈর্ম্মখৈঃ সদা) ইত্যাদি, ও গীতাবাক্য (সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ) ইত্যাদি স্মৃতি ইহার প্রমাণ হয়েন॥ ভাগবতশাস্ত্রেও এইরূপ নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠানের সীমা করিয়াছেন, শ্রীভাগবতে একাদশস্কন্ধে ২০ অধ্যায়ে ১০ শ্লোক (তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে) অর্থাৎ আশ্রমকর্ম্ম তাবৎ করিবেক যে পর্য্যন্ত কর্ম্মে দুঃখবুদ্ধি হইয়া তাহার ফলেতে বিরক্ত না হয়, অথবা যে পর্য্যন্ত আমার কথা শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে অন্তঃকরণের অনুরাগ না জন্মে॥ এই শ্লোকের অবতরণিকাতে ভগবান্ শ্রীধর স্বামী লিখেন (কাম্যকর্ম্মসু প্রবর্ত্তমানস্য সর্ব্বাত্মনা বিধিনিষেধাধিকার ইত্যুত্তরাধ্যায়ে বক্ষতি, নিষ্কামকর্ম্মাধিকারিণস্তু যথাশক্তি, সচ জ্ঞানভক্তিযোগাধিকারাৎ প্রাগেব, তদধিকৃত-য়োস্তু স্বল্পঃ, তাভ্যাং সিদ্ধানাঞ্চ ন কিঞ্চিৎ, সাবধি কর্ম্মযোগমাহ তাবদিতি) অর্থাৎ কাম্যকর্ম্মে যে ব্যক্তি প্রবৃত্ত তাহার প্রতি সর্ব্বপ্রকারে বিধিনিষেধের অধিকার হয় ইহা পরের অধ্যায়ে কহিবেন, কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানে যে ব্যক্তি প্রবৃত্ত তাহার প্রতি সাধ্যানুসারে কর্ম্ম কর্ত্তব্য হয়, ঐ সাধ্যানুসার কর্ম্মানুষ্ঠানের তাবৎ অধিকার যাবৎ জ্ঞান কিম্বা ভক্তি সাধনে প্রবৃত্ত না হয়, এ দুইয়ের একে প্রবৃত্ত হইলে অতিশয় অল্প কর্ত্তব্য হয়, এবং জ্ঞান কিম্বা ভক্তির দ্বারা সিদ্ধ ব্যক্তির কিঞ্চিৎও কর্ত্তব্য নহে, পরের শ্লোকে কর্ম্মানুষ্ঠানের সীমা লিখিলেন (তাবৎ কর্ম্মাণি) পুনরায় ওই অধ্যায়ের ১৯ শ্লোক (যদারম্ভেষু নির্ব্বিণ্ণো বিরক্তঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ। অভ্যাসেনাত্মনো যোগী ধারয়েদচলং মনঃ) স্বামী, যখন আবশ্যক কর্ম্মানুষ্ঠানে দুঃখ বোধের দ্বারা উদ্বিগ্ন ও তাহার ফলেতে বিরক্ত হয়, তখন ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া জ্ঞানাভ্যাসের দ্বারা পরমাত্মাতে মনকে স্থির করিবেক। ২২ শ্লোক, (এষ বৈ পরমো যোগো মনসঃ সংগ্রহঃ স্মৃতঃ। হৃদয়জ্ঞত্বমন্বিচ্ছন্ দম্যস্যেবার্বতো মুহুঃ) স্বামী, ক্রমশ মনকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া আত্মাতে স্থির করা পরম যোগের উপায় হয় এ নিমিত্ত এই সাধনকে পরমযোগ কহিয়াছেন যেমন অদম্য অশ্বকে দমন করিবার সময় তাহার অভিপ্রায় মতে কিঞ্চিৎ যাইতে দিয়া পুনরায় তাহাকে অশ্বগ্রাহ রজ্জুতে ধারণপূর্ব্বক আপন বাঞ্ছিত পথে লইয়া যায়। ২৩ শ্লোক (সাংখ্যেন সর্ব্বভাবানাং প্রতি-লোমানুলোমতঃ। ভবাপ্যয়াবনুধ্যায়েন্মনো যাবৎ প্রসীদতি) অর্থাৎ মন কিঞ্চিৎ বশীভূত হইলে তত্ত্ববিবেকের দ্বারা মহদাদি পৃথিবী পর্য্যন্ত তাবৎ বস্তুর ক্রমে উৎপত্তি, ও ব্যুৎক্রমে নাশ চিন্তা করিবেক যে পর্য্যন্ত মনের নৈশ্চল্য না হয়॥ ভাগবতশাস্ত্রে

কথিত কর্ম্মানুষ্ঠানের যে সীমা লেখা গেল তাহা ভগবদ্গীতার অনুরূপ কথন হয়। গীতা (আরুরুক্ষোর্ম্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে। যোগারূঢস্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে) জ্ঞানারোহণে যে ব্যক্তির ইচ্ছা তাহার ঐ আরোহণে বর্ণাশ্রমাচার কর্ম্ম কারণ হয়, সেই ব্যক্তি যখন যোগারূঢ় হইল তখন তাহার জ্ঞান পরিপাকের নিমিত্ত চিত্তবিক্ষেপকারী কর্ম্মের ত্যাগ ঐ জ্ঞান পরিপাকের কারণ হয়॥ সেই যোগারূঢ় তিন প্রকার হয়েন। প্রথম (যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্যতে। সর্ব্বসঙ্কল্পসংন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে) যে কালে সকল সঙ্কল্পকে মনুষ্য ত্যাগ করে, অতএব ইন্দ্রিয় বিষয় সকলে ও কর্ম্মে আসক্ত না হয় সে কালে তাহাকে যোগারূঢ় কহা যায়॥ এ প্রকার ব্যক্তি কনিষ্ঠ যোগারূঢ় হয়েন, কিন্তু উত্তম যে নিষ্কামকর্ম্মী তাহার তুল্য বরঞ্চ শ্রেষ্ঠ হয়েন, যেহেতু (এতান্যপি তু কর্ম্মাণি) ইত্যাদি গীতার অষ্টাদশাধ্যায়ে ষষ্ঠ শ্লোকের এবং (কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম) ইত্যাদি নবম শ্লোকের প্রমাণে, উত্তম যে নিষ্কাম কর্ম্মী তাঁহারও সংকল্পত্যাগাধীন কর্ম্মে আসক্তি ও ফলকামনা থাকে না, অর্থাৎ কর্তৃত্বাভিমান থাকে নাই, কিন্তু জ্ঞানারোহণে উপক্রম না হওয়াতে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান থাকে। পরে গীতাতে পূর্ব্ব হইতে শ্রেষ্ঠ যোগারূঢ়ের লক্ষণ কহিতেছেন। (জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ) অর্থাৎ গুরূপদেশ জ্ঞান ও পরোক্ষানুভব ইহার দ্বারা তাঁহার অন্তঃকরণ তৃপ্ত হইয়াছে অতএব নির্ব্বিকার ও বিশেষরূপে ইন্দ্রিয়জয়বিশিষ্ট হয়েন এবং মৃত্তিকা ও পাষাণ ও স্বর্ণ ইহাতে সমান দৃষ্টি তাঁহার হয়, তাঁহাকে যুক্ত যোগারূঢ় কহি॥ যুক্ত যোগারূঢ়কে পূর্ব্বোক্ত যোগারূঢ় হইতে উত্তম কহিলেন যেহেতু আত্মজ্ঞানে সম্পূর্ণ তৃপ্তি ও নির্ব্বিকার ভাব ও বিশেষরূপে ইন্দ্রিয় জয় ও পাষাণ ও সুবর্ণে সম ভাব এ সকল বিশেষণ কনিষ্ঠ যোগারূঢ়ে নাই, এ নিমিত্ত তেঁহো যুক্ত যোগারূঢ়ের তুল্যরূপে গণিত হয়েন না। পরে মধ্যম যোগারূঢ় হইতেও শ্রেষ্ঠের লক্ষণ কহিতেছেন (সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু। সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্ব্বিশিষ্যতে) অর্থাৎ স্বভাবত যিনি হিতাকাঙ্ক্ষী ও স্নেহবশে যিনি উপকারী হয়েন ও বৈরী ও উদাসীন এবং মধ্যস্থ ও দ্বেষের পাত্র ও সম্পর্কীয় ও সদাচার ব্যক্তি ও পাপী এ সকলে সমান বুদ্ধি যাঁহার তিনি সর্ব্বোত্তম যোগারূঢ় হয়েন। যেহেতু এ সকল লক্ষণ না মধ্যমে না কনিষ্ঠ যোগারূঢ়ে প্রাপ্ত হয়॥ এইরূপ বিষ্ণুভক্তিপ্রধান গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত তাহাতে যদ্যপিও নানাবিধ প্রতিমা পূজার বিধি আছে, কিন্তু তাহারও অবধি ওই শাস্ত্রে করিয়াছেন, অর্থাৎ কি পর্য্যন্ত প্রতিমাদি পূজা করিবেক ও কোন অধিকারে করিবেক না বরঞ্চ করিলে পরমেশ্বরের

অবজ্ঞা, উপেক্ষা, দ্বেষ, নিন্দা তাহাতে হয়, সে সীমা এই, তৃতীয় স্কন্ধে ত্রিংশৎ অধ্যায়ে (অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা। তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনং ১৮॥ যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং। হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাৎ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ ১৯॥ দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ। ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি ২০॥ অহমুচ্চাবচৈর্দ্রব্যৈঃ ক্রিয়য়োৎপন্নয়াঽনঘে। নৈব তুষ্যেঽর্চ্চিতোঽর্চ্চায়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ ২১॥ অর্চ্চায়ামর্চ্চয়েত্তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ। যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতং ২২॥ আত্মনশ্চ পরস্যাপি যঃ করোত্যন্তরোদরং। তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যুর্বিদধে ভয়মুল্বনং ২৩॥ অথ মাং সর্ব্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ং। অর্হয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাঽভিন্নেন চক্ষুষা ২৪॥) অর্থাৎ বিশ্বের আত্মাস্বরূপ যে আমি, সকল জগতে সর্ব্বদা স্থিতি করি এবংবিশিষ্ট আমাকে অনাদর করিয়া পরিচ্ছিন্নরূপ প্রতিমাতে মনুষ্য পূজারূপ বিড়ম্বনা করে। ১৮। আমি যে সর্ব্বত্র ব্যাপক আত্মাস্বরূপ ঈশ্বর আমাকে ত্যাগ করিয়া মূঢ়তাপ্রযুক্ত যে প্রতিমার পূজা করে, সে কেবল ভস্মে হবন করে। ১৯। অন্যের শরীরস্থ আমি তাহার দ্বেষের দ্বারা যে আমাকে দ্বেষ করে এমন মানী ও ভিন্নদর্শী ও অন্যের সহিত বদ্ধবৈর যে ব্যক্তি তাহার চিত্ত প্রসন্নতাকে প্রাপ্ত হয় না। ২০। অন্যের নিন্দাকারী ব্যাক্তিরা আমাকে নানাবিধ দ্রব্যের আহরণ দ্বারা প্রতিমাতে পূজা করিলে আমি তাহাতে তুষ্ট হই না। ২১। সর্ব্বভূতে অবস্থিত যে আমি আমাকে আপন হৃদয়স্থ যে কাল পর্য্যন্ত না জানে তাবৎ প্রতিমাতে স্বকর্ম্মবিশিষ্ট হইয়া পূজা করিবেক। ২২। আপনার ও পরের ভেদ মাত্রও যে ব্যক্তি করে সেই ভিন্নদ্রষ্টা পুরুষের প্রতি মৃত্যুরূপে আমি জন্মমরণরূপ অতিশয় ভয় প্রদর্শন করাই। ২৩। এখন কি কর্ত্তব্য তাহা কহি, আমি যে বিশ্বের আত্মা সর্ব্বত্র বাস করিয়া আছি আমার আরাধনা দানের দ্বারা, ও অন্যের সম্মানের দ্বারা, ও অন্যের সহিত মিত্রতার দ্বারা, ও সমদর্শনের দ্বারা, করিবেক। ২৪।

অধ্যাত্মবিদ্যার উপদেশকালে বক্তারা আত্মতত্ত্বভাবে পরিপূর্ণ হইয়া পরমাত্মা-স্বরূপে আপনাকে বর্ণন করেন, অথচ তাঁহাদের উপাধি সম্বন্ধাধীন পুনরায় স্থানে২ ভেদ প্রদর্শন বিশেষণাক্রান্ত করিয়াও আপনাকে কহেন, অর্থাৎ পরমাত্মাকে অন্য-রূপে উপদেশ আর আপনাকে স্বতন্ত্র বিশেষণাক্রান্তরূপে বর্ণন করেন; অতএব অধ্যাত্ম উপদেশে পরমাত্মা স্বরূপে বক্তার যে কথন, তাহার দ্বারা সেই পরিচ্ছিন্ন ব্যক্তিবিশেষে তাৎপর্য্য না হইয়া পরমাত্মাই প্রতিপাদ্য হয়েন, ইহার মীমাংসা বেদান্তের প্রথমাধ্যায়ের প্রথম পাদের ৩০ সূত্রে করিয়াছেন। আশঙ্কা এই উপস্থিত

হইয়াছিল যে কোষীতকিব্রাহ্মণোপনিষদে ইন্দ্র আপনাকে পরব্রহ্মস্বরূপে উপদেশ করেন (প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা তং মামায়ুরমৃতমিত্যুপাস্ব) জ্ঞানস্বরূপ জীবনদাতা ও মরণশূন্য যে ব্রহ্ম তাহা আমি হই আমার উপাসনা করহ। (মামেব বিজানীহি) কেবল আমাকেই জান। এ সকল শ্রুতি পরব্রহ্মের বিশেষণকে কহিতেছেন কিন্তু ইন্দ্র ইহার বক্তা, অতএব ইন্দ্রের পরব্রহ্মত্ব এ সকল শ্রুতি দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, এই আশঙ্কার নিরাস পরের সূত্রে করিতেছেন। (শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ) ৩০। ইন্দ্র এ স্থলে "অহং ব্রহ্ম" এই শাস্ত্রদৃষ্টি দ্বারা আপনাকে পরব্রহ্মস্বরূপ জানিয়া কহিয়াছেন "যে আমাকেই কেবল জান" "আমার উপাসনা কর" যেমন বামদেব ঋষি আপনাকে সাক্ষাৎ পরব্রহ্মস্বরূপে উপদেশ করিয়াছেন। শ্রুতিঃ (অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চেতি) বামদেব কহিতেছেন যে, "আমি মনু হইয়াছি ও সূর্য্য হইয়াছি" কিন্তু ঐ অধ্যাত্ম উপদেশের মধ্যে ইন্দ্র উপাধিবশে পুনরায় ভেদদৃষ্টিতেও আপনাকে কহিতেছেন (ত্রিশীর্ষাণং ত্বাষ্ট্রমহনং) ত্রিশীর্ষা যে বৃত্রাসুরের জ্যেষ্ঠ বিশ্বরূপ তাহাকে আমি নষ্ট করিয়াছি। অর্থাৎ এরূপ ক্রূর কার্য্য সকল করিয়াও আত্মজ্ঞানবলে আমার কিঞ্চিৎ মাত্র হানি হয় না॥ বস্তুত ঐ সকল পরমাত্মপ্রতিপাদক শ্রুতির বক্তা ইন্দ্র হইয়াছেন, অথচ তাহাতে পরিচ্ছেদবিশিষ্ট যে ইন্দ্র তাঁহার সাক্ষাৎ পরব্রহ্মত্ব প্রতিপন্ন হয় না, কিন্তু অপরিচ্ছিন্ন পরমেশ্বরে তাৎপর্য্য হয়। সেইরূপ ভগবান্ কপিলও অধ্যাত্ম উপদেশে কহিতেছেন, শ্রীভাগবতে ৩ স্কন্ধে ২৫ অধ্যায়ে (বিসৃজ্য সর্ব্বানন্যাংশ্চ মামেবং বিশ্বতোমুখং। ভজন্ত্যনন্যয়া ভক্ত্যা তান্ মৃত্যোরতি পারয়ে) অর্থাৎ তাবৎ অন্যকে পরিত্যাগ করিয়া আমি যে বিশ্বস্বরূপ আমাকে যে ব্যক্তি অনন্য ভক্তির দ্বারা ভজন করে তাহাকে আমি সংসার হইতে তারণ করি। এ স্থলে ভগবান্ কপিল পরমাত্মাস্বরূপে আপনাকে বর্ণন করিতেছেন কিন্তু ইহা তাৎপর্য্য তাঁহার নহে যে তাবৎ অন্যকে পরিত্যাগ করিয়া ব্যক্তিবিশেষ, অর্থাৎ হস্তপাদাদির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন যে কপিল তন্মূর্ত্তির উপাসনা করিবেক। পুনরায় কপিলের উপাধিসম্বন্ধ দ্বারা ঐ উপদেশের মধ্যে আপন দৈহিক বিশেষণ সকল, যেমন "হে মাতঃ" ইত্যাদি, যাহা পরব্রহ্মের বিশেষণ হইবার সম্ভব নহে, তাহার দ্বারা ভেদ সূচনাও করিতেছেন। (অত্রৈব নরকঃ স্বর্গ ইতি মাতঃ প্রচক্ষতে) হে মাতা ইহলোকেই স্বর্গ নরকের চিহ্ন হয়। এই মীমাংসা তাবৎ অধ্যাত্ম উপদেশে ঋষিরা ও আচার্য্যেরা করিয়াছেন॥

সংপ্রতি এ পরিচ্ছেদকে পশ্চাৎ লিখিত শ্রুতিবাক্যে ও মহাকবিপ্রণীত শ্লোকের দ্বারা সমাপ্ত করিতেছি, শ্রুতিঃ (যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চ জনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ তমেব

মন্ত্য আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মামৃতোঽমৃতং) অর্থাৎ যে পরব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, অন্ন, মন, এই পাঁচ ; দেবতা, পিতৃলোক, গন্ধর্ব্ব, অসুর, যক্ষ, এই পাঁচ ; ও চারি বর্ণ ও অন্ত্যজ ; এই পাঁচ ; অর্থাৎ জগৎ ও আকাশ স্থিতি করেন সেই মরণশূন্য আত্মা যে ব্রহ্ম তাঁহাকেই কেবল আমি মনন করি এবং এই মনন দ্বারা আমি জন্মমরণশূন্য হই ॥ মহাকবি ভর্ত্তৃহরিশ্লোক, (মাতর্মেদিনি, তাত মারুত, সখে তেজঃ, সুবন্ধো জল, ভ্রাতর্ব্যোম, নিবদ্ধ এষ ভবতামন্ত্যঃ প্রণামাঞ্জলিঃ। যুষ্মৎ-সঙ্গবশোপজাতসুকৃতোদ্রেকস্ফুরন্নির্ম্মলজ্ঞানাপাস্তসমস্তমোহমহিমা লীয়ে পরে ব্রহ্মণি) হে মাতা পৃথিবী, ও পিতা পবন, হে সখা তেজঃ, হে অতিমিত্র জল, হে ভ্রাতা আকাশ, তোমাদিগ্যে প্রণামের নিমিত্ত অন্তকালীন এই অঞ্জলি বদ্ধ করিতেছি ; তোমাদের সম্বন্ধাধীন উৎপন্ন যে সুকৃতপুঞ্জ, তাহার দ্বারা প্রকাশস্বরূপ যে নির্ম্মল জ্ঞান, তাহা হইতে দূর হইয়াছে সম্পূর্ণ মোহের প্রাবল্য যে ব্যক্তি হইতে, এমন যে আমি সংপ্রতি পরব্রহ্মে লীন হইতেছি ॥ ইতি প্রথম প্রশ্নের দ্বিতীয় উত্তরে সর্ব্বহিত-প্রদর্শকো নাম দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ ॥

---

৮৬ পত্রে যাহা লিখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে আমরা বেদের অসদর্থ কল্পনা করিয়া থাকি। উত্তর, বেদের যে সকল ভাষা বিবরণ আমরা করিয়াছি তাহা গৃহমধ্যে লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছি এমত নহে, তাহার ভূরি পুস্তক অন্যত্র প্রচলিত আছে এবং বেদান্তভাষ্য ও বার্ত্তিকাদি পুস্তক সকলও এই নগরেই মহানুভব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেদের নিকটে এবং রাজগৃহে আছে, অতএব আমাদের কৃত ভাষাবিবরণের কোনো এক স্থানে অসদর্থ দর্শাইয়া তাহার প্রমাণ করিবার সমর্থ হইলে এরূপ যদি লিখিতেন তবে হানি ছিল না, নতুবা অত্যন্ত অজ্ঞান ব্যতিরেক দ্বেষ ও পৈশুন্যতার বাক্যে কে বিশ্বাস করিয়া শাস্ত্রে অশ্রদ্ধা ও স্বীয় পরমার্থ লোপ করিবেক। এ যথার্থ বটে যে বেদার্থ ব্যাখ্যা করিবার যোগ্য আমরা নহি যেহেতু শ্রুতির বিশেষ বেত্তা মন্বাদি ঋষিরা হয়েন, কিন্তু ওই সকল ঋষির ও ভাষ্যকারের ব্যাখ্যানুসারে আমরা প্রণব গায়ত্রী ও উপনিষদাদি বেদের বিবরণ করিয়াছি এবং করিতেছি ; ঐ সকল স্মৃতি ও ভাষ্যগ্রন্থ সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হয় এবং পরস্পর ঐক্য করিয়া শুদ্ধাশুদ্ধ বিবেচনা করিবার যোগ্যতা জ্ঞানবান্ মাত্রেরই আছে। বাস্তবিক জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা দ্বেষবশে যথার্থকে অযথার্থ কদাপি কহেন না, আমাদের এই এক মহৎ ভরসা আছে এবং তাঁহারা ইহাও বিশেষরূপে জানেন যে বেদার্থ দুরূহ হইয়াও মহর্ষিদের বিবরণ দ্বারা সর্ব্বথা জ্ঞেয় হইয়াছেন। (বেদাদ্যোর্থঃ স্বয়ং জ্ঞাতস্তত্রাজ্ঞানং ভবেদ্যদি।

ঋষিভির্নিশ্চিতে তত্র কা শঙ্কা স্যান্মনীষিণাং) অর্থাৎ বেদের অর্থ যদি স্বয়ং করিতে সংশয় হয় তবে তাহার যথার্থ অর্থে ঋষিরা যে নির্ণয় করিয়াছেন তাহার দ্বারা পণ্ডিতেদের সংশয় থাকিবার বিষয় কি।

আমরা প্রথম উত্তরে লিখিয়াছিলাম যে প্রথমতঃ যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক জ্ঞান সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া পশ্চাৎ যত্ন না করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইতে ভ্রষ্ট হয় সে ব্যক্তি পর২ জন্মে পূর্ব্বের প্রবৃত্তির ফলে জ্ঞান সাধনে যত্নবিশিষ্ট হইয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, আর ইহার প্রমাণের নিমিত্ত (অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ। অপ্রাপ্য যোগ-সংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি) ইত্যাদি ভগবদ্গীতার প্রমাণ দিয়াছিলাম তাহাতে ৮৬ পৃষ্ঠের ১১ পংক্তিতে ধর্ম্মসংহারক লিখিয়াছেন যে আমরা অপ্রতিষ্ঠিত শব্দের অর্থ "যোগারূঢ়" কহি। উত্তর, এরূপ মিথ্যাপবাদের পরিহার নাই যেহেতু আমাদের উত্তরের ৯ পৃষ্ঠে ২ পংক্তি অবধি লিখিয়াছি যে "যে ব্যক্তি প্রথমতঃ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া জ্ঞানাভ্যাসে প্রবৃত্ত হয় পশ্চাৎ যত্ন না করে এবং জ্ঞানাভ্যাস হইতে বিরত হইয়া বিষয়াসক্ত হয়—সে ব্যক্তি জ্ঞানের অসিদ্ধতা প্রযুক্ত মুক্তিকে না পাইয়া নিরাশ্রয় ও ব্রহ্মপ্রাপ্তিতে বিমূঢ় হইয়া ছিন্ন মেঘের ন্যায় নষ্ট হইবেক কি না" এ স্থলে জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা দেখিবেন যে ভগবান্ শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যানুসারে অপ্রতিষ্ঠিত শব্দের অর্থ "নিরাশ্রয়" লেখা গিয়াছে, অতএব ইহার বিপরীতবক্তাকে যাহা উচিত হয় তাঁহারাই কহিবেন।

পরে ৮৯ ও ৯০ পৃষ্ঠে স্বীয় নীচ স্বভাবাধীন এই মোক্ষশাস্ত্রের বিচারে গীতা-বচনের ক্রোড় পংক্তি সকলে নানা ব্যঙ্গ ও কটূক্তিপূর্ব্বক ৯০ পৃষ্ঠের ১০ পংক্তিতে লিখিয়াছেন যে "এই ভগবদ্গীতার শ্লোকে যোগ শব্দে তাঁহার অভিপ্রেত কোন্ যোগ, জ্ঞানযোগ কি কর্ম্মযোগ কি সাংখ্যযোগ!" উত্তর, ভগবদ্গীতার ওই যোগোপায় প্রকরণে (তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতং) এই শ্লোকের ব্যাখ্যাতে ভগবান্ শ্রীধরস্বামী যোগ শব্দের প্রতিপাদ্য কি হয় তাহার বিবরণ স্পষ্টরূপে করিয়াছেন যে "পরমাত্মা ও জীবাত্মার ঐক্যরূপে চিন্তন, যাহা সকল দুঃখ নাশের প্রতি কারণ হইয়াছে, তাহা যোগশব্দের প্রতিপাদ্য হয় আর নিষ্কাম কর্ম্মেতে যে যোগ শব্দের প্রয়োগ আছে সে ঔপচারিক হয়" অতএব আমরা (অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ) এই শ্লোকের ব্যাখ্যাতে শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যানুসারে যোগ শব্দের অর্থ প্রথম উত্তরের ৯ পৃষ্ঠে ২ ও ৩ পংক্তিতে "জ্ঞানাভ্যাস" অর্থাৎ পরমাত্মা ও জীবাত্মার পুনঃ২ ঐক্য চিন্তন ইহা লিখিয়াছি অতএব এরূপ বিবরণ করিবার পরে ধর্ম্মসংহারকের পূর্ব্বোক্ত তিন কোটীয় প্রশ্ন করা অর্থাৎ "যোগশব্দে

জ্ঞানযোগ কি কর্ম্মযোগ কি সাংখ্যযোগ অভিপ্রেত হয়” ইহা উচিত হয় কি না তাহার বিবেচনা বিজ্ঞ ব্যক্তিরা করিবেন ঐ গীতাবচনসকলের সাক্ষাৎ স্পষ্টার্থে আশঙ্কা কেবল নাস্তিকে করিতে পারে কিন্তু যাহার শাস্ত্রে কিঞ্চিৎও শ্রদ্ধা আছে সে কদাপি সংশয় করে না।

৮৯ পৃষ্ঠে ৭ পংক্তিতে লিখেন যে “ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়েরা যোগারূঢ়, যুক্ত, ও পরম যোগী এই তিনের কি হইতে পারেন”। উত্তর, আমাদের পূর্ব্ব উত্তরের ৯ পৃষ্ঠে ব্যক্ত আছে যে যোগারূঢ়, কিম্বা যুক্ত যোগারূঢ়, অথবা পরম যোগারূঢ়, ইহার মধ্যে যে কোন অবস্থা ব্যক্তি প্রাপ্ত হয়েন, ইহ জন্মে অথবা পরজন্মে তাঁহার পুরুষার্থ-সিদ্ধির কি আশ্চর্য্য, বরঞ্চ যাঁহারা জ্ঞানযোগের কেবল জিজ্ঞাসু মাত্র হইয়া থাকেন অথচ দুর্ভাগ্যবশে সাধনে যত্ন না করেন তাঁহারাও পরজন্মে কৃতার্থ হয়েন॥ ভগবদ্গীতায় ওই জ্ঞানাভ্যাস প্রকরণে ভগবান্ কৃষ্ণ ইহার বিশেষ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যথা (জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে) অর্থাৎ আত্মতত্ত্বকে কেবল জানিতে ইচ্ছা মাত্র করিয়াছে এমত ব্যক্তিও পরজন্মে যোগাভ্যাস দ্বারা বেদোক্ত কর্ম্মফলকে অতিক্রম করে অর্থাৎ মুক্ত হয়॥ এ সকল বাক্যার্থকে নাস্তিকেরা যদি দ্বেষপ্রযুক্ত অববোধ করিতে না পারেন তাহাতে আমাদের সাধ্য কি॥ ৯২ পৃষ্ঠে ৯ পংক্তিতে লিখেন যে “সকল ধর্ম্মের মধ্যে আত্মতত্ত্বজ্ঞান শ্রেষ্ঠ হয় এ বিষয়ে পণ্ডিতাভিমানী মহাশয় যেমন এক মনুবচন প্রকাশ করিয়াছেন তেমন কলিযুগে দানের শ্রেষ্ঠত্ববোধক মনুর অন্য বচনও দৃষ্ট হইতেছে যথা (তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে। দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দানমেকং কলৌ যুগে) উত্তর, এ স্থলে ধর্ম্মসংহারকের এমত তাৎপর্য্য না হইবেক যে “মনু কোন স্থানে জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ কহেন আর কোনো স্থানে দানকে শ্রেষ্ঠরূপে বর্ণন করেন অতএব পূর্ব্বাপর অনৈক্যপ্রযুক্ত মনুর প্রামাণ্য নাই” যেহেতু এ প্রকার কথনের সম্ভাবনা শুদ্ধ নাস্তিক বিনা হয় না। বস্তুতঃ ভগবান্ মনু এ স্থলে দানের প্রশংসাতেই জ্ঞানের প্রশংসা ফলত করিয়াছেন, যে তাবৎ দানের মধ্যে শব্দব্রহ্ম দান উত্তম হয় যাহার দ্বারা পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন। যথা, মনুঃ (সর্ব্বেষামেব দানানাং ব্রহ্মদানং বিশিষ্যতে) সকল দানের মধ্যে ব্রহ্মদান শ্রেষ্ঠ হয়। তথাচ মনুঃ (ব্রহ্মদো ব্রহ্মসার্ষ্টিতাং) ব্রহ্মদান করিলে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হয়॥ সর্ব্বশাস্ত্রে যেখানে যজ্ঞদান তপস্যা প্রভৃতি কর্ম্মের বিশেষ প্রশংসা করেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে এ সকল কর্ম্ম ইহ জন্মে কিম্বা পরজন্মে জ্ঞানেচ্ছার প্রতি কারণ হয়, শ্রুতিঃ (তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন) সেই যে এই পরমাত্মা তাঁহাকে ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞ, দান, তপস্যা, উপবাস এ সকলের দ্বারা জানিতে

ইচ্ছা করেন। অর্থাৎ এ সকল কর্ম্ম আত্মজ্ঞানেচ্ছার কারণ হয়। তাহাতে যে যুগে যে কর্ম্মানুষ্ঠান বাহুল্যরূপে করিয়াছেন সেই যুগে তাহারই প্রাধান্যরূপে বর্ণন করেন, কিন্তু শ্রুতি স্মৃতি প্রমাণ দ্বারা সর্ব্বযুগেই এই নিয়ম যে (যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন) অর্থাৎ যজ্ঞ দান তপস্যা ব্রত ইত্যাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠানকে উত্তম ব্যক্তিরা জ্ঞানেচ্ছার উদ্দেশে করিয়াছেন। ভগবদগীতাতেও জ্ঞান হইতে কর্ম্মকে ও ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ কহিয়া পরে শ্রেষ্ঠত্বের কারণ লিখেন যে কর্ম্মের ও ভক্তির দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ কর্ম্মকে জ্ঞানের উপায় কহিয়া প্রশংসা করিলে ফলত জ্ঞানেরই প্রশংসা করা হয়, যথা (সংন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ। তয়োস্তু কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে॥ সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ। যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি) সংন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়েই মুক্তিসাধন হয়েন তাহার মধ্যে কর্ম্মসংন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ হয়। অতএব হে অর্জ্জুন নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি না হইলে কর্ম্মসংন্যাস দুঃখের কারণ হইবেক, কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি যাহার হইল সে ব্যক্তি কর্ম্মত্যাগী হইয়া শীঘ্র ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়॥ সেইরূপ দ্বাদশাধ্যায়ে ভক্তিকে জ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ কহিতেছেন, যথা (ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে। শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ) ২ শ্লোকঃ স্বামী, আমাতে যাহারা মনকে একাগ্র করিয়া মন্নিষ্ঠ হইয়া পরম শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমার উপাসনা করে তাহারা জ্ঞাননিষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ হয়। (ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাং। অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে) ৫ অব্যক্ত পরব্রহ্মে যাহাদের চিত্ত আসক্ত তাহাদের ভক্ত অপেক্ষা ক্লেশ অধিক হয়, যেহেতু অব্যক্ত পরমাত্মাতে নিষ্ঠা দেহাভিমানী ব্যক্তির দুঃখেতে হয়॥ (ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়। নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ) আমাতেই মনকে ধারণ কর ও আমাতে বুদ্ধিকে রাখ তাহার পর আমার প্রসাদে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া দেহান্তে আমাতেই লীন হইবে॥ জ্ঞান হইতে ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ দ্বাদশ অধ্যায়ে এবং জ্ঞান হইতে কর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ পঞ্চম অধ্যায়ে কহিয়া শ্রেষ্ঠত্বে কারণ কহিলেন যে বিনা কর্ম্ম কিম্বা বিনা ভক্তি জ্ঞান সাধনে ক্লেশ হয়, কিন্তু উভয় স্থলে এবং দশম অধ্যায়ের ১০ ও ১১ শ্লোকে ইহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে কর্ম্মের এবং ভক্তির ফল জ্ঞান হয় অতএব ওই দুইয়ের প্রশংসাতে জ্ঞানেরই প্রশংসা হয়॥

৯২ পৃষ্ঠের শেষ অবধি লিখেন "যেমন পণ্ডিতাভিমানী মহাশয়ের লিখিত বচন দ্বারা জ্ঞানের মোক্ষসাধনত্ব বোধ হইতেছে তেমন ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর পূর্ব্বলিখিত গীতাদির অনেক শ্লোকেই কর্ম্মেরও মোক্ষসাধনত্ব প্রাপ্ত হইতেছে"। উত্তর, পণ্ডিতেরা

বিবেচনা করিবেন যে ধর্ম্মসংহারকের লিখিত গীতাবচনে কি অন্য কোনো বচনে "যেমন" জ্ঞানকে সাক্ষাৎ মোক্ষকারণ কহিয়াছেন "তেমন" কর্ম্মকে কি কোন স্থানে মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণরূপে বর্ণন করিয়াছেন? অধিকন্তু যে প্রকার জ্ঞানের সাক্ষাৎ মোক্ষসাধনত্ব আছে সেই প্রকার কর্ম্মেরও যদি সাক্ষাৎ মুক্তিসাধনত্ব হয়, তবে পরের লিখিত শ্রুতি স্মৃতির কিরূপ নির্ব্বাহ হইবেক, তাঁহারাই ইহার বিবেচনা করিবেন। শ্রুতিঃ (তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়) (তমাত্মস্থং যেনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং) (নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে)। মনুঃ (প্রাপ্যৈতৎ কৃতকৃত্যোহি দ্বিজো ভবতি নান্যথা) অর্থাৎ জ্ঞান মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ হয়েন অন্য কোনো সাধন মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ হয় না॥ বেদান্তে ও গীতাদি মোক্ষশাস্ত্রে নিষ্কাম কর্ম্মপ্রবাহকে ইহ জন্মে কিম্বা পরজন্মে চিত্তশুদ্ধির কারণ কহেন, চিত্তশুদ্ধি জ্ঞানেচ্ছার কারণ হয়, জ্ঞানেচ্ছা শ্রবণ মননাদি সাধনের কারণ, সেই সাধন জ্ঞানোৎপত্তির কারণ, আর জ্ঞান মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ হয়েন, যেমন কর্ষণাদি ক্রিয়া ক্ষেত্রের উর্ব্বরা হইবার কারণ হয়, আর উর্ব্বরা হওয়া উত্তম শস্যের কারণ, শস্য তণ্ডুলের কারণ, তণ্ডুল ওদনের কারণ, ওদন ভোজনের কারণ, ভোজন তৃপ্তির কারণ, অতএব কোন্ শাস্ত্রজ্ঞ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এমত কহিবেন যে তৃপ্তির কারণ "যেমন" ভোজন হয় "তেমন" ক্ষেত্রের কর্ষণাদি ক্রিয়াও তৃপ্তির কারণ হয়।

৯৫ পৃষ্ঠে যাহা লিখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে অন্যান্য লোকেরা জ্ঞানাবলম্বনের নিমিত্ত কোনো ব্যক্তির পশ্চাৎ গমন করেন সেই ব্যক্তি আপনাকে জ্ঞানী করিয়া মানিতেছেন। উত্তর, আমাদের প্রথম উত্তরের ১০ পৃষ্ঠে লিখিয়াছি যে এ স্থলে দুই প্রকার ব্যক্তি সকল দেখিতেছি এক এই যে, বেদ ও বেদশিরোভাগ উপনিষদ্সম্মত ও মনু প্রভৃতি তাবৎ শাস্ত্রসম্মত- যে আত্মোপাসনা হয় ইহা বিশেষরূপে নিশ্চয় করিয়া, এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে২ বস্তু সে সকল নশ্বর অতএব সেই নশ্বর হইতে ভিন্ন পরমেশ্বর হয়েন, ইহা যুক্তিসিদ্ধ জানিয়া সেই অনির্ব্বচনীয় পরমেশ্বরের সত্তাকে তাঁহার কার্য্য দ্বারা স্থির করিয়া তাঁহাতে যে শ্রদ্ধা করে, তাহার প্রতি গড্ডরিকাবলিকা শব্দের প্রয়োগ করা উচিত হয়, কি যে ব্যক্তি এমত কোন মনঃকল্পিত উপাসনা যাহা কেবল অন্যে করিতেছে এই প্রমাণে পরিগ্রহ করে এবং যুক্তি হইতে এককালে চক্ষুর্মুদ্রিত করিয়া দুর্জ্জয় মানভঙ্গ যাত্রা ও সুবলসম্বাদ ইত্যাদি হাস্যাস্পদ কর্ম্ম, কেবল অন্যকে এ সকল করিতে দেখিয়া সেই প্রমাণে অনুষ্ঠান করে, এমত ব্যক্তির প্রতি গড্ডরিকাবলিকা শব্দের প্রয়োগ উচিত হয়? এখন বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিবেচনা

করিবেন যে প্রথম প্রকার ব্যক্তিরা স্বীয় বিবেচনা ও শাস্ত্রান্বেষণ দ্বারা পরমেশ্বরে শ্রদ্ধা করেন এরূপ যদি স্পষ্টার্থের দ্বারা প্রথম উত্তরে প্রাপ্ত হয়, তবে তাঁহাদিগ্‌কে পশ্চাদ্বর্ত্তিরূপে আমরা লিখিয়া আপনাকে জ্ঞানী অভিমান করিয়া থাকি এমত অপবাদ যিনি দিতে সমর্থ হয়েন তিনি দ্বেষান্ধ হয়েন কি না।

৯৭ পৃষ্ঠে যাহা লিখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে সদ্‌যুক্তি ও সদ্ব্যবহার ও সৎপ্রমাণের অনুসারে যাঁহারা কর্ম্ম করেন এবং পূর্ব্ব২ লোকেদের পশ্চাদ্বর্ত্তী হয়েন তাঁহারা গড্‌ডরিকাবলিকার ন্যায় হয়েন না। অতএব ধর্ম্মসংহারককে জিজ্ঞাসা করি যে বালিশে পৃষ্ঠ প্রদান ও তাম্রকুট পানপূর্ব্বক আপন২ ইষ্ট দেবতার সঙ্‌কে সম্মুখে নৃত্য করাইয়া আমোদ করা কোন্‌ সদ্‌যুক্তি ও সৎপ্রমাণ হয়? এবং দুর্জ্জয় মান যাত্রায় নাপিতিনীর বেশ ইষ্ট দেবতার করা কোন্‌ সদ্‌যুক্তি ও সৎপ্রমাণ হয়? ও বেসো, কেসো, বড়াইবুড়ী ইত্যাদির দ্বারা ইষ্ট দেবতার উপহাস করা কোন সদ্‌যুক্তি ও সৎপ্রমাণ হয়? কেবল দশ জনে করিয়া থাকে এই অনুসারে যদি এ সকল নিন্দিত কর্ম্ম কেহ২ করেন, তবে তাঁহার প্রতি, গড্‌ডরিকাবলিকার ন্যায় করিতেছেন, এরূপ কহা যাইতে পারে কি না।

৯৮ পৃষ্ঠের শেষ অবধি লিখেন যে "দুর্জ্জয়মানভঙ্গ প্রভৃতি কালীয় দমন যাত্রার অন্তর্গত হয় তাহার প্রমাণ শ্রীভাগবতের দশমস্কন্ধে ৩২ অধ্যায়ে আছে এবং রাম-যাত্রার প্রমাণ হরিবংশে বজ্রনাভবধে ও প্রদ্যুম্নোত্তরে আছে যদি সন্দেহ হয় তবে সেই২ পুস্তক দৃষ্টি করিলে নিঃসন্দিগ্ধ হইবেক"॥ উত্তর, এ আশ্চর্য্য চাতুর্য্য যে স্থলে এক বচন লিখিলে যথেষ্ট হয় তথায় গ্রন্থবাহুল্য জন্যে ভূরি বচন পুনঃ২ ধর্ম্মসংহারক লিখিয়াছেন, কিন্তু এ স্থলে দুর্জ্জয়মান ও বড়াই বুড়ীর যাত্রা ইত্যাদির প্রমাণের উদ্দেশে শ্রীভাগবতের দ্বাত্রিংশদধ্যায়ে ও হরিবংশে প্রেরণ করেন, যেহেতু সামান্যাকারে লিখিলে হঠাৎ অশাস্ত্রকথন ব্যক্ত হইতে পারে না, অতএব বিজ্ঞ লোকে বিবেচনা করিবেন যে এ স্থলে ভাগবতের এক দুই বচন দুর্জ্জয় মানে নাপিতিনীর বেশ ধারণের বিষয়ে ধর্ম্মসংহারকের লেখা উচিত ছিল কি না? যদ্যপিও ভাগবতে ও হরিবংশে দৃষ্ট হয় যে ভগবান্‌ কৃষ্ণ ও তাঁহার পরিচরেরা পরস্পর বিলাসপূর্ব্বক কেহ কাহারে প্রহার ও পদাঘাত ও পরস্পর উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়াছেন এবং অন্যোন্যের বেশও ধরিয়াছেন; যদি সেই দৃষ্টিতে ইদানীন্তন উপাসকেরা ওইরূপ আচরণ করেন তবে আপন২ উভয় লোক নষ্ট অবশ্যই করিবেন কি না, অন্যেরা করিতেছে এ নিমিত্ত করিতেছি এই প্রমাণে যদি করেন তবে দুষ্কৃত হইতে নিবারণ কি হইবেক কেবল গড্‌ডরিকাপ্রবাহের মধ্যে পতিত হইবেন॥

৯৮ পৃষ্ঠে লিখেন যে "মলিনচিত্ত ব্যক্তিদের দুর্জ্জয় মানভঙ্গাদি দর্শনে চিত্তের মালিন্য হওয়া কোন আশ্চর্য্য তাহারদিগের কন্যা ভগিনী পুত্রবধূ প্রভৃতি দর্শনেও এই প্রকার হইতে পারে"॥ উত্তর, (তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ)। এই গীতাবাক্যানুসারে যাহা ধর্ম্মসংহারককেও বিদিত থাকিবেক, ও সামান্য যুক্তি মতে, অগম্যাগমনে ও স্ত্রীলোকের সহিত বহু প্রকার ক্রীড়াতে ও নানাবিধ ব্যভিচার ভজনে ও সাধনে যে ব্যক্তিরা সর্ব্বদা চিত্ত মগ্ন করেন তাঁহা হইতে কন্যা ও ভগিনী ও পুত্রবধূ প্রভৃতি দর্শনে চিত্তমালিন্যের অধিক সম্ভাবনা হয় কি না ইহার মধ্যস্থ ধর্ম্মসংহারকই হইবেন। ঐ পৃষ্ঠে সর্ব্বভাবেতে ভগবানের আরাধনা করিতে পারে, ইহার প্রমাণের উদ্দেশে শ্রীভাগবতের বচন ধর্ম্মসংহারক লিখিয়াছেন, যে কামে অথবা দ্বেষে কিম্বা ভক্তিতে ইত্যাদি কোন ভাবে ঈশ্বরে চিত্ত নিবেশ করিলে উত্তম গতি প্রাপ্তি হয়, এবং অবহেলাক্রমে ভগবন্নামোচ্চারণ করিলে পাপক্ষয়কে পায়। যদি ধর্ম্মসংহারকের এই ব্যবস্থা স্থির হইল যে এই সকল মাহাত্ম্যসূচক বচনে নির্ভর করিয়া ভক্তি শ্রদ্ধাতে তাঁহার স্মরণ কীর্ত্তন করিলে যে পুণ্য হইবেক তাহা দ্বেষ ও অবহেলাতেও হইতে পারে তবে বড়াই বুড়ীর দ্বারা ও বাম্নুয়া প্রভৃতির প্রমুখাৎ ব্যঙ্গ বিদ্রূপে ভগবান্‌কে যে পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ করিতে পারেন করিবেন আমাদের হানি লাভ ইহাতে নাই।

ধর্ম্মসংহারক ১০০ পৃষ্ঠ অবধি ১০৫ পর্য্যন্ত গৌরাঙ্গকে বিষ্ণু অবতার প্রমাণ করিতে উদ্যত হইয়া অনন্তসংহিতা এই গ্রন্থ কহিয়া বচন সকল লিখেন, যথা (ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় বিহরিষ্যামি তৈরহং। কালে নষ্টং ভক্তিপথং স্থাপয়িষ্যাম্যহং পুনঃ। কৃষ্ণশ্চৈতন্যগৌরাঙ্গৌ গৌরচন্দ্রঃ শচীসুতঃ। প্রভুর্গৌরহরির্গৌরো নামানি ভক্তিদানি মে। ইত্যাদি)। উত্তর, এ ধর্ম্মসংহারকের ব্যবহার পণ্ডিতেরা দেখুন, গৌরাঙ্গকে প্রাচীন ও নবীন গ্রন্থকারেরা কেহ কোন স্থানে বিষ্ণুর অবতার কহেন নাই, বরঞ্চ ঐ গৌরাঙ্গমতস্থাপক তৎকালীন গোঁসাইরা, যাঁহাদের তুল্য পণ্ডিত ও মতে জন্মে নাই, তাঁহারা যদ্যপিও গৌরাঙ্গকে বিষ্ণুরূপে মানিতেন কিন্তু কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থে এ অনন্তসংহিতার বচন সকল লিখেন নাই, যাহাতে গৌরাঙ্গ বিষ্ণুর অবতার হয়েন ইহা স্পষ্ট প্রাপ্ত হয়, এখন বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিবেচনা করিবেন, যে এমত ব্যক্তি হইতে কি কি বিরুদ্ধ কর্ম্ম না হইতে পারে যিনি গৌরাঙ্গকে অবতার স্থাপনের নিমিত্ত এ সকল বচনকে ঋষিপ্রণীত কহিয়া লোকে প্রসিদ্ধ করেন; কিন্তু পণ্ডিতেরা এ সকল কল্পনাতে কদাপি ক্ষুব্ধ হইবেন না, যেহেতু যে সকল পুরাণ ও সংহিতাদি শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ টীকা না থাকে তাহার বচনের প্রামাণ্য প্রসিদ্ধ

সংগ্রহকারের ধৃত হইলেই হয়, এই সর্ব্বত্র নিয়ম আছে, তাহার কারণ এই যে এরূপ ধর্ম্মসংহারক সর্ব্বকালেই আছেন, কখন গৌরাঙ্গকে অবতার করিবার উদ্দেশে অনন্ত-সংহিতার নাম লইয়া দুই কি দুইশত অনুষ্টুপ্ ছন্দের শ্লোক লিখিতে অক্লেশে পারেন, কখন বা নিত্যানন্দের অবতার স্থাপনার জন্যে নাগসংহিতা কহিয়া দুই চারি বচন লিখিবার কি অসাধ্য তাঁহাদের ছিল, কখন বা ফণিসংহিতা নাম দিয়া অদ্বৈতের প্রমাণের নিমিত্ত চারি পাঁচ শ্লোক প্রমাণ দিতে পারিতেন, বরঞ্চ কর্কটসংহিতার নাম লইয়া এই ধর্ম্মসংহারকের ধর্ম্মসংস্থাপকরূপে অবতীর্ণ হওয়ার প্রমাণ দিতে সেই সকল লোকের আশ্চর্য্য কি, অতএব ওই সকল লোক হইতে এইরূপ ধর্ম্মচ্ছেদের নিবারণের নিমিত্ত পণ্ডিতেরা পুরাণ সংহিতাদির প্রামাণ্যের বিষয়ে এই নিয়ম করিয়াছেন, অর্থাৎ প্রসিদ্ধ টীকাসম্মত অথবা প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারধৃত ব্যতিরেক সামান্যত বচনের গ্রাহ্যতা নাই, যদ্যপি এই নিয়মের অন্যথা করিয়া প্রসিদ্ধ টীকারহিত ও অন্য গ্রন্থকারের ধৃত বিনা পুরাণ সংহিতা তন্ত্রাদি শাস্ত্রের নামোল্লেখ মাত্র বচনের প্রামাণ্য জন্মে তবে তন্ত্ররত্নাকরের প্রমাণ গৌরাঙ্গ ও তৎসম্প্রদায়ের উচ্ছেদে কারণ কেন না হয়েন ? যথা (বটুক উবাচ। হতে তু ত্রিপুরে দৈত্যে দুর্জ্জয়ে ভীমকর্ম্মণি। তদানশৎ কিং তদ্বীর্য্যং স্থিতং বা গণনায়ক॥ তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি বদতো ভবতঃ প্রভো। বেত্তা হি সর্ব্ববার্ত্তানাং ত্বাং বিনা নাস্তি কশ্চন॥ গণপতিরুবাচ॥ স এষ ত্রিপুরো দৈত্যো নিহতঃ শূলপাণিনা। রুষয়া পরয়াবিষ্ট আত্মানমকরোত্ত্রিধা॥ শিবধর্ম্ম-বিনাশায় লোকানাং মোহহেতবে। হিংসার্থং শিবভক্তানামুপায়ানসৃজদ্বহূন্॥ অংশেনাদ্যেন গৌরাখ্যঃ শচীগর্ভে বভূব সঃ॥ নিত্যানন্দো দ্বিতীয়েন প্রাদুরাসীন্মহা-বলঃ॥ অদ্বৈতাখ্যস্তৃতীয়েন ভাগেন দনুজাধিপঃ। প্রাপ্তে কলিযুগে ঘোরে বিজহার মহীতলে॥ ততো দুরাত্মা ত্রিপুরঃ শরীরৈস্ত্রিভিরাসুরৈঃ। উপপ্লবায় লোকানাং নারীভাবমুপাদিশৎ॥ বৃষলৈর্ব্বলীভিশ্চ সঙ্করৈঃ পাপযোনিভিঃ। পূরয়িত্বা মহীং কৃৎস্নাং রুদ্রকোপমদীপয়ৎ॥ বহবো দানবাঃ ক্রূরা দুশ্চেষ্টাস্ত্রিপুরানুগাঃ। মানুষং দেহমাশ্রিত্য ভেজুস্তাংস্ত্রিপুরাংশজান্॥ মহাপাতকিনঃ কেচিদতিপাতকিনঃ পরে। অনুপাত-কিনশ্চান্যে উপপাতকিনোঽপরে॥ সর্ব্বপাপযুতাঃ কেচিৎ বৈষ্ণবাকারধারিণঃ॥ শরলান্ বঞ্চয়ামাসুস্তন্মায়াধ্বান্তবিহ্বলান্॥ প্রথমং বর্ণয়ামাসুঃ সাক্ষাদ্বিষ্ণুং সনাতনং। দ্বিতীয়মতুলং শেষং তৃতীয়ন্ত মহেশ্বরং॥ বটুক উবাচ॥ কেনোপায়েন দেবেশ ত্রিপুরোঽভূৎ পুনর্ভুবি। ক আসন্ সঙ্গিনস্তস্য বিস্তরেণ বদস্ব মে।) ইহার সংক্ষেপ বিবরণ এই যে বটুকভৈরব ভগবান্ গণেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ত্রিপুরাসুর হত হইলে পর তাহার আসুর তেজ নষ্ট হইল কি তাহার নাশ হইল না, আমাকে হে

গণনায়ক কহ যেহেতু তোমা ব্যতিরেক অন্য এরূপ সর্ব্বজ্ঞ নাই। তাহাতে ভগবান্ গণেশ কহিতেছেন যে ত্রিপুরাসুর মহাদেবের দ্বারা নিহত হইয়া শিবধর্ম্ম নাশের নিমিত্ত তিন পুরের স্থানে গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত এই তিন রূপে অবতীর্ণ হইল, পরে নারীভাবে ভজনের উপদেশ করিয়া ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী ও বর্ণসঙ্করের দ্বারা পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করিয়া পুনরায় মহাদেবের কোপকে উদ্দীপ্ত করিলেক, আর তাহার সঙ্গী যে সকল অসুর ছিল তাহারা মনুষ্যবেশ ধারণ করিয়া ঐ ত্রিপুরের তিন অবতারকে ভজনা করিলেক ঐ সকলের মধ্যে কেহ২ মহাপাতকী, অতিপাতকী, উপপাতকী, অনুপাতকী; আর কেহ২ সর্ব্বপাপযুক্ত ছিল তাহারা বৈষ্ণববেশ ধারণ করিয়া অনেক শরলান্তঃকরণ লোককে মায়ারূপ অন্ধকারের দ্বারা মুগ্ধ করিয়াছে, সেই ত্রিপুরের প্রথম অংশকে সাক্ষাৎ বিষ্ণু, দ্বিতীয় অংশকে শেষস্বরূপ বলরাম, তৃতীয় অংশকে মহাদেবরূপে, তাহারা বিখ্যাত করিলেক। ইহা শ্রবণ করিয়া বটুক কহিলেন যে কি উপায়ের দ্বারা ত্রিপুরাসুর পুনরায় পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে ও তাহার সঙ্গী কে২ ছিল তাহা বিস্তার করিয়া আমাকে কহ॥ গ্রন্থবাহুল্যভয়ে তাবৎ প্রকরণ লেখা গেল না, যাঁহাদের অধিক জানিতে বাসনা হয় ঐ মূল গ্রন্থ অবলোকন করিবেন; এ গ্রন্থের প্রসিদ্ধ টীকা নাই এবং এ সকল বচন প্রসিদ্ধ সংগ্রহকারের ধৃত নহে এ নিমিত্ত আমাদের এবং তাবৎ পণ্ডিতেদের নিয়মানুসারে এ সকল বচনকে লিখিতে বাসনা ছিল না কিন্তু ধর্ম্মসংহারক লেখাইলে কি করা যায়।

৯৯ পৃষ্ঠে ১৬ পংক্তিতে নিগূঢ় শাস্ত্রের অর্থ করেন যে "বহু বিজ্ঞ জনের অগোচর যে শাস্ত্র তাহার নাম নিগূঢ় শাস্ত্র" পরে ১০০ পৃষ্ঠে ৪ পংক্তিতে কহেন "যে নিগূঢ় শাস্ত্রের অনুসারে অভক্ষ্য ভক্ষণ অপেয় পান ও অগম্যা গমন ইত্যাদি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন সে নিগূঢ় শাস্ত্রের নাম কি" উত্তর, ধর্ম্মসংহারকের এই লক্ষণ দ্বারা সম্প্রতি জানা গেল যে চরিতামৃতই নিগূঢ় শাস্ত্র হয়েন যেহেতু পণ্ডিত লোক-সমাগমে চরিতামৃতে ডোর পড়িয়া থাকে তাহার কারণ এই যে বহু বিজ্ঞ জনের বিদিত না হয়, ও পঙ্গতে অভক্ষ্য ভক্ষণাদি ও উপাসনায় অগম্যাগমন বর্ণন ওই চরিতামৃতে বিশেষরূপে আছে অতএব ওই লক্ষণ দ্বারা চরিতামৃত সুতরাং নিগূঢ় শাস্ত্র হইলেন॥ গৌরাঙ্গ যাহার পরব্রহ্ম ও চৈতন্যচরিতামৃত যাহার শব্দব্রহ্ম তাঁহার সহিত শাস্ত্রীয় আলাপ যদ্যপিও কেবল বৃথা শ্রমের কারণ হয়, তথাপি কেবল অনুকম্পাধীন এ পর্য্যন্ত চেষ্টা করা যাইতেছে। ইতি শ্রীধর্ম্মসংহারকের প্রথম প্রশ্নের দ্বিতীয় উত্তরে অনুকম্পাসূচকো নাম তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ। সমাপ্তং প্রথমপ্রশ্নোত্তরং॥

দ্বিতীয় প্রশ্নোত্তর।

ধর্ম্মসংহারকের দ্বিতীয় প্রশ্নের তাৎপর্য্য এই ছিল, যে সদাচার সদ্ব্যবহারহীন অভিমানীর যজ্ঞোপবীত ধারণ নিরর্থক হয়, তাহার উত্তরে আমরা লিখিয়াছিলাম যে সদাচার ও সদ্ব্যবহার শব্দ হইতে তাঁহার যদি এ অভিপ্রায় হয়, যে তাবৎ উপাসকের ও অধিকারীর যে আচার ও ব্যবহার তাহাকেই সদাচার ও সদ্ব্যবহার কহা যায়, তবে তাবৎ উপাসকের ও অধিকারীর আচার ও ব্যবহার এক ব্যক্তি হইতে এককালে কদাপি সম্ভব হয় না; যেহেতু বৈষ্ণব ও কৌল প্রভৃতির আচার ও ব্যবহার পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ হয়, এমতে ধর্ম্মসংহারকের এবং অন্যের কাহারও যজ্ঞোপবীত ধারণ সম্ভবে না। দ্বিতীয়ত যদি আপন২ উপাসনাবিহিত যে সমুদায় আচার তাহাই সদাচার সদ্ব্যবহার ইহা ধর্ম্মসংহারকের অভিপ্রেত হয়, এবং তাহার অকরণে যজ্ঞোপবীত ধারণ বৃথা হয়, এমতে যে২ ব্যক্তি আপন উপাসনার সমুদায় আচার করিতে সমর্থ না হয়েন তাঁহার যজ্ঞোপবীত ধারণে অধিকার না থাকে তবে প্রায় একালে যজ্ঞোপবীত ধারণে অধিকারী প্রাপ্ত হইবেক না। তৃতীয়ত সদাচার ও সদ্ব্যবহার শব্দ দ্বারা আপন২ উপাসনাবিহিত যথাশক্তি অনুষ্ঠান করা ধর্ম্ম-সংহারকের যদি অভিপ্রেত হয়, ও যে২ অংশের অনুষ্ঠানে ত্রুটি জন্মে তন্নিমিত্ত মনস্তাপ ও স্ব২ ধর্ম্মবিহিত প্রায়শ্চিত্ত করিলে যজ্ঞসূত্র ধারণ বৃথা হয় না, তবে এ ব্যবস্থানুসারে ধর্ম্মসংহারকের এবং অন্য অন্য ব্যক্তিরও যজ্ঞোপবীত রক্ষা পায়। চতুর্থ যদি ধর্ম্মসংহারক কহেন যে মহাজন সকল যাহা করিয়া আসিতেছেন তাহারই নাম সদাচার সদ্ব্যবহার হয়, তাহাতে জিজ্ঞাস্য ছিল যে মহাজন শব্দে কাহাকে স্থির করা যায়; যেহেতু গৌরাঙ্গীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়েরা কবিরাজ গোঁসাই, রূপসনাতন জীব প্রভৃতিকে মহাজন কহিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের গ্রন্থ ও আচারানুসারে আচরণ করিতে উদ্যত হয়েন, এবং শাক্তসম্প্রদায়ের কৌলেরা বিরূপাক্ষ, নির্ব্বাণাচার্য্য, ও আগমবাগীশ প্রভৃতিকে মহাজন কহিয়া তাঁহাদের আচার ও ব্যবহারকে সদাচার কহেন, এবং রামানুজী বৈষ্ণবেরা রামানুজ ও তৎশিষ্য প্রশিষ্যকে মহাজন কহিয়া তাঁহাদের আচারকে সদাচার জানেন এবং তদনুসারে অনুষ্ঠান করেন, এবং নানকপন্থী ও দাদূপন্থী প্রভৃতিরা পৃথক্২ ব্যক্তি সকলকে মহাজন জানিয়া তাঁহাদের ব্যবহার ও আচারানুসারে ব্যবহার ও আচার করিয়া থাকেন। একের মহাজনকে অন্যে মহাজন কহে না এবং ঐ সকল মহাজনের অনুগামীরা পরস্পরকে নিন্দিত ও অশুচি কহিয়া থাকেন; অতএব ধর্ম্মসংহারকের এরূপ তাৎপর্য্য হইলে সদাচার ও সদ্ব্যবহারের

নিয়মই থাকে না সুতরাং একের মতে অন্য সদাচার সদ্ব্যবহারহীন ও বৃথাযজ্ঞোপবীত-ধারী হয়। পঞ্চম যদি ধর্ম্মসংহারকের এমৎ অভিপ্রায় হয় যে আপন পিতৃ পিতামহ যে আচার ও ব্যবহার করিয়াছেন তাহার নাম সদাচার ও সদ্ব্যবহার হয় তথাপিও সদাচারের নিয়ম রহিল না এবং শাস্ত্রের বৈয়র্থ্য হয়, যেহেতু পিতা পিতামহ অতিশয় অযোগ্য কর্ম্ম করিলে সে ব্যক্তি সেই২ অযোগ্য কর্ম্ম করিয়াও আপনাকে সদাচারী কহিতে পারিবেক এবং ধর্ম্মসংহারকের মতে সেই অযোগ্য কর্ম্মকর্ত্তার যজ্ঞোপবীত রক্ষা পাইবেক ও সদাচাররূপে গণিত হইবেক। ইহার প্রত্যুত্তরে কতিপয় পৃষ্ঠ ব্যঙ্গ ও দুর্ব্বাক্যে পরিপূর্ণ করিয়া ধর্ম্মসংহারক ১১৭ পৃষ্ঠে ৯ পংক্তিতে লিখিয়াছেন, "ঐ প্রশ্নে সদাচার সদ্ব্যবহার শব্দের অব্যবহিত পূর্ব্বেই স্বস্ব জাতীয় এই শব্দ লিখিত আছে তাহাতে স্বীয়২ জাতির সদাচার সদ্ব্যবহার এই তাৎপর্য্য সুস্পষ্ট বোধ হইতেছে"। উত্তর, ইহার দ্বারা বিজ্ঞ লোক বিবেচনা করিবেন যে স্ব২ জাতীয় শব্দ কঁহাতে আমাদের ঐ পাঁচ কোটির মধ্যে কোন্ কোটির নিরাস হইতে পারে, স্ব২ জাতির যে সদাচার তাহা আপন২ উপাসনার অনুগত হয়; এক জাতিতে চারি জন বর্ত্তমান আছেন তাহার মধ্যে এক ব্যক্তি গৌরাঙ্গমতের বৈষ্ণব হয়েন, দ্বিতীয় ব্যক্তি রামানুজমতের বৈষ্ণব, তৃতীয় দক্ষিণাচার শাক্ত, চতুর্থ কৌল, তাহাতে প্রথম ব্যক্তি গৌরাঙ্গমতের প্রধান২ ব্যক্তিদের যে আচার ও ব্যবহার তাহাকে সদাচার ও সদ্ব্যবহার কহিয়া মৎস্য ভোজন মাংসত্যাগ ও বলিদানে পাপ বোধ ও সর্ব্বথা তুলসীকাষ্ঠমালা ধারণ, চৈতন্যচরিতামৃতাদি পাঠ ও পঙ্গতে ভোজন করেন কিন্তু সেই সম্প্রদায়নিষ্ঠ ব্যক্তি সকল তাঁহাকে সদাচারী ও সদ্ব্যবহারী কহেন কি না? আর অন্য তিন জন সে ব্যক্তির দোষোল্লাস করেন কি না? দ্বিতীয় ব্যক্তি রামানুজ ও তন্মতের প্রধান প্রধানের আচারকে সদাচার সদ্ব্যবহার জানেন ও তদনুসারে মৎস্য মাংস উভয়ের ত্যাগ ও ভোজনকালে, ক্ষৌরকালে, আর অশুচি বিসর্জ্জনে তুলসীকাষ্ঠমালার ত্যাগ ও আবৃত স্থানে ভোজন এবং সঙ্কটেও শিবালয়ে গমনের নিষেধ করিয়া থাকেন, ওই মতের অন্য ব্যক্তিরা তাঁহাকে সদাচারী সদ্ব্যবহারী কহেন কি না, যদ্যপিও অন্য২ মতাবলম্বীরা বিশেষরূপে শিবদ্বেষ প্রযুক্ত দোষাবিষ্ট ও পতিতরূপে তাঁহাকে জানেন, তৃতীয় ব্যক্তি দক্ষিণাচার শাক্ত তিনি তন্মতের প্রধান২ ব্যক্তিদের আচারকে সদাচার ও সদ্ব্যবহার জানিয়া দেবীপ্রসাদ মৎস্য মাংস ভোজন ও বলি প্রদানে পুণ্য বোধ ও পঙ্গত ভোজনে পাপ জ্ঞান করেন, চতুর্থ ব্যক্তি কুলধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রধান২ ব্যক্তিদের আচারকে সদাচার জানিয়া বিহিত তত্ত্বত্যাগীকে পশুরূপে জ্ঞান ও তত্ত্ব স্বীকার ও আরাধনাকালে তুলস্যাদির স্পর্শ ত্যাগ করিয়া থাকেন। ঐ চারি

জনকে জিজ্ঞাসা করিলে প্রত্যেকে কহিবেন যে আমার জাতির মধ্যে অনেকেই পরম্পরায় এইরূপ আচার করিয়া আসিতেছেন এবং ঐ সকল স্ব২ জাতীয় প্রধান ব্যক্তিদের কৃত গ্রন্থ ও ব্যবহার এবং তত্তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রপ্রমাণ দেখাইয়া আপন২ ব্যবহারকে ও আচারকে সদাচার ও সদ্ব্যবহার কহিবেন ; এবং ধর্ম্মসংহারক যে সদাচার ও সদ্ব্যবহারের লক্ষণ করিয়াছেন তদনুসারেই প্রত্যেকের আচারকে "স্ব২ জাতীয় সদাচার সদ্ব্যবহার" কহা গেল বস্তুত ওই সকল ব্যবহার পরস্পর অতি বিরুদ্ধ হইয়াও প্রত্যেকের প্রতি সদ্ব্যবহার প্রয়োগ হইল। অতএব স্ব২ জাতীয় এই অধিক শব্দ প্রয়োগ করিয়া এরূপ আস্ফালনের কারণ কি, যেহেতু যেমন সদাচার সদ্ব্যবহার শব্দ দ্বারা পাঁচ কোটি পূর্ব্ব উত্তরে লিখিয়াছিলাম সেইরূপ স্ব২ জাতীয় শব্দপূর্ব্বক সদাচার সদ্ব্যবহার শব্দেও সমান রূপে পাঁচ কোটি সংলগ্ন হয়, কেন না প্রত্যেক জাতিতে নানাপ্রকার উপাসনা করিয়া থাকেন। ওই পাঁচ কোটির উদাহরণ পুনরায় দিতেছি অর্থাৎ স্ব২ জাতীয় সদাচার শব্দে কি স্ব২ জাতীয় তাবৎ উপাসকের ও অধিকারীর যে আচার তাহার নাম স্ব২ জাতীয় সদাচার হইবেক ? কি স্ব২ জাতীয়ের মধ্যে আপন২ উপাসনাবিহিত সমুদায় আচারকে স্ব২ জাতীয় সদাচার সদ্ব্যবহার শব্দে কহেন ? কি স্ব২ জাতীয়ের মধ্যে আপন২ উপাসনাবিহিত আচারের যথাশক্তি অনুষ্ঠানকে স্ব২ জাতীয় সদাচার সদ্ব্যবহার কহেন ? কিম্বা স্ব২ জাতীয় পৃথক্২ মহাজনেরা যাহা করিয়াছেন তাহার নাম সদাচার সদ্ব্যবহার হয় ? কিম্বা স্ব২ জাতিতে আপন২ পিতৃ পিতামহ যাহা করিয়াছেন তাহাকে স্ব২ জাতীয় সদাচার সদ্ব্যবহার শব্দে কহেন ? প্রত্যেক জাতিতে নানাপ্রকার পরস্পর বিপরীত উপাসনা করিয়া থাকেন, অতএব স্ব২ জাতীয় শব্দ দিলেও ওই পাঁচ কোটি তদবস্থ রহিল এখন ধর্ম্মসংহারককে নিবেদন করি তিনি ঐ পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার ব্যক্তির একের আচারকে সদাচার ও অন্যের আচারকে অসদাচার কহিতে পারিবেন না, যেহেতু বিনিগমনাবিরহ হয় অর্থাৎ বিশেষ নিয়ামক সম্ভবিতে পারে না, তাঁহাদের প্রত্যেকে স্ব২ জাতীয় মহাজনকে এবং তত্তৎমান্য শাস্ত্রকে আপন২ উপাসনাবিহিত আচারের ও ব্যবহারের প্রমাণার্থে নিদর্শন দিবেন, আর এ চারি ব্যক্তির অনুষ্ঠিত আচার সকলকে স্ব২ জাতীয় সদাচার সদ্ব্যবহার কহিলে তাহা এক ব্যক্তি হইতে এককালে কদাপি সম্ভবে না, সুতরাং স্ব২ জাতীয়ের মধ্যে আপন২ উপাসনাবিহিত আচারের যথাশক্তি অনুষ্ঠানকে স্ব২ জাতীয় সদাচার সদ্ব্যবহার কহিলে কি ধর্ম্মসংহারকের কি অন্যের যজ্ঞোপবীত রক্ষা পাইবার উপায় হয়॥

১১৬ পৃষ্ঠে ৯ পংক্তিতে ধর্ম্মসংহারক লিখেন "যে কোন আচারের ব্যতিক্রম হইলে

যজ্ঞোপবীত বৃথা হয়, উপাসকের আচারের ব্যতিক্রম হইলে বরং উপাসনারই ক্রটি হইতে পারে ইহাই যুক্তিসিদ্ধ হয় যজ্ঞোপবীত ধারণ বৃথা হয় ইহাতে কি শাস্ত্র কি যুক্তি তাহা বৃহস্পতিরও অগোচর"। উত্তর, গৌরাঙ্গীয় সম্প্রদায়ের ভূরি বৈষ্ণবেরা বর্ণ বিচার না করিয়া পঙ্গতে ভোজন ও অধরামৃত গ্রহণ করেন ইহাতে-অন্যোপাসকেরা এ আচারকে বিষ্ণুধর্ম্মের বিপরীত জানিয়া তাঁহাদিগ্‌কে পতিত বৃথাযজ্ঞোপবীতধারী জানেন বরঞ্চ এ নিমিত্ত পূর্ব্বে পূর্ব্বে জাতি বিষয়ে কত বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, এবং ঐ বৈষ্ণবেরা কৌল উপাসকের আচারকে ব্যতিক্রম কহিয়া বৃথাযজ্ঞোপবীতধারী এই বোধে নিন্দা করেন, রামানুজসম্প্রদায়ে কি মৎস্যভোজী কি মৎস্যমাংসভোজী উভয়কেই বৃথাযজ্ঞোপবীতধারী কহেন এবং ঐ সকলে পরস্পরকে পতিত কহিবার নিমিত্ত বচন প্রমাণ দেন; অথচ ধর্ম্মসংহারক কহেন যে উপাসনাবিহিত আচারের ক্রটি হইলে কেবল উপাসনারি ক্রটি হইতে পারে। যদি ধর্ম্মসংহারকের এমৎ অভিপ্রায় হয় যে স্ব২ উপাসনাবিহিত আচারের ক্রটি হইলে কেবল অনুষ্ঠানের বৈগুণ্য হয়, যজ্ঞোপবীত ধারণ বৃথা হয় না, তবে তাঁহার এ কথন আমাদের তৃতীয় কোটিতে গতার্থ হইয়াছে, অর্থাৎ আপন২ উপাসনার অনুষ্ঠানে যদি ক্রটি হয় তবে মনস্তাপ ও বিহিত প্রায়শ্চিত্ত করিলে তাহার যজ্ঞোপবীত ধারণ বৃথা হয় না এ মতে সুতরাং ধর্ম্মসংহারকের ও অনেকের যজ্ঞোপবীত রক্ষা পায়।

১১৭ পৃষ্ঠে সদাচারের প্রমাণ মনুবচন লিখিয়াছেন, যথা (সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেব-নদ্যোর্যদন্তরং। তদ্দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥ তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ। বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে)॥ উত্তর।—এ বচনের অর্থ যাহা টীকাকার লিখিয়াছেন সে এই যে এ সকল দেশে প্রায় সল্লোকের জন্ম হয় এ কারণ ঐ সকল দেশীয় ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের ও সঙ্কর জাতির পরম্পরা-ক্রমে আগত যে ব্যবহার যাহা আধুনিক না হয় তাহাকে সদাচার শব্দে কহা যায়, অতএব এ বচনের দ্বারা ইহা প্রাপ্ত হইল যে, যে সম্প্রদায়ে পরম্পরাক্রমে আগত যে আচার তাহা সেই উপাসনাবিশেষে সদাচার শব্দের প্রতিপাদ্য হয় অতএব এ মনুবচন আমাদের কোটিকে প্রমাণ করিতেছে; কেন না কৌলসম্প্রদায়েরা আপন২ মহাজন-পরম্পরাতে আগত কুলাচারপ্রবাহকে সদাচাররূপে দেখাইতেছেন এবং রামানুজী ও গৌরাঙ্গীয় প্রভৃতি সম্প্রদায়েরা আপন২ অঙ্গীকৃত মহাজনপরম্পরাতে আগত আচারপ্রবাহকে সদ্ব্যবহাররূপে দেখাইতেছেন, অতএব জিজ্ঞাসি যে এ মনুবচন দ্বারা আমাদের কোন্ কোটির কি নিরাস করিয়াছেন।

১১৮ পৃষ্ঠে ৬ পংক্তিতে লিখেন যে স্মৃতিঃ (ব্যবহারোপি সাধুনাং প্রমাণং

বেদবত্তবেৎ) অর্থাৎ সাধু ব্যক্তিদের যে ব্যবহার সেও বেদের ন্যায় প্রমাণ হয়। উত্তর, যদ্যপিও এই বচনে (সময়শ্চাপি সাধুনাং প্রমাণং বেদবত্তবেৎ) এই পাঠ স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন, তথাপি যদি কোনো অন্য স্মৃতিতে ঐ ধর্ম্মসংহারকের লিখিত পাঠ থাকে তাহা হইলেও আমাদের পূর্ব্বোক্ত চতুর্থ কোটিতে পর্য্যবসান হয় ; অর্থাৎ লোকে আপন২ সম্প্রদায়ের প্রধান২ ব্যক্তিদিগ্যেই মহাজন ও সাধু জ্ঞান করিয়া থাকেন, যেহেতু তাঁহাদের আচার ব্যবহারকে সাধু ব্যক্তির আচার ও ব্যবহার না জানিলে তাহার অনুষ্ঠানে কেন প্রবৃত্ত হইতেন, কিন্তু অন্য সম্প্রদায়ের লোকে তাঁহাদিগ্যে সাধু ও মহাজন কি কহিবেন বরঞ্চ তদ্বিপরীত জানেন।

১১৮ পৃষ্ঠের প্রথমে, স্বয়ং ধর্ম্মসংহারক সাধুর লক্ষণ করিয়াছেন যে "অহঙ্কার হিংসা দ্বেষাদিরহিত সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ধার্ম্মিক ও শাস্ত্রজ্ঞ যে মনুষ্য তাঁহার নাম সাধু"। উত্তর, এ স্থলে হিংসা শব্দে অবৈধ হিংসা ধর্ম্মসংহারকের অভিপ্রেত অবশ্য হইবেক নতুবা বশিষ্ঠ, অগস্ত্যাদি ও তাবৎ যাজ্ঞিক ও বিহিত মাংসভোজী মুনিদের কাহারও সাধুত্ব থাকে না, অতএব ধর্ম্মসংহারকের লিখিত যে সাধু শব্দের লক্ষণ তাহা আপন২ সম্প্রদায়ের প্রধান২ ব্যক্তিতে ছিল ইহা সকলেই কহেন, নতুবা আপন সম্প্রদায়ের মহাজনকে অহঙ্কারী, হিংসক, দ্বেষ্টা, অসত্যবাদী, অজিতেন্দ্রিয়, অধার্ম্মিক, অশাস্ত্রজ্ঞ জানিলে তাঁহাদের মতে অনুগমন করিতে কেন প্রবৃত্ত হইতেন।

১৬ পৃষ্ঠে ৭ পংক্তিতে সন্ধ্যা করণের আবশ্যকতা দর্শাইবার নিমিত্ত বচন লিখিয়াছেন। উত্তর, যাজ্ঞবল্ক্য লিখেন যে (সা সন্ধ্যা সা চ গায়ত্রী দ্বিধাভূতা প্রতিষ্ঠিতা) সেই সন্ধ্যা সেই গায়ত্রী দ্বিরূপে অবস্থিত আছেন, অতএব প্রণব গায়ত্রী দ্বারা পরব্রহ্মের উপাসনা যাঁহারা করেন সন্ধ্যোপাসনা তাঁহাদের অবশ্য সিদ্ধ হয়। মনুঃ (ক্ষরন্তি সর্ব্বা বৈদিক্যো জুহোতিযজতিক্রিয়াঃ। অক্ষরং ত্বক্ষয়ং জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম চৈব প্রজাপতিঃ) হোম যাগাদি যে২ বৈদিক ক্রিয়া তাহা সকল স্বরূপতঃ এবং ফলতঃ নষ্ট হয় কিন্তু প্রণবরূপ যে অক্ষর তিনি ফলতঃ এবং স্বরূপতঃ অক্ষয় হয়েন যেহেতু তজ্জপের ফল ব্রহ্মপ্রাপ্তি সে অক্ষয় হয়, আর বাচ্য বাচকের অভেদ লইয়া সেই প্রণব প্রজাপতি যে পরব্রহ্ম তৎস্বরূপ কহা যান, তথা (ওঁকারপূর্ব্বিকাস্তিস্রো মহাব্যাহৃত-যোঽব্যয়াঃ। ত্রিপদা চৈব গায়ত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণো মুখং) প্রণব ও তিন ব্যাহৃতি ও ত্রিপদা গায়ত্রী এই তিন নিত্য ব্রহ্ম প্রাপ্তির দ্বার হইয়াছেন। কিন্তু ধর্ম্মসংহারককে জিজ্ঞাসা করি যে আত্মোপাসনার নিত্যতাবোধক বেদে ও মন্বাদি স্মৃতিতে যে সকল বিধি আছে তাহার উল্লঙ্ঘন করিলে বিধির উল্লঙ্ঘন হয় কি না? যথা (আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ) অর্থাৎ শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের

দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎকার করিবেক। (আত্মানমেবোপাসীত) কেবল আত্মারি উপাসনা করিবেক। মনুঃ (সর্ব্বমাত্মনি সম্পশ্যেৎ সচ্চাসচ্চ সমাহিতঃ। সর্ব্বমাত্মনি সম্পশ্যন্ নাধর্ম্মে কুরুতে মনঃ) সৎ বস্তু ও অসদ্বস্তু এ সকলকে ব্রহ্মাত্মকরূপে জানিয়া ব্রাহ্মণ অনন্যমনা হইয়া জীবব্রহ্মের ঐক্য চিন্তা করিবেক যেহেতু সকল বস্তুকে ব্রহ্মস্বরূপে আত্মার সহিত অভেদ জানিয়া অধর্ম্মে মন করেন না। শ্রুতিঃ (যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তে অন্যোসাবন্যোহমস্মি ন স বেদ, যথা পশুরেবং স দেবানাং।) যে ব্যক্তি আত্মা ভিন্ন অন্য দেবতার উপাসনা করে আর কহে যে তিনি অন্য আর আমি অন্য উপাস্য উপাসকরূপে হই সে যথার্থ জানে না; যেমন পশু সেইরূপ দেবতাদের সম্বন্ধে সে ব্যক্তি হয়। কুলার্ণবে প্রথমে জ্ঞানী হইলে মুক্ত হয় ইহা কহিয়া পরে কহেন (সোপানভূতং মোক্ষস্য মানুষ্যং প্রাপ্য দুর্ল্লভং। যস্তারয়তি নাত্মানং তস্মাৎ পাপতরোত্র কঃ॥) মোক্ষের সোপান অর্থাৎ সিঁড়ি হইয়াছে যে মনুষ্যদেহ তাহা প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি আত্মাকে ত্রাণ না করে তাহার পর অতিশয় পাপী আর কে আছে।

১২০ পৃষ্ঠে ৮ পংক্তিতে ধর্ম্মসংহারক লিখেন যে "যাঁহারা ব্রাহ্মণ জাতি হইয়া তজ্জাতির অত্যাবশ্যক কর্ম্মেও জলাঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন তাঁহারা স্বধর্ম্মচ্যুত কি যাঁহারা আদরপূর্ব্বক তজ্জাতির আবশ্যক কর্ম্ম করিতেছেন, তাঁহারা স্বধর্ম্মচ্যুত হয়েন"। উত্তর, এই উত্তরের ৯ পৃষ্ঠে গৃহস্থ ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদের যে আবশ্যক কর্ম্ম তাহা এবং ৩ পৃষ্ঠ অবধি কর্ম্মীদের যে আবশ্যক কর্ম্ম তাহা বিবরণপূর্ব্বক লিখা গিয়াছে। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিবেচনা করিবেন যে কোন্ পক্ষে জলাঞ্জলি প্রদানের উল্লেখ করা যায়।

১১৮ পৃষ্ঠের ১৬ পংক্তিতে লিখেন যে "নানা মুনিবচন সত্বে বিধবার বিবাহের নিবৃত্তির ব্যবহার এবং মদ্য পানে ও হিংসার প্রাবর্ত্তক প্রমাণ সত্বেও তাহার অকরণের ব্যবহার ইত্যাদি সদ্ব্যবহার হয় ইহার বিপরীত অসদ্ব্যবহার"। উত্তর, বিধবার বিবাহ তাবৎ সম্প্রদায়ে অব্যবহার্য্য হইয়াছে সুতরাং সদ্ব্যবহার কহাইতে পারে না, কিন্তু বিহিত মদ্যপান ও বৈধহিংসা সল্লোকেদের মধ্যে অনেকের ব্যবহার্য্য অতএব তত্তৎপক্ষে সে সর্ব্বথা সদাচার ও সদ্ব্যবহারে গণিত হইয়াছে। এই প্রকরণের শেষে যাহা লিখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে পূর্ব্বপুরুষের আচার ও ব্যবহারকে মনুষ্যে সদাচার সদ্ব্যবহাররূপে স্বীকার করিয়া থাকেন। উত্তর, ইহার সিদ্ধান্ত আমরা প্রথম উত্তরের পঞ্চম কোটিতেই করিয়াছি যে কেবল আপন২ পূর্ব্বপুরুষের আচার ও ব্যবহার যদি সদাচার সদ্ব্যবহার হয় তবে সদাচার ও সদ্ব্যবহারের নিয়মই থাকে না

এবং শাস্ত্রের বৈফল্য হয়, যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তি আপন পিতৃ পিতামহের কি ধর্ম্মাংশের কি অধর্ম্মাংশের ব্যবহার দৃষ্টিতে ব্যবহার করিলে এই মতানুসারে সদাচারী ও সদ্ব্যবহারী হইবেক ; বিশেষত পুরাণে ও ইতিহাসে এবং লৌকিক প্রত্যক্ষে স্থানে২ দেখিতেছি যে লোকে পূর্ব্বপুরুষের উপাসনা ও আচার ভিন্ন উপাসনা ও আচার করিয়া আসিতেছেন ইহাতে শাস্ত্রত, ধর্ম্মত, লোকত, কোন হানি হয় নাই।

ধর্ম্মসংহারক ওই দ্বিতীয় প্রশ্নে কহেন যে যাঁহারা নিজে সদাচারহীন, অথচ আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞানী করিয়া মানেন, তাঁহাদের তবে অনাদরপূর্ব্বক যজ্ঞসূত্র বহন কেবল বৃদ্ধ ব্যাঘ্র মার্জ্জার তপস্বীর ন্যায় বিশ্বাস জন্মাইবার কারণ হয়। তাহাতে আমরা প্রথম উত্তরের ১৬ ও ১৭ পৃষ্ঠে উভয় পক্ষের বেশ ও আলাপ ও ব্যবহার দর্শাইয়া লিখিয়াছিলাম যে এ দুয়ের মধ্যে কে বিড়ালতপস্বীর ন্যায় হয়েন তাহা পণ্ডিতেরা প্রণিধান করিলে অনায়াসে জানিতে পারিবেন। ইহার প্রত্যুত্তরে ধর্ম্মসংহারক ১২৩ পৃষ্ঠে ৫ পংক্তিতে লিখেন যে "ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীদিগের বিষয়ে এ প্রকার অনুভব হইতে পারে, কারণ স্বীয়২ স্বভাবের অনুসারেই ইতর লোকে পরকীয় স্বভাবেরো অনুভব করিয়া থাকে"। উত্তর, এই কথন দ্বারা ধর্ম্মসংহারক আপনাকেই আদৌ দোষী প্রমাণ করিলেন, যেহেতু তিনি অন্যের প্রতি ইহা উল্লেখ করেন যে তাঁহাদের যজ্ঞসূত্র বহন কেবল বিশ্বাস জন্মাইবার জন্যে বৃদ্ধ ব্যাঘ্র মার্জ্জার তপস্বীর ন্যায় হয়, সুতরাং তাঁহার স্বীয় স্বভাব এইরূপ হইবেক যাহার দ্বারা অন্যের স্বভাবের এই প্রকার অনুভব করিয়াছেন ; সে যাহা হউক পুনরায় প্রার্থনা করি যে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা আমাদের প্রথম উত্তরের ১৬ ও ১৭ পৃষ্ঠে লিখিত যে উভয় পক্ষের বেশ ও ব্যবহারাদি দেখিয়া বিবেচনা করিবেন যে কোন পক্ষে বৃদ্ধ ব্যাঘ্র মার্জ্জার তপস্বীর উপমা শোভা পায়।

১২৫ পৃষ্ঠে লিখেন যে স্বকপোলকল্পিত শাস্ত্রে মোহ করেন। অতএব ধর্ম্মসংহারককে জিজ্ঞাসা করি, যে প্রণব কি স্বকপোলকল্পিত হয়েন ? কি গায়ত্রী ও দশোপনিষৎ বেদান্ত, যাহা আমাদের উপাসনীয় হইয়াছেন, তাহা স্বকপোলকল্পিত হয়েন ? ও বেদান্তদর্শন এবং মনুস্মৃতি ও ভগবদ্গীতা ও প্রসিদ্ধ সংগ্রহকারধৃত বচন সকল, যাহা ব্যতিরেক অন্য বচন কোন স্থানে আমরা লিখি না, সেই সকল শাস্ত্র কি স্বকপোলকল্পিত হয়েন ? অথবা গৌরাঙ্গকে অবতার সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত অনন্তসংহিতা কহিয়া ১০৩ পৃষ্ঠে যে সকল বচন এবং ১২৫ পৃষ্ঠে (স্ববুদ্ধিরচিতৈঃ শাস্ত্রৈর্মোহয়িত্বা জনং নরাঃ। বিষ্ণুবৈষ্ণবয়োঃ পাপা যে বৈ নিন্দাং প্রকুর্ব্বতে)। ইত্যাদি বচন যাহা কোনো প্রসিদ্ধ টীকাসম্মত নহে এবং কোনো

মান্য সংগ্রহকারের ধৃত নহে, সে স্বকপোলকল্পিত হয়? ইহা বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিবেচনা করিবেন।

১২৬ পৃষ্ঠে ৯ পংক্তিতে লিখেন যে "নূতন ব্রাহ্ম্য বস্ত্র ও চর্ম্মপাদুকা যাহা যবনদিগের ব্যবহার্য্য ও যে সকল বস্ত্রকে যবনেরা ইজের ও কাবা প্রভৃতি কহিয়া থাকে ও যে চর্ম্মপাদুকার যাবনিক নাম মোজা সেই বস্ত্র পরিধানে ও সেই চর্ম্মপাদুকা বন্ধনে দণ্ডদ্বয়, দণ্ডচতুষ্টয় কাল বিলম্বেই বা কি শুভাদৃষ্ট জন্মে তাহার শ্রবণের প্রয়াসে রহিলাম। উত্তর, বস্ত্র বিষয়ে এরূপ ব্যঙ্গোক্তি তাঁহারা এক মতে করিতে পারেন, যাঁহারা স্বভাবাধীন নিন্দক, অথচ বাহ্যে কেবল ত্রিকচ্ছ সর্ব্বদা পরিধান ও উত্তরীয় গ্রহণ আর মৃগচর্ম্মাদির পাদুকা ধারণ করেন, কিন্তু যে ব্যক্তি এক পেঁচা পাগ অথবা গোটাদেয়া টোপী ও আজানুলম্বিত আস্তীনের কাবা ও রঙ্গমিশ্রিত গোটাদেয়া চাদর যাহা নীচ যবনেরা ব্যবহার করিয়া থাকে তাহা পরিধান করেন, যদি তিনি সাঁদা কাবা কি সাদা বস্ত্র যাহা বিশিষ্ট যবনেরা ও বিশিষ্ট পাশ্চাত্য হিন্দুরা পরিধান করেন তাহা অন্যে ব্যবহার করে ইহা কহিয়া তাহাদিগ্যে ব্যঙ্গ করেন তবে এরূপ ধর্ম্মসংহারকের প্রতি কি শব্দ উল্লেখ করা যায়।

১২৭ পৃষ্ঠে অনেক অযোগ্য ভাষা যাহা অতি নীচ হইতেও হঠাৎ সম্ভব হয় না তাহা কহিয়া পরে ১৩ পংক্তিতে লিখেন যে "ব্রহ্মজ্ঞানীরা বাহ্যে কোন বেশের কিম্বা আলাপের কিম্বা ব্যবহারের দ্বারা যাহাতে আপনাকে শুদ্ধসত্ত্ব ও সিদ্ধ পুরুষ জানিতে পারে তাহা করিবেন না কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত মদ্য মাংস ভোজনাদি গর্হিত কর্ম্মই করিবেন যাহাতে অনেকে অশ্রদ্ধা করে"। উত্তর, পূর্ব্বোত্তরলিখিত বচন, যাহা বিশ্বগুরু আচার্য্যদের ধৃত হয়, তদনুসারে তন্ত্রশাস্ত্রপ্রমাণে জ্ঞানাবলম্বীদের মধ্যে অনেকে আহারাদি লোকযাত্রার নির্ব্বাহ করেন, ইহার নিন্দকের প্রতি যাহা বক্তব্য পরমারাধ্য মহাদেবই কহিয়াছেন অতএব আমরা অধিক কি লিখিব (যে দ্রুহ্যন্তি খলাঃ পাপাঃ পরব্রহ্মোপদেশিনঃ। স্বদ্রোহং তে প্রকুর্ব্বন্তি নাতিরিক্তা যতঃ স্বতঃ)॥ যে খল পাপীরা পরব্রহ্মোপাসকের অনিষ্ট করে সে আপনারই অনিষ্ট করে যেহেতু তাঁহারা আত্মা হইতে ভিন্ন নহেন। এই তন্ত্রশাস্ত্রপ্রমাণে ভগবান্ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ও শুক্রাচার্য্য ও ভগবান্ বশিষ্ঠ প্রভৃতি সাধু ব্যক্তিরা পান ভোজনাদি করিয়াছেন এ ধর্ম্মসংহারককে বুঝি তাহা অবগত হইয়া না থাকিবেক। মিতাক্ষরাধৃত ব্যাসবচন। (উভৌ মধ্বাসবক্ষীবৌ উভৌ চন্দনচর্চ্চিতৌ। একপর্য্যঙ্করথিনৌ দৃষ্টৌ মে কেশবার্জুনৌ।) আমি কৃষ্ণার্জ্জুনকে এক রথে স্থিত চন্দনলিপ্তগাত্র মাধ্বীক মদ্যপানে মত্ত দেখিলাম।

১২৮ পৃষ্ঠে পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা এই বচনকে ব্যঙ্গে লিখিয়া বিহিত মদ্যপান যাঁহারা করেন তাঁহাদের সাম্য হাড়ি ডোম চণ্ডাল যাহারা অবিহিত মদ্য পান করে তাহাদের সহিত করিয়াছেন। উত্তর, বিহিত ও অবিহিত এ বিচার না করিয়া কেবল আহারের একতা লইয়া যদি পরস্পর সাম্যের কারণ ধর্ম্মসংহারকের মতে হয়, তবে তাঁহার মতে আরণ্য শূকর এবং সেই মনুষ্যবিশেষেরা যাহাদের কেবল ফলমূল কন্দ আহার হয় উভয়ের আহারের ঐক্য লইয়া পরস্পর কেন তুল্যতা না হয়? এবং কেবল দুগ্ধাহারীর সহিত ছাগ মেষাদির বৎসের সহিত আহারের ঐক্যতা লইয়া সাম্য কেন না হয়? বস্তুতঃ দ্বেষ পৈশুন্য ও মৎসরতাতে নিতান্ত মুগ্ধ না হইলে এরূপ সাম্য কল্পনা ধর্ম্মসংহারক হইতে কদাপি হইত না। পরমেশ্বর শীঘ্র ইহাঁকে এরূপ দ্বেষপাশ হইতে মুক্ত করুন। ইতি দ্বিতীয় প্রশ্নের দ্বিতীয় উত্তরে অতিদয়া-বিস্তারোনাম চতুর্থপরিচ্ছেদঃ। সামপ্তং দ্বিতীয়প্রশ্নোত্তরং॥

তৃতীয়প্রশ্নোত্তর

ধর্ম্মসংহারকের তৃতীয় প্রশ্নের তাৎপর্য্য এই যে পরমেশ্বরনিষ্ঠ ব্যক্তিদের ছাগলাদি ছেদ করণ ঐহিক পারত্রিক নাশের কারণ হয়। ইহার উত্তরে মনু প্রভৃতির বচন প্রমাণপূর্ব্বক আমরা লিখিয়াছিলাম যে বৈধ হিংসাতে ও বিহিত মাংসাদি ভোজনে দোষ নাই এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদের আহারাদি লোকযাত্রা নির্ব্বাহ বেদোক্ত বিধানে অথবা তন্ত্রানুসারে কলিযুগে কর্ত্তব্য, অতএব বিহিত হিংসা ও বিহিত মাংস ভোজনে নিন্দার উল্লেখ বৌদ্ধ কিম্বা ধর্ম্মসংহারক ব্যতিরেকে অন্য কেহ করে না। ইহার প্রত্যুত্তরে ১২৯ পৃষ্ঠ অবধি যে সকল কটূক্তি করিয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। ১৬ পংক্তি, "দুষ্টান্তঃকরণ দুর্জ্জনদিগের আন্তরিক ভাব বোধ করিতে বুঝি বিধাতাও ভগ্নোদ্যম"। ১৩১ পৃষ্ঠে ৫ পংক্তিতে "হায়২ এ কি অদৃষ্ট এত কষ্ট তথাপি না তাঁতিকুল না বৈষ্ণবকুল একুল ওকুল দুই কুল নষ্ট"। ১৩৮ পৃষ্ঠে "ভাক্ত তত্ত্ব-জ্ঞানীদের দুর্ব্বোধ দূরে যাউক কি মধুর বচন শুনিতে পাই অন্তঃকরণে পুলকিত হই"। ১৪৭ পৃষ্ঠে ১৬ পংক্তিতে "লোকযাত্রা শব্দে কেবল মদ্যমাংস ভোজনাদি এই অর্থ কি মহাদেব তাঁহার কানে২ কহিয়াছেন" এখন বিশিষ্ট লোকেরা বিবেচনা করিবেন যে শাস্ত্রীয় বিচারে এ সকল উক্তি পণ্ডিতেরা করেন কি জঘন্য নীচেরা এই সকল কটূক্তিকে সরস ব্যঙ্গ বোধ করিয়া ও তদ্‌যোগ্য লোকের প্রশংসার নিমিত্ত

উল্লেখ করিয়া থাকে, সে যাহা হউক আমাদের নিয়মানুসারে এ সকল কটূক্তির উত্তর দিবার প্রয়োজন নাই কিন্তু ঐ সকল পৃষ্ঠের মধ্যে যে কিঞ্চিৎ শাস্ত্রীয় কথা আছে তাহার উত্তর লিখিতেছি।

১২৬ পৃষ্ঠে লিখেন যে "তত্ত্বজ্ঞানীর হিংসা মাত্রই অবিহিত হয় কিন্তু যে২ কর্ম্মে হিংসার বিধি আছে সেই সকল কর্ম্মে তাঁহারদিগের প্রতি অনুকল্পের বিধান করিয়াছেন"। উত্তর, তত্ত্বজ্ঞানী শব্দের মুখ্যার্থ প্রাপ্তজ্ঞান ব্যক্তিরা হয়েন, তাঁহাদের প্রতি কর্ম্মেরি বিধি নাই সুতরাং কর্ম্মের অঙ্গ যে হিংসা তাহার অনুকল্প সুদূরপরাহত হয়, ভগবদ্গীতা (নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন) অর্থাৎ জ্ঞানীর কর্ম্ম করিলে পুণ্য নাই এবং কর্ম্ম ত্যাগে পাপ হয় না। বিশেষত তত্ত্বজ্ঞানীদের মধ্যে কেহ২ যেমন জনক বশিষ্ঠাদি যখন লোকসংগ্রহের জন্যে যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিয়াছিলেন তখন বিহিত হিংসাও করিয়াছেন, অতএব তত্ত্বজ্ঞানীর প্রতি অনুকল্পের বিধি দিয়াছেন এরূপ কথন এ মতেও অযুক্ত হয়। তত্ত্বজ্ঞানী শব্দে যদি প্রাপ্তজ্ঞান না কহিয়া জ্ঞানেচ্ছুক অভিপ্রেত হয় তবে তাঁহারা সাধনাবস্থায় দুইপ্রকার হয়েন তাহার উত্তম কল্প বর্ণাশ্রমাচারবিশিষ্ট সাধক ও কনিষ্ঠ কল্প বর্ণাশ্রমাচারহীন সাধক, তাহাতে বর্ণাশ্রমাচারবিশিষ্ট সাধকের হিংসাত্মক নিত্য নৈমিত্তিক যজ্ঞাদি কর্ম্ম কর্ত্তব্য হয়। যাহা এই পুস্তকের ৯৬ পৃষ্ঠ অবধি বিস্তাররূপে লিখা গিয়াছে এবং যজ্ঞীয় মাংস ভোজনের আবশ্যকতা মনুবচনে প্রাপ্ত হইতেছে যথা মনুঃ (নিযুক্তস্তু যথান্যায়ং যো মাংসং নাত্তি মানবঃ। স প্রেত্য পশুতাং যাতি সম্ভবানেকবিংশতিং) যে ব্যক্তি যজ্ঞাদিতে নিযুক্ত হইয়া মাংস ভোজন না করে সে মৃত্যু পরে একবিংশতি জন্ম পশু হয়। বরঞ্চ ভগবান্ মনু ঐ প্রকরণে লিখেন যে (এষ্বর্থেষু পশূন্ হিংসন্ বেদতত্ত্বার্থ-বিদ্দ্বিজঃ। আত্মানঞ্চ পশূংশ্চৈব গময়ত্যুত্তমাং গতিং) এ সকল কর্ম্মে পশু হিংসা করিয়া বেদার্থবিজ্ঞ দ্বিজেরা আপনাকে ও পশুকেও উত্তমা গতি প্রাপ্ত করান। পূর্ব্বোক্ত ভগবদ্গীতা ও বেদান্ত এবং মনুবচনের বিপরীত যে কোনো মত থাকে সে প্রশংসনীয় নহে।

১৩৭ পৃষ্ঠে (মধুপর্কে চ যজ্ঞে চ) ইত্যাদি মনুর দুই বচন লিখিয়াছেন। তাহার দ্বারা আমাদের পূর্ব্বলিখিত যে (দেবান্ পিতৃন্ সমভ্যর্চ্চ্য খাদন্ মাংসং ন দোষভাক্) ইত্যাদি বচনেরই পোষক হইয়াছে অর্থাৎ বৈধ হিংসাতে কদাপি দোষ নাই।

১৩৮ পৃষ্ঠে অগস্ত্যসংহিতার বচন লিখেন যে (হিংসা চৈব ন কর্ত্তব্যা বৈধহিংসা চ রাজসী। ব্রাহ্মণৈঃ সা ন কর্ত্তব্যা যতস্তে সাত্ত্বিকা মতাঃ॥) কি বৈধ কি অবৈধ হিংসা মাত্রই করিবেক না যেহেতু বৈধ হিংসাও রাজসী হয়, ব্রাহ্মণেরা সত্ত্বগুণাবলম্বী

হয়েন অতএব তাহা করিবেন না। আর ঐ পৃষ্ঠে মহাকালসংহিতার বচন লিখেন যে (বানপ্রস্থো ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বা দয়াপরঃ। সাত্বিকো ব্রহ্মনিষ্ঠশ্চ যশ্চ হিংসাবিবর্জ্জিতঃ। তে ন দদ্যুঃ পশুবলিমনুকল্পং চরন্ত্যপি) অর্থাৎ বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী, আর দয়াবান্ গৃহস্থ, এবং সাত্বিক, ও ব্রহ্মনিষ্ঠ, ও হিংসাবিবর্জ্জিত ব্যক্তি, ইহারা পশু বলিদান করিবেন না, কিন্তু যে স্থানে বলিদানের আবশ্যকতা হয় সে স্থানে অনুকল্পের আচরণ করিবেন। উত্তর, এ সকল বচনে এবং অন্য যে২ বচনে বৈধ হিংসার দোষ ও অকর্ত্তব্যতা লিখেন সে সকল সাংখ্যমতের অন্তর্গত, কিন্তু গীতামতবিরুদ্ধ এবং মনুবাক্যবিপরীত হয়, গীতা (ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহু মনীষিণঃ। যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে॥ এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ। কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমং) অর্থাৎ যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মেতে হিংসাদি দোষ আছে এ নিমিত্ত সাংখ্যেরা যজ্ঞাদি কর্ম্মকে অকর্ত্তব্য কহেন, আর মীমাংসকেরা কহেন যে যজ্ঞাদি কর্ম্ম ত্যাগ করিবে না; কিন্তু এ সকল কর্ম্ম যাহাকে সাংখ্যেরা নিষেধ করেন ও মীমাংসকেরা বিধি দিতেছেন তাহা আসক্তি ও ফল ত্যাগপূর্ব্বক কর্ত্তব্য হয় হে অর্জ্জুন নিশ্চিত আমার এই উত্তম মত॥ ইত্যাদি বচনে বৈধ হিংসার অনুমতি ব্যক্তরূপে কহিয়াছেন। বেদান্তের ৩ অধ্যায়ে ১ পাদে ২৫ সূত্র (অশুদ্ধমিতি চেন্ন শব্দাৎ) যজ্ঞাদি কর্ম্ম হিংসামিশ্রিত প্রযুক্ত অশুদ্ধ অর্থাৎ পাপজনক হয় এমৎ নহে যেহেতু বেদে তাহার বিধি দিয়াছেন। এবং স্মার্ত্ত প্রভৃতি তাবৎ নবীন ও প্রাচীন নিবন্ধকারেরা ভগবদ্‌গীতার এবং মনুবাক্যানুসারে ও বেদান্ত ও মীমাংসাদর্শনের প্রমাণে বৈধ হিংসার কর্ত্তব্যতা লিখিয়াছেন এবং বৈধ হিংসাতে যে সকল দোষশ্রুতি আছে তাহাকে মন্বাদিবাক্যের বিরুদ্ধ সাংখ্যমতীয় জানিয়া আদর করেন নাই॥ (ব্রাহ্মণৈঃ সা ন কর্ত্তব্যা যতস্তে সাত্বিকা মতাঃ) এই অগস্ত্যসংহিতাবচনের টীকা এইরূপ ধর্ম্মসংহারক ১৩৮ পৃষ্ঠে লিখেন "এ স্থানে কোনো নিপুণমতি কহেন যে ব্রহ্মজ্ঞানীর সর্ব্বশাস্ত্রেই অহিংসা দর্শনে এবং ব্রাহ্মণ জাতির শাস্ত্রান্তরে বৈধ হিংসাবিধি শ্রবণে এই বচনে ব্রাহ্মণ শব্দে ব্রাহ্মণ জাতি নহে কিন্তু ব্রহ্মকে জানেন এই ব্যুৎপত্তির অনুসারে ব্রাহ্মণ শব্দে ব্রহ্মজ্ঞানী এই অর্থ সুতরাং বক্তব্য হয়।" উত্তর, এ বচনে ব্রাহ্মণের হিংসা ত্যাগের কারণ লিখেন, যে তাঁহারা সাত্বিক হয়েন ইহাতে ব্রাহ্মণ শব্দে ব্রাহ্মণ জাতিরই গ্রহণ হয়, ব্রাহ্মণেরা সত্বগুণপ্রধান হয়েন অতএব শম দমাদি তাঁহাদের প্রাধান্যরূপে কর্ম্ম হয় (চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ) এ শ্লোকের ব্যাখ্যাতে ভগবান্ শ্রীধর স্বামী সত্বপ্রধান ব্রাহ্মণ হয়েন এই বিবরণ করিয়াছেন, এবং গীতার অষ্টাদশাধ্যায়ে লিখেন (শমো দমস্তপঃ

শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ। জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজং) শম, দম, তপস্যা, শুচিতা, ক্ষমা, শরলতা, শাস্ত্রার্থজ্ঞান, অনুভব, আস্তিক্যবুদ্ধি, এ সকল সত্বগুণপ্রধান যে ব্রাহ্মণ তাঁহাদের স্বাভাবিক কর্ম্ম হয়। অতএব সাংখ্যমতীয় অগস্ত্যসংহিতাবচনের স্পষ্টার্থ এই যে যদ্যপিও যজ্ঞীয় হিংসা কর্ত্তব্য হইয়াছে তথাপি ব্রাহ্মণেরা সাত্বিক হয়েন ও শমদমাদি তাঁহাদের কর্ম্ম এ কারণ বৈধ হিংসাও তাঁহাদের কর্ত্তব্য নহে। অতএব এরূপ মুখ্য ও স্পষ্টার্থের সম্ভাবনা সত্বে বিপরীতার্থের কল্পনা যে নিপুণমতি করিয়াছেন তিনি ধর্ম্মসংহারক কিম্বা তাঁহার সহায় হইবেন; অধিকন্তু ব্রহ্মনিষ্ঠের প্রতিও বিহিত হিংসার নিষেধ নাই, ছান্দোগ্যশ্রুতিঃ (আত্মনি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সংপ্রতিষ্ঠাপ্যাহিংসন্ সর্ব্বাণি ভূতানি অন্যত্র তীর্থেভ্যঃ) পরমাত্মাতে ইন্দ্রিয়সকল সংযোগ করিয়া বিহিত ব্যতিরেকে হিংসা করিবেন না। এবং পুরাণ ইতিহাসেতেও বশিষ্ঠ, ব্যাস, প্রভৃতি জ্ঞানীরা বিহিত হিংসা ও বিহিত মাংসাদি ভোজন আপনারা করিয়াছেন ও জনক যুধিষ্ঠির প্রভৃতি যজমানকে অশ্বমেধাদি হিংসাযুক্ত কর্ম্ম করাইয়াছেন, এইরূপ মহাকালসংহিতার ওই বচন সাংখ্যমতান্তর্গত হয় বিশেষত ওই বচন বলিদানপ্রকরণে লিখিত হইয়াছে ইহাতেও তাবৎ বৈধ হিংসার অনুকল্পের অনুমতি বোধ হয় নাই।

১৩৯ পৃষ্ঠে পদ্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তের বচন লিখেন তাহাতেও বৈধ হিংসার নিষেধ নাই কেবল জীবনার্থ ও স্বভক্ষণার্থ নিষিদ্ধ করিয়াছেন ইহা সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধান্ত-সম্মত বটে।

১৪৫ পৃষ্ঠের শেষে লিখেন যে "কখন ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী কখন বা ভাক্তবামাচারী" এবং ১৩০ পৃষ্ঠেও এইরূপ পুনঃ২ কথন আছে, কিন্তু ধর্ম্মসংহারকের এরূপ লিখিবাতে আশ্চর্য্য কি যেহেতু তাঁহার এ বোধও নাই যে কুলাচার সর্ব্বথা ব্রহ্মজ্ঞানমূলক হয়েন। সর্ব্বত্র সংস্কার বিষয়ে বামাচারের মন্ত্র এই হয় (ঐকমেব পরং ব্রহ্ম স্থূল-সূক্ষ্মময়ং ধ্রুবং) এবং দ্রব্যশোধনে সর্ব্বত্র বিধি এই (সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং ভাবয়েৎ) এবং কুলধাতুর অর্থ সংস্ত্যান, অর্থাৎ সমূহ অর্থে বর্ত্তে, অতএব সমূহ যে বিশ্ব তাহা কুল শব্দের প্রতিপাদ্য যাহা মহাবাক্যের তাৎপর্য্য হইয়াছে। কুলার্চ্চনদীপিকাধৃত তন্ত্র-বচন (অনেকজন্মনামন্তে কৌলজ্ঞানং প্রপদ্যতে। ব্রতক্রতুতপস্তীর্থদানদেবার্চ্চনাদিষু। তৎফলং কোটিগুণিতং কৌলজ্ঞানং ন চান্যথা। কৌলজ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানং ব্রহ্মজ্ঞানং তদুচ্যতে) তথাচ (জীবঃ প্রকৃতিতত্ত্বঞ্চ দিক্‌কালাকাশমেব চ। ক্ষিত্যপ্‌তেজোবায়বশ্চ কুলমিত্যভিধীয়তে। ব্রহ্মবুদ্ধ্যা নির্বিকল্প এতেষ্বাচরণঞ্চ যৎ। কুলাচারঃ স এবাস্তে ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদঃ॥)

১৪৮ পৃষ্ঠে ১৭ পংক্তিতে লিখেন যে "স্ব স্ব উপাসনা শব্দেই বা তাঁহার অভিপ্রেত কি—যদি ব্রহ্মোপাসনাই হয় তবে ব্রহ্মের উদ্দেশে পশুঘাতের ও নিবেদনের বিধি ও মন্ত্রাদি কোন্ শাস্ত্রে লিখিত আছে তাহা জানিতে ইচ্ছা করি।" উত্তর, যাঁহার কিঞ্চিৎও শাস্ত্রজ্ঞান আছে তিনি অবশ্যই জানেন যে দেবতারাই কেবল যজ্ঞাংশভাগী হয়েন অতএব পরব্রহ্মের উদ্দেশে পশুঘাতের ও নিবেদনের বিধি ও মন্ত্রাদি কোন্ শাস্ত্রে লিখিত আছে এ প্রশ্ন করা সর্ব্বপ্রকারে অযোগ্য হয়, বস্তুত (ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতং। ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা) এবং (ব্রহ্মার্পণেন মন্ত্রেণ পানভোজনমাচরেৎ) এই প্রমাণানুসারে ব্রহ্মার্পণমন্ত্রের উল্লেখ-পূর্ব্বক ব্রহ্মনিষ্ঠের পান ভোজন বিহিত হয় এবং পরব্রহ্মের সর্ব্বময়ত্বপ্রযুক্ত ও তদ্ভিন্ন বস্তুর যথার্থত অভাবপ্রযুক্ত, পান ভোজন দ্রব্যের নিবেদন তাঁহার প্রতি সম্ভব নহে। অধিকন্তু অন্য দেবতার উদ্দেশে দত্ত যে সামগ্রী তাহা ভক্ষণের নিষেধ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের প্রতি নাই, ধর্ম্মসংহারক আপনিই স্বীকার করিয়াছেন যে অন্যে অন্যের নিবেদিত দ্রব্য ভোজন করিতে পারেন।

১৫১ পৃষ্ঠে ৫ পংক্তিতে লিখেন যে "অনিবেদ্য ন ভুঞ্জীত মৎস্যমাংসাদি কিঞ্চন, এ বচনে মৎস্য মাংসাদি তাবৎ দ্রব্যেরি স্বতঃ কিম্বা পরতঃ সামান্যত দেবতাকে অনিবেদিত ভোজনের নিষেধ প্রাপ্ত হইতেছে, অন্যথা অন্যে অন্যের নিবেদিত দ্রব্য এবং এক দেবতার উপাসক দেবতান্তরের প্রসাদ ভোজন করিতে পারেন না।" এরূপ কথনের দ্বারা ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে কোন দেবতাবিশেষের নৈবেদ্য ভোজন দ্বারা সেই দেবতাবিশেষের উপাসক হয় না।

১৪৭ পৃষ্ঠে ১৪ পংক্তিতে লিখেন যে "বেদোক্তেন বিধানেন ইত্যাদি মহানির্ব্বাণ-বচনে লোকযাত্রা শব্দে কেবল মদ্য মাংস ভোজনাদি এই অর্থ কি মহাদেব তাঁহার কানে২ কহিয়াছেন" আমাদের প্রথম উত্তরের ১৯ পৃষ্ঠে ঐ পূর্ব্বোক্ত বচনের অর্থ এইরূপ লিখা গিয়াছে যে "জ্ঞানে যাঁহার নির্ভর তিনি সর্ব্বযুগে বেদোক্ত বিধানে আর কলিযুগে বেদোক্ত কিম্বা আগমোক্ত বিধানে লোকাচার নির্ব্বাহ করিবেন" অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠেরা লৌকিক ব্যবহার কলিতে আগমোক্ত বিধানে করিতে সমর্থ হয়েন, এই বিবরণে মদ্য মাংস ভোজন এ শব্দও নাই, তবে সর্ব্বদা মদ্য মাংস খাইবার লালসাতে ধর্ম্মসংহারক স্বপ্নে এবং জাগ্রদবস্থায় কেবল মদ্য মাংসই দেখিতে পান, সুতরাং এরূপ প্রশ্ন করা তাঁহার কি আশ্চর্য্য যে "লোকযাত্রা শব্দে কেবল মদ্যমাংসাদি ভোজন এই অর্থ কি মহাদেব তাঁহার কানে২ কহিয়াছেন" বস্তুত শাস্ত্র-কর্ত্তাদের গ্রন্থপ্রকাশের তাৎপর্য্য এই যে ওই সকল শাস্ত্র মনুষ্যের সাক্ষাৎ কিম্বা

পরম্পরায় কর্ণগোচর হয়, অতএব ভগবান্ মহেশ্বর ওই বচনপ্রাপ্ত "যাত্রা" শব্দের অর্থ আমাদের কর্ণে পরম্পরায় ইহা কহিয়াছেন যে সাংসারিক ব্যবহার অর্থাৎ সংস্কার ও বিত্তোপার্জ্জন, পোষ্যবর্গ পালন ও আহারাদি, যাহা গৃহস্থের জন্যে ইহলোক নির্ব্বাহে আবশ্যক, তাহা আগমোক্ত বিধানে সম্পাদন করিবেন (লোকস্তু ভুবনে জনে ইত্যমরঃ, যাত্রা স্যাৎ পালনে গতৌ ইতি) এবং ভগবান্ শ্রীধর স্বামী (শরীর-যাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্ম্মণঃ) এই গীতাবচনের অর্থে লিখেন যে, কর্ম্মমাত্রও যদি তুমি না কর তবে শরীর নির্ব্বাহও হইতে পারে না, এ স্থলে শরীরযাত্রা শব্দে শরীর নির্ব্বাহ শ্রীধর স্বামীর কর্ণে ভগবান্ কৃষ্ণ কহিয়াছিলেন কি না ইহার নিশ্চয় ধর্ম্মসংহারক অদ্যাপি বুঝি করেন না। আর ঐ বচন অবলম্বন করিয়া ১৪৭ পৃষ্ঠে ১৭ পংক্তিতে দ্বিতীয় প্রশ্ন করেন যে "ঐ বচনে জ্ঞানীদের স্ব২ ধর্ম্মানুসারে নিবেদিত মাংসাদি ভোজনই বা কিরূপে প্রাপ্ত হয়"। উত্তর, আগমোক্ত বিধানে যদি সংসার নির্ব্বাহার্থ আহারাদি করিতে ব্রহ্মনিষ্ঠ সমর্থ হইলেন তবে ব্রহ্মার্পণ সংস্কারে আগম-বিহিত মাংসাদি ভোজন অবশ্য প্রাপ্ত হইল ইহার বিশেষ বিবরণ পরিচ্ছেদের শেষে লিখা গেল পণ্ডিতেরা যেন অবলোকন করেন। আমরা প্রথম উত্তরের ১৮ পৃষ্ঠে লিখিয়াছিলাম যে "ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীরা কিরূপে জানিয়াছেন যে অনিবেদিত মাংস ভোজন ও পরম হর্ষে ছেদন কেহ২ করিয়া থাকেন তাহার বিশেষ লিখেন নাই তিনি কি তত্তৎকালে উপস্থিত হইয়া নৃত্য কি উৎসাহ করিতে দর্শন করিয়াছেন" ইহার উত্তরে ধর্ম্মসংহারক ১৩৫ পৃষ্ঠে লিখেন যে "ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর কি ভ্রান্তি, দর্শনের অপেক্ষা কি, দশের মুখে কে হস্ত প্রদান করে দশের বচনই সত্যাসত্যের প্রমাণ হয়"। উত্তর, দশের মুখই প্রমাণ এই নিয়ম যদি ধর্ম্মসংহারক করেন তবে এ বিশিষ্ট সন্তান আমাদের প্রতি যে পান ও হিংসার উল্লেখ করিবেন ততোধিক ওই দশ মুখ প্রমাণ দ্বারা তাঁহার অতি মান্যের ও অতি প্রিয়ের বর্ণনবাহুল্য আছে কিন্তু আমরা সে উদ্বেগজনক বাক্য কহিব না।

১৪৮ পৃষ্ঠে লিখেন যে "অতি শিশু ছাগলকে অল্প মূল্যে ক্রয় করিয়া কাহার বা পুরুষাঙ্গ হীনপূর্ব্বক উত্তম আহারাদি দ্বারা পালন করত—অঙ্গুলির দ্বারা ভোজনের উপযুক্ততানুপযুক্তত্ব পরীক্ষণ করিয়া যখন বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ দর্শন করেন তৎকালে পরম হর্ষে বন্ধু বান্ধবের সহিত স্বহস্তে বহু প্রহারে ছেদনানন্তর স্বোদর পূরণ করিয়া থাকেন" উত্তর, এরূপ অলীক কথন যাহার স্বাভাবিক চিত্ত তাহা হইতে কদাপি হয় না, যদ্যপি এ অমূলক মিথ্যার সমুচিত উত্তর এই ছিল যে হিন্দুর সর্ব্বথা অভক্ষ্য যে পশু তাহার বৎসের ঐরূপ পালন ও পরে হিংসন ধর্ম্মসংহারক স্বয়ং

করিয়া থাকেন কিন্তু অদ্যাবধি কে কোথায় অলীক বক্তা ব্যলীকের সহিত রাগান্ধ হইয়া অলীক কথন করিয়াছে। ১৪৬ ও ১৪৭ পৃষ্ঠে যাহা লিখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে এক ব্যক্তি পণ্ডিতসভাতে আপনাকে বৈদিক, স্মার্ত্ত, তান্ত্রিকরূপে প্রকাশ করাতে তাঁহাদের বিচার দ্বারা আপনাকে পশ্চাৎ কৃষিকর্ম্মকারী স্বীকার করিলেন। উত্তর, পণ্ডিতসভাতে এরূপ অপণ্ডিতের পাণ্ডিত্য প্রকাশে তাহার কেবল লজ্জাকর হয়, সেইরূপও অপণ্ডিতমণ্ডলীতে যথার্থ কথনের দ্বারা পণ্ডিতও অপমানিত হইয়াছেন ইহাও শ্রুত আছে যেমন মূর্খদের সভাতে কোনো এক পণ্ডিত শাক, শাল্মলি, বক, ইহা কহিয়া তিরস্কৃত হইয়াছিলেন যেহেতু তাহারা শাগ শিমুল বগ ইহাকেই শুদ্ধ জ্ঞান করিত। আমরা প্রথম উত্তরের ১৯ পৃষ্ঠে লিখি যে "পরমেশ্বরকে জন্ম মরণ চৌর্য্য পারদার্য্য ইত্যাদি দোষকে যথার্থ জানিয়া অপবাদ দিতে পারেন" তাহার উত্তরে প্রথমত ১৪১ পৃষ্ঠে ৭ পংক্তিতে লিখেন যে "শ্রীভগবানের জন্ম,ও মরণ কি প্রকারে অযথার্থ কহা যায়" এবং জনন মরণের প্রমাণের উদ্দেশে গীতা, বিষ্ণুপুরাণ, অগস্ত্যসংহিতাদির বচন লিখিয়াছেন পরে আপন এই পূর্ব্বোক্ত বাক্যের অন্যথা করিয়া সিদ্ধান্তে ১৪৩ পৃষ্ঠে ১৩ পংক্তিতে লিখেন "অতএব পরমেশ্বরের জন্ম মৃত্যু শব্দ প্রয়োগ লোকের ব্যবহারিক মাত্র কিন্তু বাস্তব নহে" অধিকন্তু ১৪৫ পৃষ্ঠের ১ পংক্তিতে লিখেন যে "পরমার্থ বিবেচনায় মনুষ্যেরও জন্ম মৃত্যু কহা যায় না"। উত্তর, এ প্রমাণ বটে যে কি জীবের কি ভগবান্ রামকৃষ্ণ প্রভৃতির "পরমার্থ বিবেচনায় জন্ম মৃত্যু কহা যায় না" তবে কি প্রকারে ১৪১ পৃষ্ঠে ৭ পংক্তিতে ধর্ম্মসংহারক লিখিলেন যে "ভগবানের জনন ও মরণ কি প্রকারে অযথার্থ কহা যায়" এখন বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিবেচনা করিবেন যে আমরা লিখিয়াছিলাম যে ধর্ম্মসংহারক পরমেশ্বরে জন্ম মরণাদি দোষকে যথার্থ বোধে দিতে পারেন তাহা তাঁহাদেরই প্রথম বাক্যানুসারে প্রমাণ হইল কি-না।

ভগবদ্গীতাশ্লোকের অর্থকে যে অন্যথা কল্পনা করিয়াছেন তাহার যথার্থ বিবরণ লিখা আবশ্যক জানিয়া লিখিতেছি (বহূনি মে ব্যতীতানি) এই শ্লোকের ব্যাখ্যাতে ১৪১ পৃষ্ঠে ১৫ পংক্তিতে লিখেন যে "আমি মায়ারহিত এ কারণ আমার সকল স্মরণ হয়" কিন্তু শ্রীধর স্বামী লিখেন যে (অলুপ্তবিদ্যাশক্তিত্বাৎ) অর্থাৎ আমার বিদ্যা মায়া, যাহার প্রকাশ স্বভাব হয়, সুতরাং আমার সকল স্মরণ হয়। এবং ইহার পরশ্লোকে স্পষ্টই কহিতেছেন (প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া) আমি শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ আপন মায়াকে স্বীকার করিয়া শুদ্ধ ও তেজস্বী সত্ত্বাত্মক মূর্ত্তিবিশিষ্ট হইয়া অবতীর্ণ হই। অতএব মূর্ত্তি যদ্যপিও বিশুদ্ধ, তেজস্বী, সত্ত্বগুণাত্মক হয়েন তথাপিও সে

মায়াকার্য্য। এবং ঐ অর্থকে আরো দৃঢ় করিতেছেন শারীরকভাষ্যধৃত স্মৃতি (মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ। সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং নৈবং মাং জ্ঞাতুমর্হসি) হে নারদ সর্ব্বভূতগুণবিশিষ্ট আমাকে যে দেখিতেছ এ মায়ার সৃষ্টি আমি করিয়াছি কিন্তু এরূপ আমাকে যথার্থ জানিবে না। অধ্যাত্মরামায়ণে (পশ্যামি রাম তব রূপমরূপিণোপি মায়াবিড়ম্বনকৃতং সুমনুষ্যবেশং) হে রাম রূপহীন যে তুমি তোমার যে এই সুন্দর মনুষ্যবেশ দেখিতেছি সে কেবল মায়াবিড়ম্বনাতে কৃত হয়। দেবী-মাহাত্ম্য (বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশান এবচ। কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ) অর্থাৎ যেহেতু বিষ্ণু ও আমি এবং মহাদেব আমরা যে শরীর গ্রহণ করিয়াছি, হে মহামায়া, সে তুমি আমাদের দ্বারা করিয়াছ অতএব কে তোমাকে স্তব করিতে সমর্থ হয়। বিষ্ণুর অনিবেদিত মৎস্য মাংস ভোজনের বিষয়ে দোষ ক্ষালনের নিমিত্ত ১১২ পৃষ্ঠে ১০ পংক্তিতে লিখেন "যদি স্বীয় ইষ্টদেবতাকে অনিবেদ্য যে দ্রব্য তাহাতে প্রবৃত্তি হয় তবে স্বতঃ কিম্বা পরতঃ দেবতান্তরের নিবেদিত করিয়া ভোজনে তাঁহার বাধা কি যেহেতু দেবতাকে অনিবেদিত দ্রব্যের ভোজনেই শাস্ত্রীয় নিষেধ প্রাপ্ত হইতেছে"। উত্তর, এ বিধি বিষ্ণুপাসকের প্রতি সম্ভবে না, যেহেতু স্মার্ত্তধৃত বহ্বৃচগৃহ্যপরিশিষ্টবচনে এবং নানা বৈষ্ণবশাস্ত্রের প্রমাণে বিষ্ণুপাসকের অন্যদেবতা-নৈবেদ্য ভক্ষণে প্রায়শ্চিত্তশ্রুতি আছে যথা (পবিত্রং বিষ্ণুনৈবেদ্যং সুরসিদ্ধর্ষিভিঃ স্মৃতং। অন্যদেবস্য নৈবেদ্যং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ) দেবতা, সিদ্ধগণ ও ঋষি-সকল ইহাঁরা বিষ্ণুনৈবেদ্যকে পবিত্র করিয়া জানেন অন্য দেবতার নৈবেদ্য ভক্ষণ করিয়া চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবেক। বাস্তবিক এই ব্যবস্থার দ্বারা ইহা জানাইয়াছেন যে ধর্ম্মসংহারকের মৎস্যাদিতে এ পর্য্যন্ত লোভ যে তাঁহার স্বীয় ইষ্টদেবতার অনিবেদিত হইলেও তাহাকে স্বত কিম্বা পরত দেবতান্তরকে দিয়া ভোজন করেন, অতএব ১৪৮ পৃষ্ঠে যাহা লিখেন "যদি পঞ্চ দেবতার মধ্যে দেবতাবিশেষের উপাসনা হয় তবে কেবল ভোজনকালেই স্মরণ প্রযুক্ত সুতরাং তেঁহ ভাক্ত কর্ম্মীর অন্তঃপ্রবিষ্ট হইবেন" সেই কথনের বিষয় তেঁহ আপনিই হইলেন কি না।

১৫৩ পৃষ্ঠে লিখেন যে "ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর সজ্জনতাতে ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর মৎসরতার ভ্রম এবং ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর প্রারব্ধের ভোগে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর ঐহিক ভোগের ভ্রম, সজ্জনের এই স্বভাব যে সদ্বংশজাত ব্যক্তি সকলকে অসৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত দেখিলে তাঁহাদিগ্যে সদুপদেশ দ্বারা নিবৃত্ত করান তাহাতেও যদি না হয় তিরস্কার করিয়া থাকেন" উত্তর, কোন২ ব্যক্তিবিশেষেরা দেদীপ্যমান শাস্ত্রের প্রমাণের দ্বারা যে কর্ম্ম করেন তাহাকে অন্য কোনো ব্যক্তি অসৎ কর্ম্মরূপে প্রমাণ করিবার ইচ্ছুক

হইয়া পরে প্রমাণ করিতে অসমর্থ হইয়াও সেই সকল ব্যক্তির প্রতি কুকর্ম্মী ও তাঁহাদের আহারকে অশুচি ইত্যাদি পদের উল্লেখ করেন, ইহাতেও তাঁহাকে মৎসর না কহিয়া যদি সুজনের মধ্যে গণিত করা যায় তবে দুর্জ্জন ও মৎসর পদের বাচ্য প্রায় দুর্লভ হইবেক। বস্তুত সজ্জনেরা যদি কাহারো আহারকে দূষ্য ও কর্ম্মকে নিন্দিত জানেন তথাপি যে পর্য্যন্ত বিচারপূর্ব্বক তাহার দূষ্যত্ব প্রমাণ না করিতে পারেন কদাপ ভোজ্য ও ভোক্তার প্রতি দুর্ব্বাক্য কহেন না, বরঞ্চ বিচারে পরাস্ত করিলেও তাঁহারা সৌজন্যের বাধ্য হইয়া নীচের ভাষা কদাপি কহিতে সমর্থ হয়েন না।

১৫৫ পৃষ্ঠে লিখেন "কেহ কাহারো প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ কদাচ নিবারণ করিতে পারেন না তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কীট পক্ষী গবাদি ও শূকর, ইহারা উত্তম আহার দ্বারা গৃহস্থের গৃহে প্রতিপালিত হইলেও প্রারব্ধের গুণে পতঙ্গ উচ্ছিষ্ট পত্র ও মলমূত্র ভক্ষণে ব্যাকুল হয়"। উত্তর, এ উদাহরণের দ্বারা ধর্ম্মসংহারক স্বহস্তলগ্ন খড়্গের দ্বারা আপন মস্তকছেদ করিয়াছেন, যেহেতু বিশেষ ধনবত্তা থাকিতেও পশুরও অগ্রাহ্য দ্রব্যকে সর্ব্বাগ্রে ভক্ষণ করিতেছেন আর দেবতা এবং বশিষ্ঠাদি ঋষিরা ও রামকৃষ্ণ প্রভৃতি মূর্ত্তিরা যে মাংস দুর্লভ জানিয়া আহার করিতেন, তাহা ত্যাগ করিয়া পর্য্যুষিত শাক ও তিক্ত পত্রাদিকে অতি প্রিয় আহার জ্ঞান করেন অতএব তাঁহার প্রতিই তাঁহার উদাহরণ অবিকল সঙ্গত হয়।

১৫৬ ও ১৫৭ পৃষ্ঠে গীতার বচনানুসারে আহারের সাত্ত্বিকতা ও তামসতা কহিয়াছেন "যে ভোগ ভোক্তার আয়ু, উৎসাহ, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতির বর্দ্ধক এবং মধুর স্নিগ্ধ স্থির ও হৃদগত হয় সেই ভোজন সাত্ত্বিকের প্রিয় তাহার নাম সাত্ত্বিক—প্রহরাতীত, বিরস, দুর্গন্ধ, পর্য্যুষিত, উচ্ছিষ্ট, অথবা অস্পৃশ্য এই প্রকার যে কদর্য্য ভোগ সেই তামসদিগের প্রিয় তাহার নাম তামসিক"। উত্তর, বিজ্ঞ লোক ঐ দুই বচনের অর্থ বিবেচনা করিবেন যে আয়ু উৎসাহ বল আরোগ্য ইত্যাদিবর্দ্ধন গুণ ঘৃত মাংসাদি আহারে থাকে কি ঘাস মৃত মৎস্য ইত্যাদি আহারে জন্মে। এ বচনস্থ (রস্যাঃ) এই পদের অর্থ শ্রীধর স্বামী লিখেন যে (রসবন্তঃ) ধর্ম্মসংহারক লিখেন (মধুরঃ) আর শেষ বচনস্থ (অমেধ্যং) এই পদের অর্থ স্বামী লিখেন যে (অভক্ষ্য কলঞ্জাদি) কিন্তু ধর্ম্মসংহারক লিখেন (অস্পৃশ্য)।

সংপ্রতি পূর্ব্বোক্ত বিবরণকে বোধসুগমের নিমিত্ত সংক্ষেপে লিখিতেছি, সাঙ্খ্যমতে এবং অন্য কোন২ শাস্ত্রে বৈধ হিংসাতেও পাপ লিখিয়াছেন, পরন্তু মন্বাদি স্মৃতি ও মীমাংসা, বেদান্তাদি শাস্ত্রে ও ভগবদগীতাতে এবং প্রাচীন নব্য সংগ্রহেতে বিহিত হিংসা

পাপজনক নহে ইহা লিখেন ; তাহাতে ভগবান্ মহেশ্বর বিহিত হিংসাকে যুক্তি দ্বারা সঙ্গত করিয়া ভূরি তন্ত্রে তাহার কর্ত্তব্যতার আজ্ঞা দিয়াছেন, তথাচ কুলতন্ত্রে (জলং জলচরৈর্মিশ্রং দুগ্ধং গোমাংসনিঃসৃতং। অন্নানি মেদজাতানি নিরামিষ্যং কথং ভবেৎ) অর্থাৎ লোকে নিরামিষ্য ভোজনের সম্ভাবনা নাই যেহেতু জল পান ব্যতিরেক মনুষ্যের প্রাণ ধারণ হয় না সে জল মৎস্য, শামুক ও ভেক, সর্পাদির ক্লেদে মিশ্রিত হয় এবং জলীয় কীট যাহা সূক্ষ্মদর্শনযন্ত্রের দ্বারা সকলেরি প্রত্যক্ষসিদ্ধ সেই সকল কীটেতেও জল পরিপূর্ণ হইয়াছে অতএব জল পান দ্বারা ঐ ক্লেদ পান ও কীট ভক্ষণ হইতে পরিত্রাণ নাই, সেইরূপ দুগ্ধ গোমাংস হইতে নিঃসৃত হয় যেহেতু গবীর আহারের পরিমাণে ও আহারের গন্ধানুসারে দুগ্ধের পরিমাণ ও গন্ধ হইয়া থাকে ইহা দেখিয়াও বয়ঃপ্রাপ্ত জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা তাহা পান করেন আর তাবৎ অন্ন গোধূমাদি মধুকৈটভের শরীর যে এই মেদিনী তাহা হইতে উৎপন্ন হয়, এবং মনুষ্য ও পশ্বাদি তাবৎ জীবের মৃত শরীর ও শরীরের ত্যক্ত ক্লেদ ইহা প্রতক্ষ্য মৃত্তিকারূপে অল্পকালেই পরিণত হইতেছে যাহাতে শস্যাদি উৎপন্ন হয়, পরে সেই শস্য সকলের আহার হইয়াছে॥ বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে যাঁহারা বিহিত আমিষ্য ভোজনে উৎসাহপূর্ব্বক নিন্দা করেন তাঁহারাই স্বয়ং অবিহিত আমিষ্য ভোজন বারম্বার করিয়া থাকেন। গুড় চিনি প্রভৃতি দ্রব্যে পিপীলিকা কীটাদি পতিত হইবাতে তাহার শরীরনির্গত রসে ওই সকল বস্তু মিশ্রিত হয়, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া সেই২ দ্রব্যকে পানযোগ্য করিবার নিমিত্ত জলসংযুক্ত করেন, পরে ছানিবার সময়ে ঐ দ্রব্যের ও মৃত পিপীলিকা কীটাদির স্থূল অংশ পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম অংশের গ্রহণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ ঘৃতাদিতে পতিত কীট পিপীলিকাদির রসকে অগ্নিসংযোগ দ্বারা নিঃসৃত করিয়া পরে ছানিবার দ্বারা তাহার স্থূল অংশ বর্জ্জন ও সূক্ষ্ম অংশ গ্রহণ করেন, সেইরূপ প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ মৃত মক্ষিকা ও তাহার বৎস ও ক্লেদ এ সকল সম্বলিত চাকের পিস্পীড়নপূর্ব্বক মধু গ্রহণ ও পান করেন। এইরূপ নানাবিধ প্রত্যক্ষসিদ্ধ আমিষ ভোজন শত২ বচন থাকিলেও বস্তুত নিরামিষ্য ভোজন হইতে পারে না, তবে বচনবলে এ সকলের দোষ নিবারণের যত্ন করা উভয় পক্ষেই সমান হয় অর্থাৎ বিহিত মাংস ভোজনের নির্দোষত্বে এইরূপ শত২ বচন আছে॥ অতএব বাস্তবিক নিরামিষ্যের অসম্ভাব্য প্রযুক্ত অবিহিত আমিষের নিষেধপূর্ব্বক বিহিত আমিষের বিধান ভগবান্ পরমারাধ্য করিতেছেন, কুলার্ণবে (তৃপ্ত্যর্থং সর্ব্বদেবানাং ব্রহ্মজ্ঞানোদ্ভবায় চ। সেবেত মধুমাংসানি তৃষ্ণয়া চেৎ স পাতকী) সর্ব্বদেবতার তুষ্টির ও ব্রহ্মজ্ঞানের উৎপত্তির নিমিত্ত মধু ও মাংস সেবন করিবেক, লোভপ্রযুক্ত অবিহিত ভোজন করিলে পাতকী

হয়। ইতি তৃতীয়প্রশ্নের দ্বিতীয় উত্তরে ভূরিকৃপাবলোকো নাম পঞ্চমপরিচ্ছেদঃ॥
সমাপ্তং তৃতীয়প্রশ্নোত্তরং॥

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর

ধর্ম্মসংহারক ১৬০ পৃষ্ঠে (যৌবনং ধনসম্পত্তিঃ প্রভুত্বমবিবেকতা। একৈকমপ্যনর্থায় কিমু তত্র চতুষ্টয়ং) এই শ্লোককে অবলম্বন করিয়া ১৪ পংক্তি অবধি লিখেন যে "এই নীতিশাস্ত্রের বচনের তাৎপর্য্য নহে যে এই যৌবনাদি চতুষ্টয় ব্যক্তিমাত্রেরি অনর্থের কারণ কিন্তু দুঃশীল দুর্জ্জনদিগের সকল অনর্থের সাধন হয়" এবং রাবণ ও বিভীষণাদির দৃষ্টান্ত দিয়া পরে ১৬১ পৃষ্ঠের ১২ পংক্তিতে লিখেন যে "ইদানীন্তন অনেক দুর্জ্জন, ও সুজনেরও যৌবনাদিতে দৌর্জ্জন্য ও সৌজন্য প্রকাশ হইতেছে।" উত্তর, আমাদের প্রথম উত্তরে সামান্যতঃ কথন ছিল যে কেহ পিতা অবর্ত্তমানে যৌবন, ধন, প্রভুত্ব, অবিবেকতাপ্রযুক্ত অনর্থ করিতেছেন; কেহ বা পিতা বিদ্যমানপ্রযুক্ত ধন ও প্রভুত্ব তাঁহার নাই কেবল যৌবন ও অবিবেকতাপ্রযুক্ত নানা অনর্থকারী হয়েন। তাহাতে আমাদের এই বাক্যকেই ধর্ম্মসংহারক বস্তুত আপন প্রত্যুত্তরে দৃঢ় করিয়াছেন যে যৌবন, ধন, ইত্যাদি দুর্জ্জনেরি অনর্থের কারণ হয়, সংপ্রতিক ব্যক্তির কার্য্য দেখিয়া দৌর্জ্জন্য কিম্বা সৌজন্য বিবেচনা করা উচিত,—ধর্ম্মসংহারকের সেরূপ বিভব ও অমাত্য ও সৈন্য সেনাপতি নাই যে যাহার প্রতি দ্বেষ হয় তাহাকে বধ কিম্বা দেশ হইতে নির্যাপনরূপ অনর্থ করিতে পারেন, কেবল কিঞ্চিৎ বিভব আছে যাহার দ্বারা ছাপা করিবার ব্যয়ে কাতর না হয়েন, তাহাতেই প্রমত্ত হইয়া শাস্ত্রীয় বিচারস্থলে প্রশ্নচতুষ্টয়ের ও প্রত্যুত্তরের ছলে এরূপ দুর্ব্বাক্য, যাহা অতি নীচেও কহিতে সঙ্কোচ করে, তাহা স্বজন ও অন্যকে কহিয়া নানা অনর্থের মূলীভূত হইতেছেন। যদি শাস্ত্রীয় বিচার অভিপ্রেত ছিল তবে চণ্ডাল, কুক্কুর, শূকর, ইত্যাদি পদ প্রয়োগ বিনা কি শাস্ত্রীয় বিচার হইতে পারে না। এবং ঐ পৃষ্ঠেতে আপন সৌজন্যের প্রমাণ লিখেন যে "কেহ২ ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষিরূপে বিখ্যাত" যদি স্বগৃহীত নাম লোকের সদ্‌গুণের প্রমাণ হয় তবে মনসাপোতার দ্বিজরাজ সর্ব্বোত্তমরূপে মান্য কেন না হয়েন।

১৬২ পৃষ্ঠের শেষে লিখেন যে "সুশীল সুজনদিগের—বৃথা কেশচ্ছেদন, সুরাপান, সম্বিদা ভক্ষণ, যবনীগমন ও বেশ্যা সেবন সর্ব্বকালেই অসম্ভব"। উত্তর, এ যথার্থ বটে, অতএব ধর্ম্মসংহারকে যদি ইহার ভূরি অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয় তবে দুর্জ্জন পদ প্রয়োগ

তাঁহার প্রতি সঙ্গত হয় কি না? শৈব ধর্ম্মে গৃহীত স্ত্রীকে পরস্ত্রী কহিয়া নিন্দা করিয়াছেন, অতএব জিজ্ঞাসি যে বৈদিক বিবাহে বিবাহিত স্ত্রীসঙ্গে পাপাভাবে কি প্রমাণ? সেও বাস্তবিক অর্দ্ধাঙ্গ হয় না, যদি স্মৃতিশাস্ত্রপ্রমাণে বৈদিক বিবাহিত স্ত্রীর স্ত্রীত্ব ও তৎসঙ্গে পাপাভাব দেখান তবে তান্ত্রিকমন্ত্রগৃহীত স্ত্রীর স্বস্ত্রীত্ব কেন না হয়, শাস্ত্রবোধে স্মৃতি ও তন্ত্র উভয়েই তুল্যরূপে মান্য হইয়াছেন একের মান্যতা অন্যের অমান্যতা হইবাতে কোনো যুক্তি ও প্রমাণ নাই।

১৬৩ পৃষ্ঠে ৪ পংক্তিতে সম্বিদার সুরাতুল্যত্বে প্রমাণ চাহিয়াছেন। উত্তর, যে শাস্ত্রানুসারে মন্ত্র গ্রহণ ও উপাসনা করিতেছেন, সেই শাস্ত্রেই দিব্য, বীর, পশু, তিন ভাব উপাসকেদের লিখেন, তাহাতে পশু ভাবে মাদক দ্রব্য মাত্রের নিষেধ করিয়াছেন, যথা কুলার্চ্চনচন্দ্রিকাধৃত কুব্জিকাতন্ত্র (পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং স্বয়মেবাহরেৎ পশুঃ। ন পিবেন্মাদকদ্রব্যং নামিষঞ্চাপি ভক্ষয়েৎ) তথা (সম্বিদা-সবয়োর্মধ্যে সম্বিদেব গরীয়সী)।

১৬৩ পৃষ্ঠে ৬ পংক্তিতে লিখেন যে "ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীদের কোনো২ ব্যক্তির যৌবনাবস্থাতেও কেশের শুক্লতা দৃষ্ট হইতেছে, যদি তাঁহারা যবনের কৃত কলপের দ্বারা কেশের কৃষ্ণতা করিতেন তবে শুক্লতার প্রত্যক্ষ কি সপক্ষ কি বিপক্ষ কাহারো হইত না"। উত্তর, ধর্ম্মসংহারকের নিয়মই এই যে প্রত্যক্ষ প্রলাপ ও অযথার্থ কথনের দ্বারা জগৎকে প্রতারণা করিবেন, অদ্যাবধি এমৎ কলপ কোথায় জন্মিয়াছে যে একবার গ্রহণে কেশের শুক্লতা কি সপক্ষ কি বিপক্ষ কাহারও প্রত্যক্ষ না হয়? কলপ দিবার দুই তিন দিবস পরে কেশ বৃদ্ধি হইবার দ্বারা তাহার মূলের শুক্লতা সপক্ষ বিপক্ষ সকলেরি প্রত্যক্ষ হয়। আর এই পৃষ্ঠের শেষে ধর্ম্মসংহারক বুঝি স্বপ্নে দেখিয়া লিখিয়াছেন যে অস্মদাদির মধ্যে কোনো২ ব্যক্তি কৃত্রিম দন্ত ও মেষের ন্যায় বক্ষঃস্থলের লোম মুণ্ডন ও সমুদায় মস্তকের মুণ্ডন করিয়া থাকেন, এ উন্মত্ত-প্রলাপের কি উত্তর আছে, যদি কোনো ব্যক্তি অস্মদাদির মধ্যে বার্দ্ধক্যের প্রত্যক্ষ-ভয়ে এরূপ করিয়া থাকেন, যাহা আমরা জ্ঞাত নহি, তবে তিনি ধর্ম্মসংহারকেরই তুল্য এতদংশে হইবেন।

১৬৪ পৃষ্ঠে ১১ পংক্তিতে লিখেন যে "যদি প্রধান ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানীর মানিত হইয়া কোনো২ ক্ষুদ্র ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী মিথ্যা বাণী কহেন যে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীদিগের মধ্যেও কোনো২ ব্যক্তিকে যবনীগমনাদি করিতে আমরা দর্শন করিয়াছি, তবে সেই২ সাক্ষীর প্রামাণ্য কিরূপে হইতে পারে, যেহেতু শাস্ত্রে তাদৃশ দুষ্ট ব্যক্তিদিগের অসাক্ষিত্ব কহিতেছেন"। উত্তর, প্রামাণ্যভয়ে সাক্ষীকে দুষ্ট কহা কেবল

ধর্ম্মসংহারকেরই বিশেষ স্বভাব হয় এমৎ নহে, কিন্তু সামান্যত চোর ও ব্যভিচারী তত্তদ্দোষ প্রমাণ হইবার সময়ে সাক্ষীকে দুষ্ট ও অপ্রমাণ কহিয়াই থাকে, বরঞ্চ গ্রামের সকল লোককে আপন বিপক্ষ কহিয়া নিস্তারের পথ অন্বেষণ করে, কিন্তু চোর দুরাচার জগতের মুখ রুদ্ধ করিয়া অস্বীকারবলে কবে নিস্তার পাইয়াছে। ১৬৭ পৃষ্ঠে ১৬ পংক্তিতে ধর্ম্মসংহারক লিখেন যে "প্রয়াগাদি সপ্ত আর প্রায়শ্চিত্ত চূড়া এই নয় প্রকার কেশ ছেদের নিমিত্ত হয় তাহার কোন নিমিত্তপ্রযুক্ত যে কেশ ছেদ তাহার নাম নৈমিত্তিক কেশ ছেদ" পরে ১৬৮ পৃষ্ঠে ৪ পংক্তিতে এই বচন লিখেন "(প্রয়াগে তীর্থযাত্রায়াং মাতাপিত্রোর্গুরৌ মৃতে। আধানে সোমপানে চ বপনং সপ্তসু স্মৃতং)—প্রায়শ্চিত্ত ও,চূড়াতে কেশ ছেদন প্রসিদ্ধই আছে" এ স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে ঐ বচনপ্রাপ্ত যে বপন শব্দ তাহার তাৎপর্য্য যদি সর্ব্বকেশমুণ্ডন হয়, তবে প্রয়াগ ও প্রায়শ্চিত্তাদি স্থলে কেবল ঐ বচনানুসারে ব্যবস্থার ব্যবহার দেখা যায় কিন্তু পিতৃ মাতৃ গুরু মরণে ও আধানাদিতে ঐ বচনপ্রাপ্ত ব্যবস্থার অনাদর দেখিতেছি, আর যদি শিখা ব্যতিরিক্ত মুণ্ডন ওই বচনস্থ বপন শব্দের অর্থ হয়, তবে প্রয়াগ ও প্রায়শ্চিত্তাদি স্থলে ঐ বচনপ্রাপ্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধ ব্যবহার দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে অন্য বচনের সহিত একবাক্যতা করিয়া মিতাক্ষরাকার প্রয়াগেও শিখা ব্যতিরিক্ত কেশ বপন অঙ্গীকার করেন, কিন্তু স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য প্রয়াগাদিতে বচনান্তর প্রমাণে সর্ব্বমুণ্ডন কর্ত্তব্য কহিয়াছেন, সেইরূপ পূর্ণাভিষেকীরা বিশেষ সংস্কারে শিখা ত্যাগে পাপবুদ্ধি করেন না। যদি আমাদের মধ্যে মস্তকের উর্দ্ধভাগে গ্রন্থিবন্ধন-যোগ্য কেশের বপন কেহ করিয়া থাকেন, তদ্বিষয়ে আমরা প্রথম উত্তরে ২১ পৃষ্ঠে লিখিয়াছি যে "এরূপ ক্ষুদ্র দোষে মহাপাতকশ্রুতি যে সকল বিষয়ে আছে তাহার ক্ষয়ের নিমিত্ত ওইরূপ অল্পায়াসসাধ্য অন্নহিরণ্যাদি দানরূপ উপায়ও আছে" অর্থাৎ নিন্দাবচনপ্রাপ্ত ব্রহ্মহত্যাদি পাপ স্তুত্যর্থ বচনপ্রাপ্ত ব্রহ্মহত্যাদির প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা নাশকে পায় এবং ইহার প্রমাণের নিমিত্ত আমরা তিন বচন লিখিয়াছিলাম, যাহার তাৎপর্য্য এই ছিল যে অন্ন হিরণ্যাদি দানে ব্রহ্মহত্যাদি পাপক্ষয় হয় আর ক্ষণমাত্রও জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য চিন্তা করিলে সর্ব্বপাপ নষ্ট হয়। তাহার প্রত্যুত্তরে ধর্ম্মসংহারক ১৭০ পৃষ্ঠে ১৫ পংক্তি অবধি লিখেন যে "বৃথাকেশচ্ছেদনে শিখাবিরহে সুতরাং শিখা-বন্ধনের অভাবে সেই শিখারহিত ব্যক্তির তৎকৃত সন্ধ্যা বন্দনাদি কর্ম্মের প্রত্যহ বৈগুণ্য জন্মে" পরে ১৭১ পৃষ্ঠে স্মৃতিবচন লিখিয়া ৮ পংক্তিতে লিখেন যে "শিখার অভাবে ক্রমে ঐ পাপ মহাপাতকতুল্য হয় যেমন উপপাতক ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া মহাপাতককেও লঙ্ঘন করে এবং ক্রমে ব্রাহ্মণ্যাদিরও হানি হইতে থাকে" উত্তর,

এ আশ্চর্য্য ধর্ম্মসংহারক, আপন প্রত্যুত্তরের ১৫ পৃষ্ঠে ৬ পংক্তিতে লিখিয়াছেন "উদিতে জগতীনাথে ইত্যাদি বচনের এ তাৎপর্য্য নহে যে সূর্য্যোদয়ানন্তর দন্তধাবনকর্ত্তা বিষ্ণুপূজাদিরূপ কর্ম্মে অনধিকারী হয়, যেহেতু দন্তধাবন স্নান ও আচমন তাবৎ কর্ম্মের কর্তৃসংস্কাররূপ অঙ্গ, তাহার যথোক্ত কাল ও মন্ত্রাদির বৈগুণ্যে অনধিকারিকৃত কর্ম্মের ন্যায় যথোক্তকাল মন্ত্রাদিরহিত দন্তধাবনাদিকর্ত্তার কৃত দৈব ও পৈত্র কর্ম্ম অসিদ্ধ হয় না এবং প্রতিদিনকর্ত্তব্য সন্ধ্যা বন্দনাদি বিষ্ণুপূজাদি কর্ম্ম যথাকথঞ্চিদ্রূপে কৃত হইলেও সিদ্ধ হয়" এখন পণ্ডিতেরা বিবেচনা করিবেন যে ধর্ম্মসংহারক আপনি সূর্য্যোদয়ের ভূরি কালানন্তর প্রত্যহ প্রায় গত্রোত্থান করেন এ নিমিত্ত লিখেন যে "যথোক্ত কাল দন্তধাবনাদিরহিত কর্ত্তার কৃত দৈব ও পৈত্র কর্ম্ম অসিদ্ধ হয় না এবং প্রতিদিনকর্ত্তব্য সন্ধ্যা বন্দনাদি বিষ্ণুপূজাদি কর্ম্ম যথাকথঞ্চিদ্রূপে কৃত হইলেও সিদ্ধ হয়" কিন্তু ধর্ম্মসংহারকের দ্বেষ্য ব্যক্তির প্রতি ব্যবস্থা দিতেছেন, যে শিখাবন্ধনাভাবে প্রত্যহ বৈগুণ্য জন্মিয়া ঐ পাতক ক্রমে মহাপাতককেও লঙ্ঘন করে এবং ক্রমে ব্রাহ্মণ্যাদিরও হানি হইতে থাকে, অথচ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে গাত্রোত্থানের অভাবে প্রত্যহ ক্রিয়াবৈগুণ্য হইলেও সেই পাপ ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া ধর্ম্মসংহারকের প্রতি মহাপাতক হয় না; অতএব দ্বেষেতে যে মনুষ্য অন্ধ হইয়া পূর্ব্বাপর এরূপ অনন্বিত কহেন তিনি শাস্ত্রীয় আলাপের যোগ্য কিরূপে হয়েন। ১৭২ পৃষ্ঠের ১৫ পংক্তিতে লিখেন যে "স্ত্রী পুত্রাদিকে অন্ন দান কে না করিয়া থাকে? অতএব ঐ বচনে অন্নদান শব্দে অন্নদানব্রত কহিতে হইবেক" আমরা প্রথম উত্তরে এরূপ লিখি নাই যে স্ত্রী পুত্রকে ও বেতনগ্রহীতা ভৃত্যকে অন্নদান করিলে পাপক্ষয় হয়, অতএব কিরূপে এ আশঙ্কা করিতে ধর্ম্মসংহারক সমর্থ হইলেন? আর সামান্য অন্নদানাপেক্ষা অন্নদানব্রতে ফলাধিক্য বটে কিন্তু ও বচনে যে অন্নদান পদের তাৎপর্য্য অন্নদানব্রতই হয় তাহার প্রমাণ লিখা ধর্ম্মসংহারকের উচিত ছিল, যেহেতু সামান্য অন্নদানে পরম ফল প্রাপ্ত হইয়াছে ইহা ক্রিয়াযোগসার প্রভৃতি পুরাণে ও ইতিহাসে দৃষ্ট হয়। কেশছেদন বিষয়ে ১৭৩ পৃষ্ঠে ১ পংক্তিতে লিখেন যে "সুবর্ণাদি দানে সাধারণ পাপের ক্ষয় হয় ইহাও যথার্থ, যদ্যপি তাঁহারাও কদাচিৎ২ সুবর্ণদান করিয়া থাকেন তথাপি তাহাতে তৎপাপের ক্ষয় হয় না, যেহেতু তৎপাপে পুনঃপুনর্ব্বার প্রবৃত্ত হইলে তাহার নিবৃত্তি কোনো প্রকারে হইতে পারে না" এবং ওই প্রকরণে এক বচন লিখিয়াছেন যে পুনঃ২ পাপ করিলে তাহাকে গঙ্গা পবিত্র করেন না; এবং ১৭৪ পৃষ্ঠের শেষের পংক্তিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে "পুনঃপুনর্ব্বার তাদৃশ পাপকারী লোকেরা পাপকর্ম্মে রত হয় তাহাদের নিস্তার সর্ব্বপাপনাশিনী পতিতোদ্ধারিণী

ত্রিভুবনতারিণী গঙ্গাও করেন না"। উত্তর, কর্ম্মনিষ্ঠের প্রতি ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উত্থান প্রভৃতি যাহা২ বিহিত তাহাকে ধর্ম্মসংহারক পুনঃ২ ত্যাগ ও যবনস্পর্শাদি যাহা২ সর্ব্বথা নিষিদ্ধ তাহার প্রত্যহ অনুষ্ঠান করিয়াও, গঙ্গাস্নান দ্বারা না হউক কিন্তু গৌরাঙ্গকৃপাতে হরিনামবলে সেই সকল হইতে মুক্ত হইয়া কৃতার্থ হয়েন, কিন্তু অন্যে একজাতীয় পাপ পুনঃ২ করিলে তাহার গঙ্গাস্নানাদিতেও নিষ্কৃতি নাই এই ব্যবস্থা দেন ; অতএব এ ধর্ম্মসংহারকের চরিত্র পণ্ডিতেরা বিবেচনা করুন, বিশেষত ওই প্রত্যুত্তরের ১০৪ পৃষ্ঠে ১৩ পংক্তিতে লিখেন যে "ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানীর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিনা আর গত্যন্তর নাই" পরে ১০৫ পৃষ্ঠের ৫ পংক্তি অবধি লিখেন যে (যদ্যেতে পাপিনো বিপ্র মহাপাতকিনোপি বা। জীবহত্যারতা ব্রাত্যাঃ নিন্দকাশ্চাজিতেন্দ্রিয়াঃ। পশ্চাৎ জ্ঞানসমুৎপন্না গুরোঃ কৃষ্ণপ্রসাদতঃ। ততস্তু যাবজ্জীবন্তি হরিনামপরায়ণাঃ। শুদ্ধাস্তেঽখিলপাপেভ্যঃ পূর্ব্বজেভ্যোপি নারদ) এ স্থলে যাবজ্জীবনের পাপ ও জীবহত্যা পুনঃ২ করিয়াও হরিনামবলে ধর্ম্মসংহারকেরা মুক্ত হইবেন কিন্তু অন্যে 'যদি কেশচ্ছেদন মাত্র বারম্বার করেন তাঁহার নিষ্কৃতি সুবর্ণদানে ও গঙ্গাস্নানেও হয় না এরূপ ধর্ম্মসংহারক প্রায় দৃশ্য নহে।

১৭৫ পৃষ্ঠে ১০ পংক্তিতে লিখেন যে "ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী মহাশয় অন্য এক বচন লিখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে আমি ব্রহ্ম এই প্রকার চিন্তা ক্ষণমাত্র কাল করিলেই সকল পাপ নষ্ট হয় কিন্তু তাঁহাকেই এই জিজ্ঞাসা করি যে এই প্রায়শ্চিত্তের উপদেশ কাহার প্রতি করেন, যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানীদিগের পাপাভাব প্রযুক্ত তাহাদের প্রতি অসম্ভব"। উত্তর, সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত ইহা হয় যে জ্ঞানীর সিদ্ধাবস্থায় পাপ পুণ্যের সম্বন্ধ তাঁহার সহিত থাকে না, অতএব তাঁহারা ঐ কুলার্ণববচনের বিষয় কদাপি নহেন ; বেদান্তের ৪ অধ্যায় ১পাদ ১৩ সূত্র (তদধিগমে উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ) ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলে পূর্ব্বপাপের বিনাশ ও পরপাপের স্পর্শাভাব ব্যক্তিতে হয়, যেহেতু বেদেতে এইরূপ উপদেশ আছে॥ কিন্তু জ্ঞানসাধনাবস্থায় পাপের সম্ভাবনা আছে সুতরাং জ্ঞানানুষ্ঠায়ীরা এ বচনের বিষয় হয়েন, যে ক্ষণমাত্রও আত্মচিন্তা করিলে পাপ হইতে মুক্ত হইবেন ইহার বিশেষ বিবরণ এই দ্বিতীয় উত্তরের ২৫ পৃষ্ঠে ও ৮৫ পৃষ্ঠে লেখা গিয়াছে তাহার অবলোকন করিবেন॥

ধর্ম্মসংহারক ১৭৭ পৃষ্ঠে ২ পংক্তিতে লিখেন যে এই প্রায়শ্চিত্তের উপদেশ "যদি ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানীদের প্রতি কহেন তবে তাহাও অসম্ভব যেহেতু ব্রহ্মপুরাণবচনানুসারে তাদৃশ দুষ্ট পাপিষ্ঠদিগের প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা শোধন হয় না" এবং ব্রহ্মপুরাণীয় বচন

লিখেন তাহার অর্থ এই যে "অন্তর্গত দুষ্ট যে চিত্ত তাহা তীর্থস্নান করিলেও শুদ্ধ হয় না যেমন জলেতে শত২ বার ধৌত করিলেও সুরাভাণ্ড অশুচি থাকে" অত্যদ্ভুত এই যে ওই প্রত্যুত্তরের ৬৯ পৃষ্ঠে ৬ পংক্তিতে ধর্ম্মসংহারক লিখিয়াছেন যে "যদ্যপি বৈষ্ণবাদি পঞ্চোপাসক আপন২ উপাসনার সর্ব্ব অনুষ্ঠান করিতে অশক্ত হয়েন তথাপি পাপক্ষয় ও মোক্ষপ্রাপ্তি তাঁহাদিগের অনায়াসলভ্য যেহেতু বিষ্ণু প্রভৃতি পঞ্চ দেবতার নাম মাত্রেই সর্ব্বপাপক্ষয় অন্তে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়" দেবতার উপাসনা বিষয়ে বিশেষ২ প্রায়শ্চিত্ত ব্যতিরেকও কেবল তাঁহাদের নাম স্মরণ মাত্রেই পাপক্ষয় ও মোক্ষপ্রাপ্তি হয় ইহাকে স্তুতিবাদ না কহিয়া ধর্ম্মসংহারক যথার্থ স্বীকার করেন, কিন্তু জ্ঞানসাধনে কোন পাপ উপস্থিত হইলে তৎক্ষয় বিষয়ে শত২ বচন থাকিলেও ধর্ম্মসংহারক তাহার অন্যথার জন্যে এই প্রকার চেষ্টা সকল করেন যে "অন্তর্গত দুষ্ট যে চিত্ত তাহা তীর্থস্নান করিলেও শুদ্ধ হয় না" "দুষ্টচিত্ত লোকেরা প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা' শুদ্ধ হয় না এবং দুষ্টাশয় দাম্ভিক ও অবশেন্দ্রিয় মনুষ্যকে কি তীর্থ কি দান কি ব্রত কি কোন আশ্রম কেহ পবিত্র করেন না"। উত্তর, এ সকল ব্রহ্মপুরাণীয় বচনকে নিন্দার্থবাদ না কহিয়া যদি দুষ্টচিত্ত প্রভৃতির পাপকে বজ্রলেপরূপে ধর্ম্মসংহারক স্বীকার করেন, তবে তাঁহারই মতে দুষ্টচিত্ত ব্যক্তি সকলের কি নাম স্মরণে কি আত্মচিন্তনে এ দুয়ের একেও তুল্যরূপে নিস্তারাভাব।

১৭৮ পৃষ্ঠে (ক্রিয়াহীনস্য মূর্খস্য মহারোগিণ এব চ। যথেষ্টাচরণস্যাহুর্মরণান্ত-মশৌচকং) এই বচন লিখিয়াছেন। উত্তর, এ বচন অবলম্বন করিয়া স্ব২ ধর্ম্মানুষ্ঠায়ীকে, ও সার্থ গায়ত্রীবেত্তাকে, ও সুস্থশরীরকে, শাস্ত্রবিহিত আচরণবিশিষ্টকে, ক্রিয়াহীন, মূর্খ, মহারোগী, যথেষ্টাচারী কহিতে সকলেই দ্বেষপ্রযুক্ত সমর্থ হয় কিন্তু পরমেশ্বর যেন আমাদিগ্যে দ্বেষান্ধ না করেন॥

১৭১ পৃষ্ঠের শেষ পংক্তি অবধি লিখেন যে "পণ্ডিতাভিমানী মহাশয় অন্য দুই বচন লিখিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে অন্নদানে সুবর্ণাদি দানে ব্রহ্মহত্যাকৃত মহাপাপও ক্ষয় হয় কিন্তু তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি যে পুস্তকে লিখিত প্রায়শ্চিত্ত পাপনাশক কি আচরিত প্রায়শ্চিত্ত পাপনাশক হয়"। উত্তর, আমাদের পূর্ব্ব উত্তরে এমৎ লিপি কোন স্থানে নাই যাহার দ্বারা ইহা বোধ হইতে পারে যে পুস্তকে লিখিত প্রায়শ্চিত্তেও পাপক্ষয় হয় অতএব এ প্রশ্ন ধর্ম্মসংহারকের সর্ব্বথা অযুক্ত, বস্তুত আমাদের লিখিবার এমৎ তাৎপর্য্য ছিল যে ক্ষুদ্র দোষে বৃহৎ পাপশ্রবণ যে স্থানে আছে অর্থাৎ হাঁচিলে জীব না কহিলে ব্রহ্মহত্যাপাপ হয়, সেই২ স্থলে সামান্য দান ও নাম স্মরণ, যাহাতে ব্রহ্মহত্যাদিপাপ নাশ হয় কহিয়াছেন, তত্তৎপাপের

প্রায়শ্চিত্তস্থানীয় হইতে পারে অর্থাৎ কেবল বচনপ্রাপ্ত ব্রহ্মহত্যাদি পাপ প্রায় সামান্য অন্নদান নামস্মরণাদিতে যায়, ইহাতে ধর্ম্মসংহারকের এরূপ প্রশ্ন সর্ব্বদা অযোগ্য হয়, যেহেতু অনেকের অন্নদান ও নাম স্মরণ করা কেবল পুস্তকে লিখিত না হইয়া কর্ত্তা হইতে নিষ্পন্ন হইতেছে তাহা ধর্ম্মসংহারক রাগান্ধ হইয়া দেখিতে যদি না পান কিন্তু অন্যের প্রত্যক্ষ বটে।

১৬৯ পৃষ্ঠের তৃতীয় পংক্তিতে লিখেন "ধর্ম্মশাস্ত্রে যবনীমনোরঞ্জনাদিকে কেশচ্ছেদের নিমিত্ত কহেন না"। উত্তর, কেশচ্ছেদন বেশ্যার মনোরঞ্জন কারণ কহা বদতো ব্যাঘাত হয়, বরঞ্চ কেশ ধারণ, বিন্দু প্রদান, অলকা তিলকা বিন্যাস বেশ্যার মনোরঞ্জনের কারণ হইতে পারে। পরেই লিখেন যে "যদ্যপি উপদংশ রোগেই তাঁহাদিগের ত্বক্‌চ্ছেদন বিধিকৃত হইয়াছে"। উত্তর, শাস্ত্রীয় বিচারে এই সকল নিন্দিত উক্তি কিরূপ মহাব্যলীক হইতে সম্ভব হয় তাহা বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিবেচনা করিবেন, এইরূপ পূর্ব্বপুরুষের উল্লেখপূর্ব্বকও স্থানে২ অলীকোক্তি করিয়াছেন তাহার যথোচিত উত্তর লিখিয়া যদ্যপিও আমরা ছাপা করিতে পাঠাইয়াছিলাম কিন্তু পূর্ব্বনিয়ম স্মরণে তাহা হইতে পরে ক্ষান্ত হওয়া গেল তদনুরূপ এ সকল কদর্য্য ভাষার উত্তর দিতেও নিরস্ত থাকিলাম॥ ইতি চতুর্থপ্রশ্নে দ্বিতীয়োত্তরে ক্ষমাপ্রচুরো নাম ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ।

ধর্ম্মসংহারকের চতুর্থ প্রশ্নের তাৎপর্য্য এই ছিল যে ব্রাহ্মণ সুরাপান করিলে ব্রহ্মহত্যাপাপগ্রস্ত এবং ব্রাহ্মণ্যহীন হয়েন; তাহার উত্তরে আমরা লিখিয়াছিলাম যে ব্রাহ্মণাদি কলিতে সুরাপান করিবেন না এরূপ বচন শাস্ত্রে দৃষ্ট হইতেছে, সেইরূপ কলিতে উপাসনাভেদে ব্রাহ্মণাদি সুরাপান করিবেন এরূপ বচনও শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় অতএব উভয় শাস্ত্রের পরস্পর বিরোধ হইবাতে পরমারাধ্য মহেশ্বর আপনিই তাহার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন (অসংস্কৃতঞ্চ মদ্যাদি মহাপাপকরং ভবেৎ) অর্থাৎ যে স্থলে কলিতে ব্রাহ্মণাদির প্রতি মদিরার নিষেধ দৃষ্ট হইতেছে সে অসংস্কৃতমদিরাদিপর জানিবে, ও যে স্থলে কলিতে ব্রাহ্মণাদির মদিরা পানে বিধি দেখিতেছি তাহা সংস্কৃত-মদ্যপর হয়। তাহার প্রত্যুত্তরে ১৮৩ পৃষ্ঠে ১৩ পংক্তিতে ধর্ম্মসংহারক আদৌ লিখেন যে "পুরুষের ইচ্ছাতেই যে বিষয়ের প্রাপ্তি হয় তাহার প্রাপ্তির নিমিত্ত যে শাস্ত্র তাহার নাম নিয়ম সেই নিয়ম ঋতুকালে ভার্য্যাগমন—ইত্যাদি অতএব মদ্য পানাদি স্থলে যে বিধির আকার শাস্ত্র দেখা যায় সে বিধি নহে কিন্তু নিয়ম" অর্থাৎ মদিরা পান পুরুষের ইচ্ছাপ্রাপ্ত হয় তাহার নিমিত্ত যে বিধির আকার শাস্ত্র দেখা যায়

তাহাতে মদিরা পানের নিয়ম অভিপ্রেত হয়। উত্তর, ধর্ম্মসংহারকের এরূপ কথন আমাদের পূর্ব্ব উত্তরের কোনো বাধা জন্মায় না, যেহেতু পুরুষের ইচ্ছাপ্রাপ্ত মদ্য মাংসাদি ভোজন বটে, তাহার পান ভোজন উদ্দেশে সংস্কারাদি বিধি কহিয়া নিয়ম করিয়াছেন, অতএব ব্যক্তির রাগপ্রাপ্ত ঋতুকালীন ভার্য্যাগমনের আবশ্যকতার ন্যায় অধিকারিবিশেষের সংস্কৃত মদিরা পানে আবশ্যকতা রহিল। ১৮৪ পৃষ্ঠে শ্রীভাগবতের দুই বচন লিখিয়া পরে ১৮৫ পৃষ্ঠের ৬ পংক্তিতে অর্থ লিখেন যে "সৌত্রামণীযাগে সুরাপান অবিহিত, কিন্তু আঘ্রাণ মাত্র বিহিত"। উত্তর, ভাগবত শাস্ত্র বৈষ্ণবাধিকারে হয়, তথাচ ভাগবতে (শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং) অতএব সৌত্রামণী যাগে সুরার আঘ্রাণ ভাগবতে যে কহিয়াছেন তাহা বৈষ্ণবাধিকারে কহিলেই সঙ্গত হয়, নতুবা অন্য শাস্ত্রের সহিত বিরোধ জন্মে ঐ ভাগবতেই কহেন যে,(স্বে স্বেধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ) স্বীয়২ অধিকারে মনুষ্যের যে নিষ্ঠা তাহাকে গুণ কহি ॥ দ্বিতীয়ত, বচনান্তরের দ্বারা কলিকালে তন্ত্রোক্ত সংস্কারে সুরা সেবন ও তাহার গ্রহণের পরিমাণ প্রাপ্ত হইতেছে, ও শ্রীভাগবতে বৈদিকানুষ্ঠানে যজ্ঞীয় সুরার ঘ্রাণ লইবার অনুমতি দেন, কিন্তু তান্ত্রিক অধিকারে এ অনুমতি নহে; অতএব পরস্পর শাস্ত্রের একবাক্যতা নিমিত্ত ভাগবতীয় বচনকে কেবল বৈদিক যজ্ঞ বিষয়ে কহিতে হইবেক।

১৮৬ পৃষ্ঠে ৩ পংক্তিতে ব্রহ্মপুরাণীয় বচন লিখেন (নরাশ্বমেধৌ মদ্যঞ্চ কলৌ বর্জ্জ্যং দ্বিজাতিভিঃ) অর্থাৎ নরমেধ, অশ্বমেধ, ও মদ্য, দ্বিজাতিরা কলিতে ত্যাগ করিবেন। উত্তর, ইহাতে শ্রৌত অশ্বমেধাদি যাগসাহচর্য্যে মদিরার নিষেধ কলিযুগে কহিয়াছেন অর্থাৎ সত্য ত্রেতা দ্বাপরে যে বিধানে মদ্য পান করিতেন তাহা কলিতে অকর্ত্তব্য আর ঐ তিন যুগে বেদোক্ত বিধানে মদ্যাচরণ ছিল ইহা শাস্ত্রে দৃষ্ট হইতেছে, অতএব এ বচন দ্বারা তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত উপাসনাবিশেষে সংস্কৃত মদিরার নিষেধ নাই সুতরাং আমাদের পূর্ব্বোত্তরের সিদ্ধান্তের অন্তর্গত হইল। অধিকন্তু এ নিষেধকে সামান্যত যদি কহ তথাপি যাহার সামান্যত নিষেধ থাকে অথচ বিশেষ২ বিধিও তাহার দৃষ্ট হয়, তখন সেই বিশেষ২ স্থল ভিন্ন ওই সামান্য নিষেধকে অঙ্গীকার করিতে হয়, যেমন পুত্রকে মন্ত্র দিবেন না এই সামান্য নিষেধ আছে আর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে মন্ত্র দিবার বিশেষ অনুমতি দিয়াছেন; অতএব জ্যেষ্ঠ পুত্র ভিন্ন পুত্রেরা ঐ সামান্য নিষেধের বিষয় হয়েন কিন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্র বিধিপ্রাপ্ত হইলেন, সেইরূপ কলিতে মদ্যপানের সামান্য নিষেধ আছে, এবং অধিকারিবিশেষে সংস্কৃত মদ্য কলিতে পান করিবেক এমত বিশেষ বিধিও দেখিতেছি, অতএব কলিতে তন্ত্রোক্ত সংস্কৃত ভিন্ন

মদ্যের পান ওই নিষেধের বিষয় হয়েন কিন্তু সংস্কৃত মদ্য প্রাপ্ত হইলেন॥ দ্বিতীয়ত ওই পৃষ্ঠে ধর্ম্মসংহারক কালিকাপুরাণীয় বচন লিখেন (মদ্যং দত্বা ব্রাহ্মণস্তু ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে) এবং উশনার বচন লিখেন (মদ্যমদেয়মপেয়মনিগ্র্াহ্যং) এ দুই বচন দ্বারা না কলিযুগে মদ্যপানের নিষেধ, না সংস্কৃত মদ্যপানের নিষেধ, এ দুয়ের একেরো কথন নাই, কিন্তু সামান্যত মদ্যপানের নিষেধ প্রাপ্ত হয়, অতএব সংস্কৃত মদ্যপান-বিধায়ক বিশেষ বচন দ্বারা ওই কালিকাপুরাণের ও উশনাবচনের বিষয় অসংস্কৃত মদ্যকে অবশ্য কহিতে হইবেক।

১৮৭ পৃষ্ঠে ২ পংক্তিতে লিখেন যে "এ স্থানে কলিযুগে মদ্যের নিষেধ প্রযুক্ত অনেক নব্য প্রাচীন সর্ব্বজনমান্য গ্রন্থকারেরা মদ্য পানাদি স্থলে মদ্যপ্রতিনিধি দানাদিরও নিষেধ করিয়াছেন"। উত্তর, পশ্বাদি অধিকারে মদিরা পানের নিষেধ প্রযুক্ত তৎপ্রতিনিধির নিষেধও অবশ্যই যুক্ত হয়, সুতরাং গ্রন্থকারেরা এ অধিকারে প্রতিনিধির নিষেধ করিতেই পারেন, কিন্তু সেইরূপ সর্ব্বজনমান্য অন্য২ গ্রন্থকারেরা পশ্বাদি ভিন্ন অধিকারে বিহিত মদ্যের গ্রাহ্যত্ব ও তদভাবে তাহার প্রতিনিধি দান এরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন, অতএব অধিকারিভেদে উভয়ের মীমাংসা অবশ্য কর্ত্তব্য হয়। কুলার্চ্চনদীপিকাধৃত কুলার্ণববচন (বিজয়ায়া বটী কার্য্যা সুরাশুদ্ধ্যাদিসংযুতা। মুখ্যাভাবে তু তেনৈব তর্পয়েৎ কুলদেবতাং) সময়াতন্ত্রে চ (দ্রব্যাভাবে তাম্রপাত্রে গব্যং দদ্যাদ্ঘৃতং বিনা) মদ্যমাংসযুক্ত সম্বিদার বটিকা করিয়া মুখ্য মদ্যাদির অভাবে তাহার দ্বারা কুলদেবতার তর্পণ করিবেক। মদ্যের অভাবে ঘৃতব্যতিরিক্ত গব্যকে তাম্রপাত্রে রাখিয়া তাহা প্রদান করিবেক।

১৮৮ পৃষ্ঠে ১৬ পংক্তি অবধি পদ্মপুরাণীয় বচনপ্রমাণে পাষণ্ডের লক্ষণ করিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে, যে সকল লোকেরা অভক্ষ্য ভক্ষণে অপেয় পানে রত হয় তাহাদিগ্যে পাষণ্ড করিয়া জানিবে এবং যে বেদসম্মত কার্য্য না করে ও স্ব২ জাতীয় আচার ত্যাগ করে তাহারা পাষণ্ড হয়। উত্তর, যাহারা বেদ ও স্মৃত্যাদি শাস্ত্রে অপ্রাপ্ত কেবল চৈতন্যচরিতামৃতীয় উপাসনা করেন ও স্ব২ জাতীয় আচার ত্যাগ করিয়া অন্ত্যজাদির সহিত পঙ্গতে তত্তৎস্পৃষ্ট অখাদ্য ও অপেয় আহার করেন তাঁহারা যথার্থরূপে ঐ লক্ষণাক্রান্ত হয়েন কি না ইহা ধর্ম্মসংহারকই বিবেচনা করিবেন।

১৮৯ পৃষ্ঠে ৯ পংক্তি অবধি কলিতে পশুভাব ব্যতিরেক দিব্য ও বীরভাব নাই ইহার প্রমাণের উদ্দেশে সিদ্ধলহরীতন্ত্র প্রভৃতির বচন লিখিয়াছেন, তাহা সঙ্ক্ষেপে লিখিতেছি (দিব্যবীরমতং নাস্তি কলিকালে সুলোচনে। পশুভাবাৎ পরো ভাবো নাস্তি নাস্তি কলের্মতঃ। কলৌ পশুমতং শস্তং যতঃ সিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ)। উত্তর,

প্রথমত এ সকল বচন কোন্ গ্রন্থকারের ধৃত তাহা ধর্ম্মসংহারকের লিখা উচিত ছিল; দ্বিতীয়ত এ সকল বচনের সহিত শাস্ত্রান্তরের বিরোধ না হয় এ নিমিত্ত ইহাকে পশুভাবের স্তুতিপর অবশ্যই মানিতে হইবেক, যেহেতু কলিকালে বীরভাব সর্ব্বথা প্রশস্ত এবং অন্য ভাবের অপ্রশস্ততাবোধক বচন সকল যাহা প্রসিদ্ধ টীকাপ্রাপ্ত ও প্রসিদ্ধ সংগ্রহকারের ধৃত হয় তাহা আমরা পূর্ব্বোত্তরে লিখিয়াছি, সম্প্রতিও তদ্ভিন্ন অন্য২ বচন লিখিতেছি। কুলার্চ্চনদীপিকাধৃত কামাখ্যাতন্ত্রে (জম্বুদ্বীপে কলৌ দেবি ব্রাহ্মণস্তু বিশেষতঃ। পশুর্ন স্যাৎ পশুর্ন স্যাৎ পশুর্ন স্যান্মমাজ্ঞয়া) মহানির্ব্বাণে (কলৌ ন পশুভাবোঽস্তি দিব্যভাবঃ কুতো ভবেৎ। অতো দ্বিজাতিভিঃ কার্য্যং কেবলং বীরসাধনং। সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে। বীরভাবং বিনা দেবি সিদ্ধির্নাস্তি কলৌ যুগে) ইহার সংক্ষেপার্থ, কলিকালে জম্বুদ্বীপে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ কদাপি পশুভাব আশ্রয় করিবেন না। কলিতে পশুভাব হইতে পারে না, দিব্যভাব কিরূপে হয় অতএব দ্বিজেরা কলিতে কেবল বীরসাধন করিবেন।

এখন আমাদের লিখিত বীরভাবের প্রাশস্ত্যসূচক এই সকল বচন ও ধর্ম্ম-সংহারকের লিখিত পশুভাবের প্রাশস্ত্যসূচক বচন উভয়ের পরস্পর অনৈক্য দেখাইতেছি, যেহেতু তাঁহার লিখিত বচনে কলিতে পশুভাবেই সাধন প্রশস্ত হয় এবং তাহার দ্বারা কেবল সিদ্ধি জন্মে ইহা বোধ হয়, আর আমাদের লিখিত পূর্ব্ব২ সংগ্রহকারধৃত বচনে ইহা প্রাপ্ত হইতেছে যে কলিতে বীরসাধনই প্রশস্ত ও তাহার দ্বারাই কেবল সিদ্ধি হয়; অতএব এরূপ বিরোধস্থলে সংগ্রহকারেরা সর্ব্ব-সামঞ্জস্যে এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন যে পশুভাবের বিধায়ক যে সকল বচন তাহা সেই অধিকারে পশুভাবের স্তুতিপর হয় এবং বীরভাবের বিধায়ক বচন সকল তদধিকারে তাহার মাহাত্ম্যজ্ঞাপক হয়, যেমন বিষ্ণুপ্রধান গ্রন্থে ব্রহ্মা ও মহেশ্বর হইতে বিষ্ণুর প্রাধান্য বর্ণন দ্বারা ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের সর্ব্বোত্তমত্ব কথনের দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুর এবং তদ্ধর্ম্মের স্তুতিমাত্র তাৎপর্য্য হয়, রামায়ণে (অহং ভবন্নাম জপন্ কৃতার্থো বসামি কাশ্যামনিশং ভবান্যা) মহাদেব কহিতেছেন যে হে রাম আমি তোমার নাম জপেতে কৃতকার্য্য হইয়া নিরন্তর ভবানীর সহিত কাশীতে বাস করি; এবং শিব-প্রধান গ্রন্থে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু হইতে শিবের প্রাধান্য বর্ণন ও শৈব ধর্ম্মের সর্ব্বোত্তমত্ব কথন দ্বারা ভগবান্ মহেশ্বরের ও মাহেশ্বর ধর্ম্মের স্তুতি বোধ হয়, মহাভারতে দানধর্ম্মে (রুদ্রভক্ত্যা তু কৃষ্ণেন জগদ্ব্যাপ্তং মহাত্মনা) অর্থাৎ মহাদেবে ভক্তির দ্বারা কৃষ্ণ জগদ্ব্যাপক হইয়াছেন; আর শক্তিপ্রধান তন্ত্রাদিতে বিষ্ণু প্রভৃতি হইতে শক্তির

প্রাধান্য বর্ণন ও তদ্ধর্ম্মের সর্ব্বোত্তমত্ব কথন শক্তির স্তুতিসূচক হয়, নির্ব্বাণতন্ত্রে (গোলোকাধিপতির্দেবি স্তুতিভক্তিপরায়ণঃ। কালীপদপ্রসাদেন সোঽভবল্লোক-পালকঃ) অর্থাৎ গোলোকের অধিপতি যে কৃষ্ণ তিনি স্তুতিভক্তিপরায়ণ হইয়া কালীপদপ্রসাদের দ্বারা লোকপালক হয়েন। এই সকল স্থলে এরূপ কথনের দ্বারা কোনো দেবতার লঘুত্ব অথবা অন্য হইতে তাঁহার ঈশ্বরত্বপ্রাপ্তি এমৎ তাৎপর্য্য নহে, অন্যথা প্রত্যেক বর্ণনকে স্তুতিপর স্বীকার না করিয়া যথার্থ অঙ্গীকার করিলে পরস্পর স্পষ্ট বিরোধোক্তির দ্বারা কোনো শাস্ত্রের প্রামাণ্য থাকে না। প্রায় ব্রতমাত্রেই কহেন যে এ ব্রত সকল ব্রতের উত্তম হয় তাহাতে সেই ব্রতের স্তুতিই তাৎপর্য্য হয় অন্য ব্রতের লঘুত্ব তাৎপর্য্য নহে, বরঞ্চ ধর্ম্মসংহারক আপনিই প্রথমত আপন প্রত্যুত্তরের ২১৩ পৃষ্ঠে শ্রীভাগবতের ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তের বচন লিখিয়াছেন, যাহার সংক্ষেপ অর্থ এই যে, সকল পুরাণের মধ্যে শ্রীভাগবত শ্রেষ্ঠ হয়েন এবং সকল পুরাণের মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত শ্রেষ্ঠ হয়েন এ দুইয়ের পরস্পর বিরোধের মীমাংসা আপনিই পুনরায় এইরূপে ২১৫ পৃষ্ঠে ৮ পংক্তিতে করেন "যে শ্রীভাগবতাদির শ্লোকে কেবল তত্তৎগ্রন্থের উত্তমতা কহিতেছেন অতএব তত্তদ্‌গ্রন্থে লোকের শ্রদ্ধাতিশয়ার্থ তত্তৎ-বচনকে তত্তৎগ্রন্থের স্তাবক কহা যায় একের স্তুতিবাদে অন্যের নিন্দা কুত্রাপি কেহ কহিবেন না" বিশেষত ধর্ম্মসংহারকের লিখিত পশুভাবের প্রাশস্ত্যবোধক বচনে কলিতে বীরভাব নাই এই প্রাপ্ত হয়, আর বীরভাবের প্রাশস্ত্যবোধক বচন যাহা আমরা লিখিয়াছি তাহাতে স্পষ্ট লিখেন যে কলিযুগে জম্বুদ্বীপে বীরভাব ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য অতএব উভয় বচনের একবাক্যতা করিবার উপায়ান্তরও আছে যে কলিযুগে বীরভাব সামান্যত প্রশস্ত নহে ইহা ওই সিদ্ধলহরীবচনে লিখেন কোনো দ্বীপের বিশেষ করেন না, আর কামাখ্যাতন্ত্রের বচনপ্রমাণে জম্বুদ্বীপে বীরভাবের বিশেষ কর্ত্তব্যতা প্রাপ্ত হয় অতএব জম্বুদ্বীপ ভিন্ন দ্বীপান্তরে বীরভাবের অপ্রাশস্ত্য মানিলেও উভয় বচনের বিরোধলেশও থাকে না।

১৯১ পৃষ্ঠের শেষ পংক্তি অবধি লিখেন যে "ভাক্ত বামাচারী মহাশয় স্বমত সাধন কারণ মদ্য মাংস মৈথুনের অবচ্ছেদাবচ্ছেদে বিধান দর্শন করাইবার আশয়ে (ন মাংসভক্ষণে দোষঃ) ইত্যাদি মনুবচনের শেষ দুই পাদ অপহরণ করিয়া প্রথম দুই পাদ দর্শন করাইয়াছেন তাহার কারণ এই যে শেষ দুই পাদ দর্শন করাইলে তাহাদিগ্যে চতুষ্পদ হইতে হয়"। উত্তর, গ্রন্থবাহুল্য দ্বারা কালবাহুল্যে বেতন-বাহুল্যের আশা আমাদের নাই, সুতরাং পূর্ব্বোত্তরে মনুবচনের পূর্ব্বার্দ্ধ লিখিয়া তাহার বিবরণে পরার্দ্ধের তাৎপর্য্য এবং পূর্ব্ব২ বচনের অভিপ্রায় লিখা গিয়াছিল,

প্রথম উত্তরের ২২ পৃষ্ঠে ১৬ ও ১৭ পংক্তি "(ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে নচ মৈথুনে) অর্থাৎ প্রবৃত্তি হইলে যে প্রকার মদ্যপানে ও মাংস ভোজনে এবং স্ত্রীসংসর্গে বিধি আছে তাহা করিলে দোষ নাই" পরার্দ্ধের যে তাৎপর্য্য, (অর্থাৎ নিবৃত্তি না হইয়া "প্রবৃত্তি হইলে" বিহিত মাংসাদি ভোজনে দোষ নাই) তাহাও ওই বিবরণে প্রাপ্ত হইয়াছে এবং পূর্ব্ব২ বচনের অভিপ্রায়ও লিখা গিয়াছে অর্থাৎ "যে প্রকার মদ্য পানে ও মাংস ভোজনে এবং স্ত্রীসংসর্গে বিধি আছে তাহা করিলে দোষ নাই" অতএব পণ্ডিতেরা বিবেচনা করিবেন যে পরার্দ্ধ না লেখাতে তাহার প্রয়োজন লেখা হইয়াছে কি না? আর ইহাও বিবেচনা করিবেন যে যে প্রকার বিধি আছে এই শব্দ-প্রয়োগাধীন "মদ্য মাংস ও মৈথুনের অবচ্ছেদাবচ্ছেদে বিধান দর্শন করাইবার আশয়ে" ঐ পূর্ব্বার্দ্ধকে আমরা লিখিয়াছিলাম কি কেবল বিহিত মদ্য মাংস ও বিহিত স্ত্রীসঙ্গ বিষয়ে আমরা লিখি, পরে তাঁহারাই যাহা উচিত হয় ধর্ম্মসংহারককে বুঝাইবেন।

১৯৫ পৃষ্ঠে ১৬ পংক্তি অবধি লিখেন যে "কুলার্ণবমহানির্ব্বাণতন্ত্রমাত্রদর্শী ভাক্ত বামাচারী মহাশয় কলিকালে জাতিমাত্রের বিশেষত ব্রাহ্মণের মদ্যপানে কুলার্ণব ও মহানির্ব্বাণের বচন দর্শন করাইয়া তাহাতে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর চতুর্থ প্রশ্নে লিখিত মন্বাদির বচনের সহিত বিরোধপ্রযুক্ত নিজ পাণ্ডিত্যের প্রভাবে বিরোধ ভঞ্জনার্থ মীমাংসাও করিয়াছেন যে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর লিখিত স্মৃতিপুরাণবচনে কলিযুগে ব্রাহ্মণের মদ্যপানে যে নিষেধ সে অসংস্কৃতের অর্থাৎ অশোধিত মদ্যের, আর মহানির্ব্বাণাদিবচনে মদ্যপানের যে বিধি সে সংস্কৃতের অর্থাৎ শোধিত মদ্যের"। উত্তর, ধর্ম্মসংহারক এ স্থলে লিখেন যে কুলার্ণবমহানির্ব্বাণতন্ত্রমাত্রদর্শী আমরা হই, সুতরাং এরূপ অধিকারভেদে কলিযুগে মদ্য পানের নিষেধের ব্যবস্থা ও অধিকারভেদে তাহার পানাদির বিধি দিয়াছি; অতএব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি যে ভগবান্ মহেশ্বরও কি কুলার্ণবমহানির্ব্বাণমাত্রদর্শী ছিলেন যে এইরূপ সিদ্ধান্ত অধিকারিভেদে করিয়াছেন? তথাচ কুলার্ণবতন্ত্রে (অনাঘ্রেয়মনালোক্যমস্পৃশ্যঞ্চাপ্যপেয়কং। মদ্যং মাংসং পশূনাস্তু কৌলিকানাং মহাফলং) অর্থাৎ মদ্য মাংস পশুদের ঘ্রাণের পানের অবলোকনের ও স্পর্শনের যোগ্য নহে, কিন্তু বীরদের মহাফলজনক হয়। তথাচ (স্বেচ্ছয়া বর্ত্তমানো যো দীক্ষাসংস্কারবর্জ্জিতঃ। ন তস্য সদ্গতিঃ ক্বাপি তপস্তীর্থব্রতাদিভিঃ) অর্থাৎ দীক্ষা ও সংস্কারহীন হইয়া যে স্বেচ্ছাচারে রত হয় তাহার তপস্যা ও তীর্থ ও ব্রতাদির দ্বারা কদাপি সদ্গতি নাই॥ এবং জিজ্ঞাসা করি যে তন্ত্রশাস্ত্রপারদর্শী কুলার্চ্চনদীপিকাকার কি কুলার্ণবমহানির্ব্বাণমাত্রদর্শী ছিলেন যে আমাদের বহুকাল পূর্ব্বে এইরূপ সিদ্ধান্ত

তিনি করেন ? কুলার্চ্চনদীপিকায়াং (পুর্ব্বোক্তবচনেভ্যো ব্রাহ্মণানামপি সুরাপানমায়াতি তত্র ব্রাহ্মণাদৌ নিষেধমাহ, ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং ইত্যাদি, ব্রাহ্মণো ন চ হন্তব্যঃ সুরা পেয়া ন চ দ্বিজৈঃ। রুদ্রযামলে, বেদত্যাগাৎ মদ্যপানাৎ শূদ্রদারনিষেবণাৎ। তৎক্ষণাজ্জায়তে বিপ্রশ্চণ্ডালাদপি গর্হিতঃ। শ্রীক্রমেচ, ন দদ্যাদ্ব্রাহ্মণো মদ্যং মহাদেব্যৈ কদাচন, ইত্যাদিনিষেধাৎ ব্রাহ্মণানাং কুলার্চ্চনাভাব ইতি চেন্ন, ব্রাহ্মণমুদ্দিশ্য সুরাপানাদৌ যদ্‌যন্নিষেধনমুক্তং তদনভিষিক্তব্রাহ্মণপরং। তথাচ নিরুত্তরতন্ত্রে, অভিষেকং বিনা দেবি ব্রাহ্মণো ন পিবেৎ সুরাং। ন পিবেন্মাদকদ্রব্যং নামিষঞ্চাপি ভক্ষয়েৎ। কৃতাভিষেকে বিপ্রে তু মদ্যপানং বিধীয়তে। অভিষেকে কৃতে বিপ্রঃ সুরাং দদ্যাৎ যুগে যুগে। বিজয়াং রত্নকল্পাঞ্চ সুরাভাবে নিযোজয়েৎ। তথা, অভিষেকেণ সর্ব্বেষামধিকারো ভবেৎ প্রিয়ে। অভিষেকে কৃতে বিপ্রো ব্রহ্মত্বং লভতে ধ্রুবং, এতেন ব্রাহ্মণানাং সুরাপানাদৌ যদ্‌যন্নিষেধনমুক্তং তদনভিষিক্তব্রাহ্মণপরমেবাবগন্তব্যং) ইহার অর্থ, কুলার্চ্চনদীপিকাতে পূর্ব্বোক্ত বচনসকলের দ্বারা ব্রাহ্মণেরও সুরাপান প্রাপ্ত হইল তাহাতে ব্রাহ্মণাদির নিষেধ কহিয়াছেন ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং ইতাদি মহাপাতক হয়, ব্রাহ্মণ বধ করিবেক না ও দ্বিজেরা সুরাপান করিবেন না, বেদের ত্যাগ ও মদ্যপান এবং শূদ্রপত্নীগমন ইহার দ্বারা ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ চণ্ডাল হইতে অধম হয়েন, ব্রাহ্মণ মহাদেবীকে কদাপি মদ্যদান করিবেন না ইত্যাদি নিষেধ দর্শনে ব্রাহ্মণের কৌলধর্ম্ম অকর্ত্তব্য হয় এমত কহিতে পারিবে না, যেহেতু ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ করিয়া সুরা পানাদিতে যে২ নিষেধ কহিয়াছেন তাহা অভিষিক্ত ভিন্ন ব্রাহ্মণপর হয়, নিরুত্তরতন্ত্রে লিখেন, অভিষেক ব্যতিরেকে ব্রাহ্মণ সুরাপান করিবেন না এবং অন্য মাদক দ্রব্য ও আমিষ ভক্ষণ করিবেন না কিন্তু ব্রাহ্মণ অভিষেকী হইয়া মদ্যপান করিবেন অভিষিক্ত হইলে ব্রাহ্মণের সর্ব্বযুগেই মদ্যদান কর্ত্তব্য হয়, সুরার অভাবে রত্নতুল্য সম্বিদা প্রদান করিবেন, অভিষেক দ্বারা সকলের অধিকার হয় অভিষিক্ত হইলে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়েন ; অতএব ব্রাহ্মণের উদ্দেশে সুরাপানাদিতে যে২ নিষেধ কহিয়াছেন তাহা অবশ্যই অনভিষিক্তব্রাহ্মণপর জানিবে ; এবং দীপিকাকারের পূর্ব্ব, কালীকল্পলতাকার প্রভৃতি অতি প্রাচীন আচার্য্যেরাও এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন তাঁহারাও কি কুলার্ণবমহানির্ব্বাণমাত্রদর্শী ছিলেন ? কালীকল্পলতাসারে মদ্যপানের বিধায়ক ও নিষেধক নানা শাস্ত্রীয় বচন লিখিয়া পশ্চাৎ সমাধান করেন যে (দেবতাধিকারভাবভেদেন তত্তচ্ছাস্ত্রবচনোত্থিতবিরোধঃ সমাধেয়ঃ) দেবতা অধিকার ও ভাবভেদে সেই২ শাস্ত্রের বচন হইতে উৎপন্ন যে পরস্পর বিরোধ তাহার সমাধা করিবে॥ সেই অভিষেক দুই প্রকার হয় এক

পূর্ণাভিষেক দ্বিতীয় শাক্তাভিষেক তাহার ক্রম ও অনুষ্ঠানের বিবরণ তন্ত্রশাস্ত্রে দেখিবেন ॥

ধর্ম্মসংহারক ১৯৭ পৃষ্ঠে ৬ পংক্তি অবধি কালীবিলাসতন্ত্রের বচন লিখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে ভূরি পান কলিতে করিবেক না এবং পান করিয়া২ পুনরায় পান করিয়া ভূমিতলে পতিত হয় পরে উত্থিত হইয়া পুনর্ব্বার পান করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না ইত্যাদি বচন সকল সত্যাদি যুগে সম্মত হয় কলিযুগে মদ্যপান করিলে পদে২ ব্রহ্মহত্যার পাপ হয় সত্য ত্রেতা যুগে মদ্য শোধন প্রশস্ত হয় কলিযুগে মদ্য শোধন নাই এবং কলিতে মদ্যপান নাই। উত্তর, এই কালীবিলাসতন্ত্রের বচন কোন গ্রন্থকারের ধৃত হয় তাহা ধর্ম্মসংহারককে লেখা কর্ত্তব্য ছিল, দ্বিতীয়ত, ইহার প্রথম দুই বচন কলিযুগে অধিক পানের নিষেধ করণ দ্বারা বিহিত এবং শাস্ত্রোক্ত পরিমিত পানের অনুমতি দিতেছেন, কিন্তু পরের বচনে প্রাপ্ত হইতেছে যে কলিযুগে মদ্য শোধন নাই এবং মদ্যপান কর্ত্তব্য নহে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে পশুদের মদ্যপান ও মদ্য শোধন কর্ত্তব্য নহে, কালীকল্পলতাধৃত কুলতন্ত্রবচন (সুরায়াঃ শোধনং পানং দানং তর্পণমম্বিকে। পশূনাং গর্হিতং দেবি কৌলানাং মুক্তি-সাধনং) মদিরার শোধন, পান, দান, তর্পণ, পশুদের সম্বন্ধে নিন্দিত কিন্তু কৌলেদের সম্বন্ধে মুক্তিসাধন হয়। তৃতীয়ত, ধর্ম্মসংহারকের লিখিত বচনকে কুলার্চ্চন-দীপিকাধৃত বচন সকলের সহিত একবাক্যতা করিয়া অভিষেকী ভিন্ন ব্যক্তির মদ্য-শোধনে ও মদ্যপানে অধিকার নাই, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক যেহেতু ধর্ম্মসংহারকের লিখিত বচনে সামান্যত পান শোধনের নিষেধ করিয়াছেন ও দীপিকাধৃত বচনে অভিষেকী ব্যক্তির মদ্য শোধন ও পান কর্ত্তব্য হয় ইহা প্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব অভিষেকী ভিন্ন ব্যক্তি ওই কালীবিলাসবচনপ্রাপ্ত নিষেধের বিষয় হইবেন। চতুর্থ, সত্যাদি যুগে তত্ত্ব গ্রহণে আগমোক্ত অনুষ্ঠান ছিল না উদ্গীথ, শতরুদ্রী, দেবীসূক্ত প্রভৃতি শ্রুতিমন্ত্রে তত্ত্বশোধনের বিধি ছিল, অতএব কলিতে যে শোধন ও পান নিষেধ তাহা বৈদিক মন্ত্রমাত্রে শোধন ও বৈদিক পান নিষেধ হয় অর্থাৎ তান্ত্রিক মন্ত্রসাহিত্য বিনা কলিতে তত্ত্ব শোধন নাই যেহেতু ঐ কালীবিলাসতন্ত্রে সত্য ত্রেতাতে শোধনের প্রাশস্ত্য লিখিবাতে সত্যাদি কালে বিহিত যে বৈদিক শোধন তাহার প্রাশস্ত্য প্রথমে জানাইয়া পরে ওই শোধনের নিষেধ দ্বারা ইহাই ব্যক্ত করিলেন যে কলিতে বৈদিক শোধন ও পান অকর্ত্তব্য হয়, তথাহি কুলার্ণবে (কুলদ্রব্যাণি সেবন্তে যেঽন্যদর্শন-মাশ্রিতাঃ। তদঙ্গরোমসংখ্যাতো ভূতযোনিষু জায়তে) যে ব্যক্তি তন্ত্র ভিন্ন শাস্ত্র আশ্রয় করিয়া কুলদ্রব্য গ্রহণ করে তাহার শরীরস্থ লোমসংখ্যায় প্রেতযোনিতে জন্ম পায়

(উদগীথরুদ্রশতকৈর্দেবীসূক্তেন পার্ব্বতি। কৃতাদিষু দ্বিজাতীনাং বিহিতং তত্ত্বশোধনং। তন্ন সিদ্ধং কলিযুগে কলাবাগমসম্মতং। বৈদিকৈস্তান্ত্রিকৈর্ম্মন্ত্রৈস্তত্ত্বানি শোধয়েৎ কলৌ)। অর্থাৎ উদগীথ, শতরুদ্রী, দেবীসূক্ত, ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্র দ্বারা সত্যাদি যুগে দ্বিজেদের তত্ত্ব শোধন বিহিত হয়। কলিযুগে তাহা সিদ্ধ নহে, অতএব কলিতে তান্ত্রিক এবং বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা দ্রব্যের শোধন করিবেক। তৃতীয়ত, সর্ব্বত্র সিদ্ধান্তশাস্ত্রে তত্ত্ব গ্রহণের নিষেধ যে স্থানে আছে তাহাকে দেবতাবিশেষের উপাসনাভেদে কহিয়াছেন ও যে২ স্থানে বিধি আছে তাহাও মন্ত্রবিশেষে ও দেবতাবিশেষে অঙ্গীকার করেন, তথাচ কুলার্চ্চনদীপিকা (নম্বহো তর্হি আগমোক্তবিধানেন পঞ্চতত্ত্বেন কলাবখিলদৈবতা পূজনীয়েত্যায়াতি—অতো দেবীপুরাণে চীনতন্ত্রে কুলাবল্যাঞ্চাহ, মহাভৈরবকালোয়ং শিবস্য বামনায়কঃ। শ্মশানভৈরবী কালা উগ্রতারাচ পঞ্চমী) ইত্যাদি। অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্বের দ্বারা দেবতা পূজা আবশ্যক হয় ইহা কহিয়া পশ্চাৎ সিদ্ধান্ত করেন যে কলিতে তত্ত্বদ্রব্যের দ্বারা সকল দেবতার পূজা প্রাপ্ত হইল, এমৎ নহে কিন্তু দেবীপুরাণ চীনতন্ত্র কুলাবলীতন্ত্রে কহিয়াছেন যে মহাদেবের মহাকালভৈরবমূর্ত্তির উপাসনায় এবং শ্মশানভৈরবী ও মহাবিদ্যাদির উপাসনায় তত্ত্বের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য হয়, এইরূপ বিবরণ করেন। সময়াতন্ত্রে (যে ভাবা যস্য বৈ প্রোক্তাস্তৈর্ভাবৈর্যদি নার্চ্চয়েৎ। বিরুদ্ধভাবমাশ্রিত্য ভ্রষ্টো ভবতি সাধকঃ) যে দেবতার যে ভাব বিহিত হইয়াছে সে ভাবে তাঁহার অর্চ্চনা না করিয়া যদি তাহার বিরুদ্ধ ভাব আশ্রয় করে তবে সে সাধক ভ্রষ্ট হয়। তথাচ (অধিকারিবিশেষেণ শাস্ত্রাণ্যুক্তান্যশেষতঃ) অধিকারিবিশেষে নানা শাস্ত্র কথিত হইয়াছেন।

দেবতাবিশেষে অধিকারবিশেষে ও সংস্কারভেদে তত্ত্ব গ্রহণের কর্ত্তব্যতা ও অকর্ত্তব্যত্ব স্বীকার না করিয়া উভয় পক্ষের লিখিত বচনসকলের পরস্পর অনৈক্য বোধ করিয়া তাহার মীমাংসা নিমিত্ত ধর্ম্মসংহারক ২০০ পৃষ্ঠে ৮ পংক্তি অবধি লিখেন যে "ভাক্ত বামাচারীর কুলার্ণবাদি তন্ত্রের বচনে কলিযুগেও ব্রাহ্মণের মদ্যপানে বিধি দেখিতেছি, আর ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর লিখিত মন্বাদি স্মৃতি পুরাণ ও তন্ত্রান্তর এই সকল শাস্ত্রে কলিযুগে ব্রাহ্মণের মদ্যপানে নিষেধও দেখিতেছি অতএব এক শাস্ত্রের প্রামাণ্য অন্য শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য অবশ্যই কহিতে হইবেক" পরে এই ব্যবস্থাকে দৃঢ় করিবার উদ্দেশে ১৬ পংক্তি অবধি স্মার্ত্তধৃত কূর্ম্মপুরাণীয় বচন লিখেন (যানি শাস্ত্রাণি দৃশ্যন্তে লোকেস্মিন্ বিবিধানি চ। শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধানি নিষ্ঠা তেষাং হি তামসী। করালভৈরবঞ্চাপি যামলং নাম যৎ কৃতং। এবম্বিধানি চান্যানি মোহনার্থানি তানিচ। ময়া সৃষ্টান্যনেকানি মোহায়ৈষাং ভবার্ণবে) ইহলোকে শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ নানাপ্রকার

যে সকল শাস্ত্র দৃষ্ট হইতেছে তাহার যে নিষ্ঠা সে তামসী, ফলত শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ শাস্ত্রে কেহ কদাচ শ্রদ্ধা করিবে না যেহেতু তদনুসারে শ্রদ্ধা করিলে তামসী গতি হয়, এবং করালভৈরব নামে ও যামল নামে যে তন্ত্র কৃত হইয়াছে এবং এইপ্রকার যে২ অন্য তন্ত্র আমার কথিত হয় তাহা লোকের মোহনার্থ এবং এইপ্রকার অন্য২ যে তন্ত্র আমি সৃষ্টি করিয়াছি তাহা এই ভবার্ণবে তামসিক লোকের মোহ নিমিত্ত হয়।

পরে ২০১ পৃষ্ঠে ১৫ পংক্তি অবধি সিদ্ধান্ত করেন "অতএব কলিযুগে ব্রাহ্মণের মদ্যপান বিষয়ে ভাক্ত বামাচারীর লিখিত যে কুলার্ণবের ও মহানির্ব্বাণের বচন তাহারি অপ্রামাণ্য অবশ্যই কহিতে হইবেক যেহেতু সেই সকল তন্ত্র শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ ও নানা তন্ত্রবিরুদ্ধ এ কারণ কল্পিত আগম হয় তাহাকে অসদাগম কহা যায়" তাহার পর ২০২ পৃষ্ঠের ৫ পংক্তি অবধি ধর্ম্মসংহারক পদ্মপুরাণীয় বচন যাহা প্রসিদ্ধ টীকা-সম্মত ও সংগ্রহকারধৃত নহে লিখেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে বিষ্ণুভক্ত অসুরদিগ্যে মোহ করিবার নিমিত্ত স্বয়ং বিষ্ণুর অনুমতিক্রমে মহাদেব বেদবিরুদ্ধ আগম রচনা ও নিজে ভস্মাস্থি ধারণ করিয়াছিলেন॥ প্রথম উত্তর, এ সকল বচনে শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ তন্ত্রকে মোহনার্থ কহেন, কিন্তু উপাসনা ও সংস্কারবিশেষে তত্ত্ব গ্রহণ করিতে কুলার্ণব মহানির্ব্বাণাদি নানা তন্ত্রে যে কহিয়াছেন তাহা শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ কদাপি নহে, যেহেতু সত্যাদি যুগে যে শ্রৌত মদ্যসেবাবিধি প্রাপ্ত ছিল কলিতে তাহারি নিষেধ স্মৃতিতে করেন, কিন্তু মহাবিদ্যাদি দেবতাবিশেষের উদ্দেশে তন্ত্রোক্ত বিশেষ সংস্কারে মদ্যমাংসগ্রহণের নিষেধ কোনো শ্রুতি স্মৃতিতে নাই, যাহার দ্বারা ঐ সকল কুলার্ণবাদি তন্ত্র শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ হইতে পারে, বরঞ্চ কুলার্ণবাদি তন্ত্রে কি প্রকার মদ্য শ্রুতিস্মৃতিনিষিদ্ধ হয় তাহার বিবরণ কহিয়া শ্রুতি স্মৃতির ন্যায় তাহার পুনঃ২ পান ও দানকে নিষেধ করিয়াছেন, যথা কুলার্ণবে (বৃথাপানন্তু দেবেশি সুরাপানং তদুচ্যতে। যন্মহাপাতকং জ্ঞেয়ং বেদাদিষু নিরূপিতং)। তথা (তস্মাদবিধিনা মদ্যং মাংসং সেবেত কোপি ন। বিধিবৎ সেবতে দেবি তরসা ত্বং প্রসীদসি) অর্থাৎ ভোগার্থ যে অবিহিত মদ্যপান তাহার নাম সুরাপান জানিবে যাহাকে বেদাদি শাস্ত্রে মহাপাপজনক কহিয়াছেন অতএব অবিধানক্রমে কোনো ব্যক্তি অবিহিত মদ্যপান ও মাংস ভোজন করিবেক না, কিন্তু হে দেবি যথাবিধানক্রমে যে ব্যক্তি সেবন করে তাহাকে তুমি শীঘ্র প্রসন্না হও॥ যেমন স্মৃতি সংহিতা ও পুরাণাদিতে কলিযুগে অন্নের জাতিভেদে বিশেষ নিয়ম করিয়াছেন, অধম জাতির পক্ক অন্ন উত্তম জাতির ভোজ্য কলিতে নহে এইরূপ সামান্যত নিষেধ স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতিতে করেন, কিন্তু উৎকলখণ্ড গ্রন্থে জগন্নাথের নিবেদিত হইলে সর্ব্বজাতিকে একত্র হইয়া অন্ন সেবন

করিতে জগন্নাথক্ষেত্রে বিশেষ বিধি দেন, ইহাতে উৎকলখণ্ডকে শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ শাস্ত্র কোনো গ্রন্থকার কহেন না, এবং তদনুসারে জগন্নাথক্ষেত্রে বিষ্ণুকাঞ্চি প্রভৃতি দ্রবিড়দেশস্থ ব্রাহ্মণ ব্যতিরেক সর্ব্বজাতি তন্নিবেদিত অন্ন ব্যঞ্জন একত্র ভোজন করিয়াও পাপগ্রস্ত ও জাতিভ্রষ্ট হয়েন না, কেন না শ্রুতি স্মৃতিতে সামান্যত অপকৃষ্ট বর্ণের স্পৃষ্ট অন্নাদির ভোজন কলিতে নিষিদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু উৎকলখণ্ডে বিশেষ স্থানে বিশেষ দেবতাকে বিশেষ মন্ত্রের দ্বারা নিবেদিত অন্ন ব্যঞ্জনাদি অপকৃষ্ট জাতির সহিতে খাইতে আজ্ঞা দেন, সেইরূপ মদিরা গ্রহণের সামান্যত নিষেধ স্মৃতিতে দৃষ্ট হইতেছে আর বিশেষ অধিকারে বিশেষ দেবতার উদ্দেশে সংস্কারবিশেষে তন্ত্রশাস্ত্রে মদ্যমাংসের গ্রহণে বিধি দিতেছেন ; অতএব কুলার্ণব ও মহানির্ব্বাণাদি কৌলধর্ম্ম-বিধায়ক তন্ত্র উৎকলখণ্ডের ন্যায় শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ কদাপি নহেন, সুতরাং ঐ স্মার্ত্তধৃত বচনানুসারে ও পদ্মপুরাণবচন সমূলক হইলে তদনুসারে ওই সকল তন্ত্র অমান্য হইলেন না ॥ অধিকন্তু পদ্মপুরাণীয় যে বচন লিখেন তাহা প্রমাণ কি অপ্রমাণ নিশ্চয় করা যায় না যেহেতু সর্ব্বত্র প্রচলিত পদ্মপুরাণীয় ক্রিয়াযোগসার মাত্র হয় অন্যথা পঞ্চাশৎপঞ্চসহস্রশ্লোকসংযুক্ত সমুদায় পদ্মপুরাণ অপ্রাপ্য এবং এ সকল বচন কোনো সংগ্রহকারের ধৃত নহে, যদিও ঐ সকল পদ্মপুরাণীয় বচন সমূলক হয় তথাপি তাহার দ্বারা কেবল বেদবিরুদ্ধ তন্ত্রবচনের অমান্যতা হইবেক কিন্তু এ সকল বেদা-বিরুদ্ধ তন্ত্রের মান্যতায় কোনো হানি নাই। আর স্মার্ত্তধৃত কূর্ম্মপুরাণবচনের অর্থ সুসঙ্গতই আছে যেহেতু তাহার প্রথম শ্লোক এই (যানি শাস্ত্রাণি দৃশ্যন্তে লোকেস্মিন্ বিবিধানি চ। শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধানি নিষ্ঠা তেষাং হি তামসী) ইহা পশ্চাৎলিখিত মনুবচনের সমানার্থ হয় (যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ। সর্ব্বাস্তা নিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হি তাঃ স্মৃতাঃ।) অর্থাৎ বেদবিরুদ্ধ শাস্ত্র অগ্রাহ্য হয়। স্মার্ত্তধৃত ওই কূর্ম্মপুরাণীয় দ্বিতীয় শ্লোক এই যে (করালভৈরবঞ্চাপি যামলং নাম যৎ কৃতং। এবম্বিধানি চান্যানি মোহনার্থানি তানি চ। ময়া সৃষ্টান্যনেকানি মোহায়ৈষাং ভবার্ণবে) অর্থাৎ করালভৈরব যামলাদি তন্ত্রে নানাবিধ মারণ উচ্চাটন প্রভৃতি কর্ম্মসমূহ কহিয়াছেন সেই সকল শাস্ত্র কর্ম্মে প্রবৃত্তি দিয়া লোককে মোহযুক্ত করিয়া পুনঃ২ সংসারে জন্মমরণরূপ দুঃখদায়ক হয়েন, নিষ্কামী ব্যক্তিরা তাহার অনুষ্ঠান করিবেন না। কূর্ম্মপুরাণবচনে এরূপ লিখিবাতে ঐ সকল তন্ত্রের শাস্ত্রত্বে অপ্রামাণ্য হয় না। যেমন ভগবদ্গীতাতে কহেন (ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন) স্বামী, বেদসকল কামনাবিশিষ্ট যে অধিকারী তাহাদের কর্ম্মফলের সম্বন্ধপ্রতিপাদক হয়েন তুমি নিষ্কাম হও। অর্থাৎ ফলপ্রদর্শক বেদসকল কামনাবিশিষ্টকে সংসারে

মুগ্ধ করেন তুমি নিষ্কাম হইলে সেই সকল বেদের বিষয় হইবে না। তথাচ ভগবদ্গীতা (যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ। বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি-বাদিনঃ।) স্বামী, যে মূঢ় ব্যক্তিরা বিষলতার ন্যায় আপাতত রমণীয় যে সকল ফলশ্রুতিবাক্য তাহাকে পরমার্থসাধন কহে এবং চাতুর্ম্মাস্য যাগ করিলে অক্ষয় ফল হয় ইত্যাদি ফলপ্রদর্শক বেদবাক্যে রত হয় আর ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ ঈশ্বরতত্ত্ব প্রাপ্য নয় ইহা কহে তাহাদের তত্ত্বজ্ঞান হয় না। এই মোক্ষধর্ম্ম উপদেশে স্বর্গাদিফল-প্রতিপাদক বেদকে পুষ্পিতবাক্য অর্থাৎ বিষলতার ন্যায় আপাতত রমণীয় পশ্চাৎ দুঃখদায়ক ইহা কথনের দ্বারা ঐ কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদের অপ্রামাণ্য হয় এমৎ নহে, কিন্তু কেবল মুমুক্ষুর তাহাতে প্রয়োজনাভাব ইহা জানাইয়াছেন। এবং মুণ্ডকশ্রুতি (প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম। এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপিযান্তি) অষ্টাদশাঙ্গ যজ্ঞরূপ কর্ম্ম তাহা সকল বিনাশী হয় এই বিনাশী কর্ম্মকে যে সকল মূঢ় ব্যক্তি শ্রেয় করিয়া জানে তাহারা ফল ভোগের পর পুনঃ২ জন্ম মৃত্যু জরাকে প্রাপ্ত হয়। এ স্থলে শ্রুতি আপনিই কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রুতির অনাদর দেখাইতেছেন কিন্তু ইহাতে কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রুতির অপ্রামাণ্য হয় না। সেইরূপ ওই কূর্ম্মপুরাণীয় বচনের দ্বারা মারণ উচ্চাটনাদি কর্ম্মবিধায়ক তন্ত্রের অনাদর তাৎপর্য্য হয় কিন্তু অপ্রামাণ্য তাৎপর্য্য নহে। দ্বিতীয় উত্তর, স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য যিনি ঐ কূর্ম্মপুরাণীয় বচন লিখেন তাঁহার অভিপ্রায় যদি এরূপ হইত যে কূর্ম্মপুরাণ-বচনানুসারে ওই সকল তন্ত্রের শাস্ত্রত্ব নাই, তবে যামলাদি তন্ত্রের বচনকে প্রমাণ বোধে স্বীয় গ্রন্থে কদাপি লিখিতেন না। তৃতীয় উত্তর, ২০৬ পৃষ্ঠে ১৩ পংক্তিতে বরাহপুরাণের উল্লেখ করিয়া কল্পিত আগমের লক্ষণ দেখাইবার নিমিত্ত বচনসকল ১৫ পংক্তি অবধি লিখিয়া তাহার অর্থ ২০৭ পৃষ্ঠে ৪ পংক্তিতে লিখিয়াছেন "অর্থাৎ প্রত্যহ গোমাংস ভক্ষণ ও সুরাপান করিবেক এবং গঙ্গা যমুনার মধ্যে তপস্বিনী বালরণ্ডার হস্ত গ্রহণ করিয়া বলাৎকারে তাহাকে মৈথুন করিবেক এবং মাতৃযোনি পরিত্যাগ করিয়া সকল যোনিতে বিহার করিবেক এবং কি স্বদার কি পরদার স্বেচ্ছানুসারে সর্ব্বযোনিতে বিহার করিবেক কেবল গুরুশিষ্যপ্রণালী ত্যাগ করিবেক" পরে ঐ সকল বচনে নির্ভর করিয়া মহানির্ব্বাণাদিকে ওই সকল দূষ্য আগমের মধ্যে গণিত করিয়াছেন, এ নিমিত্ত মহানির্ব্বাণ ও কুলার্ণবের কতিপয় বচন এ স্থলে লিখা যাইতেছে যাহার দ্বারা পণ্ডিতেরা বিবেচনা করিবেন, যে ধর্ম্মসংহারকের লিখিত বরাহপুরাণীয় বচনপ্রাপ্ত কুকর্ম্মোপদেশ সকল ওই সকল তন্ত্রে দৃষ্ট হইয়া ধর্ম্মসংহারকের মতানুসারে ওই সকল তন্ত্র অসদাগমের মধ্যে গণিত হয়েন, কি ধর্ম্মসংহারকের

লিখিত ওই সকল কুকর্ম্ম অর্থাৎ গোমাংস ভক্ষণ অপরিমিত সুরাপান, বলাৎকারে স্ত্রীসংসর্গ, ও তাবৎ পরস্ত্রীগমন ইত্যাদি পাপকর্ম্মের নিষেধ তাহাতে প্রাপ্ত হইয়া সদাগমরূপে সিদ্ধ হয়েন॥ মহানির্ব্বাণতন্ত্রে একাদশোল্লাসে (অসংস্কৃতসুরাপানাৎ শুদ্ধ্যেত্‌পবসঁস্ত্র্যহং। ভুক্ত্বাপ্যশোধিতং মাংসমুপবাসদ্বয়ং চরেৎ। বলাৎকারেণ যো গচ্ছেদপি চণ্ডালযোষিতং। বধস্তস্য বিধাতব্যো ন ক্ষন্তব্যঃ কদাপি সঃ। ভুঞ্জানো মানবং মাংসং গোমাংসং জ্ঞানতঃ শিবে। উপোষ্য পক্ষং শুদ্ধঃ স্যাৎ প্রায়শ্চিত্তমিদং স্মৃতং। পিবন্নতিশয়ং মদ্যং শোধিতন্বাপ্যশোধিতং। ত্যাজ্যো ভবতি কৌলানাং দণ্ডনীয়োপি ভূভৃতঃ) অর্থাৎ অসংস্কৃত সুরাপান করিলে ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হয় আর অশোধিত মাংস ভোজন করিলে দুই দিন উপবাস করিবেক। যে ব্যক্তি চণ্ডালের স্ত্রীকেও বলাৎকারে গমন করে রাজা তাহার বধ করিবেন কদাপি ক্ষান্ত হইবেন না। যে ব্যক্তি মানুষের মাংস এবং গোমাংস জ্ঞানপূর্ব্বক ভোজন করে এক পক্ষ উপবাস তাহার প্রায়শ্চিত্ত হয়। শোধিত কি অশোধিত মদ্য অতিশয় পান করিলে কৌলের ত্যাজ্য ও রাজদণ্ডের যোগ্য হয় (কামাৎ পরস্ত্রিয়ং পশ্যন্ রহঃ সম্ভাষয়ন্ স্পৃশন্। পরিষ্বজ্যোপবাসেন বিশুদ্ধ্যেদ্দ্বি-গুণক্রমাৎ। মাতরং ভগিনীং কন্যাং গচ্ছতো নিধনং দমঃ) অর্থাৎ কামপূর্ব্বক পরস্ত্রীর দর্শন ও নির্জ্জন স্থানে সম্ভাষণ, স্পর্শন কিম্বা আলিঙ্গন করিলে ক্রমশ এক, দুই, তিন, চারি উপবাসের দ্বারা শুদ্ধ হইবেক। মাতা ভগিনী কিম্বা কন্যা ইহাঁদিগ্যে গমন করিলে তাহার মৃত্যুদণ্ড হয়॥ কুলার্ণবে (অসংস্কৃতং পিবন্ মদ্যং বলাৎকারেণ মৈথুনং। আত্মার্থং বা পশূন্ নিঘ্নন্ রৌরবং নরকং ব্রজেৎ) অসংস্কৃত মদ্যপান ও বলাৎকারে স্ত্রীসঙ্গ এবং আপনার নিমিত্ত পশুবধ করিলে রৌরব নরকে যায়। তথা প্রথম উল্লাসে, (স্বস্ববর্ণাশ্রমাচারলঙ্ঘনাদ্দুপ্রতিগ্রহাৎ। পরস্ত্রীধন-লোভাচ্চ নৃণামায়ুঃক্ষয়ো ভবেৎ। বেদশাস্ত্রাদ্যনভ্যাসাত্তথৈব গুরুবঞ্চনাৎ। নৃণামায়ুঃ-ক্ষয়ো ভূয়াদিন্দ্রিয়াণামনিগ্রহাৎ) আপন২ বর্ণাশ্রমাচারের লঙ্ঘন দ্বারা ও নিন্দিত প্রতিগ্রহের দ্বারা এবং পরস্ত্রীতে ও পরধনে লোভ ইহার দ্বারা মনুষ্যের পরমায়ু ক্ষয় হয়। আর বেদশাস্ত্রাদির অনভ্যাস ও গুরুবঞ্চনা এবং ইন্দ্রিয়ের অনিগ্রহ ইহাতে মনুষ্যের আয়ু ক্ষয় হয়। চতুর্থ উত্তর, ভূরি তন্ত্রশাস্ত্রে পুনঃ২ সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া ভগবান্ মহেশ্বর কহিয়াছেন যে বীরভাব ও তত্ত্বগ্রহণ কলিযুগে সর্ব্বদা প্রশস্ত ও সিদ্ধিদায়ক হয়েন, আর পশুভাব যাহা কহিয়াছি সে পশুদের মোহনার্থ জানিবে। তথাহি কুলার্ণবে দ্বিতীয় উল্লাসে। (পশুশাস্ত্রাণি সর্ব্বাণি ময়ৈব কথিতানি বৈ। মূর্ত্ত্যস্তুরঞ্চ গত্বৈব মোহনায় দুরাত্মনাং। মহাপাপবশান্নৃণাং বাঞ্ছা তেম্বেব জায়তে।

তেষাঞ্চ সদ্গতির্নাস্তি কল্পকোটিশতৈরপি।) অন্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দুরাত্মাদের মোহন নিমিত্ত আমিই পশুশাস্ত্র সকল কহিয়াছি মহাপাপবিশিষ্ট মনুষ্যদের তাহাতেই কেবল বাঞ্ছা হয় শত কোটি কল্পেও তাহাদের সদ্গতি নাই।

তাহাতে যদি ধর্ম্মসংহারকের লিখিত কূর্ম্মপুরাণ পদ্মপুরাণ ও সিদ্ধলহরীর বচন প্রমাণে বীরাধিকারীয় কুলার্ণব ও মহানির্ব্বাণাদি তন্ত্র সকল মোহনার্থ অসদাগম হয়েন, আর আমাদের ঐ পূর্ব্বলিখিত বচনপ্রমাণে পশ্বধিকারীয় তন্ত্র সকল মোহনার্থ অসদাগম হয়েন আর ওই২ বচনকে উভয় ধর্ম্মের স্তুতিপর স্বীকার করা না যায়, তবে শিবপ্রণীত সকল শাস্ত্রের বৈয়র্থ্য ও অপ্রামাণ্য এককালেই হইল, এবং সর্ব্বজ্ঞ ও ধর্ম্মসেতুরক্ষাকর্ত্তা পরমারাধ্য ভগবান্ মহেশ্বরের মিথ্যাবাদিত্বে ও আপ্তপুরুষত্বে শঙ্কা জন্মে এবং মহেশ্বরপ্রণীত শাস্ত্রের যদি অপ্রামাণ্য হয় তবে ভগবান্ পরমেষ্ঠীর প্রণীত বেদশাস্ত্রেরও অপ্রামাণ্যের প্রসক্তি কেন না হয়? যেহেতু শাস্ত্রে তুল্যরূপে উভয়কেই সর্ব্বজ্ঞ আপ্ত ও সত্যস্বরূপ একাত্মা কহিয়াছেন, সুতরাং একের বাক্যো-ল্লঙ্ঘনে অন্যের বাক্যোল্লঙ্ঘন হইতেই পারে, অতএব ধর্ম্মসংহারক আপন এই ব্যবস্থার দ্বারা যে "এক শাস্ত্রের প্রামাণ্য, অন্য শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য অবশ্যই কহিতে হইবেক" বেদাগম সর্ব্বশাস্ত্রের উচ্ছেদক হয়েন কি না? এবং "ধর্ম্মসংহারক" এই নাম তাঁহার উচিত হয় কি না পণ্ডিতেরা বিবেচনা করিবেন।

যদ্যপিও ধর্ম্মসংহারক পশুধর্ম্মবিধায়ক তন্ত্রকে শাস্ত্রত্বে মান্য কহিয়া বীরধর্ম্মবিধায়ক তন্ত্রের অপ্রামাণ্যের ব্যবস্থা দিলেন, কিন্তু ভগবান্ মহেশ্বর ইহার বিপরীত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, অর্থাৎ তাবৎ তন্ত্রের প্রামাণ্য কহিয়া অধিকারিভেদে পরস্পরের অনৈক্যের মীমাংসা করেন। মহানির্ব্বাণ (তন্ত্রাণি বহুধোক্তানি নানাখ্যানান্বিতানি চ। সিদ্ধানাং সাধকানাঞ্চ বিধানানি চ ভূরিশঃ॥ যথা যথা কৃতাঃ প্রশ্নাঃ যেন যেন যদা যদা। তথা তস্যোপকারায় তথৈবোক্তং ময়া প্রিয়ে॥ অধিকারিবিশেষেণ শাস্ত্রাণ্যুক্তান্যশেষতঃ। স্বে স্বেঽধিকারে দেবেশি সিদ্ধিং বিন্দন্তি মানবাঃ) অর্থাৎ নানা আখ্যানযুক্ত অনেকপ্রকার তন্ত্র কহিয়াছি, সিদ্ধ ও সাধকের নানাপ্রকার বিধান কহিয়াছি—যে২ সময়ে যাহার২ দ্বারা যে২ রূপ প্রশ্ন হইয়াছিল তখন তাহার উপকারের নিমিত্ত তদনুরূপ শাস্ত্র কহিয়াছি—অধিকারভেদে নানাবিধ শাস্ত্র কহা গিয়াছে আপন২ অধিকারে মনুষ্য সকল সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন॥ এখন জিজ্ঞাস্য এই হইতে পারে যে ধর্ম্মসংহারকের ব্যবস্থা মান্য হইয়া কি সকল শাস্ত্র উচ্ছন্ন হইবেক? কি ভগবান্ মহেশ্বরের আজ্ঞা শিরোধার্য্য হইয়া শাস্ত্রসকল রক্ষা পাইবেক?॥

২১২ পৃষ্ঠে ১৪ পংক্তিতে কুলার্ণবাদি তন্ত্রের অমূলকত্ব স্থাপনের উদ্দেশে ধর্ম্ম-সংহারক লিখেন যে "সমূলক ও অমূলক স্মৃতি পুরাণাদির পরস্পর বিরোধে অমূলকই ত্যাজ্য হয়"। উত্তর, কূর্ম্মপুরাণবচনরচনাকে আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি ও কেবল কুলধর্ম্মবিধায়ক তন্ত্রের প্রকাশ সময়ে আমরা বিদ্যমান ছিলাম না এমৎ নহে, বস্তুত এ দুইয়ের একও প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে, কিন্তু কি পুরাণ কি তন্ত্র উভয়ের প্রামাণ্যের কারণপরম্পরা ও পূর্ব্ব২ আচার্য্য ও সংগ্রহকারেদের বাক্য হইয়াছেন অতএব উভয়ের তুল্য প্রমাণ থাকিতে পুরাণের সমূলকত্ব ও এই সকল তন্ত্রের অমূলকত্ব কথন ধর্ম্মসংখাদক হইতেই হয়॥

ওই পৃষ্ঠের ১৭ পংক্তি অবধি লিখেন যে "শ্রুতিস্মৃতির বিরোধে স্মৃতির অমান্যতায় কি শ্রুতির অমান্যতা হয়, মনুস্মৃতি ও অন্য স্মৃতির বিরোধে অন্য স্মৃতির অমান্যতায় মনুস্মৃতির অমান্যতা কি হয়"। উত্তর, শাস্ত্রে দৃষ্ট হইতেছে যে শ্রুতিস্মৃতিবিরোধে শ্রুতির মান্যতা এবং মনুস্মৃতি ও অন্য স্মৃতির বিরোধে মনুস্মৃতির মান্যতা হয়, সুতরাং তদনুরূপ ব্যবহার হইয়াছে, কিন্তু ইহা কোন্ শাস্ত্রে লিখিত আছে যে পুরাণ ও তন্ত্র-শাস্ত্রে বিরোধ হইলে পুরাণই মান্য হইবেন ? অথবা পুরাণে লিখিত যে মহেশ্বরোক্তি তাহা তন্ত্রলিখিত মহেশ্বরবাক্য হইতে শ্রেষ্ঠ হয় ? বরঞ্চ ইহাই দৃষ্ট হয় যে পুরাণ যেরূপ আপনার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণন করেন সেইরূপ তন্ত্রে পুরাণাদি হইতে তন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব কথন আছে ; বিশেষত ওই কূর্ম্মপুরাণীয় বচনে শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ শাস্ত্রকেই কেবল তামস কহিয়াছেন তাহাতেও এরূপ কথন নাই যে পুরাণবিরুদ্ধ তন্ত্র অগ্রাহ্য হয়, অথবা কি শ্রুতিসম্মত কি শ্রুতিবিরুদ্ধ স্মৃতিমাত্রেরই সহিত যে তন্ত্র বিরুদ্ধ সে অগ্রাহ্য হয় ; কেবল ধর্ম্মসংহারক দক্ষপক্ষ আশ্রয় করিয়া মহেশ্বরপ্রণীত শাস্ত্রের অপমান করিতেছেন॥

আদৌ ধর্ম্মসংহারক আপন অজ্ঞানতার প্রাবল্যে কুলধর্ম্মবিধায়ক তন্ত্রমাত্রকে অসদাগম স্থির করিয়া, ২০৮ পৃষ্ঠে ৭ পংক্তি অবধি (কলৌ যুগে মহেশানি ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ। পশুর্ন স্যাৎ পশুর্ন স্যাৎ পশুর্ন স্যান্মমাজ্ঞয়া।) ইত্যাদি বচনের উল্লেখপূর্ব্বক ১১ পংক্তিতে লিখেন যে "এই মহানির্ব্বাণের বচনে পশুর্ন স্যাৎ ইত্যাদি স্থানে নঞের অর্থ নিষেধ নহে কিন্তু শিরশ্চালন এবং পুনঃ২ পশুর্ন স্যাৎ এই শব্দ প্রয়োগে নিশ্চয় অর্থও বোধ হইতেছে, তাহাতে এই অর্থ স্থির হয় যে কলিযুগে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণেরা কি পশু হইবেন না, ফলত অবশ্যই পশু হইবেন" ইত্যাদি। উত্তর, আপন প্রত্যুত্তরের ১৮৮ পৃষ্ঠের ৬ পংক্তিতে ধর্ম্মসংহারক লিখেন যে "যে পাষণ্ডেরা পরদারান্ ন গচ্ছেৎ পরধনং ন গৃহ্লীয়াৎ, অর্থাৎ পরদার গমন করিবেক

না এবং পরধন অপহরণ করিবেক না, ইত্যাদি স্থলে শিরশ্চালনে নঞ্‌ এই কথা কহিয়া এই প্রকার অর্থ করে যে, সর্ব্বদা পরদার গমন ও পরধন হরণ করিবেক, সে পাষণ্ডেরাও এইক্ষণে ব্রহ্মপুরাণে ও কালিকাপুরাণে মদ্যের নিষেধ দর্শনে উশনার বচনেও (মদ্য অদেয় অপেয়) ইত্যাদি স্থানে অশব্দ নিষেধার্থ অবশ্যই কহিবেন" অর্থাৎ শাস্ত্রের স্পষ্টার্থ ত্যাগ করিয়া নঞের অর্থ শিরশ্চালন কহিয়া যে অর্থান্তর করে তাহাকে এ স্থলে ধর্ম্মসংহারক পাষণ্ড কহিলেন কিন্তু আপনিই পুনরায় (পশুর্ন স্যাৎ) ইত্যাদি স্থলে অন্য শাস্ত্রের পোষক বচন থাকিতেও ইহার স্পষ্টার্থ ত্যাগ করিয়া নঞের অর্থ শিরশ্চালন জানাইয়া অর্থান্তরের কল্পনা করিতেছেন ; কি আশ্চর্য্য ধর্ম্মসংহারক স্বমুখেই আপন পাষণ্ডত্ব স্বীকার করিলেন, অধিকন্তু ধর্ম্ম-সংহারকের দর্শিত এই শিরশ্চালন অর্থে নির্ভর করিয়া তাঁহার লিখিত (ন মদ্যং প্রপিবেদ্দেবি)—(ন কলৌ শোধনং মদ্যে) ইত্যাদি বচনকে মদ্যপানবিধায়ক অন্য২ বচনের সহিত একবাক্যতা করিয়া নঞের অর্থ শিরশ্চালন কহিতে তত্তুল্য ব্যক্তিরা কেন না সমর্থ হয়েন ? এবং এইরূপ ব্যাখ্যা কেন না করেন যে (ন মদ্যং প্রপিবেদ্দেবি) প্রকৃষ্টরূপে মদ্য কি পান করিবেক না, ফলত অবশ্যই পান করিবেক (ন কলৌ শোধনং মদ্যে) কলিতে কি মদ্যের শোধন নাই, ফলত অবশ্যই শোধন আছে, সুতরাং ধর্ম্মসংহারক এইরূপ ব্যাখ্যার পথ দর্শাইয়া স্বাভিলষিত ধর্ম্মনাশের উদ্দেশে তাবৎ শাস্ত্রকে উচ্ছন্ন করিতে বসিয়াছেন ॥ পরে ঐ পৃষ্ঠে (অতএব দ্বিজাতীনাং) ইত্যাদি একস্থানস্থ বচনকে অন্যস্থানীয় বচন (দ্বেষ্টারঃ কুলধর্ম্মাণাং) ইত্যাদির সহিত অন্বয় করিয়া যে২ প্রলাপ ব্যাখ্যান করিয়াছেন তাহা পণ্ডিতেরা যেন অবলোকন করেন।

২০৯ পৃষ্ঠে ৫ পংক্তি অবধি লিখেন যে "যদ্যপি ভাক্ত বামাচারী মহাশয় কহেন যে (কলৌ যুগে মহেশানি) ইত্যাদি মহানির্ব্বাণের বচন শিববাক্য আর (যানি শাস্ত্রাণি দৃশ্যন্তে) ইত্যাদি কূর্ম্মপুরাণীয় বচন বেদব্যাসবাক্য অতএব বেদব্যাসবাক্যের দ্বারা শিববাক্যের বাধ কি প্রকারে জন্মান যায়, তথাপি সেই কূর্ম্মপুরাণবচনকে শিববাক্য বলিয়া তাহাতে তাঁহাদিগের শ্রদ্ধা করিতে হইবেক"। উত্তর, আমরা পূর্ব্বেই পুনঃ২ কহিয়াছি যে কি শিববাক্য কি দেবীবাক্য কি ব্যাসাদি ঋষিবাক্য সকলই শাস্ত্রবোধে মান্য হয়েন, অতএব ধর্ম্মসংহারকের এরূপ লেখা যে "তথাপি সেই কূর্ম্মপুরাণীয় বচনকে শিববাক্য বলিয়া তাহাতে তাঁহাদিগ্যে শ্রদ্ধা করিতে হইবেক" সর্ব্বথা অযোগ্য, বিশেষত ধর্ম্মসংহারকের লিখিত এ কূর্ম্মপুরাণীয় বচন শিবশাস্ত্রের কোনো মতে বাধক নহে যাহা আমরা এই দ্বিতীয় উত্তরে ২২৮ পৃষ্ঠের ১৩ পংক্তি অবধি ২৪৩ পৃষ্ঠের ৩ পংক্তি পর্য্যন্ত বিবরণপূর্ব্বক লিখিয়াছি ; অধিকন্ত ভগবান্

বেদব্যাস কাশীখণ্ডে স্বয়ং সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে পরমারাধ্য মহেশ্বরের মাহাত্ম্যের স্বল্পতা দর্শাইয়া যদি কদাপি কোনো উক্তি স্বতঃ পরতঃ করিয়াছেন তাহাতে পরমারাধ্যের হেয়ত্ব সূচনা না হইয়া তাঁহারি হস্তস্তম্ভন ও কণ্ঠরোধ ইত্যাদি বিড়ম্বনার কারণ হইয়াছিল, এইরূপ তন্ত্ররত্নাকরেও প্রাপ্ত হইতেছে তথাহি (হৃতদর্পস্তদা ব্যাসো ভৈরবেণ মহাত্মনা। কম্পিতোরুশিরগ্রীবস্ততঃ কাশ্যা বিনির্যযৌ। তেনাহূতাঃ সুরনদী যমুনা চ সরস্বতী। গোদাবরী নর্ম্মদা চ কাবেরী বাহুদা তথা। দেবা দেবর্ষয়ঃ সিদ্ধা ইচ্ছন্তোপি হিতং মুনেঃ। ভৈরবস্য ভয়াদ্দেবি ন জগ্মুর্ব্যাসসন্নিধৌ। ভগ্নোদ্যমো নিরানন্দঃ শোকসংবিগ্নমানসঃ। কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি জল্পতি স্ম পুনঃ পুনঃ॥) অর্থাৎ বেদব্যাস দ্বিতীয় কাশীনির্ম্মাণে উদ্যত হইয়া কেবল ক্ষোভ প্রাপ্ত হইলেন।

পুনরায় ২১১ পৃষ্ঠের প্রথম অবধি কুলধর্ম্মবিধায়ক তন্ত্রকে শ্রুতিবিরুদ্ধ অপবাদ দিয়া অগ্রাহ্য কহিয়াছেন ইহার উত্তর ২২৮ পৃষ্ঠ অবধি বিশেষরূপে লিখা গিয়াছে অতএব পুনরায় আম্রেড়নে প্রয়োজনাভাব॥

ভাগবতের, ব্রহ্মবৈবর্ত্তের ও তন্ত্রের বচন লিখিয়া পরে ২১৬ পৃষ্ঠে ৮ পংক্তি অবধি লিখেন "যে মহানির্ব্বাণাদি তন্ত্রের বচনে কেবল পুরাণাদি শাস্ত্রের নিন্দা বোধ হইতেছে যেহেতু সেই বচনে তৎপথবিমুখ ব্যক্তিসকলের প্রতি পাষণ্ড ও ব্রহ্মঘাতক ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ এবং পুরাণাদি শাস্ত্রকে অর্কক্ষীর এবং ষড়্দর্শনকে কূপ কহিতেছেন, উত্তমের রীতি এই যে পরের প্রশংসার দ্বারা আপনিও প্রশংসিত হয়েন অধমে তাহার বিপরীত।" উত্তর, প্রথমত সাদৃশ্য দ্বারা কোনো শাস্ত্রের প্রতি "অধম" এ পদ প্রয়োগ করা অতি অধম ও ধর্ম্মসংহারক হইতেই সম্ভব হয়। দ্বিতীয়ত, পুরাণাদি শাস্ত্রের নিন্দা কথন তন্ত্রশাস্ত্রে আছে তাহার প্রমাণের উদ্দেশে ধর্ম্মসংহারক লিখেন যে "সেই বচনে তৎপথবিমুখ ব্যক্তিসকলের প্রতি পাষণ্ড ও ব্রহ্মঘাতক ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ এবং পুরাণাদি শাস্ত্রকে অর্কক্ষীর ও ষড়্দর্শনকে কূপ কহিতেছেন"॥ উত্তর, তন্ত্রে দেখিতেছি যে তন্ত্রশাস্ত্রবিমুখ ব্যক্তিকে পাষণ্ড কহেন যথার্থই বটে যেহেতু তন্ত্রমতবিমুখ ব্যক্তি প্রায় এদেশে অপ্রাপ্য, কিন্তু ধর্ম্মসংহারকের লিখিত পদ্মপুরাণীয় বচন সমূলক হইলে তাহাতে স্পষ্ট শিবশাস্ত্রকে পাষণ্ডশাস্ত্র কহিয়াছেন অতএব বিবেচনা কর্ত্তব্য যে সাক্ষাৎ নিন্দোক্তি কোথায় লিখিত আছে। তৃতীয়ত, যেমন আগমে শিবপথবিমুখকে পাষণ্ড কহেন সেইরূপ শ্রীভাগবতাদি বিষ্ণুপ্রধান গ্রন্থে বিষ্ণুভক্তিবিমুখকে চণ্ডাল ও অন্য উপাসককে দুর্ব্বাক্য কহিয়াছেন, এইরূপ মাহাত্ম্যপ্রদর্শক নিন্দাবোধক বচনের দ্বারা শ্রীভাগবতাদি গ্রন্থ কি অধম হইবেন? (বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভপাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং।

বিনোপসর্পত্যপরং হি বালিশঃ শ্বলাঙ্গুলেনাতিতর্ত্তি সিন্ধুং) ভাগবত, তাবৎ গুণযুক্ত ব্রাহ্মণ যদি বিষ্ণুপাদপদ্মবিমুখ হয়েন তবে তাঁহা হইতে চণ্ডালকে শ্রেষ্ঠ করিয়া মানি। বিষ্ণুর প্রতি দেবতাদের বাক্য, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভগবান্ ব্যতিরেকে অন্যের শরণাগত যে হয় সে মূর্খ কুক্কুরের লাঙ্গুল অবলম্বন করিয়া সমুদ্র পার হইতে বাসনা করে। চতুর্থ, মহেশ্বরমত ত্যাগ করিয়া অন্য মত গ্রহণ করিলে সেই মতকে অর্কক্ষীর তন্ত্র-বচনে কহিয়াছেন ইহা ধর্ম্মসংহারক লিখেন; বস্তুত এই বাক্যানুসারে ব্যবস্থাও দৃষ্ট হয় যেহেতু তন্ত্রমত ত্যাগ করিয়া অন্য মতে উপাসনাদি এদেশে কেহ করেন না। পঞ্চম, ষড়্‌দর্শনকে কূপশব্দ তন্ত্রে কহিয়াছেন ধর্ম্মসংহারক লিখেন, উত্তর, পরম তত্ত্বকে ত্যাগ করিয়া যাঁহারা ষড়্‌দর্শনবাদে রত হয়েন তাঁহাদের প্রতি ষড়্‌দর্শন কূপস্বরূপ হইবেন তন্ত্রবচনের এই তাৎপর্য্য, ইহাতে ষড়্‌দর্শনের নিন্দা অভিপ্রেত নহে যেহেতু কুলার্ণবে ষড়্‌দর্শনকে মুক্তিসাধন ও ভগবানের অঙ্গস্বরূপ কহিয়াছেন, কুলার্ণব (দর্শনেষু চ সর্ব্বেষু চিরাভ্যাসেন মানবাঃ। মোক্ষং লভন্তে কৌলে তু সদ্য এব ন সংশয়ঃ) তথা (ষড়্‌দর্শনানি স্বাঙ্গানি পাদৌ কুক্ষিকরৌ শিরঃ। তেষু ভেদং হি যঃ কুর্য্যান্মমাঙ্গচ্ছেদ এব হি) সকল দর্শনেতে চিরকাল অভ্যাসের দ্বারা মনুষ্য মোক্ষ প্রাপ্ত হয় আর কুলধর্ম্মে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয় ইহাতে সংশয় নাই। পাদদ্বয় হস্তদ্বয় উদর ও মস্তক এই আমার ছয় অঙ্গ ষড়্‌দর্শন হয়েন ইহাতে যে ভেদজ্ঞান করে সে আমার অঙ্গচ্ছেদ করে।

২১৭ পৃষ্ঠে ৬ পংক্তি অবধি লিখেন যে "ভাক্তবামাচারা মহাশয় কহেন যে মহানির্ব্বাণাদি তন্ত্র অসদাগম এ কারণ অগ্রাহ্য ও অপ্রমাণ হইলেও তথাপি পুরাণাদির মতাবলম্বী ও মহানির্ব্বাণাদির মতাবলম্বী এ উভয়েরই তুল্য ফল" ইত্যাদি। উত্তর, পূর্ব্ব২ প্রমাণের দ্বারা কুলধর্ম্মবিধায়ক মহানির্ব্বাণ, কুলার্ণবাদির সদাগমত্ব ও শাস্ত্রত্ব সিদ্ধ হওয়াতে এ কোটি আমাদের প্রতি সম্ভব হয় না, যেহেতু যাঁহারা এ সকল কুলধর্ম্মবিধায়ক তন্ত্রাবলম্বী হয়েন তাঁহাদের ইহলোকে ভোগ এবং পরলোকে মোক্ষ-প্রাপ্তি দ্বারা ধর্ম্মসংহারকের সহিত কদাপি ফলেতে সমতা সম্ভব নহে, (যত্রাস্তি ভোগবাহুল্যং তত্র মোক্ষস্য কা কথা। যোগেপি ভোগবিরহঃ কৌলস্তূভয়মশ্নুতে) অর্থাৎ বৌদ্ধাদি অধিকারে যাহাতে বিহিতানুষ্ঠান বিনা ভোগের বাহুল্য আছে, তথায় তথায় মোক্ষের সম্ভাবনা নাই আর যোগাদি অধিকারে মোক্ষপ্রাপ্তি হয় কিন্তু তাহাতে ভোগের অপ্রাপ্যতা পরন্তু কৌলধর্ম্মে ভোগ ও মোক্ষ উভয় প্রাপ্তি হয়॥ তবে যে সকল লোক কেবল যুক্তিতেই নির্ভর করেন তাঁহাদের নিকটে এ কোটি অন্য কোটিত্রয়ের সহিত সম্ভব হয়, অর্থাৎ যদি কুলধর্ম্মবিধায়ক তন্ত্রশাস্ত্র এবং আপাততঃ

কুলধর্ম্মনিষেধক স্মৃতিশাস্ত্র উভয়ই সত্য হয়েন তবে উভয়ধর্ম্মাবলম্বীদের পরলোক সিদ্ধ হইবেক, অধিকন্তু কৌলের ইহলোকে ভোগ রহিল, যদি উভয় শাস্ত্র মিথ্যা হয়েন তাহাতে যদ্যপিও উভয়মতাবলম্বীদের পরলোকসিদ্ধি হইবেক না তথাপি ওই স্মার্ত্তদের নিষ্ফল ঐহিক যন্ত্রণা রহিল, যদি উভয়ের মধ্যে এক সত্য ও অন্য মিথ্যা হয়েন অর্থাৎ কুলধর্ম্মবিধায়ক শাস্ত্র সত্য হয়েন ও আপাতত কুলধর্ম্মনিষেধক স্মৃতিশাস্ত্র মিথ্যা হয়েন তবে কৌলিকের উভয়ত্র সদগতি হইল, আর ওই২ স্মৃতি-মতাবলম্বীদের উভয় লোক ভ্রষ্ট হইবেক, অথবা তাহার অন্যথাতে অর্থাৎ ওই আপাতত কুলধর্ম্মনিষেধক স্মৃতি সত্য ও কুলধর্ম্মবিধায়ক শাস্ত্র মিথ্যা যদি হয়েন তথাপি কৌলিকের ইহলোকে স্বচ্ছন্দতা রহিল আর ওই স্মৃত্যবলম্বীদের কেবল পরলোক সিদ্ধ হইতে পারে; এই অংশে উভয় ধর্ম্মের এক প্রকার তুল্যফলদাতৃত্ব কেবল থাকে। এ কোটিচতুষ্টয় কেবল যুক্তিপর ব্যক্তিদের নিকট কুলধর্ম্মের প্রশংসার প্রতি কারণ হয়।

২১৮ পৃষ্ঠের ১৪ পংক্তিতে লিখেন যে "ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর লিখিত স্মৃতি-পুরাণাদিবচনে ব্রাহ্মণাদির মদ্য পানের নিষেধ দর্শনে শূদ্র ভাক্তুতত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়েরা লম্ফ উল্লম্ফ প্রলম্ফ প্রদান করিবেন না যেহেতু শূদ্র কমলাকরধৃত পরাশরবচন দর্শন করিলে তাঁহাদিগেরও বাক্যরোধ ও হৃদ্বোধ হইবেক, যথা পরাশরঃ (তথা মদ্যস্য পানেন ব্রাহ্মণীগমনেন চ। বেদাক্ষরবিচারেণ শূদ্রশ্চণ্ডালতাং ব্রজেৎ) শূদ্রজাতি যদি মদ্য পান ব্রাহ্মণীগমন কিম্বা বেদের বিচার করেন তবে তাঁহাদের চণ্ডাল জাতি প্রাপ্তি হয়"। উত্তর, ধর্ম্মসংহারক এই ব্যবস্থা দিলেন যে শূদ্রের সুরাপান সুদূর, যদি মদ্য পানও শূদ্রে করে তবে চণ্ডাল হয়, কিন্তু মিতাক্ষরাকার ও প্রায়শ্চিত্তবিবেককার প্রভৃতি গ্রন্থকারেরা মন্বাদি ঋষিবচনে নির্ভরপূর্ব্বক ইহার অন্যথায় ব্যবস্থা দেন। মনুঃ (তস্মাদ্ব্রাহ্মণরাজন্যৌ বৈশ্যশ্চ ন সুরাং পিবেৎ) বৃহদ্‌যাজ্ঞবল্ক্যঃ (কামাদপি হি রাজন্যো বৈশ্যো বাপি কথঞ্চন। মদ্যমেবাসুরাং পীত্বা ন দোষং প্রতিপদ্যতে) অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ইহাঁরা সুরাপান করিবেন না, অর্থাৎ অবিহিত সুরাপান করিবেন না, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যদি স্বেচ্ছাধীন অর্থাৎ দেবোদ্দেশ ব্যতিরেকও সুরাভিন্ন মদ্যপান করেন তবে দোষ প্রাপ্ত হয়েন না। পরে মিতাক্ষরাকার সিদ্ধান্ত করেন (ত্রৈবর্ণিকানাং জন্মপ্রভৃতি পৈষ্টীনিষেধঃ ব্রাহ্মণস্য তু মদ্যমাত্র-নিষেধোপ্যুৎপত্তিপ্রভৃত্যেব, রাজন্যবৈশ্যয়োস্তু ন কদাচিদপি গৌড্যাদিমদ্যনিষেধঃ, শূদ্রস্য তু ন সুরাপ্রতিষেধো নাপি মদ্যপ্রতিষেধঃ) অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণের জন্ম অবধি পৈষ্টীসুরা নিষিদ্ধ হয় আর ব্রাহ্মণের প্রতি জন্ম অবধি

মদ্য মাত্রের নিষেধ। ক্ষত্রিয় বৈশ্যের গৌড়ী প্রভৃতি মদ্যের কদাপি নিষেধ নাই অর্থাৎ রাগতও নিষিদ্ধ নহে আর শূদ্রের প্রতি সুরা কিম্বা মদ্য এ দুইয়ের একও নিষিদ্ধ নহে। প্রায়শ্চিত্তবিবেককার নানা মুনিবচনের বিচার করিয়া পরে সিদ্ধান্ত করেন (তদেবং পৈষ্টীনিষেধস্ত্রৈবর্ণিকানাং গৌড়ীমাধ্বীনিষেধস্তু ব্রাহ্মণানামেব) তথা, (রাজন্যাদীনান্তু গৌড়ীমাধ্বীপ্রভৃতিসকলমদ্যপানে ন দোষঃ) অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের পৈষ্টী সুরা নিষিদ্ধ হয় আর কেবল ব্রাহ্মণের প্রতি গৌড়ী মাধ্বীর নিষেধ হয়। ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের গৌড়ী মাধ্বী প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার মদ্যপানে দোষ নাই। এখন জিজ্ঞাসা করি যে মনু যাজ্ঞবল্ক্যের অনুশাসনে ও মিতাক্ষরা ও প্রায়শ্চিত্তবিবেকের ব্যবস্থা দ্বারা শূদ্রের বৈধাবৈধ মদ্যপানে দোষাভাব মানিতে হইবেক, কি ধর্ম্মসংহারকের ব্যবস্থানুসারে ঐ সকলের সিদ্ধান্ত অন্যথা হইয়া শূদ্রের মদ্যপান নিষিদ্ধ ইহাই স্থির করা যাইবেক। ধর্ম্মসংহারক শূদ্র কমলাকরধৃত কহিয়া যে পরাশরের বচন লিখেন তাহা শূদ্র কমলাকরধৃত অথবা শূদ্র পদ্মাকরধৃতই বা হউক সমূলক যদি হইত তবে মিতাক্ষরাকার, কুল্লূক ভট্ট, প্রায়শ্চিত্তবিবেককার, ইহাঁরা অবশ্যই লিখিয়া ইহার মীমাংসা করিতেন; যদ্যপিও ওই পরাশরবচন সমূলক হয় তবে মন্বাদি অন্য স্মৃতির সহিত একবাক্যতা করিবার জন্যে ব্রাহ্মণের গ্রাহ্য যে শ্রৌত যজ্ঞীয় মদিরা তাহারি নিষেধ পরাশরবচনে শূদ্রের প্রতি অভিপ্রেত হইবেক, অন্যথা মন্বাদি স্মৃতির সহিত একবাক্যতা থাকে না। এতদ্ভিন্ন শূদ্রের মদ্যপানবিধায়ক শত২ বচন তন্ত্রশাস্ত্রে দৃষ্ট হইতেছে এবং ওই শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ সংগ্রহকারেরা তদনুরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন। এ স্থলে পুনরায় স্মরণ দেওয়াইতেছি যে স্মৃতিতে যে২ স্থানে ব্রাহ্মণের বিষয়ে মদ্যপানের নিষেধ কহিয়াছেন সে অবিহিত কামত মদ্যপর হয়, যেহেতু (ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে) ইত্যাদি মন্বাদিস্মৃতিতে তাঁহারা বিহিত মদ্যপানে দোষাভাব স্বয়ং কহিয়াছেন।

২১৯ পৃষ্ঠের ৭ পংক্তি অবধি ২২১ পৃষ্ঠের ৯ পংক্তি পর্য্যন্ত যাহা লিখিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে স্বপক্ষ কিম্বা বিপক্ষ শ্রীকালীশঙ্কর নামে এক ব্যক্তিকে ধর্ম্মসংহারকের পরাভবের আশয়ে আমরা উত্থাপিত করিয়াছিলাম তিনি বাগ্‌দেবতার প্রীত্যর্থে স্মৃতিপুরাণাদিস্বরূপ অস্ত্র শস্ত্রের দ্বারা ধর্ম্মসংহারক কর্তৃক আগত মাত্রেই নিহত হইলেন; কিন্তু ধর্ম্মসংহারক কি২ উপায়ে আর কি২ বচনরূপ শস্ত্রে তাঁহাকে নিহত করিলেন তাহার বর্ণও লিখেন না, বিবরণ যদি লিখিতেন তবে বিবেচনা করা যাইত যে তাঁহাদের কোন্ পক্ষে জয় পরাজয় হইয়াছে॥

২২১ পৃষ্ঠের ১০ পংক্তিতে শৈবশক্তি গ্রহণের অপ্রামাণ্যের উদ্দেশে লিখেন যে

এতদ্বিধায়ক তন্ত্রশাস্ত্র মোহনার্থ কল্পিত আগম হয়। উত্তর, ওই সকল মহেশ্বরপ্রণীত শাস্ত্র সর্ব্বথা প্রমাণ ইহা আমরা ২২৮ পৃষ্ঠের ১৩ পংক্তি অবধি ২৪৩ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত বিবরণপূর্ব্বক লিখিয়াছি তাহাতে যেন পণ্ডিতেরা দৃষ্টি করেন, অতএব সর্ব্বনিয়ন্তার আজ্ঞানুসারে অনুষ্ঠান করিলে কদাপি পাপ স্পর্শ ও যমতাড়না হইতে পারে না, যেহেতু ভগবান্ রুদ্র যমেরও যম হয়েন।

২২৪ পৃষ্ঠে ১৭ পংক্তি অবধি লিখেন যে "লোকের বিদ্বিষ্ট যে কর্ম্ম তাহা শাস্ত্রীয় হইলেও স্বর্গের বিরোধী হয় তাহা বিশিষ্ট লোকের আচরণীয় নহে এই মনুবচনে যে কর্ম্ম লোকের দ্বেষ্য হয় সে অবশ্যই নরকের কারণ—অতএব শৈব বিবাহ যথার্থ হইলেও সজ্জনদিগের কদাচ কর্ত্তব্য নহে"। উত্তর, কেবল বিশিষ্ট লোকের দ্বেষ্য ও প্রিয় এই বিবেচনায় ধর্ম্মাধর্ম্ম স্থির করাতে যে আপত্তি ও যে২ দোষ হয় তাহা বিশেষরূপে এই দ্বিতীয় উত্তরের চতুর্থ পরিচ্ছেদে ১৩৭ পৃষ্ঠ অবধি ১৫৪ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত লিখা গিয়াছে, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহা অবলোকন করিয়া ইহার সিদ্ধান্ত করিবেন; বস্তুত তাঁতি, শুড়ি, সুবর্ণবণিক্ ও কৈবর্ত্ত এবং কতিপয় বিশিষ্ট লোক ওই সকল তন্ত্রকে এবং তদুক্ত অনুষ্ঠানকে যদিও দ্বেষ করিয়া থাকেন কিন্তু ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থাদি ভূরি বিশিষ্টেরা ওই মহেশ্বরশাস্ত্রকে পরমপুরুষার্থসাধন ও অতি প্রিয় জ্ঞান করিয়া স্ব স্ব অধিকারে তাহার অনুষ্ঠান করেন, অতএব তন্ত্রোক্ত ধর্ম্ম সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বেষ্য কি হইবেন, সর্ব্বথা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিশিষ্টরূপে মান্যই হইয়াছেন।

ধর্ম্মসংহারক ২২৪ পৃষ্ঠে ১১ পংক্তি অবধি নবীন এক প্রশ্ন করেন যে "এ স্থানে শৈব বিবাহের ব্যবস্থাপক মহাশয়কে এই ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করি যে যাঁহারা যবনীগমনে ও বেশ্যাসেবনে সর্ব্বদা রত তাঁহাদের স্ত্রীও বিধবাতুল্যা, যদি তাহারা সপিণ্ডা না হয় তবে ঐ সকল স্ত্রীকে শৈব বিবাহ করা যায় কি না"। উত্তর, স্মৃতি ও তন্ত্র উভয় শাস্ত্রানুসারে স্বস্ত্রীবঞ্চক পুরুষ সর্ব্বথা পাপী হয়েন, কিন্তু ভর্ত্তা বর্ত্তমানে স্ত্রীর বৈধব্য, কি মহেশ্বরশাস্ত্রে কি স্মৃতিশাস্ত্রে লিখেন না; তবে ভর্ত্তা বিদ্যমানেও বৈধব্যের স্বীকার এবং তাহার সহিত অন্যের বিবাহের বিধি ধর্ম্মসংহারকের মতানুসারে তাঁহার ক্রোড়স্থই আছে, অর্থাৎ পাঁচ শিকা গোসাঁইকে দিলেই স্বামী থাকিতেও পূর্ব্ববিবাহের খণ্ডন হইয়া স্ত্রীর বৈধব্য হয়, আর পাঁচ শিকা পুনরায় প্রদানের দ্বারা তাহার সহিত অন্যের বিবাহ পরে হইতে পারে, অতএব ধর্ম্মসংহারক এরূপ বৈধব্যের ও পুনরায় বিবাহের উপায় আপন করস্থ থাকিতে অন্যকে যে প্রশ্ন করেন সে বুঝি তাঁহার স্বমতের প্রবলতার নিমিত্ত হইবেক।

১৯৩ পৃষ্ঠে ও অন্য স্থানে২ আপন প্রত্যুত্তরে ধর্ম্মসংহারক আপনার উত্তর প্রদানের নানাবিধ প্রাগল্‌ভ্য করিয়াছেন তাহার উত্তর এই যে ফলেন পরিচীয়তে ; যখন আমরা স্বনিয়মানুসারে লোকান্তরপ্রাপ্ত দত্তজার সহিত ভূরিশ উত্তর প্রত্যুত্তর অনিচ্ছুক হইয়াও করিয়াছি, সুতরাং সেই নিয়মে ধর্ম্মসংহারকের সহিতও উত্তর করিতে হইয়াছে ইহাতে খেদ কি ? শাস্ত্রীয় সদালাপের অবকাশকালে কৌতুকার্থেও কিঞ্চিৎ কাল ক্ষেপণ করিতে হইয়াছে ॥

এই দ্বিতীয় উত্তরের সমুদায়ের তাৎপর্য্য এই যে পরমেষ্ঠীগুরুর আজ্ঞাবলম্বন করিয়া পরমার্থসাধন ও ঐহিক ব্যবহার অবশ্য কর্ত্তব্য হয় এবং নিন্দক মৎসরেরা সর্ব্বথা উপেক্ষণীয় হইয়াছে ॥

ইতি চতুর্থপ্রশ্নে দ্বিতীয় উত্তরে অতিপ্রিয়করো নাম সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥

সমাপ্তং চতুর্থপ্রশ্নোত্তরং ॥

দ্বিতীয়োত্তরং সমাপ্তং ॥



কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার

[১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

পরমেশ্বরায় নমঃ

কোনো বিশিষ্টবংশোদ্ভব কায়স্থ কহিয়া থাকেন যে "এ কি কাল হইল, আমাদের বর্ণের মধ্যে অনেকেই মদ্য পান করিয়া ধর্ম্ম লোপ করিতেছে ; ইহারা অতি নিন্দনীয় সুরতাং এ সকল লোকের সহিত আলাপ করা কর্ত্তব্য নহে" অতএব ঐ কায়স্থ মহাশয়কে নিবেদন করি যে ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম ইহার নিয়ম শাস্ত্রে করেন, বৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থ বিশেষ পুণ্যজনক ও নদীর মধ্যে গঙ্গা অনন্ত শুভদায়ক ইহাতে শাস্ত্র প্রমাণ হন, লোকদৃষ্টিতে অন্যাপেক্ষা বিশেষ চিহ্ন প্রাপ্ত হয় না। সেইরূপ খাদ্যাখাদ্য বিষয়েও শাস্ত্র প্রমাণ হন ; শূদ্রের প্রতি মদ্যপানে অধর্ম্ম নাই তাহার প্রমাণ মনু, যথা

তস্মাৎ ব্রাহ্মণরাজন্যৌ বৈশ্যশ্চ ন সুরাং পিবেৎ।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য ইহাঁরা সুরাপান করিবেন না।

বৃহদ্‌যাজ্ঞবল্ক্যঃ।—কামাদপি হি রাজন্যো বৈশ্যো বাপি কথঞ্চন। মদ্যমেবাসুরাং পীত্বা ন দোষং প্রতিপদ্যতে।

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যদি স্বেচ্ছাধীন অর্থাৎ দেবতার উদ্দেশ ব্যতিরেকেও সুরা* ভিন্ন অন্য মদ্যপান করেন তত্রাপি দোষ প্রাপ্ত হন না।

দ্বিতীয় প্রমাণ ; মিতাক্ষরা ও প্রায়শ্চিত্তবিবেক, যাহার মতে সমুদায় ভারতবর্ষে এ সকল বিষয়ের ব্যবস্থা মান্য হইয়াছে, তাহাতে দৃষ্ট হইতেছে।

মিতাক্ষরা, যথা

ত্রৈবর্ণিকানাং জন্মপ্রভৃতি পৈষ্টীনিষেধঃ ব্রাহ্মণস্য তু মদ্যমাত্রনিষেধোপ্যুৎপত্তিপ্রভৃত্যেব রাজন্যবৈশ্যয়োস্তু ন কদাচিদপি গৌড়্যাদিমদ্যনিষেধঃ শূদ্রস্য তু ন সুরাপ্রতিষেধো নাপি মদ্যপ্রতিষেধঃ।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণের জন্ম অবধি পৈষ্টী সুরা নিষিদ্ধ হয় আর ব্রাহ্মণের প্রতি জন্ম অবধি মদ্য মাত্রের নিষেধ,† ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের প্রতি গৌড়ী প্রভৃতি মদ্যের কদাপি নিষেধ নাই অর্থাৎ রাগতও নিষিদ্ধ নহে ; আর শূদ্রের প্রতি সুরা এবং মদ্য এ দুইয়ের একও নিষিদ্ধ নহে।

---

* এ স্থানে সুরা শব্দে পৈষ্টী মদিরাকে কহি।

† এ স্থলে ব্রাহ্মণের প্রতি যে মদ্য নিষেধ করিলেন, তাহা অবিহিত মদ্য বিষয়ে জানিবে, যেহেতু "সৌত্রামণ্যাং সুরাং গৃহ্নীয়াৎ" ইত্যাদি শ্রুতি এবং "ন মাংসভক্ষণে দোষো" ইত্যাদি মনুবচন ও নানাবিধ তন্ত্রবচনের সহিত একবাক্যতা করিতে হইবেক।

প্রায়শ্চিত্তবিবেক যথা।

তদেবং পৈষ্টীনিষেধস্ত্রৈবর্ণিকানাং গৌড়ীমাধ্বীনিষেধস্তু ব্রাহ্মণানামেব। তথা, রাজন্যাদীনান্তু গৌড়ীমাধ্বীপ্রভৃতিসকলমদ্যপানে ন দোষঃ।

ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের পৈষ্টী সুরাপান নিষিদ্ধ হয়, আর কেবল ব্রাহ্মণের প্রতি গৌড়ী মাধ্বীর নিষেধ হয়; কিন্তু গৌড়ী মাধ্বী প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার মদ্যপানে ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের দোষ নাই।

এই সকল দেদীপ্যমান শাস্ত্রের প্রমাণ মান্য কি ঐ কায়স্থ মহাশয়ের অযোগ্য জল্পন গ্রাহ্য হইবেক? আর এরূপ শাস্ত্রসম্মত ব্যবহার নিন্দনীয় হয় কি এ ব্যবহারকে যে নিন্দা করে সে নিন্দনীয় হয়?

বিশেষত ঐ কায়স্থ মহাশয় কহিয়া থাকেন যে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ কান্যকুব্জে ছিলেন তথা হইতে গৌড়রাজ্যে আইলেন অতএব প্রত্যক্ষ কেন না দেখেন যে কান্যকুব্জস্থ কায়স্থেরা এই শাস্ত্রপ্রমাণে পরম্পরানুসারে মদ্যপানে কদাপি পাপ জানে না।

যদি কেহ স্বলাভের উদ্দেশে মূর্খ ভুলাইবার নিমিত্ত শূদ্র কমলালয় ইত্যাদি গ্রন্থের নাম গ্রহণপূর্ব্বক, শূদ্রের মদ্যপান নিষেধ বিষয়ে স্বকপোলকল্পিত শ্লোক পাঠ করেন, তবে বিশিষ্টবংশোদ্ভব কায়স্থ মহাশয়কে বিবেচনা করা উচিত হয়; যে এরূপ শ্লোক যদি সমূল হইত, তবে প্রায়শ্চিত্তবিবেককার ও মিতাক্ষরাকার যাহাঁরা সর্ব্বশাস্ত্রের সামঞ্জস্য করিয়া ব্যবস্থা সকল স্থির করিয়াছেন, তাহাঁরা অবশ্যই ইহার উল্লেখ করিয়া সমাধান করিতেন।

প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের ধৃত যে বচন নহে তাহার অর্থদৃষ্টিতে ইদানীন্তন কোন নূতন ব্যবস্থার কল্পনা যদি প্রমাণ হয়, তবে এক দুই শ্লোক কিম্বা কতিপয় পত্রের কোন এক গ্রন্থ রচনা করিতে যাহার শক্তি আছে সেও নানাবিধ নূতন ব্যবস্থার প্রচার করিতে পারে; কিন্তু তাহা বিজ্ঞ লোকের নিকট প্রথমত গ্রাহ্য হইবেক না, এবং তাহার যোগ্য উত্তর ঐ প্রকার স্বকপোলরচিত শ্লোক ও গ্রন্থের দ্বারা অন্য ব্যক্তিও কোন্ দিতে না পারেন।

এখন এই প্রতীক্ষায় রহিলাম যে ঐ কায়স্থ মহাশয় ইহার প্রত্যুত্তর শীঘ্র লিখিবেন, কিম্বা নিন্দা হইতে বিরত হইবেন। ইতি শকাব্দা ১৭৪৮।

শ্রীরামচন্দ্র দাসস্য।

সম্পাদকীয়

চারি প্রশ্নের উত্তর

৬ এপ্রিল ১৮২২ তারিখের ‘সমাচার দর্পণে’ ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষি-প্রেরিত ‘চারি প্রশ্ন’ মুদ্রিত হয়। এই প্রশ্নচতুষ্টয়ের উত্তরস্বরূপ রামমোহন ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ‘চারি প্রশ্নের উত্তর’ পুস্তিকা (পৃ. ২৬) প্রকাশ করেন।

পথ্য প্রদান

‘চারি প্রশ্নের উত্তর’ পুস্তিকার প্রত্যুত্তরে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী ‘পাষণ্ডপীড়ন’ প্রচার করেন। পরবর্ত্তী ডিসেম্বর মাসে ‘পাষণ্ডপীড়নে’র উত্তরস্বরূপ রামমোহনের ‘পথ্য প্রদান’ (পৃ. ২৬১) পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়। ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী নন্দলাল ঠাকুর ইহার কোন প্রত্যুত্তর দিবার ব্যবস্থা করেন নাই।

উভয় পক্ষের মৃত্যুর পর নন্দকুমার কবিরত্ন ভট্টাচার্য্য ১৭৮০ শকে (ইং ১৮৫৮ ?) “পাষণ্ডপীড়ন ও পথ্য প্রদান পুস্তকের সঙ্গতাসঙ্গত বিচার” ‘বিবাদভঙ্গার্ণব’ (পৃ. ১১১) পুস্তক প্রচার করেন।

কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার

এই পুস্তিকার মূল সংস্করণ আমরা দেখি নাই; ইহা রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ-সম্পাদিত ‘রাজা রামমোহন রায়-প্রণীত গ্রন্থাবলি’ (ইং ১৮৮০) হইতে পুনর্ম্মুদ্রিত হইল। উক্ত গ্রন্থাবলীর “প্রকাশকের শেষ বিজ্ঞাপনে” (পৃ. ৮০৭) আছে :—

> কল্পিত রামচন্দ্র দাসের নামে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। শূদ্রের মদ্যপান করা অশাস্ত্রীয় নহে; বিহিত মদ্যপানে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণেরও অধিকার আছে;

শাস্ত্রানুসারে মদ্যপান করিলে ধর্ম্ম লোপ হয় না; এই সকল মত প্রদর্শন এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। পথ্য প্রদান গ্রন্থের সপ্তম পরিচ্ছেদেও ঐ বিষয়ের বিচার আছে।

* * *

'চারি প্রশ্নের উত্তর' ও 'পাষণ্ডপীড়ন' পুস্তকের স্থলে স্থলে বন্ধনীমধ্যে যে সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, উহা মূল পুস্তকের পত্রাঙ্ক।

শুদ্ধিপত্র

[১৩৫১ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত রামমোহন-গ্রন্থাবলীর ৩য় খণ্ডের (সহমরণ) শেষে যে "বিশেষ দ্রষ্টব্য" অংশ আছে, তাহা বর্জ্জনীয় এবং সেই স্থলে বর্ত্তমান শুদ্ধিপত্র গ্রহণ করিতে হইবে।]

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬	১৪	এমত	এমং
৬ এবং ১৭	২৫-২৬ এবং ২০-২১	ইমা নারীরবিধবাঃ ইত্যাদি	ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নী- রাঞ্জনেন সর্পিষা সংবিশন্তু। অনশ্রবোঽনমীবাঃ সুরত্নাঃ আরোহন্তু জনয়ো যোনিমগ্রে। [১০।১৮।৭]
১১	৩০	শাক্তদের	শাক্তেদের
১৬	২০	নিষ্কন্তেতু শ্রাবৃং	নিবৃত্তে তু শ্রাদ্ধং
১৭	২৩	মৃতাভ্যক্তা	ঘৃতাভ্যক্তা
১৯	২	পরা	প্লবা
২০	৮	বিষয়ক	বিধায়ক
২৩	৯	কেন হয়।	কেন [না] হয়।
„	১৯	অমুকূল	অমুকূল্য
„	২৮	সকোটজে।	সহোটজে।
„	„	[যারা ?]	যারা
	২৯	যে…তিনি	যে গান্ধারী তিনি
„	৩০	করিবেন।	করিবে।
২৬	৮	সংবাদ	সম্বাদ
২৮	১	সহমরণস্তুল্যার্থং	সহমরণস্তুত্যর্থং
৩৪	১০	রোগিণে পথ্যং	রোগিণেঽপথ্যং
৩৫	২৭	২৭ পৃষ্ঠায়	১৭ পৃষ্ঠায়
৪১	১৬	২৮ পৃষ্ঠায়	২৪ পৃষ্ঠায়
৪৩	১৪	স্ত্রীহাদ	স্ত্রীদাহ
৪৭	২৯ পঙ্‌ক্তির শেষে * তারকা চিহ্ন সহযোগে নিম্নোক্ত পাদটীকা বসিবে,—		

এই পুস্তকে যে যে স্থলে দাঁড়ি-চিহ্ন মুদ্রিত হইয়াছে, মূল পুস্তকে সেই সেই স্থলে ফুলষ্টপ-চিহ্ন